হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

শী অ্যাণ্ড অ্যালান

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

BanglaBook.org

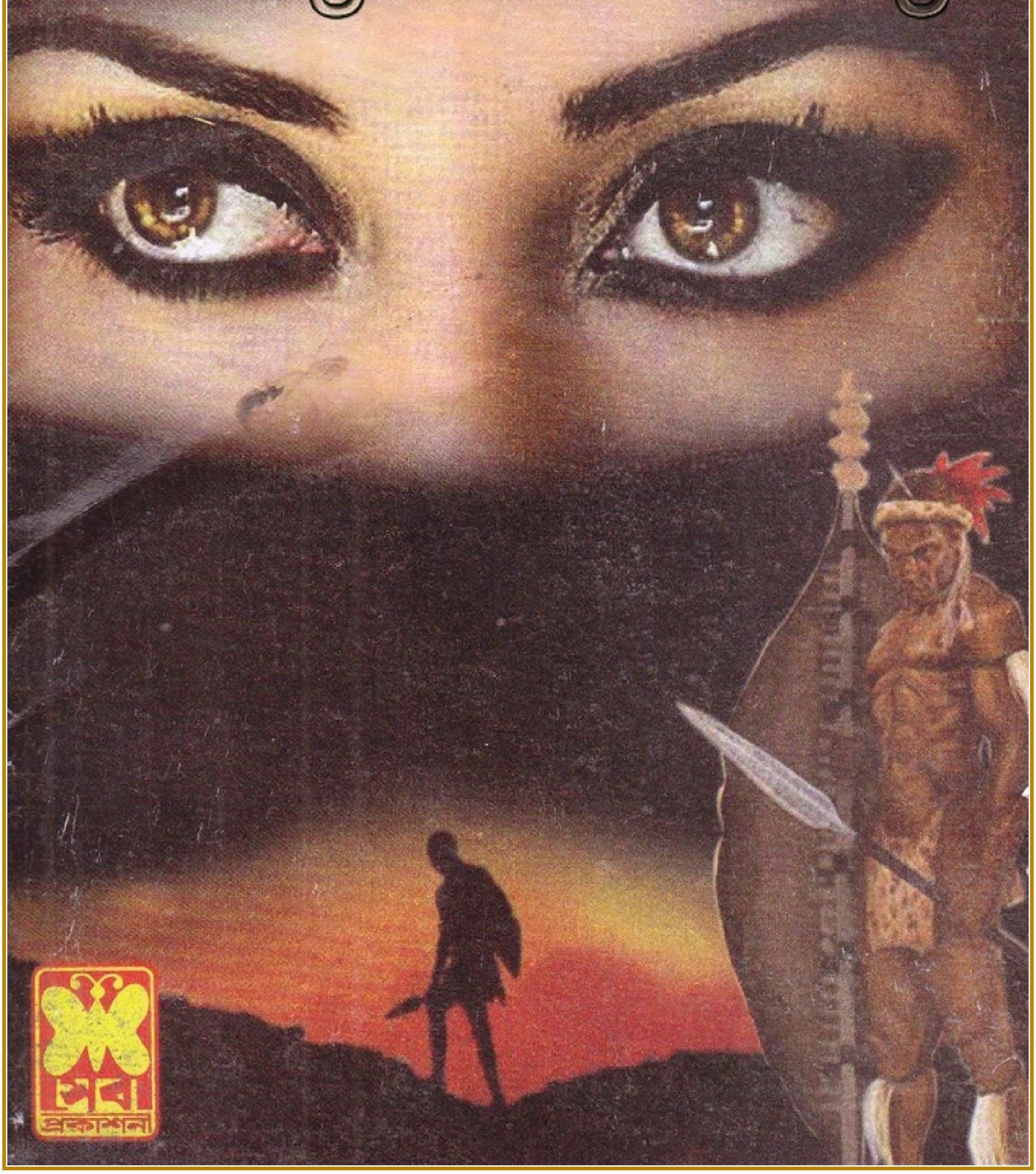

সেবা প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

শী অ্যাণ্ড অ্যালান

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

বিকলাঙ্গ জুলু জাদুকর যিকালি টোপ ফেলতেই ফাঁদে পা দিল শিকারি অ্যালান কোয়াটারমেইন। বুড়োকে এড়াতে চাইল, কিন্তু পরে দেখল, ওকে যেতেই হচ্ছে কঠিন এক অভিযানে। ওর সঙ্গে থাকল বুড়ো জাদুকরের তালিসমান। দুর্গম পথ। হাজারো বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। কয়েকজন দুর্ধর্ষ জুলু যোদ্ধা ও পরিচারক হ্যান্সকে নিয়ে চলল অ্যালান পরিত্যক্ত এক প্রাচীন নগরীতে। সেখানে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ ডাইনীর কাছ থেকে জেনে নেবে প্রিয় মানুষগুলো মৃত্যুর পর কে কোথায় কেমন আছে।

কিন্তু সে রানি কি বলবে মৃত্যু-নদীর ওপারে কী অপেক্ষা করছে? বোধহয় আরও বহু কিছুই জানতে হবে অ্যালানকে। জড়িয়ে পড়তে হবে ভয়ঙ্কর কোনও যুদ্ধে। হয়তো কখনও ফিরবে না সে অভিযান থেকে।

চাইলে যেতে পারেন ওর সঙ্গী হয়ে।

আপনি আমন্ত্রিত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অ্যালান কোয়াটারমেইনের ভূমিকা

আশা করি এসব পাণ্ডুলিপি একদিন প্রকাশ হবে। তবে এ রচনাগুলোর ভিতর বিশেষ এই লেখা সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে।

বহু কাল আগে লিখেছি এর ইতিহাস। কখনও সংক্ষেপে, কখনও বিস্তারিত ভাবে। কাজটি করেছি নিজের সন্তুষ্টির জন্য। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে হালকা হয় স্মৃতির বোঝা, মন থেকে হারিয়ে যায় অতীতের বহু ঘটনা—তাই লিখেছি সব। তবে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি, এসব অদ্ভুত সত্য মনে রাখতে গিয়ে সময় সময় স্মৃতির সাহায্য পাইনি। সে অদ্ভুত রহস্যময়ী মেয়েটির বহু কিছু ভুলেছি। তাকে চিনতাম আমি এই ক'টা নামে—*আয়েশা, হিয়া, সেই নারী যে শাসন করে, সেই অনন্ত-যৌবনা, যিনি নির্দেশ দেন, চিরদিন যিনি থাকেন*। এসব নাম আমি ব্যবহার করেছি, তবে অন্য কোনও লেখকের বই না পড়ে। যা লিখেছি, সব স্মৃতি থেকে নেয়া।

আশা করি বহুদিন বাঁচব, তবে বয়সের সঙ্গে বহু স্মৃতি হারিয়ে যাবে। কাজেই যতটা পারা যায় এ কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছি। কখনও মনে হয়েছে, যদি মরেও যাই, এই কাহিনি দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয়া উচিত। সেসব ঘটনা এমনই

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বিস্ময়কর, আমার ধারণা কেউ হাসবে না, বা টিটকারি দেবে না। কেউ বলবে না লোকটা মিথ্যা লিখেছে। এই পাণ্ডুলিপি পড়লে বুঝবেন আমি একটা প্রতিজ্ঞা করি। এবং নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমি সবসময় শপথ রক্ষা করে চলেছি। কেউ গোপন কিছু জানালে নিজ মনের গভীরে রেখেছি, কাউকে বলিনি।

ওই অভিযানের মূল কাহিনি লিখেও ভুলতে চেয়েছি। তবে স্বীকার করতে দোষ নেই: আয়েশার বক্তব্য, বা কাহিনি সোনার মত জ্বলজ্বল করেছে মনে। কাজেই এবার সবই সংযুক্ত করলাম এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে। আর সে কারণে জানবেন কী ইতিহাস ছিল সে মেয়েটির।

এ কাহিনির সমগ্র বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তবে প্রতিটি ঘটনা যতটা পারা যায় তুলে ধরেছি। বাদ দিইনি কিছু, আবার বাড়তি কিছু যোগ করিনি। খোলাখুলি ভাবে বললে, আমাকে মস্ত প্রতারণা করে প্রাচীন কোর শহরের রহস্যময়ী নারী। সে আমার মনকে নিয়ে খেলেছে, এমন সব ভাবনা এসেছে, যা চিন্তার অতীত।

বিদঘুটে সব কাহিনি ছিল তার। সে অর্ধ-দেবী, যে কখনও মরণশীল নয়। তার রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। হিপনোটিক ক্ষমতা বা মায়াজাল বিছিয়ে আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছে। ভাবতে বাধ্য হয়েছি, তার কথামত গেছি অন্য কোনও দুনিয়ায়। সে অভিযানে আমার সঙ্গে গেছে কুঠার জাতির কঠোর মানুষ আমস্লোপোগাস।

এর অনেক বছর পর একদিন আমার বাড়িতে একটি বই নিয়ে এল রোমান্টিক মানুষ ক্যাপ্টেন গুড। বারবার বলল, আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়া উচিত ওই বই।

তখনকার মত রেখে দিলাম। তবে রাত দশটার সময় গুড বিদায় নেয়ার পর বই নিয়ে বসলাম। প্রচ্ছদে মিশরীয় কোনও ডিম্বাকৃতির হায়ারোগ্লিফস। বই ও লেখকের নাম পড়ে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। প্রচ্ছদ পেরিয়ে চোখে পড়ল নেকাব পরা এক মেয়ের মুখ। চমকে উঠলাম। আরে, আমি তো চিনি তাকে! এ-ই তো সেই রহস্যময়ী নারী! নেকাব পরা লাখো মেয়ের ভিতর এমন কেউ আছে! বুঝতে শুরু করলাম এ বই লেখা হয়েছে সেই কোর শহর এবং ওই নারীর বিষয়ে!

আগ্রহ নিয়ে পড়তে লাগলাম। রাত পেরিয়ে বসন্তের ভোর এল, তখনও পড়ে চলেছি। তারপর এল সকাল, তখনও বুঁদ হয়ে রইলাম। যেন দ্রুত পড়ে শেষ করতে হবে এ কাহিনি।

আবারও জানলাম, মেয়েটির চরম প্রতিজ্ঞা—বহু কালের জন্য অপেক্ষা করবে সে তার প্রেমিকের জন্য। আমাদের বিদায়ের সময় বুঝি, পাথর দিয়ে অন্তর বেঁধেছে সে।

এ বইয়ে পেলাম *জীবনের আগুনের* কথা। আমস্লোপোগাস যখন যুদ্ধে হারিয়ে দিল ভয়ঙ্কর রেযুকে, তখন আয়েশা আমাকে জানিয়েছিল *জীবনের পেয়ালার* কথা। ওটা যদি ঠোঁটে তুলতাম, আয়েশার মত আমিও পেতাম সুদীর্ঘ জীবন। কিন্তু সেজন্য মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হতো তার ক্ষমতার উপর। তা আমি করিনি।

ওই বইটি পড়ে কাঁদতে হয়েছে। আমার অন্তর বলে, একদিন আবারও ফিরবে সে। কিন্তু তখনও তাকে নিয়ে খেলবে এই মহাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষে এক প্রতিজ্ঞা করলাম আমি নিজেও। আগে ভেবেছি আয়েশা ও আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা কখনও প্রকাশ করব না, কিন্তু পাল্টে নিলাম সে-সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে আগেই বই প্রকাশ হয়েছে, কাজেই নতুন করে আমার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ পেলে ক্ষতি কী?

অ্যালান কোয়াটারমেইন
দ্য গ্র্যাঞ্জ, ইয়র্কশায়ার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

অনেকে চেনেন, আমি শিকারি অ্যালান কোয়াটারমেইন। আজ অদ্ভুত এক কাহিনি বলতে চলেছি।

ভূমিকা বড় করব না, শুধু বলব—বেশ কিছুদিন ধরে মৃত্যু নিয়ে ভেবেছি। আর নিষিদ্ধ সন্দেহ থেকে বাঁচতে আলাপ করেছি জ্ঞানীদের সঙ্গে। তাঁরা কোনও পথ দেখাতে পারেননি। উপদেশ দিয়েছেন: যতটুকু জানে মানুষ, তাতে খুশি থাকা উচিত।

ধর্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ঘেঁটে পেয়েছি বিভিন্ন ব্যাখ্যা। তাতে যা লেখা, তা থেকে কিছুই বুঝিনি। শেষে ছেড়ে দিয়েছি হাল। তারপর আবারও দেখা হলো জাদুকর যিকালির সঙ্গে।

আমি তখন জুলু-ল্যাণ্ডে, ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। একদিন উপস্থিত হলাম যিকালির কালো গহ্বরের কাছে। তখন মাত্র নেমেছে সন্ধ্যা। ঠিক করেছি, এদিকে যখন এসেছি, তো দেখা করে যাই যিকালির সঙ্গে।

আমার লেখায় আগেও এসেছে যিকালি। ওর সম্পর্কে অনেকে বলে: 'সে সেই জিনিস, যার জন্মানো উচিত হয়নি।' যিকালির আরেকটা বহুল প্রচলিত নাম: 'পথ উন্মুক্তকারী'।

খানিক ইতস্তত করে চলে গেলাম যিকালির আস্তানায়, কালো গহ্বরে। নিজে আমাকে স্বাগত জানাল বেঁটে জাদুকর। জুলু-ল্যাণ্ডের রাজনীতি নিয়ে আলাপ শুরু হলো। তারপর একসময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠে পড়লাম। বাধ্য না হলে কখনও যিকালির উপত্যকায় রাত কাটাই না।

উঠে পড়তেই আমার দিকে চাইল জাদুকর, পরক্ষণে মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল, 'মাকুমাযান, আপনি কি আর কিছু জানতে চান?'

মাথা নাড়লাম।

কপট বিস্ময় নিয়ে বলল যিকালি, 'তা হলে অবাক হলাম, মাকুমাযান। স্পষ্ট দেখছি আপনার মনের ভিতর কিলবিল করছে প্রশ্ন। আপনি ভাবছেন আত্মার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে।'

এবার মনে পড়ল পর-জগৎ সম্বন্ধে জানতে চাই। তবে এ-ব্যাপারে কিছু বলিনি যিকালিকে।

'ও, মনে পড়েছে, তা-ই না?' যেন মন পড়ল যিকালি, 'বলে ফেলুন, মাকুমাযান। আপনি তো আমার পুরানো বন্ধু। বন্ধু থাকবেন আরও বহুবছর পরেও। যদি কোনও সাহায্যে আসি, তো দ্বিধা করব না। এখন যে-কোনও জবাব দেয়ার মেজাজে আছি, কাজেই পরিশ্রান্ত হওয়ার আগেই যা জানার জেনে নিন।'

পাইপে তামাক ভরে বসে পড়লাম রেড উড-এর টুলে। বললাম, 'তোমাকে তো পথ-উন্মুক্তকারী বলা হয়, তা-ই না, যিকালি?'

মাথা দোলাল যিকালি। 'হ্যাঁ, জুলুরা এ নামে ডাকে আমাকে। এ নামে আমি পরিচিত অনেক কাল আগে থেকে। তখনও দেশের ক্ষমতা নেয়নি রাজা চাকা। ...কিন্তু, নামে কী আসে যায়? নাম কখনও কখনও কোনও অর্থ বহন করে না।'

আগের কথায় ফিরলাম। 'যিকালি, একটা পথ উন্মুক্ত করতে চাই। সেজন্যেই তোমার নামের প্রসঙ্গ তুলেছি। আমি জানতে চাই কী আছে মৃত্যু-নদীর ওপারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওহো-হো!' হেসে উঠল যিকালি। 'এ বোঝা তো খুব সহজ।' পাশে পড়ে থাকা ছোট্ট বর্শাটা তুলে নিল সে, আমার বুকের দিকে তাক করে বলল, 'সাহস করে বর্শার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আমি ষাট গুনবার আগে উন্মুক্ত হবে পথ। তবে সে পথে কী দেখবেন, বলতে পারি না।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'আত্মহত্যা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। আমি জানতে চাই মৃত্যু-নদীর ওপারে কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা হবে কি না। ...যিকালি, তুমি তো আত্মা নিয়ে কারবার করো, কোনও প্রমাণ দিতে পারবে আত্মা চিরস্থায়ী?' খর্বকায় জাদুকরকে বললাম না, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন নামকরা কয়েকজন আধ্যাত্মিক-গুরু!

আবারও হেসে উঠল যিকালি। 'ওহো-হো! কী শুনছে আমার কান? আপনি তো একবার বলেন আমাকে জুলু প্রতারক! এখন এই সামান্য জাদুকর কী প্রমাণ দেবে? সাদা-মানুষ পারে না এমন কিছু দেখাতে হবে?'

অস্বস্তি কাটিয়ে বললাম, 'তুমি আত্মার ব্যাপারে কিছু করতে পারো?'

গম্ভীর হলো যিকালি। 'কিছু করতে পারি কি না, তা এখনও জানি না, মাকুমাযান। কাদের আত্মা দেখতে চান? তাদের মধ্যে যদি ওই চালাক মেয়ে মামীনার আত্মা থাকে, তো...' একটু উদাস হয়ে বলল সে, 'ও বোধহয় আমাকে ভালবাসত।'

তিক্ত অনুভূতি হওয়ায় বললাম, 'যিকালি, আমি ওর আত্মা দেখতে চাই না। আর, যদি তোমাকে ভালবেসেও থাকে, তার প্রতিদান দিয়েছ তুমি ওকে খুন করে।'

স্মিত হাসল যিকালি, নরম সুরে বলল, 'মাকুমাযান, বোধহয় ওটাই ছিল ওর জন্যে পরম দয়া। কারণটা নিশ্চয়ই আন্দাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারেন? আমি ওরকম আরও অনেকের ওপর দয়া করেছি। সেসব বলে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। ...তো, আপনি যদি মামীনার আত্মা না চান, তো কার আত্মা দেখতে চান? দেখতে দিন আমাকে! দেখতে দিন!' বিস্ময়ের ছাপ পড়ল যিকালির চেহারায়। 'আরেহ্, এ তো দুটো বউ দেখি! কিন্তু আমি তো জানতাম সাদা-মানুষ মাত্র একটা বউ রাখতে পারে! ...আপনার মনের পুকুরে অনেকের চেহারা দেখছি। ভেসে উঠছে তাদের প্রতিচ্ছবি। চুল-পাকা বয়স্ক লোক, বাচ্চা ছেলেমেয়ে... হয়তো তারা আপনার ভাই-বোন বা বন্ধু-বান্ধবী। ...স্পষ্ট ভাসছে মামীনাও। কিন্তু তাকে দেখতে চান না আপনি। ...দুঃখিত, মাকুমাযান, আমি শুধু দেখাতে পারব মামীনাকে, যেতে দিতে পারব ওর পথে। অবশ্য যদি আপনার মনের পুকুরে অন্য কোনও কাফ্রি মেয়ে থাকে, তো ভিন্ন কথা।'

হতাশ হয়ে বললাম, 'যা বলবে সোজা কথায় বলো।'

'মাকুমাযান, আমি যে-পথ উন্মুক্ত করি, সে-পথে হাঁটে কালো মানুষ। অন্য পথে চলে সাদা রক্ত। সেখানে কোনও ক্ষমতা নেই আমার।'

'তা হলে তো আর কিছু করার নেই,' উঠে পড়লাম। ফটকের দিকে পা বাড়ালাম।

পিছন থেকে ডাকল যিকালি, 'ফিরে এসে বসুন, মাকুমাযান। কখনও কি বলেছি আমি একাই জাদুবিদ্যা জানি! আফ্রিকা তো বিশাল দেশ, কী বলেন, মাকুমাযান?'

কৌতূহল আমাকে টেনে ধরল, আবার টুলে বসলাম। জানি সময় নষ্ট করছি, তবুও বললাম, 'আমি তোমার চ্যালাদের সঙ্গে কোনও লেনদেন করব না। কোনও জাদুর খেলায় অংশ নেব না।'

হাসল যিকালি। 'না, তা করবেন না। মনে মনে জানেন, আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়া সমস্ত জাদুকর ভুয়া। কারণ ছাড়াই জাদু-তন্ত্র-মন্ত্র ভয় পান আপনি। ভাল করে জানেন, আমি জ্ঞান-পথের শেষ শিশু, বাকিরা সব মিথ্যের ঝুড়ি। যখন রাজা চাকা ধরে ধরে খুন করল ভণ্ড জাদুকরদের, তখনই প্রমাণ হয়েছে—ওরা ছিল মিথ্যুক! এবার আসল কথা বলি, এমনও তো হতে পারে সাদা এক জাদুকর আছে? হয়তো সে সাদা আত্মার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।'

'যিকালি, তুমি যদি মিশনারিদের কথা বুঝিয়ে থাকো...'

আমাকে থামিয়ে দিল যিকালি, 'না, মাকুমাযান, যারা শ্লোক মুখস্থ করে, তাদের কথা বলছি না। ওরা নিজেরা তো কিছুই ভাবে না, শুধু বোকা তোতার মত কথা বলে।'

নিজ ধর্মের লোকের পক্ষ টানলাম, 'কেউ কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, যিকালি।'

'তা করে,' সায় দিল যিকালি, পরক্ষণে বলল, 'আর তখন অন্যরা "ধর্ম গেল, ধর্ম গেল" বলে লাঠি বাগিয়ে তাদের ওপর হামলে পড়ে। মাকুমাযান, সত্যিকার যাজকের কাছে পবিত্র আত্মা আসে। খাঁটি যাজক কখনও চিপে ধরে না বিবেকের টুঁটি। আমি অমনই সত্যিকারের যাজক। সেজন্যে আমাকে হিংসা করেছে সব জাদুকর।'

'তাদের প্রতিফলও পেতে হয়েছে, সবার চরম সর্বনাশ করেছ তুমি।' আগের প্রসঙ্গে ফিরতে চাইলাম, 'ওসব বাদ দাও, এবার বলো কার কথা বলছ।'

দ্বিধার ছাপ পড়ল যিকালির মুখে। 'সেটা বলা তো মুশকিল, মাকুমাযান। সে সিংহ... বলা উচিত সিংহী... বাস করে এখান থেকে অনেক দূরে... এক গুহার ভিতর। তাকে কখনও দেখিনি।'

যিকালিকে কোণঠাসা করতে চাইলাম, 'তা হলে সে কী পারবে আর না-পারবে, কোন্ যুক্তিতে বলছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলা নামিয়ে বলতে শুরু করল যিকালি: 'গোপন একটা কথা বলি, তা হলে বুঝবেন কী করে বলছি। যারা ভবিষ্যৎ দেখে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় তাদের আত্মার মিলন হয় স্বপ্নে। আর সে-জন্যেই জেনেছি তার কথা। সে শেয়ালের পালে কোনও সিংহী! পাহাড়ি গুহার ভিতর হাজারো বছর ঘুমিয়েছে। যত নগণ্যই হই, সে জেনেছে, আমিও তার মত একই আলোকিত পথের পথিক।'

'তা-ই?' যিকালির অনর্গল মিথ্যে শুনে ঘুম চলে আসায় হাই চাপলাম। 'তো কে সে নারী? নাম কী তার? সে বলে দেবে মৃত্যুর পর কী ঘটে?'

'মাকুমাযান, আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব একে একে দিচ্ছি। ...আমার মনে হয় সে আপনাকে সাহায্য করবে। অনেক সময় পুরুষ জাদুকর বিনে পয়সায় সাহায্য করে—যেমন এখন আমি সাহায্য করছি—কিন্তু কখনও মেয়ে জাদুকরী নিজ লাভ না দেখলে আঙুলও নাড়ে না। ...তার নাম? সে আমাদের মত জাদুকরদের কাছে পরিচিত *রানি* নামে। সে-ই প্রথম মেয়ে জাদুকরী—সবচেয়ে সুন্দরীও। আপনার অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা নেই, মাকুমাযান। এটুকু বলব, সে সবসময় বিভিন্ন আকৃতিতে ছিল। যতদিন পৃথিবী থাকবে, সে-ও থাকবে। তার জানা চিরস্থায়ী হওয়ার রহস্য!'

অবিশ্বাসের হাসি চাপতে পারলাম না। 'যিকালি, তুমি বলতে চাও সে অমর।'

আপত্তি তুলল যিকালি, 'তা আমি বলছি না, মাকুমাযান। অমরত্ব নিয়ে ভাবতে পারব না, কারণ আমার মাথার ক্ষমতা অনেক কম। শুধু এটুকু বলব, যখন আমি শিশু ছিলাম, তখনও তার বয়স অনেক ছিল। সে-সময় আর বর্তমান সময় তার কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতি অল্পক্ষণ মনে হয়। তখনই তার জানা ছিল সমস্ত গোপন জ্ঞান। তাকে কখনও সামনা-সামনি দেখিনি, তবে ঘুমের ভেতর হেঁটেছি তার সঙ্গে, সঙ্গ দিয়েছি তার নিঃসঙ্গতায়। এখন মনে হচ্ছে ওটা ছিল স্রেফ স্বপ্ন, তবে সে যেন গতরাতে বলেছে, কিছু জবাব জানতে আসছেন আপনি! আরও বলেছে, সে চাইছে তার একটা উপকার করবেন আপনি! কী উপকার, তা অবশ্য আমি জানি না।'

যিকালির নির্বিকার মিথ্যায় এবার রেগেই গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে মিছে বলে বোকা বানাতে চাইছ? তোমার কথায় যদি এককোঁটা সত্যি থেকে থাকে, তো বলো দেখি এই "রানি" কোথায় থাকে, বা কীভাবে তার সঙ্গে দেখা হবে!'

যিকালি যে বর্শায় আমাকে লাফিয়ে পড়তে উৎসাহ দিচ্ছিল, সেটা এবার তুলে নিল। সামনের আগুন থেকে ফলা দিয়ে ছাই বের করতে করতে কথা বলে চলল। মনে হলো আসলে আমার মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে চাইছে। বলল এক সাদা মানুষের কথা। সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাবে, আমি রওনা হওয়ার পর তার সঙ্গে দেখা হবে। আরও নানান প্রসঙ্গে বকে চলল যিকালি। আগ্রহ বোধ করলাম না বলে তেমন কান দিলাম না।

খর্বকায় জাদুকর আগুনের ভিতর থেকে ছাই বের করল, যত্নের সঙ্গে একটা চাপড়া তৈরি করল, তারপর বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে ছাইয়ের বুকে মানচিত্র আঁকল। তাতে সবই থাকল—ঝর্না, ঝোপঝাড়, জঙ্গল, জলাভূমি ও নিচু টিলার সারি।

আঁকা শেষ করে আমাকে আগুনের ওপারে ডাকল যিকালি, মানচিত্রটা মন দিয়ে দেখতে বলল। আরও কী ভেবে যেন এবার একটা নদীও আঁকল। একগাদা ছাই দিয়ে নদীর উত্তরপ্রান্তে একটা উঁচু ঢিবি তৈরি করল। তার ভাষায়, ওটা বিশাল পাহাড়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ সেরে বলল, 'ভাল করে দেখুন, মাকুমাযান, কিছু যেন ভুলে না যান। যদি অভিযানে গিয়ে এ ছবি ভুলে যান, তা হলে মরবেন। ...না, মাকুমাযান, পকেটে রাখা ওই বই লাগবে না। এটার নকল তোলার দরকার নেই, আপনার মনে সব ছবি গেঁথে দেব।'

বুড়ো যিকালি হঠাৎ দু'হাতে ছাই তুলে আমার মুখে ছুঁড়ে দিল, বিড়বিড় করে কী সব পড়া শেষে বলল, 'হ্যাঁ, এবার আপনার মনে থাকবে।'

কাশতে কাশতে মেজাজ খারাপ করে বললাম, 'নিশ্চয়ই মনে থাকবে! যিকালি, আশা করব ভবিষ্যতে কখনও এমন কুকীর্তি করবে না!'

কারণ যা-ই হোক, পরবর্তীতে ওই জটিল মানচিত্র ভুলিনি।

কাশি থামার পর বললাম, 'ওই বড় নদীটা নিশ্চয়ই যামবেজি। আর তোমার ওই রানির পাহাড় তো দেখছি আরও দূরে। বলো দেখি, আমি একা অত দূরে যাব কী করে?'

'জানি না, মাকুমাযান,' মাথা নাড়ল যিকালি। 'হয়তো উপযুক্ত সঙ্গী নিয়ে যাবেন। আমার ধারণা অনেককাল আগে মানুষ ওখানে যেত। শুনেছি ওখানে একটা শহর আছে। একসময় সে শহর ছিল কোনও দেশের রাজধানী।'

আগ্রহী হয়ে উঠলাম। কুহকিনী রানির ব্যাপারে যিকালির উদ্ভট কথাগুলো একবিন্দু বিশ্বাস করিনি। কিন্তু পুরানো সভ্যতা আমাকে টানে। এটাও জানি, প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে যিকালি। মনে হলো না এই বিলুপ্ত সভ্যতা সম্বন্ধে মিথ্যে বলছে। সত্যি বলতে, তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, যদি সম্ভব হয় অভিযানে বেরুব, আবিষ্কার করব ওই প্রাচীন নগরী।

জানতে চাইলাম, 'সবাই সে শহরে কোন্ পথে যেত?'

'মনে হয় সাগর-পথে, মাকুমাযান। তবে আপনার উচিত ডাঙা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে যাওয়া। ধারণা করছি জলাভূমি মজে গেছে, এখন আর সাগর থেকে ওখানে পৌঁছানো যায় না।'

'তুমি চাইছ আমি ওখানে যাই, যিকালি। ...কেন? ভাল করেই জানি, তুমি কখনও উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও কাজ করো না।'

'ওহো-হো!' হেসে উঠল যিকালি। 'মাকুমাযান, আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। গাছের গুঁড়ির দিক অনেকের চেয়ে বেশি দেখেন। ...হ্যাঁ, আমি চাই আপনি ওখানে যান। তিনটে কারণ আছে তার। প্রথম কারণ, ওখানে গেলে আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন। তাতে আমি সাহায্য করতে চাই। দ্বিতীয় কারণ, আপনি গেলে আমার কৌতূহল মিটবে। তৃতীয় কারণ, আমি জানি আপনি নিরাপদে ফিরবেন। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্যে আপনার বেঁচে থাকা জরুরি। এখনও যা ঘটেনি ওই অভিযান থেকে ফিরে আমাকে বলবেন। ...এই তিনটে কারণ না থাকলে কখনও আপনাকে ওই রানির কথা বলতাম না।'

চতুর যিকালির কথায় সন্তুষ্ট হলাম না, কাজেই বললাম, 'বুঝলাম। ...এবার মূল কথা বলো, যিকালি; তুমি আসলে কী চাও? আমি অভিযানে গেলে তোমার কী লাভ?'

'অনেক লাভ। বাকিগুলোর কথা আপনাকে বলব না, শুধু গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রাপ্তি শুনুন। আমি জানতে চাই যার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, সে সত্যি স্বপ্নের বেশি কিছু কি না। ...আর, এ-ও জানা দরকার, কয়েক বছর ধরে যে পরিকল্পনা করেছি, সেগুলো সফল হবে কি না।'

'কীসের পরিকল্পনা, যিকালি? আমি অভিযানে গেলে কীভাবে জানবে তোমার পরিকল্পনা সফল হবে কি-না!'

'কীসের পরিকল্পনা তা আপনি ভাল জানেন, মাকুমাযান। এক রাজ-পরিবার আমার মন তিক্ত করে দিয়েছে, সুতরাং আমি ওদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষমতা থেকে হটাতে চাই। ...এবার শুনুন আপনার এই অভিযান থেকে আমার কীসের লাভ। আপনি আমাকে কথা দেবেন, রানিকে জিজ্ঞেস করবেন, পথ উন্মুক্তকারী তার পরিকল্পনায় সফল হবে, না ব্যর্থ।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে রানিকে তুমি ভাল করেই চেনো, তা হলে নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

দমে যাওয়া স্বরে বলল যিকালি, 'মাকুমাযান, তাকে জিজ্ঞেস করা আর জবাব পাওয়া সম্পূর্ণ আরেক কথা। ভেবেছেন জানতে চাইনি? জবাব দিয়েছে, "আমার সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করো, জবাব দেব।" আমি বলেছি, "আত্মা না পাঠিয়ে নিজে কী করে আসব, রানি, আমি তো খোঁড়া মানুষ, নিজের পায়ে ঠিকমত দাঁড়াতে কষ্ট হয়।" তখন বলেছে, "জাদুকর, তা হলে একজন বার্তাবাহক পাঠাও। মনে রেখো, তাকে হতে হবে সাদা-মানুষ। তার সঙ্গে এমন কোনও চিহ্ন দিয়ো, যেন বুঝি তুমি তাকে পাঠিয়েছ। ঘুমের গভীরে আমাকে জানিয়ে দিয়ো, সে আসছে। ...আর, সে সাদা-মানুষকে পথের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে কোনও ক্ষমতা দিয়ো।" ...বুঝলেন, মাকুমাযান, স্বপ্নে এভাবে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছে।'

'তো আমাকে কী দিতে চাও, যিকালি?'

যিকালির চাদরের নীচ থেকে বেরুল হাতির দাঁতের একটা টুকরো। ওটার গায়ে একটা ফুটো দেখলাম। মাঝ দিয়ে গেছে মরিচা রঙের সুতো, হাতির লেজের রোম দিয়ে তৈরি। আইভরির উপর ফুঁ দিল জাদুকর, ফিসফিস করে কী যেন বলল ওটাকে, তারপর আমার হাতে দিল।

অলস ভঙ্গিতে নিয়েছি, আন্দাজ করলাম মাদুলি ধরনের কিছু। আলোর সামনে আইভরি ধরতেই চমকে উঠতে হলো। আরেকটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে হাত থেকে পড়ে যেত। জানি না কেন চমকে উঠলাম, তবে মনে হলো ওটা থেকে প্রচণ্ড শক্তি আমার ভিতর ঢুকে পড়েছে।

চমকে উঠেছে যিকালি, ওর মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরুল: 'মাকুমাযান, সাবধানে ধরুন! আমি বুড়ো মানুষ, ওভাবে মাটির উপর ফেললে বাঁচব?'

'মানে?' আইভরি থেকে চোখ ফেরালাম না। জিনিসটা আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর খোদাই কর্ম। ওটা ঠিক যেন আমার সামনে বসে থাকা যিকালির নিখুঁত প্রতিমূর্তি। সেই একই গর্তে বসানো চোখ, বিরাট মাথা, লম্বা চুল, কোলা ব্যাঙের মত শরীর...

যিকালি বলল, 'খুব সুন্দর, তা-ই না, মাকুমাযান? আমি ভাল খোদাই করি, জানি কোনটা ভাল, আর কোন্‌টা জাতে ওঠেনি।'

'তা জানো,' জবাব দিলাম। মনে পড়ল যিকালির দেয়া আরেক লকেটের কথা। সেটা ছিল এক মেয়ের প্রতিকৃতি। বামন জাদুকর যে-সকালে ওটা আমাকে দেয়, মেয়েটা তারপর দিন মারা যায়। 'কী এটা?' জানতে চাইলাম।

যিকালি বলল, 'মাকুমাযান, এটা অনেক পুরনো জিনিস। বহু বছর হলো আমার কাছে। আপনি হয়তো শুনেছেন বড় মাপের জাদুকর মরার আগে নতুন কোনও জাদুকরকে তার জ্ঞান দান করে যায়। এভাবে যুগে যুগে চিন্তা-চেতনা-জ্ঞান-ঐতিহ্য রক্ষা করা হয়। আপনার হাতে যে মূর্তিটা, তেমন মূর্তির ভিতর আসল মানুষটার শক্তি ভরে দেয়া হয়।'

প্রাচীন মিশরীয়দের কা* সম্বন্ধে যা পড়েছি, মনে পড়ল। এসব 'কা' মূর্তির ভিতর মৃত মানুষের আত্মা থাকে। যার মূর্তি, তার

---

* হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর মর্নিং স্টার উপন্যাসটি দ্রষ্টব্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমাধির ভিতর রাখা হয়। বিশ্বাস করা হয় বেঁচে থাকতে সে-মানুষ যত ক্ষমতাশালী ছিল, ওই 'কা' মূর্তির ভিতর থাকে তারচেয়ে বেশি ক্ষমতা। তবে যিকালিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাইলাম না। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, মিশরীয়দের এই তত্ত্ব কোথেকে জানল যিকালি!

'মাকুমাযান, মনে রাখবেন, ওই হাতির দাঁত যখন আপনার হৃৎপিণ্ডের ওপর ঝুলবে, তখন যিকালির শক্তি থাকবে আপনার সঙ্গে। হৃৎপিণ্ডের ওপর ঝোলাতে ভুলবেন না, তা হলে আমার জ্ঞান-চিন্তা-ভাবনা আপনার সঙ্গী হবে। আমি নিজে আপনার সঙ্গে গেলে বিপদে যে উপদেশ দিতাম, ওটা আপনাকে তা-ই বলে দেবে। তার ওপর, অনেকে ওই মূর্তি চেনে। ওটা দেখলে ওরা বুঝে নেবে আপনি পথ উন্মুক্তকারীর কাছ থেকে পেয়েছেন। সবাই আপনাকে কুর্নিশ করবে, বিনা তর্কে নির্দেশ মানবে। যেখানে যেতে চান, বাধা না দিয়ে পথ ছেড়ে দেবে।'

'বুঝলাম। এবার বলো এই দাঁতের রং এমন হলো কীভাবে।'

'মনে নেই, মাকুমাযান। এটা অনেক বছর আমার কাছে। আমারই মত দেখতে এক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছি। তবে রং দেখে রক্ত মনে হয়, তা-ই না? দুঃখের কথা, মামীনা বেঁচে নেই। ওর স্মৃতিশক্তি ভাল ছিল। আপনাকে হয়তো বলে দিত এ রং কীসের।' কথার ফাঁকে লোমের সুতো আমার গলায় পরিয়ে দিল যিকালি।

অনুভব করলাম আমার দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এই লোকটা তার প্রিয় মামীনার দুঃখজনক মৃত্যুর কথা তুলে বিকৃত মজা পাচ্ছে। চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, 'তুমি আমাকে এই অভিযানে যেতে বলছ, যিকালি। একা যাই, তা তুমি চাও না। অথচ সঙ্গী হিসেবে দিয়েছ পৃথিবীর কুৎসিততম এক লোকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মূর্তি!' পাল্টা খোঁচা মেরে তৃপ্তি পেলাম। 'দেখে মনে হচ্ছে লেপ্টে আছে রক্ত। মন চাইছে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিই। ...বলো দেখি যিকালি, এই বিশ্রী আইভরি ছাড়া সঙ্গী হিসেবে কে থাকবে?'

'এ কাজ করবেন না, মাকুমাযান,' তাড়াতাড়ি বলল যিকালি, 'আমাকে আগুনে ফেলবেন না। মরার আগে পুড়তে চাই না। মনে রাখবেন, ওটা যদি আগুনে ফেলেন, গলায় পরেছেন বলে আপনি নিজেও পুড়ে মরবেন। এ জিনিস আপনার দোষে নষ্ট হলে মারা পড়বেন। ...না, না, ওটা গলা থেকে খুলে ফেলবেন না। ...ঠিক আছে, বরং চেষ্টা করেই দেখুন।'

বিদঘুটে লকেট খুলতে চাইলে কীভাবে যেন একের পর এক বাধা এল। যিকালিকে ওটা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। প্রথমবার আমার পাইপে হাত ঠেকে গেল, পরেরবার লোমের সুতো বেধে গেল কোটের কলারে। এরপর তীব্র ব্যথা উঠল হাতে। ওখানে কামড় দিয়েছিল এক সিংহ। মাঝে মাঝে ব্যথাটা ওঠে। শেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। মরুকগে, ওটা ঝুলুক!

যিকালি এতক্ষণ আমার প্রচেষ্টা দেখছিল, এবার বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল। অশুভ হাসিতে ভরে উঠল গহ্বর। ভয়ঙ্কর হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে আবার মুখ খুলল, মাদুলি সম্পর্কে কিছু না বলে জানাল, 'মাকুমাযান, আপনি জানতে চেয়েছেন কাকে সঙ্গে নেবেন। যারা এ-প্রশ্নের জবাব জানে, তাদের কাছ থেকে জানতে হবে।' গলা উঁচিয়ে হাঁক ছাড়ল সে, 'অ্যাই, আমার জাদুর থলে নিয়ে আয়!'

অন্ধকার থেকে দৌড়ে এল এক লম্বা লোক। তার একহাতে বিরাট এক বর্শা, অন্যহাতে বিড়ালের চামড়া দিয়ে তৈরি থলে। সালাম ঠুকে থলেটা প্রভুর সামনে নামিয়ে রাখল। বলে রাখি, ওই বিশেষ সালামের অর্থ: 'প্রভু' বা 'ভূতদের বাড়ি'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থলে হাতড়ে কঙ্কালের মুঠো বের করল যিকালি, কয়েকটা শুকনো হাড় নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'সাধারণ কৌশল। ফালতু জাদুকর ব্যবহার করে, তবে দ্রুত কাজ হয়। ছোটখাটো ব্যাপার জানতে চাই, কাজেই এভাবে কাজ সেরে ফেলি। ...এবার দেখা যাক কাদের সঙ্গে নেবেন, মাকুমাযান।'

হাড়ে ফুঁ দিল সে, দু'হাতে নিয়ে ওগুলো ঝাঁকাল, তারপর কব্জির মোচড়ে ছুঁড়ে দিল শূন্যে।

হাড়ের টুকরোগুলো ছাই দিয়ে তৈরি মানচিত্রে পড়ল। এবার খেয়াল দিয়ে দেখল সে, তারপর বলল, 'মাকুমাযান, আপনি কি আমস্লোপোগাস নামের কাউকে চেনেন? সে "কুঠারের জাতি" নামের এক উপজাতির সর্দার। তাকে প্রশংসা করে খেতাব দেয়া হয়েছে: "বুলালিও" বা "কসাই"। অবশ্য আরও আছে। কুঠার ভাল ব্যবহার করে, তাই ওকে খেতাব দিয়েছে "কাঠ-ঠোকরা"। ওই আমস্লোপোগাস একটা জংলি, তবে কুঠার জাতির অন্যদের মত তার শরীরে বইছে উচ্চ বংশের রক্ত। তার সাহসের তুলনা নেই। আমস্লোপোগাস সত্যিকারের সর্দার। আপনার সঙ্গী হয়ে সম্মানের মৃত্যু পাবে সে।' যিকালি আবার হাড়গুলোর দিকে চাইল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। আপনার সঙ্গী হয়ে মরবে, তবে এবারের অভিযানে নয়।'

'শুনেছি ওর কথা,' সাবধানে বললাম, 'এ-ও শুনেছি সে জুলুদের মহান রাজা চাকার সন্তান।'

'তা-ই, মাকুমাযান? আর কী গুজব রটানো হয়েছে? আরও কী বলা হচ্ছে সে চাকার ভাই ডিনগানের হত্যাকারী, সেরা সুন্দরী নাডার প্রেমিক? আবছা ভাবে যাকে মনে পড়ে, সেই মামীনার রূপ নাডার চেয়ে বেশি ছিল।'

কৌতূহলের সুরে বললাম, 'নাডার কথা শুনিনি কখনও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, শোনেননি। অনেক আগে মারা পড়ে। আর পরে মামীনা ওর সমস্ত কীর্তি ম্লান করেছে। ওসব কথা থাক, মাকুমাযান। আমি বুঝি না আপনি কেন সবকিছুতে মেয়েদের কথা টেনে আনেন। মাঝে মাঝে মনে হয় চরিত্র ঠিক রাখতে চেষ্টা করলেও, আসলে আপনি মেয়েদের প্রতি খুব দুর্বল। এরকম দুর্বলতা অনেককে ধ্বংস করেছে। সে যা-ই হোক, মনে হয় আপনার এই অভিযানে যোদ্ধা আমস্লোপোগাস বিশ্বস্ত সঙ্গী হবে। বলে রাখি, মাকুমাযান, ওই সাদা রানি কিন্তু মেয়েমানুষ, কাজেই খুব সাবধান থাকবেন। হ্যাঁ, আমস্লোপোগাস আপনার সঙ্গে যাবে। সে যাবে লাউস্টা নামের এক লোক আর মোনাযি নামের এক বউয়ের কারণে। আমস্লোপোগাসের যাবার কারণ, মোনাযি ওকে ঘৃণা করলেও লাউস্টাকে ঘৃণা করে না। আমি জানি আমস্লোপোগাস আপনার সঙ্গে যাবে, কাজেই ওর ব্যাপারে আরও জানার থাকলে, জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'আমার সঙ্গে আর কে যাবে?'

হাড়গুলোর দিকে চাইল যিকালি, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ছাইয়ের মধ্যে নাড়ল ওগুলোকে, তারপর হাই তুলে জবাব দিল, 'আপনার সঙ্গে কাজের লোক হিসেবে যাবে ছোটখাটো এক হলদে লোক। ওকে একটা চালাক সাপ বলা যায়। ঘাসের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে জানে সে, বোঝে কখন ছোবল দিতে হবে, আর কখন গোপনে চুপচাপ পড়ে থাকা ভাল। আপনার বদলে আমি হলে ওকে সঙ্গে নিতাম।'

'তুমি ভাল করেই জানো আমার অমন কাজের লোক আছে। ওর নাম হ্যান্স। হটেনটট জাতির মানুষ। চালাক, তবে মদ্যপ। অবশ্য আমার বাবাকে শ্রদ্ধা করত, ফলে আমার প্রতি বিশ্বস্ত। এখন ওয়্যাগনে আমার রাতের খাবার রাঁধছে।...আর কেউ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না। আমার ধারণা আপনারা তিনজন এই অভিযান সফল করতে যথেষ্ট। লড়ার জন্য থাকছে কুঠার জাতির সৈন্যদল। আপনারা দুয়েকটা ভূতের মোকাবিলা করবেন। আমস্লোপোগাসের কনুইয়ের কাছে থাকে নাড়া নামের এক ভূত, আর আপনার সঙ্গে থাকে বোধহয় কয়েকটা। তাদের একজন ওই মামীনা। মাকুমাযান, আপনি কাছে এলেই ওর অস্তিত্ব টের পাই।' একটু থেমে বলল যিকালি, 'বাতাসের বেগ বাড়ছে, মাকুমাযান। এমন রাতে এটা খুব অস্বাভাবিক। বাতাস কীভাবে গোঙাচ্ছে শুনুন। বাতাসে নড়ছে আপনার চুল। অথচ আমারগুলো নড়ছে না। মামীনার আরেক নাম ছিল "অপেক্ষারত হাওয়া"। ...যাকগে, হঠাৎ আমি ভূতের কথা বলছি কেন? আপনি তো এমনিতেই সাদা ভূতের খোঁজে চলেছেন। তাদের ব্যাপারে আমি কী-ই বা জানি? আমি বুঝি শুধু কালোগুলোর ব্যাপারে।

'শুভরাত্রি, মাকুমাযান, শুভরাত্রি। ...যদিও অনেকের তুলনায় অনেক বড়, তারপরও সে সাদা রানির কাছে আমি আসলে ধূলি-কণার সমান। অভিযান থেকে ফিরে আমাকে দেবেন তার জবাব। তার আগে পর্যন্ত মনে রাখুন, অদ্ভুত সুন্দর মানুষটার যে মূর্তি দিয়েছি, তা সবসময় যেন আপনার বুকে থাকে। মাকুমাযান, ওই মূর্তি আপনাকে নিরাপত্তা আর সৌভাগ্য দেবে। ...সাবধান থাকুন, ভুলেও যেন সাদা রানির প্রেমে পড়বেন না। সে আপনার জন্যে নয়। সাদা রানি নিজে অভিশাপে আটকা পড়েছে, কখনও তার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক হবে না আপনার। তার প্রেমে পড়লে অন্যরা হিংসা করবে।'

যিকালি ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'ওহো! ওহো-হো! আমার কম্বল নিয়ে আয়! শীত করছে! আমার ওষুধ আন, ওটাই আমাকে ভূতের কাছ থেকে বাঁচায়। আজ রাতে এমনিতেই ভূত বড় বেশি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওহো-হো! মাকুমাযান বোধহয় ওদের নিয়ে এসেছে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়্যাগনের দিকে রওনা হয়ে গেলাম, কিন্তু যিকালি আবারও ডেকে ফেরাল। খুব নিচু স্বরে বল্ল, 'যখন কাঠ-ঠোকরা আমস্লোপোগাসের সঙ্গে আপনার দেখা হবে, এই কথাগুলো তাকে বলবেন: "পথ উন্মুক্তকারীর চারপাশে একটা বাদুড় গাইছে। বাদুড়টা লাউস্টা নামের কারও কথা বলেছে। আরও বলেছে মোনাযি নামের এক মেয়ের কথা। আরেকটা নামও বলেছে, সে নাম উচ্চারণ না করাই ভাল। তা এমন এক হাতির, যেটা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়ায়। ওই হাতি বাতাস শুঁকে রেগে যায়, গাছে ঘষে চোখা করে দাঁত। এক কাঠ-ঠোকরা ডাইনীর পাহাড়ে গাছের গর্তে লুকিয়ে আছে, ওই হাতি তাকে বের করতে চায়।" মাকুমাযান, আমস্লোপোগাসকে আরও বলবেন, "পথ উন্মুক্তকারী মনে করে সেই কাঠ-ঠোকরা বুদ্ধিমান হলে কিছুদিন উত্তরদিকে লুকিয়ে থাকবে। রাতের অতন্দ্র প্রহরীর সঙ্গে যেতে পারে সে। বলবেন, যে-পাখি শক্তিশালী হাতির পায়ে ঠোকর দিয়ে গাছের খোঁড়লে বসে গর্ব করে, এখন সে না পালালে বিপদে পড়বে।"'

যিকালি হাত নেড়ে বিদায় জানাল। ওয়্যাগনের দিকে ফিরতি পথে চললাম। মনের ভিতর ভাবনা ঘুরছে: বোধহয় জাদুকর যিকালির ফাঁদে পা দিয়েছি!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

রাতে ভাল ঘুম হলো না। যিকালির কালো গহ্বরের কাছে কখনও নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারিনি। কারণ ভূত আর মরা মানুষ নিয়ে বলা যিকালির কথা, ওতে আমার স্নায়ু অশান্ত হয়, মন বলতে থাকে আসলে সেসবের অস্তিত্ব আছে—এক্ষুণি আমার ঘাড়ে এসে উঠবে কোনও অশরীরী। ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যে অনেকে প্রভাবিত হন, আমিও বোধহয় তাদেরই একজন।

অবশ্য আধিভৌতিক চিন্তা তাড়ানি জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে সূর্যের। অগভীর ঘুম থেকে জেগে পরিষ্কার নীলাকাশ ও ঝলমলে সূর্য দেখলাম। গতরাতে যিকালির কথা শুনে যে বিশ্রী অনুভূতি হয়, তা ভেবে মনে কোনও চাপ থাকল না। কত উদ্ভট কথাই না ভেবেছি, অনায়াসে এবার হেসে ফেলতে পারলাম।

ঝর্নার পারে গিয়ে শার্ট খুলে ফেললাম, পরিচ্ছন্ন হবো। বুড়ো জাদুকরের মিথ্যা কথাগুলো ভেবে তখনও হাসছি। হঠাৎ হাত তুলতেই বুকের কাছে কী যেন ঠেকল। চেয়ে দেখি জিনিসটা যিকালির সেই আইভরি। ওঝার কথাগুলো মনে পড়ে গেল: এটা নাকি কোন্ এক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু কথাটা কোনওমতেই সঠিক হতে পারে না। লকেটের সঙ্গে কুৎসিত যিকালির অবিশ্বাস্য মিল, মেজাজ ভীষণ খারাপ হলো। ঠিক করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেললাম, এক্ষুণি ওটা খুলে ঝর্নার পানিতে ফেলে দেব।

লকেট খুলতে চাইলাম, আর তখনই ঝোপের ভিতর থেকে জোরাল হিসহিস আওয়াজ এল। পরক্ষণে বিশাল এক কালো মামবা মাথা বের করল। আফ্রিকায় এ জাতের সাপ সবচেয়ে বিষাক্ত। বিরক্ত না করলেও ছোবল দেয়।

আইভরি ভুলে একলাফে পিছিয়ে অস্ত্রের কাছে পৌঁছে গেলাম। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো সাপ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিশ্চিত হলাম নিজের গর্তে গেছে। আবার নামলাম ঝর্নায়, ফেলতে চাইলাম তালিসমানটা।

চিন্তা করে দেখেছি জিনিসটা দেখতে বিশ্রী। তা ছাড়া, ওতে লেগে আছে রক্ত। ঠিক করলাম, প্রেমিকের দেয়া লকেট যেমন ঝোলায় মেয়েরা, তেমন করে আইভরি পরব না।

মাথা গলিয়ে মাত্র বের করে আনছি সুতোটা, এমনসময় ঝোপের আরেকপাশ থেকে মাথা তুলল মামবা। মনে হলো এবার রোখ চেপে গেছে। বিদ্যুৎ-শিখার মত এঁকেবেঁকে এল আমার দিকে।

তবে ওটার তুলনায় আমি অনেক দ্রুত, পাশে রাখা বন্দুক তুলেই গুলি করলাম। বন্দুকে বাকশট পোরা, আর আমি গুলি করেছি ওটার ঘাড়ে। দু'টুকরো হওয়ার কথা। হলোও তা-ই। ছটফট করে মারা পড়ল কালো মামবা।

গুলির আওয়াজে ওয়্যাগনের দিক থেকে দৌড়ে এল হ্যান্স। এখানে বলে রাখি, বাবা মারা যাবার পর এই বিশ্বস্ত হটেনটট আমার বেশিরভাগ অভিযানে সঙ্গী হয়েছে। ওর মত উশৃঙ্খল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোক হয় না। 'বুয়া*'রা বলে হ্যান্স নাকি এক গাড়ি-ভর্তি বাঁদরের চেয়ে বেশি চালাক। সুযোগ পেলেই মদ নিয়ে বসে পড়ে। তবে ভাল গুণও আছে, এত বিশ্বস্ত কাউকে দেখিনি।

হ্যান্সকে দেখে মনে হয় ওর অনেক বয়স। ওর চুপসে যাওয়া চেহারা কোনও বুড়ো বেবুনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলবে। মুখের চামড়া শুকনো কাঠ-বাদামের মত কোঁচকানো, ছোট ছোট চঞ্চল চোখ দুটো রক্তলাল। কখনও জানতে পারিনি ওর বয়স কত। হ্যান্স নিজেও জানে না। গড়িয়ে যাওয়া বছরগুলো ওকে পাটের দড়ির মত শক্ত করে দিয়েছে। পরিশ্রান্ত হতে জানে না। জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপ চিনতে ওর তুলনা হয় না। আমার সিঙ্গেল' ব্যারেল পার্ডিটা হাতে পেলে দেড় শ' গজ পর্যন্ত নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করে। ওই অস্ত্রের নাম রেখেছে হ্যান্স, ইনটোমবি*, বা কুমারী।

উদ্বিগ্ন হ্যান্স কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, বাস? এখানে তো সিংহ নেই, অন্য কোনও শিকারও নেই।'

হাতের ইশারা করলাম, 'ঝোপের ওপাশ দেখে বলো ওটা কী।'

স্বাভাবিক সতর্কতায় দূর দিয়ে ঝোপ এড়িয়ে ওপাশে চলে গেল বুড়ো হটেনটট, তারপর সাপটা দেখে পয়েন্টার কুকুরের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমার দেখা সবচেয়ে বড় মামবা ওটা। বিষাক্ত প্রাণীটা মরেছে নিশ্চিত হয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, 'ওটাকে আপনি বলবেন কালো মামবা, বাস। তবে আমি জানি, ওটা অন্য কিছু।'

---

* দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উপজাতি।

* ইনটোমবির বর্ণনা রয়েছে অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার উপন্যাসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অন্য কিছু?'

'হ্যাঁ। ওটা বুড়ো যিকালির বশ করা আত্মাগুলোর একটা। ধারকাছ দিয়ে কেউ গেলে ওটার দায়িত্ব খবর নেয়া। আরও অনেকের মতই, আমিও ওটাকে ভাল করে চিনি। কালকে সন্ধ্যায় আপনি যখন বসে বুড়োর সঙ্গে কথা বলছেন, তখন ওটা একটা পাথরের পেছনে লুকিয়ে ছিল। আপনাদের সমস্ত কথা শুনেছে।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'তা হলে যিকালি ওর বশ করা একটা আত্মা খুইয়েছে। ওর তো অনেক আছে, একটা কমে গেলে ক্ষতি নেই। সত্যিই যদি সাপ পাঠিয়ে থাকে, তো যিকালি টের পেয়েছে কাজটা ঠিক করেনি।'

'হতে পারে, বাস।' মাথা দোলাল হ্যান্স। 'খেপবে বুড়োটা। ভাবছি আপনার পেছনে সাপ লেলিয়ে দিল কেন।' একটু থেমে বলল, 'সে না আপনার বন্ধু?'

ধৈর্যের সঙ্গে বললাম, 'যিকালি সাপ লেলিয়ে দেয়নি, হ্যান্স। এ সাপের স্বভাবই এমন, সুযোগ পেলে ছোবল দিতে চায়।'

মনে হলো হ্যান্স আমার কথা শোনেইনি। বোধহয় ভেবে নিয়েছে, সাদা-মানুষ তো এসব বলবেই, তারা আর কী বোঝে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারকয়েক হলদেটে-লাল চোখ ঘোরাল সে, দেখে মনে হলো ভাবছে, ওরকম করাই ব্যাখ্যা হিসেবে যথেষ্ট। তারপর হঠাৎ করে আমার বুকে ঝুলন্ত আইভরির টুকরো খেয়াল করল। ভীষণ চমকে উঠল হ্যান্স, বলল, 'জানি আপনারা সাদা-মানুষ আগের আমলের মহিলাদের কোনও জিনিস যত্ন করে বুকে পরেন, বাস; কিন্তু ওই বুড়ো যিকালির মূর্তিওয়ালা জাদুর মাদুলি বুকের ওপর ঝুলিয়েছেন কেন!' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'বাস, আপনি কি জানেন ওটা যিকালির জাদুর মূর্তি? আশপাশের সবাই জানে। যিকালি যখন কোনও কাজে কাউকে দূরে পাঠায়, তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার সঙ্গে ওটা দিয়ে দেয়। সে লোক বুঝে নেয়, হয় তাকে নির্দেশ মানতে হবে, নয়তো নির্ঘাত মরতে হবে। তারা এ-ও জানে, ওই মাদুলি যদি বুক থেকে না খোলে, তা হলে তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। বাস, আসলে ওই মাদুলি আর যিকালি একই। যিকালি তো বলে ওটা ওর বাবার বাবারও বাবার মূর্তি।'

'বস্তাপচা মিথ্যে কথা।' হ্যান্সকে খুলে বললাম কী করে রক্তমাখা বিশ্রী জিনিসটা আমার কাছে এসেছে।

বিস্ময় প্রকাশ না করে মাথা দোলাল হ্যান্স। 'তো আমরা বহু লম্বা পথ পাড়ি দেব, বাস। আমি ভাবছিলাম গায়ে বোটকা গন্ধওয়ালী বুড়ি মেয়েমানুষগুলোর কাছে কম্বল বিক্রি না করাই ভাল। আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। যিকালি চায় না আপনার কোনও ক্ষতি হোক, পরে আপনাকে অন্যকোনও কাজে তার দরকার।' গলা নামাল হ্যান্স, 'এসব কথা এখনই বলে ফেলা ভাল, বোধহয় যিকালি এখন আরেকটা সাপ খুঁজতে ব্যস্ত। ...বাস, কালো সাপ যখন আপনাকে ছোবল দিতে চাইল, তখন আপনি জাদুর ওই মাদুলি নিয়ে কী করছিলেন?'

'পানিতে ফেলে দেব বলে খুলছিলাম। দু'বার চেষ্টা করেছি, দু'বারই ওই মামবা হাজির হয়েছে।'

'হবেই তো, বাস,' জোর দিয়ে বলল হ্যান্স, 'যদি মাদুলি ফেলে দিতেন, ওই সাপ ঠিকই আপনাকে খুন করত। আর তা হলে তো আপনিও মাদুলির মত চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হতেন। বাস, যিকালি চায় মাদুলির ব্যাপারে আপনি হুঁশিয়ার হোন; আর সেজন্যে সাপ লেলিয়ে দিয়ে আপনাকে ভয় দেখিয়েছে।'

তিক্ত অনুভূতি হওয়ায় একটু শাসন করলাম ওকে, 'হ্যান্স, তুমি কি জানো, তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা বুড়ো গাধা?'

'ঠিক, বাস,' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল বুড়ো হটেনটট, পরক্ষণে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'কিন্তু আমার অনেক আগে আমার বাবা জানত ওই মাদুলির কথা। সে-ও জাদুকর ছিল। চারপাশের এক হাজার মাইলে সমস্ত ডাইনী আর জাদুকর ওটা চেনে। শুনুন, বাস, ওই জিনিস সবাই চেনে, তবে ওটা নিয়ে কথা বলে না কেউ। এমনকী খোদ রাজাও না। ...এবার আমি যা বলব, সেটা কিন্তু মাতাল হ্যান্সের কথা না, আমাকে সত্যিকারের খাঁটি খ্রিস্টান যিনি বানিয়েছেন, সেই আপনার বাবা মহান যাজকের কথা এগুলো। আমার মন বলছে তিনি স্বর্গ থেকে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ওই মাদুলি ভুলেও খুলবেন না, বাস। ...আর, ওই দূর অভিযানে আমাকে সঙ্গে নিতে ভুল করবেন না। যদিও আমি খুব, খুবই ভাল মানুষ, অনেকটা ছবিতে দেখা হাঁসের ডানাওয়ালা দেবতাদের মত, তারপরও স্বর্গের ভয়ঙ্কর গরম আগুনের কাছে পৌঁছুনোর আগে আমি আরেকটু ভাল হতে চাই। তা হলে আপনার যাজক বাবার সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারব।'

আমার বাবা যদি জানতেন নিরেট মূর্খ হ্যান্সকে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষা দিতে গিয়ে কেমন জগাখিচুরি তৈরি হয়েছে, স্তম্ভিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন! হো-হো করে হেসে ফেললাম। কিন্তু হ্যান্স চূড়ান্ত রায় দেয়া বিচারকের গাম্ভীর্য নিয়ে বলে চলল, 'জাদুর মাদুলি পরে থাকুন, বাস। পরে থাকুন। পাকস্থলী খসে পড়ে যাক, ওটা যেন না হারায়, বাস। জিনিসটা দেখতে হয়তো সোনার বোতলে ভরে রাখা সুন্দরী মেয়েদের চুলের মত চমৎকার না, কিন্তু ওসবের চেয়ে অনেক বেশি কাজের। ...মেয়েদের চুল দেখলে পেটের ভেতরে শুধু পাক খেয়ে ওঠে, এমন সব কথা মনে পড়ে, যেগুলো ভুলে যাওয়াই ভাল। ...বাস, ওই মাদুলি, বা ওটার মধ্যে বসে থাকা বুড়ো যিকালি আপনাকে বর্শার কবল থেকে বাঁচাবে, খারাপ জাদুর হাত থেকে বাঁচাবে। যারা খারাপ জাদু করবে, ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাদুলি তাদের উপরে সব ফেলবে। ...তার ওপর, ওটা থাকলে পেট ভরে দুটো খাওয়া মিলবে। আর কপাল যদি ভাল হয়, তা হলে মাদুলির গুণে একটু মদও জোগাড় হতে পারে।'

'এবার দূর হও,' হাত ঝাপটা দিলাম, 'আমি গোসল করব।'

'ঠিক আছে, বাস। আপনি যদি অনুমতি দেন তো ঝোপের ওপাশে গিয়ে বন্দুক হাতে বসি। কাপড়-ছাড়া বাসকে দেখার জন্যে বসব, তা কিন্তু না। সাদা-মানুষ এত কুৎসিত যে দেখলে বমি আসে। তা ছাড়া, বাস, কিছু মনে করবেন না, সাদা-মানুষদের গায়ে খুব বিটকেল গন্ধ। আসলে আরও কোনও সাপ এলে মারতে অপেক্ষা করব।'

লাথি মারার ভঙ্গিতে পা তুলে খেঁকিয়ে উঠলাম এবার, 'বুড়ো-নোংরা-বেঁটে-শয়তান, সর্ এখান থেকে! খবরদার! আর যেন এসব না শুনি!'

হুমকি শুনে হাসি চাপল হ্যান্স, হালকা দৌড়ে ঝোপের ওপাশে চলে গেল। ভাল করেই জানি, ওখান থেকে আমার ওপর চোখ রাখবে। তালিসমান খুলতে চাইলে বাধা দিতে ছুটে আসবে।

বলে রাখা ভাল, ওই মাদুলি বা তালিসমান, যা-ই হোক ওটা, তার কোনও প্রভাব বা জাদুর ক্ষমতা আছে, এ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। অবশ্য যিকালির বিশ্রী মাদুলির কথা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। নানান উপজাতির মানুষগুলো জিনিসটাকে ভয় পায়; এমনকী সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা আমাহার উপজাতির লোক তার ব্যতিক্রম নয়।

ব্যবসা, অর্থাৎ কম্বল বিক্রি করে কয়েকদিনের ভিতর পেরিয়ে এলাম যামবেজি, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম রহস্যময়ী ডাইনীর ভাবনা। ঠিক করলাম, সর্দার আমস্লোপোগাসের সঙ্গে দেখা করব না। তাতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হবে, আমি যিকালির ইচ্ছার দাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নই।

সে নারীর ব্যাপারে যিকালি যা বলেছে সেগুলো প্রলাপ বলে মনে হয়েছিল। সত্যি যদি তেমন কেউ থাকে, তার কথা বলবার পিছনে বুড়ো জাদুকরের কোনও অশুভ পরিকল্পনা থাকতে পারে। মনে হচ্ছিল যিকালি আমাকে দিয়ে নিজের হীন কোনও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। পরিবর্তিত পরিবেশে কিছুদিনের ভিতর আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা অন্যদিকে মোড় নিল। আগে ভেবেছি মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, কিন্তু এখন ওসব পুরোপুরি গুরুত্ব হারাল।

যামবেজি পেরিয়ে সে সাদা রানির খোঁজে তো যাবই না, আমস্লোপোগাসের সঙ্গেও দেখা করব না—এসব ভেবে শেষ পর্যন্ত বাকিতে বেশিরভাগ মালামাল বিক্রি করে দিলাম। কাগজে-কলমে মোটা টাকা মুনাফা হলো। ঠিক করলাম, নাটালে ফিরব। কিছুদিন ডারবানে আমার ছোট্ট বাড়িতে বিশ্রাম নেব। হ্যান্সকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম।

'ঠিক আছে, বাস,' বলল হ্যান্স, 'ডারবানে যেতে আমারও ভাল লাগবে। ওখানে অনেক কিছু আছে, এখানে তা পাওয়া যায় না।' ওর দৃষ্টি জিন-এর বোতলের ওপর স্থির হলো। মদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বোতলে পানি ছাড়া কিছু নেই। 'হ্যাঁ, বাস, অনেকদিন আর এদিকে আসা হবে না আমাদের।'

এ কথা শুনে অস্বস্তি হওয়ায় জানতে চাইলাম, 'হঠাৎ এ-কথা বললে কেন, হ্যান্স?'

'জানি না কেন বলেছি, বাস। তবে আপনি পথ উন্মুক্তকারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তা-ই না? সে আপনাকে উত্তরদিকে যেতে বলেছে, আর সঙ্গে দিয়েছে মস্ত জাদুর ওই মাদুলি।' ক্যাম্পফায়ার থেকে অঙ্গার নিয়ে ভুট্টার আঁটি দিয়ে তৈরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাইপটা ধরাল হ্যান্স, সর্বক্ষণ ওর চোখ স্থির থাকল আমার বুকে ঝুলন্ত তালিসমানের ওপর।

'যিকালি আমাকে উত্তরদিকে যেতে বলেছে, কথাটা ঠিক, হ্যান্স,' স্বীকার করলাম। 'কিন্তু আমি যিকালিকে দেখিয়ে দেব যে আমি ওর বার্তাবাহক নই। ওর আজ্ঞায় উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, কোনওদিকে যাব না। কালকে সকালে নদী পেরিয়ে নাটালের দিকে রওনা হবো।'

'বুঝলাম, বাস। কিন্তু আজকে বিকেলে নদী পেরুচ্ছি না কেন? দিনের আলো তো এখনও বাকি।'

'আমি বলেছি কালকে সকালে নদী পেরুব, তাই আজকে বিকেলে পেরুচ্ছি না,' কথাটা জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম। বইতে পড়েছি সত্যিকারের কঠিন চরিত্রের পুরুষ এরকম দৃঢ়ভাবে কথা বলে। 'হ্যান্স, আমি কথা নড়চড় করার লোক নই।'

উদাস হয়ে বলল হ্যান্স, 'না, বাস, কথা নাড়ানোর লোক আপনি নন। তবে কখনও কখনও সবকিছু এমন বদলে যায় যে তা আর বলার না। ...বাস, আপনি কি রাতে হরিণের পা খাবেন, না দু'বছর আগে কেনা ওই তোবড়ানো টিনের মধ্যে যা আছে, সেসব? হরিণের পা ভরে গিয়েছিল মাছির কিলবিলে শূককীটে, ওসব জায়গা ফেলে দিয়ে আমার মত মাংস খেতে পারেন।'

হ্যান্সের কথা ফলল। অনেক কিছু হঠাৎ সত্যি করেই বদলায়, যেমন আবহাওয়া। সে-রাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে আকাশ মেঘলা হলো, তার পরপরই শুরু হলো ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি। পুরো তিনদিন তিনরাত থেমে থেমে বর্ষণ চলল। ফলে শীর্ণ নদীটা দু'কূল ছাপিয়ে ভয়ঙ্কর স্রোতস্বিনী হয়ে উঠল। হ্যান্সের কথামত সেদিন বিকেলে সহজে নদী পেরুতে পারতাম, কিন্তু পরদিন ওটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরুনো হয়ে উঠল অসম্ভব। নদীর ভরভরন্ত চলল কয়েক সপ্তাহ।

ধৈর্য হারিয়ে একসময় দক্ষিণে চলে এলাম। শুনেছি ওদিকে নদী পেরুনোর ভাল জায়গা আছে। কিন্তু ওখানে পৌঁছে দেখলাম, কথাটা ডাহা মিথ্যে।

অসমতল জমি পাড়ি দিয়ে আরও বারো মাইল দক্ষিণে সরে এলাম। কষ্টকর যাত্রা শেষে একটা জায়গা দেখে মনে হলো ওখানে নদী পেরুনো যায়। চেষ্টা করলাম। ভালই চলছিল সব, কিন্তু হঠাৎ ওয়্যাগনের একটা চাকা নদীর এক গর্তে পড়ল। আটকে পড়লাম। কপাল ভাল যে এক খ্রিস্টান কাফ্রির কাছ থেকে বাড়তি ক'টা ষাঁড় কিনি। ওগুলোর সাহায্যে আবার ওয়্যাগন তীরে টেনে তুললাম।

ওয়্যাগন তুলতে আরেকটু দেরি হলে সর্বনাশ হতো। একটু পরেই উজানে নতুন উদ্যমে শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি। সর্বনাশা বান ডেকে গেল নদীতে।

স্বীকার করছি, বারবার ভাগ্য এমন করছে যে এরপর হাল ছেড়ে দিলাম। ঈশ্বর কখন আকাশের পানির কল বন্ধ করেন, সে-অপেক্ষায় রইলাম। উচ্ছল পানির সার্বক্ষণিক গরগরার আওয়াজ ভাল লাগল না, নদীর তীর থেকে সরে গেলাম দূরে। অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় ক্যাম্প ফেললাম। ওখান থেকে দেখা যায় সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলা জমি। সন্ধ্যার আগে আকাশ থেকে সরে গেল মেঘ, মাইলখানেক দূরে জমির ঢালের শেষে ঘন অরণ্যে ভরা অদ্ভুত সুন্দর এক পাহাড় দেখতে পেলাম।

পাহাড়ের ওপরের দিকে চাইলে মনে হয়, বুকে চিবুক ঠেকিয়ে অদ্ভুত কোনও মানুষ বসে। স্পষ্ট দেখলাম তার মাথা, দু'হাত, হাঁটু। ওটা যিকালির দেয়া লকেটের কথা মনে পড়িয়ে দিল। বামন জাদুকরের সঙ্গে ওই চূড়ার এতই মিল যে বিশ্বাস হয় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝড়ের মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রক্তিম রোদ, সে আলোয় পাহাড়টা দেখিয়ে হ্যান্সকে বললাম, 'ওই পাহাড়ের নাম কী?'

সন্ধ্যার লালচে আলোয় হঠাৎ ওটাকে ভয়ঙ্কর দেখাল।

'ডাইনীর পাহাড়, বাস,' বলল হ্যান্স। 'সর্দার আমস্লোপোগাস আর তার রক্ত সম্পর্কের ভাইরা ওখানে গদা নিয়ে শিকার করত। জায়গাটা ভুতুড়ে। চূড়ার কাছে এক গুহার ভিতর আছে লিলিফুল নাডা*র হাড়গোড়। সে মেয়ে ছিল আমস্লোপোগাসের ভালবাসা।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'জায়গাটা ভুতুড়ে বলছ? ফালতু কথা।' মনে পড়ল লিলিফুল নাডার ব্যাপারে যিকালির বক্তব্য। মামীনার সৌন্দর্যের সঙ্গে নাডার রূপের তুলনা করেছিল। এমনিতেও নাডার কথা কানে এসেছিল। সে কাহিনি টুকরো টুকরো ভাবে শুনেছি। হ্যান্সের দিকে ফিরে চাইলাম। 'সর্দার আমস্লোপোগাস থাকে কোথায়?'

'শুনেছি সমতল জমির ওদিকে, বাস। সে-জায়গা নদী দিয়ে প্রায় ঘেরা। ওখানে সহজে হামলা করতে পারে না শত্রুরা। ও-জায়গার আশপাশে মানুষের বাস নেই। যারা আগে ছিল, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে আমস্লোপোগাস। সে এত শক্তিশালী আর যুদ্ধে এত ভয়ঙ্কর, এমনকী রাজা চাকাও তাকে ভয় পেত। লোকে বলে নাডার কারণে আমস্লোপোগাস রাজা ডিনগানকে মেরেছে। খাজনা দেয় না সে, কিন্তু এখনকার রাজা কেটিওয়্যায়ো ভুলেও তাকে ঘাঁটায় না।'

এত তথ্য হ্যান্স কোত্থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করব, কিন্তু হঠাৎ

---

* হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর নাডা দ্য লিলি উপন্যাসটি দ্রষ্টব্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আওয়াজ শুনে থেমে গেলাম। তাকিয়ে দেখি লম্বা তিন লোক আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

'কুঠার জাতির লোক,' বলেই লাফ দিয়ে ওয়্যাগনে উঠে অদৃশ্য হলো হ্যান্স।

আমি পিছু নিলাম না তার কারণ, ততক্ষণে লোকগুলো এত কাছে চলে এসেছে, সম্মান নিয়ে সরে পড়ার উপায় নেই। মনে হলো, সঙ্গে রাইফেল থাকলে ভাল লাগত। চুপচাপ টুলে বসে থাকলাম, ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে ধীরে-সুস্থে পাইপে তামাক ভরলাম। বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলাম না লোকগুলোর দিকে। ওদের হাতে বর্শার বদলে কুঠার। এমনভাবে কুঠার তুলে ধরে ছুটে এল যে, জুলু যোদ্ধাদের রীতি না জানা থাকলে ভাবতাম: খুন করতে আসছে!

যা ভেবেছি তা-ই হলো, আমার ছ'ফুটের ভিতর এসে থমকে দাঁড়াল তারা, স্থির হয়ে গেল মূর্তির মত। ওদের দেখিইনি এমন ভাব নিয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে পাইপ ধরিয়ে নিলাম। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে সামান্য আগ্রহের দৃষ্টি ফুটিয়ে আপাদমস্তক দেখলাম তাদেরকে। এবার পকেট থেকে প্রিয় ইংগোল্ডস্‌বাই লিজেণ্ডস্ বইটা বের করে পড়তে লাগলাম।

লোকগুলো ভয়ঙ্কর-দর্শন। আমার নির্বিকার ভঙ্গি আর কাণ্ড-কারখানায় হতভম্ব হয়ে গেল তারা, মনে করল বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় মাঝখানের লোকটা এবার বলল, 'আপনি কি অন্ধ, সাদা-মানুষ?'

জবাবে বললাম, 'না, কালো-মানুষ, তবে বেশি দূরে দেখি না। তোমরা আলো আটকে দিয়েছ, কাজেই সরে দাঁড়াও।'

আমার কথায় লোকগুলোর বিস্ময় আরও বাড়ল, অস্বস্তি বোধ করে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও কয়েক লাইন পড়লাম, তারপর বই রেখে দিয়ে নীরস স্বরে মন্তব্য করলাম, 'তোমরা এত শুকনো যে মনে হচ্ছে খাবার ভিক্ষা চাইতে এসেছ। তা-ই যদি হয়, দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমার কাছে সামান্য মাংস আছে—তবে আমার চাকর যতটা যা পারে, তোমাদের ভিক্ষা দিয়ে দেবে।'

মাঝখানের লোকটা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওয়োও! আমাদের দেখি ভিখারী বলে! হয় উনি বিশাল কোনও মানুষ, নইলে বদ্ধ পাগল।'

হাই তুলে অবহেলা ভরে বললাম, 'ঠিকই বলেছ তুমি, আমি বিশাল মাপের মানুষ। বিরক্ত করলে বুঝবে আমি পাগলও হতে পারি। ...এবার বলো, কী চাও তোমরা?'

'আমরা কুঠার জাতির বড় সর্দার আমস্লোপোগাসের দূত, এসেছি খাজনা চাইতে,' বলল লোকটা। কথার ভিতর অনিশ্চিত ভাব দেখলাম।

'তা-ই?' বললাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, 'তোমরা খাজনা পাবে না। আমি শুনেছি শুধু জুলু-ল্যাণ্ডের রাজা খাজনা দাবী করতে পারে। তোমাদের সর্দারের নাম তো কেটিওয়্যায়ো না, কী বলো?'

আগের চেয়ে অনিশ্চিত স্বরে বলল লোকটা, 'আমাদের সর্দার এই এলাকার রাজা।'

অবহেলার সঙ্গে বললাম, 'তা-ই নাকি? এই রাজার নাম তো শুনিনি! তাকে গিয়ে বোলো রাতের অতন্দ্র প্রহরী মাকুমাযান কোনও এক আমস্লোপোগাসের জন্যে খবর এনেছে। ভোরে যদি ওয়্যাগন নিয়ে যাওয়ার পথ দেখায় তার লোক, আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করবে মাকুমাযান।'

মাঝখানের লোকটা সঙ্গীদের বলল, 'বুঝলাম, ইনি স্বয়ং মাকুমাযান ছাড়া কেউ নন। নইলে কার এত সাহস...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নেতা' ও অন্য কয়েকটা নামে সম্বোধন করে কুঠার তুলে আমাকে সালাম জানাল তারা, তারপর যেভাবে এসেছে, তেমনি করে ছুটতে ছুটতে ফিরে চলল। চেঁচিয়ে জানাল, আমার বার্তা পৌঁছে দেবে তারা, আর সকালে আমস্লোপোগাস অবশ্যই পথ-প্রদর্শক পাঠিয়ে দেবে।

ভেবেছিলাম আমস্লোপোগাসের সঙ্গে দেখা করব না, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এভাবেই নির্ধারিত হলো নিয়তি। বার্তাবাহকরা যখন খাজনা চাইল, তখনই ঠিক করেছি, কুঠার জাতির শহরে যাব। নইলে ওরা হয়তো আমার ষাঁড়গুলো চুরি করবে। যা-ই হোক, একবার যখন বলে ফেলেছি, যেতেই হবে।

হ্যান্স অবশ্য বলল, এভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে মস্ত জাদুকর যিকালি। তার কথার অন্যথা হয় না।

কোনও মন্তব্য না করে শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম।

দেখি কালকে কী ঘটে।

তিন

পরদিন ভোরে সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পথ-প্রদর্শকরা কুঠার শহর থেকে বাড়তি ষাঁড় নিয়ে হাজির হলো। ষাঁড় পাঠানো দেখে বুঝলাম, আমার সঙ্গে দেখা করতে উদ্‌গ্রীব আমস্লোপোগাস। একটু পর রওনা হলাম। পথ-প্রদর্শকরা টিলার মাঝ দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁকাবাঁকা এক পাহাড়ি পথে নিয়ে চলল। পথ ওপরে ওঠায় নীচের সমতলে প্রচুর গবাদি পশু চরতে দেখলাম।

সমতল পিছনে ফেলে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সরু অথচ খরস্রোতা এক নদীর সামনে উপস্থিত হলাম। উচ্ছল নদীটা তিনদিক থেকে বড়সড় এক কাফ্রি শহরকে ঘিরেছে। চতুর্থ দিকে ছোট ছোট বেশ কিছু টিলা। ওগুলোর মাঝের গিরিপথ প্রাচীর তুলে বন্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেড়া দিয়ে সুদৃঢ় করেছে শহরের প্রতিরক্ষা।

বাড়তি ষাঁড়গুলোর সহায়তায় নিরাপদেই ওয়্যাগনসহ ভরা নদী পেরুলাম। ওদিকের পাড়ে একদল প্রহরী স্বাগত জানাল। সবাই তারা দীর্ঘদেহী, কঠোর চেহারা দেখে মনে হয় যোদ্ধা—হাতে বর্শার বদলে কুঠার।

শহরের মাঝে গবাদি পশু রাখা হয়, ওরা সেখানে নিয়ে এল আমাদের। বুঝলাম, জায়গাটা সমাবেশস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সম্ভবত ওখানে কোনও অনুষ্ঠান চলছে। সৈন্যরা ক্রাল ঘিরে দাঁড়িয়ে, ছোটাছুটির ফাঁকে চিৎকার করছে বার্তাবাহকরা। সর্দারের বড় কুটিরের সামনে একদল ঘোষণাকারী অপেক্ষা করছে। তাদের মাঝে টুলে বসেছে দীর্ঘদেহী এক লোক। তার পরনে যোদ্ধার পোশাক। হাঁটুর পাশে মস্ত এক কুঠার। হাতলটা গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে তৈরি।

পথ-প্রদর্শকরা টুলে বসা দীর্ঘদেহী লোকটার দিকে চলল। আমার পেছনে ছিঁচকে চোরের মত চুপি চুপি হাঁটছে হ্যান্স। ওয়্যাগনটা ফটকের বাইরে আটকে দেয়া হয়েছে, না এসে ওর উপায় ছিল না। দূতদল লম্বা লোকটার সামনে থামল। বিরক্তির সঙ্গে হাই তুলছে সর্দার।

কাছাকাছি হয়ে টের পেলাম, আসলে দেখার মত লোক সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লম্বা-চওড়া মানুষ, শক্তিশালী বাহু দুটো স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ; চেহারায় কেমন যেন এক হিংস্রতা। এর রাগী মুখটা মৃত রাজা ডিনগানের চেহারা আমাকে মনে পড়িয়ে দিল। আমস্লোপোগাসের মাথার তালুর কাছে বড় একটা ফুটো, খুলিতে। কোনও ভয়ঙ্কর আঘাতে ওটা তৈরি হয়েছে। লোকটার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো বিশেষ নজর কাড়ল। মনে হলো চাইবার ভঙ্গিটা রাজকীয়।

মুখ তুলে আমাকে দেখেই দ্রুত বলে উঠল, 'তা হলে কি সাদা-মানুষ আমাকে মেরে কুঠার জাতির সর্দার হতে এসেছে? কিন্তু এ তো দেখছি ছোটখাটো সাদা-মানুষ!'

শান্ত স্বরে তাকে বললাম, 'না, আমস্লোপোগাস, সাদা-মানুষ তোমাকে মেরে সর্দার হতে আসেনি। রাতের অতন্দ্র প্রহরী মাকুমাযান তোমার অনুরোধে এসেছে। যতদিন হলো সবাই তোমাকে নিয়ে গল্প করে, তার চেয়ে বেশিদিন ধরে তারা মাকুমাযানের গল্প করে।'

কথাটা শুনে উঠে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস, কুঠার তুলে সালাম জানাল। 'স্বাগত, মাকুমাযান। মানুষটা আপনি আকারে ছোট হলেও আপনার সুনাম বিশাল বড়। আপনার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আগে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। স্বাগত মাকুমাযান, কালো-মানুষদের বন্ধু।'

তার কাছে জানলাম, আজকের এই বিশেষ দিনে প্রতি বছরের মত এবারও সর্দার বদলের অনুষ্ঠান চলছে। কুঠার জাতির যে-কোনও যোদ্ধা আমস্লোপোগাসকে হারিয়ে সর্দারের পদ পেতে পারে।

বসবার জন্য টুল আনা হলে বসে পড়লাম আমস্লোপোগাসের পাশে। আবার শুরু হলো অনুষ্ঠান।

ঘোষণাকারী আমস্লোপোগাসের পক্ষ থেকে চিৎকার করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল, যে-কেউ এসে লড়াই করে কুঠার জাতির নেতৃত্ব জিতে নিতে পারে। কাউকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী মনে হলো না। এগিয়ে এল না কেউ। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল আমস্লোপোগাস, মাথার উপর বনবন করে কুঠার ঘোরাতে ঘোরাতে গমগমে কণ্ঠে বলল, যেহেতু লড়াইয়ে হারেনি, কাজেই আগামী বছর এ দিন না আসা পর্যন্ত সে-ই কুঠার জাতির সর্দার।

কারও কোনও আপত্তি দেখলাম না।

ঘোষক আবার জানাল: কারও আপত্তি থাকলে জানাতে পারে, কারও কোনও পাওনা থাকলে চাইতে পারে। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে।

ক্ষণিকের নীরবতা, তারপর সুন্দরী এক মেয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত তার আয়ত চোখ দুটো। মনে হয় যেন সর্বক্ষণ ওই মায়াবী চোখের দৃষ্টি কাউকে খুঁজছে। পরনে দামি পোশাক। গহনা দেখে বুঝলাম, পদমর্যাদায় সে সর্দারের স্ত্রী।

মেয়েটা নিজের নাম উচ্চারণ করে বলল, 'আজকের এই বিশেষ দিনে যেহেতু দুর্বলের অভিযোগ করার অধিকার আছে, কাজেই এই মোনাযিরও অভিযোগ আছে। সর্দার আমস্লোপোগাস, ডিনগান আপনার প্রধান বউ যিনিটাকে তার সমস্ত ছেলে-মেয়ে সহ মেরে ফেললে এই আমি মোনাযি এখন আপনার প্রধান বউ।'

'তা আমি জানি,' জবাবে বলল আমস্লোপোগাস। 'তাতে কী হয়েছে?'

'কিন্তু আপনি আমাকে অবহেলা করে অন্য মেয়েলোকের সঙ্গে মেশেন। যিনিটাকেও অবহেলা করতেন আপনি, মিশতেন সুন্দরী ডাইনী নাডার সঙ্গে। যা-ই হোক, নাডার অভিশাপে আপনার অন্য সব বউয়ের মত আমারও কোনও সন্তান নেই। আমি দাবী করছি, আমার ওপর থেকে ওই অভিশাপ তুলে নেয়া হোক। আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার খাতিরে সর্দার লাউস্টাকে ছেড়ে এসেছি। আর এখন তার প্রতিফল ভোগ করছি। আমার কপালে জুটেছে অবহেলা ও নিঃসন্তান জীবন।'

আমস্লোপোগাস রাগের সঙ্গে বলল, 'আমি কি স্রষ্টা নাকি যে খুশিমত তোমাকে সন্তান দেব, মেয়েমানুষ? আমার রক্ত সম্পর্কের ভাই ও বন্ধু লাউস্টার কথা ভেবে এখনও কাঁদো তুমি। ইচ্ছে হলে ওর সঙ্গে চলে যাও।'

রাগী চোখে আমস্লোপোগাসকে দেখে নিয়ে বলল মোনাযি, 'এমন অবহেলা করলে চলে যেতেও পারি। আপনি কি আপনার নতুন বউকে বিদায় করে আমাকে আগের সম্মান দেবেন, নাডার অভিশাপ তুলে দেবেন—নাকি দেবেন না?'

'তোমার কথার জবাবে বলতে হচ্ছে, মোনাযি, আমার নতুন বউকে আমি পরিত্যাগ করব না। ওর মুখটা অন্তত তোমার মত ধারাল না। ওর মনটাও তোমার চেয়ে খাঁটি। আর তোমার দ্বিতীয় কথার জবাবে: সন্তান আসে স্বর্গ থেকে। স্রষ্টা রেগে গেলে কখনও সন্তান দেন না। তুমি এসবের সঙ্গে পবিত্র মনের নিষ্পাপ এক মেয়ের নাম জড়িয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। সে যে-কোনও মেয়ের চেয়ে সবদিক থেকে ভাল ছিল। ...এবার আমার শেষ কথাটা শোনো, মোনাযি। সবার সামনে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি: লাউস্টার সঙ্গে মিশবে না, ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে না, নইলে তোমার ক্ষতি হবে। লাউস্টা আমার রক্ত সম্পর্কের ভাই, তারপরও, ক্ষতি হবে লাউস্টার। ক্ষতি হবে তোমাদের দু'জনের।'

'ষড়যন্ত্র!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মোনাযির কণ্ঠ। 'আমস্লোপোগাস কি ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন? আমি শুনেছি পুরুষ সিংহ রাজা চাকা একজন ছেলে রেখে গেছেন, আর রাজা চাকার পর দেশের ক্ষমতায় যারাই বসেছে, সে ছেলে তাদের সবার বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষড়যন্ত্র করেছে। এখনও করছে। হতে পারে এখনকার রাজার কানে সে-কথা গেছে। হতে পারে কুঠার জাতির মানুষ শীঘ্রি নতুন কোনও সর্দার পাবে।'

'তা-ই?' অদ্ভুত শান্ত স্বরে বলল আমস্লোপোগাস। 'তা-ই যদি হয়, সে সর্দারের নাম কী—লাউস্টা?' হঠাৎ আমস্লোপোগাসের চাপা রাগটা বিস্ফোরিত হলো, গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'আমি কী করেছি যে আমার বউরা আমারই বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? যিনিটা ডিনগানের সঙ্গে মিলে বিশ্বাস-ভঙ্গ করেছে, খুন হয়ে তার পুরস্কার পেয়েছে। ওই কালনাগিনীর সঙ্গে গেছে আমার ছেলে-মেয়েগুলোও। ...বিশ্বাস-ভঙ্গের কোনও কারণ নেই, তারপরও কেটিওয়্যায়োর সঙ্গে যোগসাজস করে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তুমি, মোনাযি? তা-ই যদি হয়, তো তুমি আর লাউস্টা একবার ভেবে দেখো যিনিটার ভাগ্যে কী ঘটেছে। ভেবে দেখো আমস্লোপোগাসের কুঠারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কী ঘটে।' হতাশ স্বরে বলল আমস্লোপোগাস, 'আমি এমনকী করেছি, মেয়েলোক আমাকে এভাবে জ্বালাবে?'

'কী করেছেন?' টিটকারির হাসি হাসল মোনাযি। 'বিশেষ একজনকে আপনি অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি ভালবেসেছেন। শান্তিতে বাঁচতে চাইলে পুরুষের উচিত তার সবকটা বউকে একই সমান ভালবাসা। কেউ যদি মরা কোনও মেয়েলোকের কথা ভেবে সর্বক্ষণ পরিতাপ করে, সে সুখী হবে কী করে! তা-ও সেই মেয়েমানুষ আবার অভিশাপ দিয়ে গেছে, চরম ক্ষতি করে গেছে! সর্দার আমস্লোপোগাস, নিজ জাতির ভালোর দিকে খেয়াল রাখা উচিত, আপনার উচিত সংসারে মনোযোগ দেয়া। আপনি যদি এসব বাদ দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করেন, তো একদিন বর্শার ফলার সামনে পড়বেন। আপনার কারণে বর্শার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘায়ে মরতে হবে আমাদের।'

বিরক্ত আমস্লোপোগাস বলল, 'তোমার পরামর্শ শুনেছি, মোনাযি। এবার বিদায় হও।' মোনাযির দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। চোখে ভয়ের ছাপ দেখলাম।

মোনাযি চলে যাবার পর আমস্লোপোগাস নিচু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আপনার বউ আছে, মাকুমাযান?'

জবাবে বললাম, 'আত্মাদের দেশে চলে গেছে।'

'তো আপনার জন্যে ভালই হয়েছে,' সিদ্ধান্তের সুরে বলল আমস্লোপোগাস, 'আপনার সঙ্গে আমার মিল আছে, মাকুমাযান। আমার সত্যিকারের একটা বউ ছিল। আত্মাদের দেশে গেছে। ...যান, মাকুমাযান, বিশ্রাম নিন। আমরা পরে কথা বলব।'

আমস্লোপোগাসকে রেখে রওনা হয়ে গেলাম, মনে কয়েকটা চিন্তা দোলা দিয়ে গেল। যিকালির সেই কথাগুলো কি ফলছে নাকি? আমার সামনে লাউস্টা আর মোনাযির নাম আবারও উচ্চারিত হলো। নিঃসন্তান মোনাযি যদি হিংসার বশে সত্যি কোনও রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সে বর্তমান রাজা কেটিওয়্যায়ো। তাকে ক্ষিপ্ত হাতি বলেছিল যিকালি।

অতিথি কুটিরে পৌঁছে দেখি জায়গাটা চমৎকার ভাবে ঝাঁট দেয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের জন্য কুটিরের ভিতর প্রচুর খাবার রাখা হয়েছে। খেয়ে নিলাম। করার কিছু নেই, তা ছাড়া রাত জাগতে হতে পারে, কাজেই শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে যেতে দেরি হলো না।

সন্ধ্যার দিকে এক বার্তাবাহক এসে জানাল, বিশ্রাম নেয়া হয়ে থাকলে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান সর্দার। গেলাম আমস্লোপোগাসের বড় কুটিরে। একাকী কুটিরকে দূর দিয়ে ঘিরেছে মজবুত বেড়া। ওটার কারণে ভিতরের কথা শুনবে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরের কেউ। চোখে পড়ল, একজন প্রহরী কুঠার হাতে বেড়ার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে বেড়ার পাশ দিয়ে পায়চারি করছে সে।

সর্দার আমস্লোপোগাস কুটিরের দরজার সামনে একটা টুলে বসেছে। তার ডান কব্জিতে ফিতে দিয়ে বাঁধা কুঠার। উরুর পাশে হেলান দিয়ে রেখেছে ওটা। চওড়া কাঁধে ফেলে রেখেছে নেকড়ের চামড়া। সন্ধ্যার লালচে আলোয় তাকে ভীষণ গম্ভীর আর রাগী মনে হলো। স্বাগত জানিয়ে টুল দেখাল আমাকে।

বসলাম।

আমস্লোপোগাস বোধহয় আমার চোখের দিকে চেয়ে ছিল, কারণ বলে উঠল, 'চিতাবাঘ বা হায়েনা রাতের প্রাণী, সব খেয়াল রাখে। রাতের অতন্দ্র প্রহরী আপনিও তেমন। প্রহরীকে, বেড়ার অবস্থান, আর ফটক—সব লক্ষ করেছেন।'

জবাবে বললাম, 'চারপাশে খেয়াল না রাখলে অনেক আগে মারা পড়তাম, সর্দার।'

'যেহেতু সবদিকে নজর রাখি না, কাজেই আমি হয়তো মারা পড়ব,' বলল আমস্লোপোগাস। 'লড়াইয়ে দক্ষতা বা হিংস্রতা যথেষ্ট নয়, মাকুমাযান। অনেকদিন বাঁচতে হলে আরও বেশি কিছু দরকার। প্রয়োজন সাবধানে কথা বলা, চিন্তা গোপন করে রাখা। ঝোপের মধ্যে ইঁদুরের নড়াচড়া শুনলে খেয়াল করা উচিত ঘাসে সাপ আছে কি না। খুব কম মানুষকে আসলে বিশ্বাস করা যায়। বিশেষ করে যারা আশ্রিত, তাদের একদম বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু যাদের শরীরে সিংহের রক্ত, বা যারা বাফেলোর মত তেড়ে যায়, তারা এসব বিষয়ে নজর রাখে না, শেষে পড়ে অতল গহ্বরে।'

'ঠিক,' সায় দিলাম। 'বিশেষ করে যাদের শরীরে সিংহের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ত।'

আমস্লোপোগাসের মুখ খোলাতে কথাটা বললাম। গুজব শুনেছি আমস্লোপোগাস আসলে রাজা চাকার ছেলে। চাকাকে সিংহ উপাধী দেয় সবাই। সে-কারণেই কি আমস্লোপোগাস সিংহের রক্তের কথা তুলেছে? রাজা চাকার ভাই ডিনগানের সঙ্গে আমস্লোপোগাসের চেহারায় অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য। শুনেছি রাজা ডিনগানকে এই আমস্লোপোগাসই খুন করেছে।

উদ্দেশ্য-পূরণ হলো না, একটু নীরবতার পর আমস্লোপোগাস বলল, 'মাকুমাযান, কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? আগে তো কখনও আসেননি?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল না, আমস্লোপোগাস,' তাকে বললাম। 'তুমি আমাকে ডেকে এনেছ। বরং বলা উচিত ভরা নদী আর তোমার কারণে এসেছি। নাটালে যাবার কথা ছিল, কিন্তু নদী পেরুতে পারছিলাম না।'

'তারপরও মন বলছে আপনি কোনও সংবাদ নিয়ে এসেছেন, সাদা-মানুষ। কয়েকদিন আগে ভবঘুরে এক জাদুকর বলেছে, আপনি কোনও খবর নিয়ে আসতে পারেন।'

'তা-ই বলেছে, আমস্লোপোগাস? কথাটা মিথ্যে নয়। তবে খবরটা দেবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'তবুও এসেই যখন পড়েছেন, তো বলে ফেলুন, মাকুমাযান। যারা খবর নিয়ে আসে, কিন্তু খবর দেয় না, অনেক সময় তাদের বিপদ হয়।'

এ হুমকি পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'তুমি কি ছোট একজন মানুষকে চেনো? মানুষটা সে বিশাল মাপের, বয়স অনেক, কিন্তু মগজটা কমবয়সী। সে জাদুকরকে পথ উন্মুক্তকারী বলা হয়।'

'শুনেছি তার কথা। আমার আগে তার নাম শুনেছে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাপ-দাদারা।'

'তোমার বাপ-দাদারা তার কথা শুনেছে?' বিস্ময়ের সুরে বললাম। 'কারা তারা? নিশ্চয়ই খুব কম বয়সে মারা গেছে? আমি তাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী।'

দ্রুত বলল আমস্লোপোগাস, 'পরিচয় জানানো চলবে না। এদেশে তাদের নাম নেয়া নিষিদ্ধ।'

অবাক হওয়ার ভান করলাম। 'তা-ই? আমি জানতাম এদেশে শুধু মৃত রাজাদের নাম নেয়া চলে না। তবে আমার ভুল হতে পারে, জুলুদের রীতি-নীতি কতটুকু আর জানি!'

'হ্যাঁ, মাকুমাযান, আপনার হয়তো ভুল হয়েছে, হয়তো হয়নি—তাতে কিছু যায় আসে না। এবার বলুন আমার জন্যে কী খবর এনেছেন।'

যতটা পারি নিখুঁত ভাবে আমস্লোপোগাসকে বলে গেলাম যিকালির কথাগুলো।

আমস্লোপোগাস অস্বাভাবিক মনোযোগ নিয়ে প্রতিটা বাক্য শুনল, তারপর আরও একবার জানতে চাইল।

বললাম।

'লাউস্টা! মোনাযি!' ধীরে বলল আমস্লোপোগাস। 'আজকে তাদের নাম শুনেছেন। মোনাযির কথাগুলোও শুনেছেন।' গলা নামাল সে, 'মনে হচ্ছে যা সন্দেহ করেছি, সেটা সত্যি। আসলেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।'

'বুঝলাম না,' নিস্পৃহ সুরে বললাম। 'যিকালি কী বোঝাতে চেয়েছে? কে বিশ্বাস-ভঙ্গ করেছে? কী কারণে?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে আমস্লোপোগাস বলল, 'শুধু জেনে রাখুন, ব্যাপারটার ওপর আমার জীবন নির্ভর করছে। মনে করুন চোখা কোনও লাঠির ডগায় আমি একটা ইঁদুর, এখন কেউ যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাঠিটা জোরে ইঁদুরটার দিকে ঠেলে দেয়, তো ওই ইঁদুরের কী হবে?'

'অন্য ইঁদুরের যা হয়, তা-ই। তবে ইঁদুরটা যদি চালাক হয়, যে হাত লাঠি ঠেলবে, সে হাতে কামড় দিয়ে পালাতে পারে।'

'যিকালির সঙ্গে আপনার যা কথা হয়েছে সব খুলে বলুন, মাকুমাযান। আরেকবার শুনলে হয়তো বুঝব আসলে কী বলেছে।'

'এক শর্তে বলতে পারি। যা শুনবে তা নিজের কাছে গোপন রাখবে।'

আমস্লোপোগাস ঝুঁকে পড়ে কুঠারের চওড়া ফলার উপর হাত রাখল, তারপর বলল, 'কুঠারের নামে শপথ করছি, আমি যদি কথা না রাখি, তো এই কুঠার যেন আমার জীবন নেয়।'

যিকালির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া থেকে যা ঘটেছে, সবই বললাম আমস্লোপোগাসকে। মনে মনে ভাবলাম, খুব কমই বুঝবে তুমি, যোদ্ধা আমস্লোপোগাস।

ভুল ভেবেছি, কারণ আমার কথা শেষ হতেই সে বলল, 'মাকুমাযান, তা হলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল, আপনি বিশেষ এক মেয়েমানুষের কাছে আপনার পরিচিত মরা মানুষের ব্যাপারে জানতে চান। তারা কোথায়, কেমন আছে জানতে যিকালির কাছে গিয়েছিলেন। সে আপনাকে সাহায্য করতে পারেনি, কারণ ওই গাছ অনেক বেশি উঁচু। ওটা বেয়ে উঠতে পারবে না যিকালি। তবে পথ উন্মুক্তকারী আপনাকে জানিয়েছে, উত্তরদিকে এক সাদা রানি বাস করে। তার ক্ষমতা যিকালির চেয়ে বেশি। সে সাদা রানি যে-কোনও গাছের ওপর দিয়ে উড়তে পারে। যিকালি গোপন কথা জানতে তার কাছে আপনাকে যেতে বলেছে। আমি কি ভুল বলছি, মাকুমাযান?'

'না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর যিকালি সে অভিযানে দু'জন মানুষকে নিতে বলেছে। তাদের একজন আমি, কাঠ-ঠোকরা কসাই আমস্লোপোগাস। আরেকজন ওই হ্যান্স, হলদে বাঁদরের মত বেঁটে লোকটা, যাকে আজ আপনার সঙ্গে দেখলাম। ...কিন্তু আপনি ঠিক করলেন যিকালির কথা মানবেন না, আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। ঠিক করলেন সাদা রানির খোঁজে যাবেন না, বরং ফিরবেন নাটালে। ...ঠিক, মাকুমাযান?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বৃষ্টি নামল, বইল বাতাস, বান ডাকল নদীতে। আপনি আর নাটালে ফিরতে পারলেন না। দৈব বলুন, ভাগ্য বলুন, আর যিকালির ইচ্ছা বলুন—আপনাকে এ ক্রালে এসে সব জানাতে হলো।'

'ঠিকই বলেছ।'

'কিন্তু, সাদা-মানুষ, আমি কী করে বুঝব যে এটা আসলে কোনও ফাঁদ নয়? রাতের অতন্দ্র প্রহরী, কী চিহ্ন নিয়ে এসেছেন আপনি? কীভাবে জানব সত্যিই এ খবর পাঠিয়েছে জাদুকর যিকালি? ভবঘুরে জাদুকর বলে গেছে, যে আসবে, সে কোনও চিহ্ন নিয়ে আসবে।'

যিকালির আইভরির কথা মনে পড়ল। আমস্লোপোগাসকে বললাম, 'আমি হয়তো তোমাকে কোনও চিহ্ন দেখাতে পারি। গোপন কোনও জায়গায় চলো।'

ফটকের কাছে চলে গেল আমস্লোপোগাস, প্রহরী জায়গামত আছে কি না দেখল, তারপর কুটিরের চারপাশ দিয়ে ঘুরে এল। ছাদের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'একবার অসাবধানে বিপদে পড়েছি। আমার এক বউ চিমনিতে কান পেতে অনেকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। বাচ্চাগুলো নিয়ে নিজে মরেছে। ...ভেতরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলুন, মাকুমাযান। বিপদের ভয় নেই, তবুও যা বলার, নিচু গলায় বলবেন।'

কুটিরের ভেতরে গিয়ে বসলাম টুলে। আগুনে শুকনো কাঠ ফেলল আমস্লোপোগাস, তারপর বলল, 'এবার দেখান।'

আগুনের উজ্জ্বল আলোয় শার্টের বুক খুলে আমস্লোপোগাসকে দেখালাম যিকালির সেই লকেট। নিষ্পলক দেখল সে, তবে ছুঁয়ে দেখল না। উঠে দাঁড়িয়ে বিশাল কুঠার তুলে সালাম জানিয়ে বলল, 'মাকোসি*!'

জুলুরা বড় মাপের জাদুকরদের এ-কথা বলেই সালাম জানায়। আবার বলে উঠল আমস্লোপোগাস, 'এদেশে সবাই এই জাদুর চিহ্ন বহু আগে থেকে চেনে। জুলুদের রাজ পরিবারের আদি পিতা সেনয্যাংগাকোনারও আগে থেকে এটা আছে।'

'তা কীভাবে সম্ভব?' আপত্তির সুরে বললাম, 'এটা তো যিকালির মূর্তি। সেনয্যাংগাকোনা তো শত বছর আগে মারা গেছে।'

'জানি না কী করে সম্ভব, কিন্তু আসলেই সম্ভব,' জোর দিয়ে বলল আমস্লোপোগাস। 'আমার পালক বাবা মোপোর কাছে শুনেছি, দু'বার রাজা চাকার কাছে আদেশ সহ এই চিহ্ন পাঠানো হয়। দু'বারই আদেশ মানে চাকা। তৃতীয়বার যখন পাঠানো হলো, মানল না চাকা। ...সেই চাকা এখন কোথায়?'

'শুনেছি ওই মোপো রাজকুমার ডিনগান আর উমলাংগানার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাজা চাকাকে খুন করে। মোপো এখনও বেঁচে আছে, তবে জুলু-ল্যাণ্ডে নেই।'

---

* বিদেহী আত্মাদের প্রভু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চামচ তুলে কী যেন শুঁকল আমস্লোপোগাস, তারপর চামচের উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল আমার দিকে। 'বেঁচে আছে সে, মাকুমাযান? আপনি তো দেখছি অনেক কিছু জানেন! কেউ কেউ ভাবতে পারে আপনি অনেক বেশি জানেন।'

'যতটা জানতে চাই, হয়তো তার চেয়ে বেশিই জানি,' জবাবে বললাম। 'মোপোর পালক ছেলে, তোমার মায়ের নাম কি বালেকা ছিল না? আমি তোমার ব্যাপারেও বহুকিছু জানি।'

নিষ্পলক আমার দিকে চেয়ে রইল আমস্লোপোগাস, তারপর কুঠারে হাত রেখে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়ল।

যিকালির প্রতিকৃতিটা ছুঁয়ে বললাম, 'শুনেছি চাকার বোন বালেকার ছেলে বর্তমান রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।'

আমস্লোপোগাস কর্কশ স্বরে বলল, 'মাকুমাযান, আপনি যদি যিকালির চিহ্ন বুকে না ঝুলিয়ে রাখতেন, তো এখনই আপনাকে এই কুটিরের নীচে পুঁতে ফেলতাম। নিজের ভালর তুলনায় অনেক বেশি জানেন আপনি।'

'আমাকে খুন করা ভুল হবে, আমস্লোপোগাস। এমনিতে অনেক ভুল করেছ তুমি।' লোকটা চুপ করে যিকালির দেয়া চিহ্নের দিকে চেয়ে রইল। বললাম, 'এবার বলো উত্তরদিকে যে অভিযানে যাওয়ার কথা, তার কী হবে? আমি যদি যাই, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

টুল ছেড়ে বুকে হেঁটে কুটির থেকে বেরুল আমস্লোপোগাস। বোধহয় চারপাশ দেখতেই গেল। ফিরে এসে বলল, রাতটা পরিষ্কার, তবে দূরের আকাশে ঝড়ের মেঘ। জুলু রীতি অনুযায়ী বলা কথাগুলো থেকে বুঝলাম, এখানে কথা বলা নিরাপদ, তবে ভবিষ্যতে বিপদের ভয় রয়েছে।

আমস্লোপোগাস বলল, 'মাকুমাযান, আমরা জাদুকর যিকালির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরাপদ ছায়াতলে, কি বলেন?'

'হতে পারে, তবে এখানে কথা হচ্ছে পুরুষে-পুরুষে। তা অন্য কারও জানার কথা নয়! অন্তত আমার কাছ থেকে জানবে না। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, আমস্লোপোগাস। ক্লান্তি লাগছে, ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ব।'

'আমি শুধু এটুকু বলব, আমার বাবা যার বাবার চেয়ে বড় সে এখন দেশের ক্ষমতায় বসেছে। আমি তাকে ক্ষমতা থেকে হটাতে চাই। এরকম ছোট সর্দার থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া, যিকালি আছে আমার সাথে। বর্তমান রাজ পরিবারকে ঘৃণা করে সে। রাজা আর আমি একই বংশের হলেও সে আমাকে পছন্দ করে না, সবসময় ওই পরিবারের বিরোধিতা করেছি। ...আর, এখন দেখা যাচ্ছে কোনও এক রাগী মেয়েমানুষ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রাজার কানে সব তুলে দিয়েছে সে। আজ হোক, কাল হোক, বা এক সপ্তাহ পর—আমাকে খুন করতে পাঠানো হবে লোক। কিন্তু এ নিয়ে টুঁ শব্দ চলবে না।'

'কে বিশ্বাস-ভঙ্গ করেছে, আমস্লোপোগাস?'

'মনে হয় মোনাযি, মাকুমাযান। লাউস্টাও। মোনাযি ওর ওপর মায়াজাল বিছিয়েছে। লাউস্টা আমার রক্ত সম্পর্কের ভাই, কিন্তু তা ভুলে গেছে। লাউস্টা অনেক আগে থেকেই মোনাযিকে ভালবাসে। এখন মোনাযিকে পেতে চাইছে। সে সঙ্গে পেতে চাইছে কুঠার জাতির সর্দারী। আপনি তো আঁধারে দেখেন—এখন বলুন, মাকুমাযান; আমার কী করা উচিত?'

একমুহূর্ত ভেবে বললাম, 'আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তো এই লাউস্টাকে কিছুদিন সর্দারী করতে দিয়ে উত্তরদিকে রওনা হতাম। সেক্ষেত্রে রাজার তরফ থেকে কোনও বিপদ এলে তা সামলাবে লাউস্টা। রাজাকে সে বোঝাতে পারবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুঠার জাতির দোষ নেই. তুমি তাদের ছেড়ে বহু দূরে চলে গেছ।'

'দারুণ বুদ্ধি, মাকুমাযান : যিকালির তালিসমান আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছে। সত্যি যদি উত্তরদিকে রওনা হই, তো কে বলবে আমি ষড়যন্ত্র করেছি? তার ওপর আমার জায়গায় বসাব আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। সর্দারী ছেড়ে ব্যক্তিগত কাজে চলে যাব—তার মানে আমি দেশের ক্ষমতা নিতে ব্যস্ত নই। ...বেশ, মাকুমাযান, এবার বলুন আপনার অভিযানের কথা।'

কিছুক্ষণ আগেও নিশ্চিত ছিলাম না যিকালির কথামত মায়াবী রানির খোঁজে অজানা দেশে অভিযানে যাব, এখানে আসব, বা আমস্লোপোগাসকে এসব বলব। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, আমার যাওয়া উচিত। উদ্‌গ্রীব আমস্লোপোগাসকে খুলে বললাম কীভাবে রওনা হবো।

আমি থামার পর আমস্লোপোগাস বলল, 'আপনি হয়তো অবাক হবেন যে কালো-মানুষ হয়েও কেন একই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। আমি আমার এক বোনের কথা জানতে চাই। আমার বউ ছিল সে। ওকে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসতাম। আজও বাসি। আরও জানতে চাই আমার এক ভাই কেমন আছে। সে আমার সঙ্গে ডাইনীর পাহাড়ে শিকার করত, ওখানেই ভয়ঙ্কর এক লড়াইয়ে মারা পড়ে। কখনও তার নাম মুখে আনি না আমি। সবসময় আমার সেই বউ আর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, রাতে তাদের স্বপ্নে দেখি। মরণের পর তারা কেমন আছে জানতে ইচ্ছে হয়। আমি সত্যিকার যোদ্ধার মত সম্মানের মরণ চাই। তারপর তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি না তা জানতে সাধ হয়। আমার কথা কি বুঝেছেন, মাকুমাযান?'

মাথা দোলালাম। আমস্লোপোগাসের চাহিদা আমারই মতন, কাজেই না বোঝার কিছু নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাস বলল, 'হতে পারে মরণের পর আর কোনও জীবন নেই, সবই কানের কাছে ফিসফিস করা অর্থহীন বাতাস, দূর থেকে দূরে নিঃশেষিত চকিত হাওয়া। কিন্তু আমাদের এই অভিযান হবে দারুণ। হয়তো আমরা লড়াইয়ের সুযোগ পাবো। সবাই জানে, আপনি কোনও অভিযানে গেলে সেখানে বিপদ ঘটে, লড়াই হয়। তা ছাড়া, যিকালি চাইছে আমি কিছুদিনের জন্যে জুলু-দেশ ছেড়ে চলে যাই। ফাঁদে পড়া শিয়ালের মত মরতে চাই না, মরতে চাই সত্যিকার যোদ্ধার মত লড়াই করে। কাজেই আমার তো যাওয়াই উচিত। শেষ কথা হিসেবে বলব, আমার মেজাজ গরম হলেও এ-কথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে, বিপদের সময় আমরা কাপুরুষের মত একে অন্যকে ফেলে যাব না। ...তবে আপনার ওই হলুদ কুকুরটার ব্যাপারে এমন নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না।'

হ্যান্সের পক্ষ টানতে হলো। 'তা হলে আমি ওর হয়ে বলছি। খাঁটি মানুষ সে। মদ গিলে মাতাল না হলে, খুব চতুরও।'

এবার আমরা অভিযানের পরিকল্পনা করতে বসলাম, ঠিক করে ফেললাম কবে কখন আবারও দেখা হবে।

নিজের কুটিরে ফিরতে অনেক রাত হলো। দেরি না করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

পরদিন ভোরে আমস্লোপোগাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুঠার শহর ছাড়লাম। চলে আসবার আগে সবাইকে শুনিয়ে চড়া গলায় বললাম: এখনও নদী ভরা থাকলে জুলু-ল্যাণ্ডের উত্তর অংশে ব্যবসা করতে যাব, আবহাওয়া ভাল হওয়ার পর ফিরব। তবে আমস্লোপোগাস আর আমি গোপনে ঠিক করেছি, আগামী ভরা চাঁদের রাতে, অর্থাৎ ঠিক একমাস পর নির্দিষ্ট এক পাহাড়ের পুব পাদদেশে দেখা করব। ওই পাহাড় জুলু-ল্যাণ্ডের উত্তরে, তবে সীমান্ত ছাড়িয়ে বেশ দূরে।

কথামত উত্তরদিকে রওনা হয়ে গেলাম। ষাঁড়গুলোকে বিশ্রাম দিয়ে ধীরে সুস্থে পথ চললাম। ভেবেছি পথে টুকটাক ব্যবসা হবে, দেখা গেল ভাল ব্যবসা হলো। বিনিময়-মূল্য হিসেবে অনেক গবাদী পশু পেলাম, অবিশ্বাস্য কম দামে আরও পেলাম হাতির প্রচুর দাঁত। সন্দেহ হলো, ওগুলো বোধহয় চোরাই মাল।

আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর মাধ্যমে গবাদী পশু ও হাতির দাঁত পাঠিয়ে দিলাম নাটালে। সেসব ভাল দামে বিক্রি হলো। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে চিরতরে বাকিতে যা বিক্রি করেছি, সেগুলোর দাম উঠে এল।

কপাল এত ভাল গেল, হ্যাসের মত যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতাম, ভাবতাম এ স্রেফ যিকালির তালিসমানের কারণে ঘটছে।

মাত্র একটা অঘটন ঘটল। পথে একবার হঠাৎ রাজার এক ইনডুনা বা উপদেষ্টার নেতৃত্বে হাজির হলো সৈন্যদল। এ লোক আমার ওয়্যাগন তল্লাসী করতে চাইল। প্রথমে ভাবলাম তারা কম দামে কেনা হাতির দাঁত খুঁজতে এসেছে। চিন্তিত হলাম না। আগেই সব নাটালে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেউ একবারও হাতির দাঁতের কথা তুলল না, আমার একটা জিনিস বাজেয়াপ্ত করল না।

উপদেষ্টার সঙ্গে বেশ রাগ দেখালাম, লোকটা পাল্টা চোটপাট করল না। তাকে লজ্জিত ও দুঃখিত মনে হলো। জানাল, রাজা নির্দেশ দেয়ায় বাধ্য হয়ে তল্লাসী করতে হবে।

তার কাছ থেকে জানা গেল, তাদের ধারণা ভয়ঙ্কর এক অনিষ্টকারী আমার সঙ্গে থাকতে পারে। সে এমন এক বদলোক, যার আসল চরিত্র কত খারাপ তা আমি জানি না। উপদেষ্টা অবশ্য সে-লোকের নাম বলল না, শুধু জানাল সে এক ভীষণ লড়াকু মানুষ। তার ভয়ে সৈন্যদলের পাহারা নিয়ে এসেছে সে।

মনে পড়ে গেল আমস্লোপোগাসের কথা, কিন্তু বললাম না কিছু। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালাম, কোনও অনিষ্টকারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ধাত আমার নেই।

তাতে সন্তুষ্ট হলো না লোকটা, জানতে চাইল এ যাত্রায় কোথায় কোথায় গেছি।

কিছু গোপন না করে নির্দ্বিধায় সমস্ত বললাম। ভাল করে জানি, আমার চলাচলের উপর নজর রাখা হয়েছে। আমি যে কুঠার-শহরে গেছি তা এ লোকের অজানা নয়।

এরপর ইনডুনা জানতে চাইল সর্দার আমস্লোপোগাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কি না।

জানালাম, প্রথমবারের মত দেখা হয়েছে, তাকে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চমৎকার মানুষ বলে মনে হয়েছে।

এ-কথা শুনে রাজার উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলল, আসলে কল্পনা করতে পারব না কতটা ভাল মানুষ আমস্লোপোগাস। এরপর জানতে চাইল সে এখন কোথায় তা জানি কি না।

বললাম, জানি না। তবে বোধহয় নিজের ক্রালে।

এবার উপদেষ্টা বলল, আমস্লোপোগাস তার ক্রালে নেই, সে লাউস্টা নামের এক লোক আর নিজের প্রধান বউকে সর্দারী দিয়ে কোথায় যেন গেছে। যাবার আগে বলেছে, অনেক দূরে কোনও এক অভিযানে চলেছে।

বিরক্তিকর প্রসঙ্গে অযথা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এমন ভঙ্গিতে হাই তুললাম।

লোকটা জানাল, রাজার সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। ওকে যা জানিয়েছি স্ব-মুখে রাজাকে জানাতে হবে।

জবাবে বললাম, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, আমি ব্যবসার কাজ শেষে হাতি শিকার করতে উত্তরদিকে চলেছি।

এবার সে জানাল, হাতি অনেকদিন বাঁচে। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সব হাতি মরে সাফ হবে না, পরেও শিকার করতে পারব।

এবার তার সঙ্গে উত্তপ্ত তর্ক শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত লোকটা জানিয়ে দিল, রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে। যদি স্বেচ্ছায় না যাই, তো জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

চুপ করে বসে ভাবতে চাইলাম, কী করা উচিত।

কী বলা যায়?

পাইপ ধরাতে গিয়ে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠি তুললাম। আমার শার্টের বোতাম খোলা, ইনডুনা দেখতে পেল যিকালির প্রতিকৃতি। বিস্ময়ে-আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো তার দুই চোখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিসফিস করে বলল, 'ঢাকুন! ঢাকুন! নইলে আমাকে জাদু করবে! ওটা আমার ওপর কাজ শুরু করেছে! ওই জিনিস স্বয়ং যিকালি!'

হাই তুলে জানালাম, 'তুমি যদি আমাকে জোর করে রাজার কাছে নিয়ে যাও, তো শিকারে যেতে অন্তত এক সপ্তাহ দেরি হবে। সেক্ষেত্রে তোমাকে জাদুর প্রভাবে পড়তেই হবে। তুমি যখনই আমার কাজে বাধা দেবে, অমনি ভয়ঙ্কর প্রভাবে পড়বে।' লোকটার চোখের দিকে চেয়ে লকেট তুলে ধরলাম।

উপদেষ্টা অনিশ্চিত স্বরে বলল, 'মাকুমাযান, এখন মনে হচ্ছে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে না। আমি গিয়ে রাজাকে বললেই যথেষ্ট। আপনি ওই খারাপ লোক সম্পর্কে কিছুই জানেন না!'

লোকটা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করে ফিরতি পথ ধরল, বিদায় জানানোর সময় পেল না। পরদিন ভোরে সূর্য উঠবার আগে রওনা হলাম, জুলু-ল্যাণ্ডের সীমান্ত পিছনে ফেলার আগে থামলাম না।

আবহাওয়া ভাল থাকল। সমতল ঘাসজমির মাঝ দিয়ে গেছে পথ, ওয়্যাগন চালিয়ে যেতে অসুবিধে হলো না। নির্ধারিত সময়ের আগেই সেই বিশেষ পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেলাম। ওটার চূড়াটা সমতল। স্থানীয়রা নাম দিয়েছে চ্যাপ্টা মাথার কুটির। চারপাশে ঘন জঙ্গল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে ঝর্না। চারদিকে জন্মেছে প্রচুর গাছ। বনে অভাব নেই শিকারের। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হলো। অবশেষে পাহাড়ের পুব পাদদেশে পৌঁছে ক্যাম্প করলাম। পূর্ণিমার রাতে আমস্লোপোগাসের সঙ্গে দেখা হবার কথা। পূর্ণ চাঁদের রাত আসতে তখনও পাঁচ দিন বাকি।

মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করলাম না আমস্লোপোগাস আসবে। ধারণা করলাম, এতক্ষণে সে মত পাল্টে ফেলেছে। হতে পারে সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। স্পষ্ট বুঝছি, আমস্লোপোগাস কেটিওয়্যায়োর বিরুদ্ধে কোনও গভীর ষড়যন্ত্রে ডুবেছে। নিজ স্বার্থে যিকালি ওকে ব্যবহার করছে। তবে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেছে, যে-কারণে এখন খোঁজ পড়েছে আমস্লোপোগাসের। জুলু-ল্যাণ্ড থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসা তার জন্য কঠিন। এসব ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম. আমস্লোপোগাসের গম্ভীর মুখ আর ওই প্রাচীন কুঠার আর দেখব না।

সত্যি বলতে, তাতে খুশিই হলাম। প্রথমে অভিযানে বেরুনোর কথা ভেবে ভাল লাগলেও পরে মনে হয়েছে, অচেনা দেশে গিয়ে অযথা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কী প্রয়োজন! সত্যি ওই সাদা কুহকিনীর অস্তিত্ব আছে কি না তা কে জানে! তা ছাড়া, যদি তার অস্তিত্ব থেকেও থাকে, সে বাস করে যামবেজি ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে। মন বলল, আসলে এই অভিযানে অংশ নিতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। আমস্লোপোগাস যদি না আসে, তো আমার আর কোনও বাধ্য-বাধকতা থাকে না। সেক্ষেত্রে নাটালে ফিরে গিয়ে আরামে বিশ্রাম নেব। তবে ঠিক করলাম, নাটালের দিকে যাবার আগে শিকার করব। আসার পথে বড় একপাল হাতি চোখে পড়েছে। শিকার করতে চেয়েছি তখনই, কিন্তু হ্যান্সের কথায় ক্ষান্ত দিতে হয়। হ্যান্স বলে, আমরা উত্তরদিকে গেলে হাতির দাঁত বয়ে নেয়া অসম্ভব। হয়তো ওয়্যাগন রেখে এগুতে হবে। সুতরাং ওদিকে যাব কি না তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শিকার স্থগিত রাখতে হয়েছে।

আমরা পাহাড়ের ধারে এক ঝর্নার কাছে ক্যাম্প ফেললাম। চারপাশে প্রচুর ঘাস। পেট পুরে খেতে পেল ষাঁড়গুলো। শুয়ে-বসে সময় পার করতে লাগলাম।

কোনও একসময় এখানে স্থানীয়দের গ্রাম ছিল, পরে জুলুদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে তাদের পালাতে হয়েছে। লম্বা ঘাসের বনে কালো রঙের কিছু নরকঙ্কাল পেলাম। হাড়গুলো খোলা জায়গায় পড়ে থেকে অমন কালো হয়েছে। গ্রামবাসীর গবাদী পশু রাখার ক্রালটা এখনও টিকে আছে। একটু মেরামত করে নিয়ে ওটাকে কাজে লাগালাম। রাতে ওখানে রাখা হলো ষাঁড়গুলো। এদিকে সিংহ থাকতে পারে ভেবে এ কষ্ট করলাম। তবে এ-পর্যন্ত কোনও সিংহ চোখে পড়েনি, ওদের গর্জনও শুনিনি।

দিনগুলো অলসভাবে কাটতে লাগল। খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। খাবার জোগাড় করা এখানে খুব সহজ। হরিণের পাল নিয়মিত আসে ঝর্নার ধারে। পছন্দমত একটাকে গুলি করে নিলেই হলো।

শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমার রাত চলে এল। খুশি হলাম। নিঃসঙ্গ অলসতায় বসে বিরক্তি লাগছিল। বিশ্রাম নেয়া ভাল, কিন্তু যে-লোক সর্বক্ষণ ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে, তার জন্য চুপচাপ বসে থাকা কষ্টকর। কাজ না থাকলে মনে অযথা চিন্তা আসে, আর অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আসে বিষণ্নতা।

সারাদিনে আমস্লোপোগাসের কোনও দেখা মিলল না, কাজেই ঠিক করলাম আগামীকাল সকালে উঠে হাতি শিকার করতে রওনা হবো। সফল হই বা বিফল, দেরি না করে নাটালে ফিরব।

রাত নামতে রূপালী পূর্ণিমার চাঁদ মুখ তুলল। তার কিছুক্ষণ পর শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টাখানেক পর গবাদী পশুর ক্রাল থেকে শব্দ পেয়ে ঘুম ভাঙল। আর হলো না আওয়াজ, ঘুমিয়ে পড়তে গিয়েও একটা চিন্তা দোলা দিয়ে গেল—মনে পড়ল না সন্ধ্যায় ক্রালের দরজা বন্ধ করেছি কি না। ভাবলাম, বদ্ধ জায়গায় ষাঁড়গুলোর নড়াচড়ার আওয়াজ। তবুও, দরজা বন্ধ করেছি না দেখলে শান্তি পাব না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠে পড়লাম। হ্যান্স বা ছেলেদের কাউকে তুললাম না, বুট আর কোট পরে একনলা রাইফেলটা হাতে বেরিয়ে এলাম। ছোট হরিণ মারতে ব্যবহার করি অস্ত্রটা।

বড় একটা জাম গাছ ক্রালের দরজার কাছে ছায়া ফেলেছে। গাছের তলা দিয়ে এগুলাম। দরজাটা শক্ত করে আটকেছি। এবার মনে পড়ল, সূর্যাস্তের সময় ওটা বন্ধ দেখেছি। চারপাশ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ভেসে চলেছে। ফিরতে গিয়ে দু'পা ফেলে ক্রালের দেয়ালের উপর সবচেয়ে ছোট ষাঁড়ের মাথা দেখলাম। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু ওটার চোখ দুটো বন্ধ। জিভ বেরিয়ে এসেছে দেখে টের পেলাম, মারা গেছে ওটা।

ভাল ভাবে বুঝে উঠবার আগেই এবার আরেকটা মাথা দেখতে পেলাম। আগে কখনও সিংহের অতবড় মাথা দেখিনি। আস্ত ষাঁড় পিঠে তুলে দেয়াল টপকে বেরিয়ে আসছে পশুটা!

হিংস্র শ্বাপদ আমার বারো ফুট দূরে!

আমাকে দেখেছে, থেমে দাঁড়াল। ষাঁড়ের গর্দানটা না নামিয়ে চেয়ে রইল।

যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা বলবেন, কোয়াটারমেইন দারুণ সুযোগ পেয়েছে! সিংহটাকে খতম করে দিয়েছে এক গুলিতে।

অস্ত্রে আমার হাত খারাপ তা বলব না। সঙ্গে ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র, তা-ও সিংহের গলায় ঠিকই ঢুকবে বুলেট, গিয়ে বিঁধবে মগজে। তাতে সিংহের মারা পড়ার কথা। স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী, এক্ষেত্রে শিকার করা সহজ হওয়া উচিত। প্রথমে একটু চমকে গেলেও রাইফেল কাঁধে তুলে নিলাম, মন থেকে সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। বুলেট যদি মিসফায়ার না করে, আর কোনও সমস্যা নেই। চমৎকার টার্গেটের মত স্থির হয়েছে সিংহ।

গুলি করলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, গুলি ওই মৃত ষাঁড়ের শিঙে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়ে লাগল। গুলির আগ মুহূর্তে ষাঁড়ের মাথা এসে পড়েছে সিংহের গলার সামনে। শিঙে লেগে বুলেট পিছলে বেরিয়ে গেল, যাবার পথে গভীর আঁচড় কাটল সিংহের গলায়। প্রচণ্ড ব্যথা পেল সিংহ, খেপে গেল ভীষণ। ভয়ঙ্কর এক গর্জন ছেড়ে ষাঁড় ফেলে দেয়াল টপকাতে লাগল। মনে হলো জানোয়ারটা দৈর্ঘ্যে অন্তত কয়েক গজ, মুখ ভরা চকচকে ক্ষুরধার দাঁত!

একনলা রাইফেলের একমাত্র গুলি খরচ করেছি! আমার কাছে আর কোনও গুলি নেই! থাকলেও চট্ করে লোড করতে পারতাম না রাইফেল। দ্রুত পিছিয়ে একপাশে সরে গেলাম। মন বলল, দেখা যাচ্ছে যিকালির তালিসমান কোনও কাজের জিনিস না!

ক্রালের দেয়াল টপকে এদিকে নেমে এল সিংহ। আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। উচ্চতায় ওটা আমার মাথা ছাড়িয়ে গেল। বামদিক থেকে এখনই হামলে পড়বে। বুঝতে পারলাম, মরতে চলেছি!

ঠিক তখনই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলাম। চাঁদের আবছা আলোয় একটা ছায়া আমাকে পাশ কাটাল। মনে হলো ওই ছায়া বিরাট কোনও উদ্যত কুঠারের। এবার সিংহের থাবার ছায়া দেখলাম। মাটিতে থাবা ফেলল ওটা। তার পরপরই ভয়ঙ্কর গর্জন শুনলাম। এবার যে-দৃশ্য দেখলাম, তা আর কখনও দেখব না। লম্বা এক গম্ভীরদর্শন কালো-মানুষ সিংহের সঙ্গে লড়াই করছে! তার কুঠারের আঘাতে শ্বাপদের একটা থাবা কাটা পড়ল। পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের অবশিষ্ট থাবা চালাল ওটা।

নীরব আগন্তুক বিদ্যুদ্বেগে সরে গিয়ে থাবা এড়িয়ে গেল, কুঠার চালাল সিংহের বুকে। ভয়ঙ্কর আঘাত হেনেছে সে। একটা থাবা নেই, ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে কাত হয়ে পড়ল সিংহ।

আবার উঠবার আগেই অকুতোভয় যোদ্ধা আরেকবার কুঠার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালাল। ঝিলিক দিয়ে উঠে নেমে এল ফলাটা। মড়মড় করে ভাঙল সিংহের মাথার হাড়। কুঠারের ফলা দু'টুকরো করে দিল মগজ।

হিংস্র পশুরাজ আর সাহসী মানুষের অসম লড়াই শেষ।

'ঠিক সময় এসেছি,' টান দিয়ে করোটির হাড় থেকে কুঠার ছাড়িয়ে নিল আমস্লোপোগাস। 'লোকে আপনাকে বলে রাতের অতন্দ্র প্রহরী। আজ রাতেও বরাবরের মত চুপচাপ দেখছিলেন, কী বলেন?'

তার ঠাট্টার সুর আমাকে রাগিয়ে দিল। বললাম, 'না, ঠিক সময়ে আসোনি তুমি। তোমার দেরি হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে চাঁদ উঠেছে।'

মৃদু হাসল আমস্লোপোগাস। 'মাকুমাযান, আমি বলেছি পূর্ণ চাঁদের রাতে দেখা হবে। চাঁদ ওঠার সময় দেখা হবে, তা বলিনি!'

স্বীকার করতে হলো। 'তা ঠিক। যখন খুবই জরুরি তোমার আসা, তখনই এসেছ।'

'তা এসেছি। এমন পরিষ্কার রাতে কুঠার চালাতে পারে এমন কারও জন্যে সিংহ শিকার করা পানির মত সোজা। রাতটা আঁধার হলে লড়াইয়ের পরিণতি উল্টো হতো।' আমাকে আপাদমস্তক দেখল আমস্লোপোগাস। আঙুল তুলে রাইফেল দেখিয়ে বলল, 'মাকুমাযান, আপনাকে যেমন চালাক ভেবেছি, ততটা আপনি নন। কী করে ভাবলেন ওই খেলনা দিয়ে সিংহের সঙ্গে লড়বেন! বুদ্ধিমান হলে আঁধারে লড়াই করতে বেরিয়ে আসতেন না।'

'জানতাম না এখানে সিংহ আছে, আমস্লোপোগাস।'

'সেজন্যেই বলছি, যা ভেবেছি তেমন চালাক মানুষ আপনি নন। মাকুমাযান, জ্ঞানী মানুষ সবসময় কোনও না কোনও ধরনের সিংহের মোকাবিলা করতে তৈরি থাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথা ঠিক,' সায় দিলাম। আরেকটু হলে সিংহের কবলে পড়ে মরতাম। শিউরে উঠলাম একবার।

তখনই হাজির হলো হ্যান্স। ওর পিছনে ওয়্যাগন-চালক ছেলেরা। পরিস্থিতি দেখে নিয়ে হ্যান্স বলল, 'তা হলে সত্যি পথ উন্মুক্তকারীর জাদুর মাদুলি কাজে লেগেছে।'

রক্তে রঞ্জিত কুঠার দেখাল আমস্লোপোগাস, হেসে উঠে বলল, 'মাথা উন্মুক্তকারীর জাদু বেশি কাজে লেগেছে। ইনকোসিকাস* আগে কোনও জন্তুর রক্ত পান করেনি, এত নীচে নামেনি। তারপরও, আঘাত ভাল হেনেছে, কাজেই ওর লজ্জা পাওয়া উচিত না। ...এবার বলো, হলদে মানুষ, আমি শুনেছি তুমি খুব চালাক, তা হলে তোমার মনিবের ওপর চোখ রাখোনি কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়ি,' বিব্রত স্বরে বলল হ্যান্স।

'যে কোনও মনিবের কাজ করে, তার কখনও ঘুমানো উচিত না,' কড়া স্বরে বলল আমস্লোপোগাস। কথাটা বলেই ঘুরে দাঁড়াল, একবার বাজাল শিস। সঙ্গে সঙ্গে বারোজন দুর্ধর্ষ চেহারার সুঠামদেহী লোক ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে কুঠার, পরনে হায়েনার চামড়ার আলখেল্লা। সবাই জুলু রীতিতে হাত তুলে আমাকে সালাম জানাল।

তাদের নির্দেশ দিল আমস্লোপোগাস, 'পাহারায় থাকবে তোমরা। ভোরের আগেই সিংহের চামড়া ছাড়ানো চাই। ওটা আমাদের পাপোশ হবে।'

তাকে সালাম জানিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হলো তারা।

'ওরা কারা?' জানতে চাইলাম।

---

* সর্দারনী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার বাছাই করা যোদ্ধা, মাকুমাযান। আরও ক'জন ছিল, আসবার পথে হারিয়ে গেছে।'

এরপর ওয়্যাগনে ফিরলাম। রাতে আমস্লোপোগাসের সঙ্গে আর কোনও কথা হলো না। পরদিন সকালে জানালাম রাজার ইনডুনা আমার ওয়্যাগনে ওকে খুঁজতে এসেছিল।

রাজা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে শুনে মাথা দোলাল আমস্লোপোগাস। 'তাই আসার সময় কয়েকটা চোর আমাদের ওপর হামলা করে। আমার কয়েকজন লোক তাদের কারণে পেছনে রয়ে গেল। ওরা কখনও আর হাঁটবে না। তবে আমরা ভাল শিক্ষা দিয়েছি চোরগুলোকে। একটাও পালাতে পারেনি।' আরও গম্ভীর হয়ে গেল আমস্লোপোগাস। 'ওই চোরদের লাশ কুমির ভরা নদীতে ফেলে দিয়েছি, তবে বর্শাগুলো সঙ্গে এনেছি। রাজার প্রহরীরা ওই বর্শা ব্যবহার করে। ...ওই চোরের দল যদি রাজার লোক হয়, রাজা তাদের খুঁজে পাবে না। লড়াই যেখানে হয়েছে, সেখানে কোনও মানুষের বাস নেই। ঢাল আর পোশাক পুড়িয়ে ফেলেছি।' হাসল আমস্লোপোগাস। 'ওহো! রাজা ভাবতে পারে ভূতের দল তার প্রহরীদের নিয়ে গেছে!'

জুলু সৈনিকদের দল রাজার পাঠানো প্রহরীদের খুঁজতে এদিকে চলে আসতে পারে, খুঁজে পেতে পারে আমাদের—কাজেই আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেলাম। কপাল ভাল, মৃত ষাঁড়টা ছিল বাড়তি জন্তুগুলোর একটা, ওটা না থাকায় ওয়্যাগন নিয়ে এগুতে অসুবিধে হলো না। একটু পর আমস্লোপোগাস জানাল, কথামত তার উপজাতির সর্দারী লাউস্টা আর মোনাযিকে দিয়ে এসেছে। যতদিন সে না ফিরবে, ততদিন তারা হর্তাকর্তা থাকবে। মোনাযি সর্দারনী, লাউস্টা তার প্রধান উপদেষ্টা। আরও জানাল, লাউস্টা আর মোনাযি সর্দারী নিতে বেশ দ্বিধা করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতে চাইলাম, কাজটা আমস্লোপোগাস ঠিক করেছে বলে মনে করে কি না। পরে আমার মনে হয়েছে, এমনও হতে পারে. আমস্লোপোগাস ফেরার পর ওই দু'জন নেতৃত্ব ছাড়ল না, কিংবা দেখা দিল কোনও পারিবারিক সমস্যা।

বিশাল কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে আমস্লোপোগাস বলল, 'আসলে কিছু যায় আসে না, মাকুমাযান। কুঠার জাতির জন্য আমি আমার সাধ্যমত সবই করেছি। এরপরও যদি ওদের সঙ্গে থেকে যেতাম, ঘনিষ্ঠদের বিশ্বাসঘাতকতায় মারা পড়তাম। এখন কার কী হলো তাতে আমার আর কী যায় আসে? আমি তো কাউকে ভালবাসি না। আমার কোনও সন্তান বেঁচে নেই। এটা হয়তো সত্যি যে ইচ্ছে করলে গরুগুলো নিয়ে নাটালে পালিয়ে যেতে পারতাম, বাকি জীবন ওখানে আরামে-আয়েসে কাটিয়ে দিতে পারতাম—কিন্তু আমি তো সহজ জীবন চাই না, মাকুমাযান! আমি লড়াই করে বাঁচতে চাই, যোদ্ধার মত লড়াই করে সম্মানের সঙ্গে মরতে চাই।' প্রাচীন কুঠার তুলে ঝাঁকাল আমস্লোপোগাস। ওটার ক্ষুরধার ফলা সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বলে হীরার মত ঝিলিক দিল। 'আমি হয়তো আর কখনও কুঠার শহরে ঘুমাব না, যাব না ডাইনীর পাহাড়ে সে ডাইনীর কাছে—তাতে কী? বউ আর গরু দিয়ে কী হবে? ইনকোসিকাস আমার সঙ্গে, সে কখনও বিশ্বাস-ভঙ্গ করবে না।'

'তোমার অস্ত্রটা অদ্ভুত,' মন্তব্য করলাম।

'আয়ি, অস্ত্রটা অদ্ভুত আর পুরনো, মাকুমাযান। যিকালি বলে শত বছর আগে এক যোদ্ধা-জাদুকর এটা তৈরি করে। অপেক্ষায় আছে সে, কাজ শেষ হলে একদিন এই কুঠার আবার তার কাছে ফিরবে। মাকুমাযান, সেদিন বেশি দূরে নেই, যিকালি বলে দিয়েছে, আমি এই কুঠারের শেষ মালিক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতে চাইলাম, 'যিকালির সঙ্গে দেখা করেছ?'

'আয়ি। কোন্ পথে জুলু দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে তা সে-ই বলে দিয়েছে। যখন শুনেছে কীভাবে বানে ভরা নদীর জন্য আমার ক্রালে আসতে বাধ্য হন, তখন খুব হেসেছে। বলেছে, একটা সাপের আত্মা তাকে জানিয়ে গেছে, আপনি তার দেয়া চিহ্ন ঝর্নার ভিতর ফেলতে চেয়েছেন, আর তখন সেই সাপ আপনাকে ঠেকিয়েছে। তখনও বেঁচে ছিল ওটা। ...যিকালি বলে দিয়েছে, আর কখনও যেন অমন কাজ না করেন। নইলে আপনাকে ঠেকাতে আরেকটা সাপ পাঠাবে।'

'তা-ই বলেছে?' বিব্রত বোধ করলাম। অনুপস্থিত যিকালির সব দেখা বা জানার ক্ষমতার কথা ভেবে মনে তৈরি হলো প্রবল অস্বস্তি।

হ্যান্স হেসে বলল, 'আমি আপনাকে বলেছিলাম না, বাস!'

আমরা দিনের পর দিন সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে আফ্রিকার ঢেউ-খেলা ঘাসজমি পাড়ি দিলাম। তারপর শুরু হলো সমতল ভূমি। প্রচুর জন্তু-জানোয়ারের দেখা মিলল। দক্ষিণ-পুব আফ্রিকার বিচিত্র প্রাণীজগৎ দেখে মনটা চাইল অভিযান ফেলে শিকার করে বেড়াই। তবে খাবারের প্রয়োজন ছাড়া শিকার করলাম না।

দ্রুত এগোনোয় আমস্লোপোগাসের মাত্রাতিরিক্ত তাড়া দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এত উদ্‌গ্রীব হওয়ার কারণ কী তার। জানাল, যিকালি একটা কথা বলেছে, যে-কারণে আমাদের তাড়াতাড়ি পথ চলা উচিত। কথাটা কী, তা কিছুতে বলল না আমস্লোপোগাস; শুধু জানাল, সামনে বিশাল এক লড়াইয়ে অংশ নেব আমরা। সেই লড়াইয়ে সে অত্যন্ত সম্মানিত হবে।

আমস্লোপোগাস আসলে আজন্ম যোদ্ধা, যে-কারণে যুদ্ধ করে আনন্দ পায়। ওর ধারণা, লড়ে মৃত্যুবরণের মত চমৎকার মৃত্যু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কিছুতে নেই। আমি নিজে শান্তি-প্রিয় মানুষ, কাজেই আমস্লোপোগাসের এই ধারণা সবসময় বিস্মিত করেছে। তবে ওর সঙ্গে তাল দিয়ে চললাম। তার একটা কারণ আমস্লোপোগাসকে খুশি করা; অন্য কারণটা: মনে মনে আশা করছি সামনে আগ্রহ জাগানোর মত কিছু ঘটবে। একবার কোনও কাজে নেমে পড়লে সেটা শেষ না করে থামা আমার ধাতে নেই। সুতরাং পথহীন পথে অজানার উদ্দেশে এগিয়ে চললাম।

যিকালি যখন ছাইয়ের ভিতর মানচিত্র আঁকছে; তখন, কিংবা তার পরে বলেছে, বড় নদীর কাছে পৌঁছার পর আমরা ঝোপের রাজ্যে প্রবেশ করব। সে ঝোপের জঙ্গল গিয়ে শেষ হবে নদীর তীরে। সেখানে বাস করে এক সাদা-মানুষ। ভবঘুরে-আত্মা-পরিচালিত মানুষটা নাকি অনেক দূর-দেশ থেকে এসে বুনো এলাকায় বসত গড়েছে। যিকালি কঙ্কালের মুঠোর হাড় নেড়ে আরও বলেছে, যখন ওই সাদা-মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হবে, তখন তার পরিবারের ভাগ্যে অদ্ভুত কিছু ঘটবে। যিকালি আমাকে এই সাদা-মানুষের বাড়ি এঁকে দেখিয়েছে, বলে দিয়েছে কোথায় খুঁজে পাব। আমার ধারণা যিকালি গুপ্তচর মারফত ওই লোকের খোঁজ পেয়েছে। আফ্রিকায় সব জাদুকরের অজস্র অনুচর থাকে। বিশেষ করে যিকালির অনুচরের শেষ নেই। জুলু-ল্যাণ্ডে সে-ই সবচেয়ে বড় জাদুকর হিসেবে স্বীকৃত।

দিনের পর দিন যিকালির বলে দেয়া পথে এগুলাম। বেঁটে জাদুকরকে পথ উন্মুক্তকারী বলতে আপত্তি থাকল না। সত্যি ওয়্যাগন নিয়ে চলার কোনও না কোনও পথ পেয়ে গেলাম। পাহাড় শুরু হওয়ার পর এক জায়গায় পেরুবার মত এক গিরিপথ খুঁজে পেলাম, জলাভূমিতে থাকল উঁচু শুকনো জমি। আমরা কোনও অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হলাম না। যেসব উপজাতির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে দেখা হলো. তারা নিরীহ। অবশ্য এর একটা কারণ হতে পারে আমস্লোপোগাস ও ভয়ঙ্কর চেহারার যোদ্ধাদের উপস্থিতি।

আমরা নির্বিঘ্নে পথ চললাম। পথে নিয়মিত বিরতিতে সুপেয় পানির উৎস পেলাম। শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনও প্রাচীন পথ ধরে চলেছি। পথ উত্তরে গেছে। কোথায়, কে জানে! এটা যে একসময় কোনও সদর রাস্তা ছিল সে-ব্যাপারে আমাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সাহায্য করল হ্যান্স। ওর আবিষ্কার করা নানান চিহ্ন দেখলাম। সেগুলোর বর্ণনায় যাব না, শুধু একটা চিহ্নের কথাই বলব। আমরা বহু জায়গায় শুকনো উঁচু জমিতে খননকৃত সুপেয় পানি পেলাম। কোথাও কোথাও গর্তের চারপাশে পাথরের দেয়ালও দেখলাম। আসলে ওগুলো প্রাচীন কুয়া। ক'দিন পরে নিশ্চিত হলাম, অনেক কাল আগে আফ্রিকা যখন বর্তমানের চেয়ে সভ্য ছিল, সে-সময়ের কোনও বাণিজ্য-পথে চলেছি।

আমাদের অভিযানের তৃতীয় সপ্তাহে কুয়াশা-ঢাকা উঁচু এলাকা পেরুতে লাগলাম। সকাল দশটার আগে সূর্যের দেখা মিলল না। বিকেল তিনটে বাজতেই আবার মুখ লুকাল সূর্য। ঘন কুয়াশার কারণে দু'বার আমরা দু'দিনের জন্য থামতে বাধ্য হলাম। এরপর যাযাবর এক উপজাতির সঙ্গে দেখা হলো। তারা বড় বড় পালে ছাগল ও লম্বা লেজওয়ালা ভেড়া চরায়। তাদের অবলম্বন গবাদী পশু। তাদের গবাদী পশুর চারণভূমি বদলে গেলে তারা ঘাসের হালকা কুঁড়েগুলো সঙ্গে নেয়।

লোকগুলো প্রথমে আমাদের দেখে ছুটে পালাল, তারপর যখন বুঝল তাদের কোনও ক্ষতি করব না, তখন কাছে এল। উপহার হিসেবে খেতে দিল দুধ ও শূককীট। মথ ও প্রজাপতির শূককীট খুব শখ করে খায় তারা। হ্যান্স আফ্রিকার অনেক ভাষা জানে, সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিশিয়ে লোকগুলোর সঙ্গে জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলল। মনে হলো খানিক হলেও হ্যান্সের কথা বুঝছে তারা।

হ্যান্সকে জানাল, আগে কখনও তারা সাদা-মানুষ দেখেনি। তবে অনেক কাল আগে তাদের পূর্বপুরুষ সাদা-মানুষদের দেখেছে। আরও বলল, আমরা যদি সাত দিনের পথ উত্তরদিকে যাই, তা হলে হয়তো একজন সাদা-মানুষের দেখা পাব। তারা সেই সাদা-মানুষের কথা শুনেছে। তার লম্বা দাড়ি, সে-ও আমাদের মত আগুনে-অস্ত্র দিয়ে জানোয়ার মারতে পারে।

উৎসাহ-ব্যঞ্জক খবরটা পেয়ে রওনা হয়ে গেলাম আবার। কুয়াশাচ্ছন্ন এলাকা ছেড়ে পাহাড়ি পথে নেমে চললাম। একসময় চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় পৌঁছে গেলাম। আদিগন্ত ঘাসে ছাওয়া ঢেউ খেলানো জমি আমাকে পুব আফ্রিকার মনোমুগ্ধকর মালভূমিগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দিল। মাটি এখানে কালো, উর্বর। আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। নির্ভয়ে প্রচুর জন্তু-জানোয়ার চরছে। এরকম উর্বশী জমিন মানুষের কোনও কাজে আসছে না দেখে খারাপই লাগল। কোথাও স্থানীয় লোক দেখলাম না।

এক সময় টিলা অঞ্চল থেকে নেমে সমতল জমিতে পৌঁছে গেলাম। দূরে, বহুদূরে ঝোপের বিস্তৃত এক সাগর দেখলাম। বুঝলাম, ওই ঝোপঝাড়ের রাজ্য পেরুলে যামবেজি নদীর দেখা মিলবে। আমাদের মধ্যে হ্যান্সের চোখ সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, সে একটা বাড়ি খেয়াল করল। কয়েক মাইল দূরে ওটা স্থানীয়দের ক্রাল নয়। বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে ঝর্না। চারপাশে গাছের ছায়া।

হ্যান্স বলল, 'বাস, যাযাবরগুলো মিথ্যে বলেনি, ওই যে সেই সাদা-মানুষের বাড়ি।' বড় শ্বাস ছাড়ল সে, হলদেটে কণ্ঠা ঘনঘন উঠল-নামল, তারপর অনিশ্চিত স্বরে বলল, 'ভাবছি ওই সাদা-মানুষ কী পানির চেয়ে কড়া কিছু পান করে কি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

সূর্যোদয়ের একটু পরে বাড়িটা দেখেছি, পরদিন দুপুরের দিকে ওটার কাছে পৌঁছে গেলাম। বিশাল দুটো বাওবাব গাছের নীচে ডাচদের ধাঁচে তৈরি বাড়ি। ছনের ছাত হলেও চারদেয়াল সাদা রং করা। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বারান্দা। পিছনে আরও কয়েকটা বাড়ি দেখলাম, সে-সঙ্গে ওয়্যাগন রাখবার ছাউনি ও অন্যান্য কুঁড়ে। মনে হলো কুঁড়েঘরে থাকে স্থানীয়রা। সেসব ছাড়িয়ে ফসলের বিশাল মাঠ। চারপাশ সবুজ কচি ভুট্টার ফলনে। জমির ঢালে চরছে গবাদী পশু। বুঝলাম, এখানে যে সাদা-মানুষ বাস করে সে আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল।

সেনাপতির দৃষ্টি ফেলে চারপাশ দেখে নিল আমস্লোপোগাস, 'এদিকে বোধহয় হামলার কোনও ভয় নেই, মাকুমাযান। আমি প্রতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা দেখছি না।'

'পিছনে বুনো এলাকা, তারপর নদী, আর সামনে ঝোপের রাজ্য। অন্য প্রতিরক্ষার দরকার কী?'

'মানুষ ঝোপঝাড় বা নদী পেরুতে পারে, মাকুমাযান,' কথাগুলো বলে চুপ হয়ে গেল আমস্লোপোগাস।

এখনও পর্যন্ত আশপাশে কাউকে দেখিনি, অথচ ওয়্যাগন নিয়ে এসেছি। লটবহর নিয়ে হাজির হওয়ার অস্বাভাবিক দৃশ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারও না কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা।

'গেছে কোথায় সবাই?' আপনমনে বললাম।

'ঘুমাচ্ছে, বাস,' জানাল হ্যান্স।

পরে দেখলাম ওর কথা ঠিক, এ নিরালা লোকালয়ে বাসিন্দারা দুপুরের খাওয়া শেষে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন।

বাড়ির কাছে গিয়ে ওয়্যাগনের ড্রাইভিং বক্স থেকে নেমে পড়লাম। ঠিক তখনই দেখতে পেলাম মেয়েটিকে। বেশ লম্বা সে, বড় বড় চোখ দুটো গভীর কালো, পিঠে এলিয়ে রেখেছে দীর্ঘ কেশ। তবে বেশ ফ্যাকাসে বিষণ্ন মুখ। কাউকে অত বিষণ্ন কমই দেখেছি। ওয়্যাগনের আওয়াজে দেখতে এসেছে। আমস্লোপোগাসকে চকচকে কুঠার সহ দেখে চমকে উঠল তরুণী। বোধহয় আমস্লোপোগাসের দেহরক্ষীদের দেখেও আতঙ্কিত। ছুটে পালানোর জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'কোনও ভয় নেই,' আশ্বস্ত করবার সুরে বললাম। বলে ফেলে বুঝলাম, ইংরেজি বুঝবার কথা নয়। সম্ভবত জাতিতে তরুণী ডাচ বা পর্তুগিজ।

আমাকে অবাক করে অদ্ভুত সুরে ইংরেজিতে জবাব দিল সে, 'খুব ভয় পেয়েছি, স্যর। আপনার সঙ্গীদের দেখে ভয়ঙ্কর লোক মনে হয়।'

তরুণীকে বললাম, 'কথা মিথ্যে নয়, তবে ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করবে না।' জানতে চাইলাম, 'এখানে থামতে পারি? তোমার স্বামীর আপত্তি না থাকলে...'

'আমার কোনও স্বামী নেই, স্যর,' বলল তরুণী। 'শুধু বাবা আছে।'

'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই, সম্ভব? আমার নাম অ্যালান কোয়াটারমেইন। এ এলাকা শেষে কী আছে জানতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিযানে বেরিয়েছি।'

'বাবা ঘুমিয়ে আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল তরুণী। 'ডাকছি। আমি বাদে এখানে সবাই দুপুরে ঘুমায়।'

কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'তুমি ঘুমাও না কেন?'

'কারণ আমি চিন্তা বেশি করি, স্যর। একদিন না একদিন সবারই লম্বা ঘুম দেবার সময় আসবে, তা-ই না?'

এ কথার গূঢ় অর্থ বুঝে একটু থমকে গেলাম, কথা খুঁজে পেলাম না। শেষে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী তোমার?'

'ইনেজ রবার্টসন। যাই, বাবাকে ডেকে তুলি। ষাঁড়গুলো ছেড়ে দিন, চরে বেড়াক। দেখে মনে হয় ওদের বিশ্রাম দরকার।' মেয়েটা বাড়িতে ঢুকে গেল।

'ইনেজ রবার্টসন,' নিজের মনে বললাম, 'অদ্ভুত তো! ওর বাবা বোধহয় ইংরেজ, আর মা পর্তুগিজ। কিন্তু এরা এখানে কী করছে?' মাথা থেকে ভাবনা ঝেড়ে সবাইকে বললাম মালপত্র নামাতে।

ষাঁড়গুলো জোয়াল থেকে খুলতে না খুলতে বাড়ি থেকে বেরুল লম্বা-চওড়া এক লোক। কর্কশ কাপড়ের জামা পরনে। চোখ দুটো গাঢ় নীল, দাড়িগুলো আগুনের মত লাল। হাই চেপে অদ্ভুত ভঙ্গিতে টলতে টলতে এল। সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, কোনও এককালে এ ভদ্রলোক ছিল, এখন সবসময় মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে। হাঁটবার ভঙ্গি বলে দিল সে নাবিক ছিল।

কড়া স্কটিশ টানে বলল, 'কেমন আছেন, মিস্টার অ্যালান কোয়াটারমেইন? স্বপ্ন না দেখে থাকলে আমার মেয়ে তো বোধহয় ওই নাম বলল! যদি ভুল না হয়ে থাকে তো আগেও আপনার নাম শুনেছি। ...তো এখানে কী মনে করে? যাক, এসেছেন বলে ভাল লাগছে। আধা পর্তুগিজ, কালো মেয়েমানুষ, পচা জিন ও হুইস্কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনার লোকদের বলুন, ষাঁড়গুলোর দেখভাল করুক, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ড্রিঙ্ক করবেন।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার রবার্টসন...'

'ক্যাপ্টেন রবার্টসন,' শুধরে দিল। 'অবাক হলেন মনে হয়? অবাক হওয়ার কিছু নেই, এককালে মেইল-স্টিমারের ক্যাপ্টেন ছিলাম। লোক আবারও সম্মান দিক, সেজন্য মরতেও রাজি।'

অস্বস্তি কাটিয়ে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, ক্যাপ্টেন রবার্টসন, সন্ধ্যার আগে ড্রিঙ্ক করি না। তবে কিছু খাবার যদি থাকে, তো...'

'নিশ্চয়ই আছে। আমার মেয়ে... ইনেজ আপনার খাবারের ব্যবস্থা করবে।' ক্যাপ্টেন সন্দেহের চোখে আমস্লোপোগাস আর ওর দেহরক্ষীদের দেখল। 'বোধহয় ওদের খাবার লাগবে? একটা গরু জবাই করতে বলে দিচ্ছি। ওদের দেখে মনে হচ্ছে শিং সহ খেতে পারে।' ঘুরে চাইল সে। 'আমার লোক গেল কোথায়? মনে হয় এখনও ঘুমাচ্ছে অলস শয়তানের দল! একটু অপেক্ষা করুন, জাগাচ্ছি ওদের।'

বাড়িতে ঢুকে জলহস্তির চামড়ার ভয়ালদর্শন চাবুক হাতে বেরিয়ে এল সে, কুটিরগুলোর দিকে চলল। চিৎকার করে টমাসো নামের কাউকে ডাকল—নাবিকদের ব্যবহৃত গালাগাল চলছে। কুটিরের ভেতর কী ঘটল বলতে পারি না, তবে চাবুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে-সঙ্গে কাতরানি। কুটির ছেড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ক'জন কালো-মানুষ। দু'একজনের পিঠে চাবুক ও রক্তের চিহ্ন।

একটু পর মোটা এক বর্ণ-সংকর তার অধীনস্থদের নিয়ে এল, দেখিয়ে দিল কোথায় রাখতে হবে ষাঁড়গুলো। বর্ণ-সংকরের কথা থেকে বুঝলাম, একটা বাছুর জবাই করে ব্যবস্থা হবে রান্নার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাসকে বেশ তাচ্ছিল্য করল মোটকু, হ্যান্সের নামে যা-তা বলল। লোকটা জানে না হ্যান্স তার কথা বুঝতে পারছে। আন্দাজ করলাম, তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলায় খেপে আছে।

ঠিক তখন ক্যাপ্টেন রবার্টসন পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে আবার দেখা দিল, চাবুক দেখিয়ে জানাল, অলস চাকরগুলোকে আচ্ছামত শিক্ষা দিয়েছে সে।

'ক্যাপ্টেন রবার্টসন,' তাকে বললাম, 'আপনার ওই মিস্টার টমাসো আমার সঙ্গী জুলু যোদ্ধাকে নিগার বলেছে। তাকে বলে দিন, ওই জুলু যোদ্ধা সম্ভ্রান্ত বংশের বড় সর্দার, ভয়ঙ্কর মানুষ। ওকে অপমান করছে টের পেলে খারাপ হবে, মস্ত বিপদে পড়বে মিস্টার টমাসো।'

ক্যাপ্টেন রবার্টসন পর্তুগিজে টমাসোকে সাবধান করে দিল।

দমে যাওয়া চেহারায় আমস্লোপোগাসের দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেনের কথা শুনল টমাসো, তারপর বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। আমাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে ক্যাপ্টেন বলল, 'সেনিয়র টমাসো... নিজেকে ও সেনিয়র বলে... সে আমার ম্যানেজার। চালাক মানুষ, নিজের পথে সৎ। একবার ওর জীবন বাঁচিয়েছি বলে আমাকে ছেড়ে যায় না। রাগ বেশি ওর। আশা করি ওই বিশাল কুঠারওয়ালার সঙ্গে লাগবে না।'

জোর দিয়ে বললাম, 'ওর ভালর জন্য আশা করি অমন না হোক।'

ক্যাপ্টেন আমাকে বসার ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। বুয়া জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আসবাবপত্রের উপর চামড়ার ব্যবহার দেখলাম। তবে ওগুলো রাখবার ভিতর নারীর কোমল ছোঁয়া রয়েছে। ওটা ইনেজের অবদান। তরুণী এক মোটাসোটা স্থানীয় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে টেবিলে খাবার দিল। চোখে পড়ল তাক ভরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বই। সেখানে শেক্সপিয়ার উপস্থিত। মোটা বইয়ের উপর ঝুলছে আইভরির তৈরি ক্রুশ। ইনেজ ক্যাথোলিক মতের অনুসারী। দেয়ালে চমৎকার কিছু ছবি। জানালার তাকে জার-ভরা ফুল। টেবিলের উপর রাখা চামচ, কাঁটা-চামচ ও মগ রূপা দিয়ে তৈরি।

দেয়া হলো খাবার। চমৎকার স্বাদ, পরিমাণেও প্রচুর। ক্যাপ্টেন, তার মেয়ে ও আমি খেতে বসলাম। খেয়াল করলাম ক্যাপ্টেন পানি মিশিয়ে গিলছে জিন। তরলটা দেখতে অতি নিরীহ হলেও আদতে অত্যন্ত কড়া পানীয়। আমাকে সাধল ক্যাপ্টেন, তবে ইনেজের দেখাদেখি কফি নিলাম।

খাওয়া শেষে বারান্দায় বসে ধূমপান করতে গিয়ে আমার অভিযান পরিকল্পনার যতটা জানানো যায়, বললাম বাপ-বেটিকে। জানালাম যামবেজির ওপারে নতুন এলাকা আবিষ্কার করতে চলেছি। কীভাবে যামবেজি পার হবো তা জানতে চাইলাম।

আমি সেই শিকারি কোয়াটারমেইন তা নিশ্চিত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন রবার্টসন আগ্রহী হয়ে উঠল, বলল আমার নাম আগেও শুনেছে। প্রশ্নের জবাবে জানাল, ওয়্যাগন নিয়ে ঝোপঝাড়ের নিচু এলাকা পার হওয়া অসম্ভব। সেৎসি মাছির কামড়ে মারা পড়বে সব ষাঁড়।

জানালাম এ সমস্যা নিয়ে আমিও ভেবেছি, না ফেরা পর্যন্ত তার এখানে রেখে যেতে চাই ওয়্যাগন।

ক্যাপ্টেন বলল, 'রাখতে পারেন, মিস্টার কোয়াটারমেইন। কিন্তু কথা হলো, আর কী ফিরতে পারবেন? শুনেছি যামবেজির ওপারে বাস করে নরখাদক। তারা এদিকের সব মানুষ খেয়ে সাফ করে দিয়েছে। এখনও যে-ক'টা উপজাতি আছে, তারা লুকিয়ে বাস করে নলখাগড়ার মাঝে। তবে আমি এখানে আসার অনেক আগে এসব ঘটেছে। মনে হয় না নরখাদকরা আর কখনও নদী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরিয়ে আসবে।'

কৌতূহল প্রকাশ করলাম, 'ক্যাপ্টেন, আপনি এখানে বাড়ি করলেন কেন?'

'যে-কারণে বুনো এলাকায় আসতে বাধ্য হয় মানুষ, মিস্টার কোয়াটারমেইন—ঝামেলার ভিতর পড়ে এসেছি। আমার দুর্ভাগ্য যে জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। ফলে বেশ কয়েকজন মারা পড়ে। আমার চাকরি চলে যায়। এরপর যামবেজির মোহনায় ব্যবসায় মন দিই। ব্যবসা ভাল চলছিল। তখন বড় বংশের এক পর্তুগিজ মেয়েকে বিয়ে করি। তারপর আমার মেয়ে ইনেজের বয়স যখন বারো, সে-সময় আবারও বিপদে পড়লাম—আমার স্ত্রী মারা গেল। ওর এক আত্মীয় বলে বেড়াতে লাগল আমার অবহেলার কারণে মারা গেছে সে। বিবাদের মীমাংসা হলো দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে। লোকটা ন্যায়-সঙ্গত লড়াইয়ে আমার হাতে মারা পড়ে। কিন্তু ওদিকের পরিস্থিতি আমার জন্য খারাপ হয়ে উঠল। শপথ করলাম, আফ্রিকার পুব তীরে সাদা-মানুষ যেটাকে গর্বের সঙ্গে বলে সভ্যতা, তার ধারেকাছে আর ঘেঁষব না। যখন ব্যবসা করতাম, তখনই শুনেছি এদিকে আছে চমৎকার উর্বর জমি। শেষে সব বিক্রি করে ইনেজ আর টম্যাসোকে নিয়ে এখানে চলে এলাম। সঙ্গে আরও কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে এসেছি। এখানেও ব্যবসা খারাপ করিনি। হাতির দাঁত সংগ্রহ করে সাদা-মানুষদের বসতিগুলোতে বিক্রি করি, সেই সঙ্গে জমির ফসল, বাড়তি গরুও। ভাল আছি, টাকার অভাব নেই। ইচ্ছে করলে স্কটল্যাণ্ড বা অন্য কোনও দেশে গিয়ে সচ্ছল জীবন কাটাতে পারি।'

জানতে চাইলাম, 'তা হলে চলে যাচ্ছেন না কেন?'

স্কটিশ ক্যাপ্টেন গম্ভীর হয়ে বলল, 'কয়েকটা কারণে। সভ্যতা থেকে এতদূরে বাস করে অর্ধেক বুনো হয়ে গেছি। তা ছাড়া, এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝলমলে রোদ ভাল লাগে। নিজেই আমি নিজের প্রভু, তাও একটা কারণ। ফিরলে হয়তো সেই লোকের হত্যার দায়ে বিচার হবে, যা আমি চাই না। আর, মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনি আমাকে যা-ই ভাবুন, আমি এখানে বন্ধনে জড়িয়ে গেছি। এসব ছিঁড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন। আমার সন্তানদের অনেকের গায়ের রং যেমন সাদা হওয়া উচিত, ততটা নয়। কিন্তু ওদের ভালবাসি আমি। আর এসব যদি বাদও দিই, মদ ছাড়া থাকতে পারি না। হয়তো সভ্য জগতে গেলে আবার কোনও বিপদে পড়ব।'

রবার্টসনকে চাকর বানিয়ে ফেলেছে মদ, শুনে খারাপ লাগল। বললাম, 'আপনার ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু মিস ইনেজের কী হবে?'

'আমি এই কথাই ভাবি,' কেঁপে গেল ক্যাপ্টেনের গলা, 'এখানে এমন কেউ নেই যে ইনেজকে বিয়ে করতে পারে। ওর মত সত্যিকারের ভদ্রমহিলার উচিত এখান থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু কোথায় যাবে সে? ক্যাথোলিক পথের অনুসারী, যে-কারণে আমার নিজের আত্মীয়-স্বজন ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তা ছাড়া, আমি ওকে যতটা ভালবাসি, আমাকে তার চেয়ে কম ভালবাসে না। এখানে থেকে আমার দেখাশোনা করা নিজের কর্তব্য মনে করে। আসলে জানে, ও না থাকলে স্রেফ পশু হয়ে যেতাম আমি।' ক্যাপ্টেন আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। 'আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন, মিস্টার কোয়াটারমেইন।' এবার তার কণ্ঠে সন্দেহের সুর ফুটল, 'অবশ্য, এই অভিযান থেকে যদি ফিরতে পারেন।'

জানতে ইচ্ছা হলো আমি কীভাবে তাকে সাহায্য করব, কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম না। আমার নীরবতা খেয়াল না করে বলে চলল ক্যাপ্টেন, 'এবার আমি শুতে যাব। ভোর থেকে কাজ করি, অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাতে মাথা পরিষ্কার হলে তখনও ব্যস্ত থাকি, কাজেই আমার ঘুম দরকার। দিনে-রাতে চারপাশে নজর রাখি। আপনিও নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন। এ বাড়ি নিজের মনে করবেন।'

আমার জবাবের অপেক্ষা না করে ঘুমাতে চলে গেল সে।

পাইপ শেষ করে হাঁটতে বেরুলাম। ওয়্যাগনের কাছে বাছুর রাঁধছে আমস্লোপোগাস ও তার যোদ্ধারা। বোধহয় আগেই ইনেজ বা রবার্টসনের লোকদের কাছ থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে উদরপূর্তি করেছে হ্যান্স। দেরি না করে আমার পিছু নিল। আমরা প্রথমেই কুটিরগুলো ঘুরে দেখলাম। ভদ্র পোশাক পরনে বর্ণ-সংকর ছেলে-মেয়েকে গৃহস্থালী কাজ করছে। সাদাদের সঙ্গে তাদের মিল বেশি।

'ওদের সঙ্গে লাল দাড়ি বাসের চেহারা বেশ মেলে,' বলল হ্যান্স।

জবাবে কিছু বললাম না। ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কথা ভেবে দুঃখ হলো। এখানে সংসার পেতে আটকে গেছে। না পেরেছে স্থানীয়দের সঙ্গে পুরো মিশতে, না পারবে সাদা-মানুষের সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে।

কুটিরগুলো ছাড়িয়ে নিচু একটা ছাউনির কাছে পৌছে গেলাম। ওটা দোকান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে টমাসো ও তার সঙ্গীরা ব্যবসা করছে যামবেজি সংলগ্ন জলাভূমির স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে। এই আদিবাসীদের মত চেহারার লোক আগে দেখিনি। দক্ষিণের অনেক উপজাতির চেয়ে তাদের সভ্য মনে হলো। কী কেনা-বেচা চলছে দেখতে থামলাম না, তবে খেয়াল করলাম দোকানে মালামালের অভাব নেই। সেগুলোর ভিতর রয়েছে প্রচুর হাতির দাঁত। বোধকরি নদীপথে আফ্রিকার গভীর থেকে আনা হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৌঁছে গেলাম ফসলের মাঠে। লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে কচি ভুট্টা, তামাক ও অন্যান্য ফসল। মাঠ পেরিয়ে গবাদি পশু রাখবার ক্রাল। সবুজ ঢালু জমিতে চরছে অসংখ্য গরু ও ছাগল।

চারপাশের প্রাচুর্য দেখে মন্তব্য করল হ্যান্স, 'লাল দাড়িওয়ালা বাস বোধহয় অনেক বড়লোক।'

'হ্যাঁ, হ্যান্স,' ওকে বললাম, 'যেমন বড়লোক, তেমনি গরীব।'

আমাকে একবার দেখল হ্যান্স, তারপর বলল, 'একইসঙ্গে মানুষ বড়লোক আবার গরীব হয় কী করে, বাস?'

জবাব দেবার আগেই আমাদের পাশ কাটিয়ে বুনোদের মত চিৎকার করতে করতে চলে গেল একদল অর্ধ-উলঙ্গ বর্ণসংকর ছেলে-মেয়ে।

গম্ভীর চেহারায় তাদের দেখে নিয়ে বলল হ্যান্স, 'বাস, বোধহয় বুঝতে পেরেছি আপনি কী বলেছেন। হয়তো কেউ যা চেয়েছে তার সবই পেল, কিন্তু পরে দেখল আসলে সে ওসব চায়নি—কাজেই সব থেকেও সেই গরীবই রয়ে গেল সে।'

'অতিরিক্ত মদ গিললে তোমার যে অবস্থা হয়, তেমন।'

ফিরবার পথে সুন্দরী ইনেজের সঙ্গে দেখা হলো। তার হাতে বাস্কেট ভরা সাবান ও চায়ের প্যাকেট। হ্যান্সকে বললাম বাস্কেট নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। সে রওনা হয়ে যাবার পর ধীর পায়ে ইনেজের পাশে হাঁটছি, টুকটাক কথায় জমে উঠল আলাপ।

দোকানের সামনে ভিড় দেখিয়ে বললাম, 'তোমার বাবা ভাল ব্যবসা করছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ইনেজ। 'বাবা লাভের টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রাখে। এখানে কোনও খরচা নেই। এ জায়গায় টাকা থাকলেই বা কী লাভ!'

সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'ইচ্ছে করলে তুমি বহু কিছু কিনতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারো।'

'বাবা তা-ই বলে। কিন্তু নিজে কী কেনে? মদ আর ওদিকের ওই মেয়েমানুষগুলোর জন্যে পোশাক। কখনও বা আমার জন্যে মুক্তো কিংবা গহনা। আমি ওগুলো চাই না। আমার বাক্সভরা মুক্তো আছে, সব বিশ্রী সোনার পাতে বসানো। কিন্তু ব্যবহার করতে পারি না। গহনা পরলে কে দেখবে, বলুন?'

'তুমি বোধহয় এখানে সুখী নও, মিস ইনেজ?'

'না। কখনও মনে হয় দুনিয়ার সবচেয়ে অসুখী মেয়ে আমি।'

'কথাটা ঠিক নয়,' প্রতিবাদ করলাম। 'অনেকে তোমার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থার ভিতর থাকে।'

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল ইনেজ, 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার বাবাকে ভালবাসতেন, মিস্টার কোয়াটারমেইন?'

'অবশ্যই!' নির্দ্বিধায় বললাম। 'উনি মারা গেছেন। সন্তদের মত ভালমানুষ ছিলেন। ওঁর ব্যাপারে জানতে চাইলে আমার কাজের লোক হ্যান্সকে জিজ্ঞেস কোরো।'

ভুরু উঁচু করল ইনেজ। 'ভালমানুষ ছিলেন? ...ও। আপনি হয়তো জানেন, আমার বাবা তেমন ভালমানুষ নয়? অনেক ভাল গুণ আছে, মন সত্যি ভাল, কিন্তু মদ আর ওই কুটিরগুলোর মেয়েমানুষ ধ্বংস করে দিয়েছে তাকে।'

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'তুমি এখানে না থেকে চলে যাও না কেন?'

'কারণ আমি বাবার ভাল চাই। ধর্ম আমাকে মানুষের ভাল করতে শিক্ষা দিয়েছে। অবশ্য এক ব্যাপটিস্ট যাজক বলেছিল আমার ধর্ম মিথ্যে, আমাকে যেতে হবে নরকে। তবে সে আসলে জানে না যে এই জায়গা সত্যিকারের নরক। যতদিন না ঈশ্বর বা কোনও সন্ত বলে দেন কীভাবে বাবাকে উদ্ধার করব, ততদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি কোথাও যাব না। দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে নয়। ...যাক. স্বল্প পরিচয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম আপনাকে। কেন বলেছি জানি না; তবে মনে হয়েছে আপনি আমার বিশ্বাস-ভঙ্গ করবেন না, পারলে বরং সাহায্য করবেন। আপনি তো মদ পান করেন না, বা...' কুটিরগুলো দেখাল ইনেজ।

বললাম, 'মিস, আমার ভিতর বহু খারাপ অভ্যেস আছে।'

'ঠিক, নইলে আপনি মানুষ থাকতেন না, সন্ত হয়ে যেতেন। কেন যেন মন বলছে আপনি সাহায্য করবেন আমাকে।'

হঠাৎ ওই কালো ডাগর চোখ দুটো নীরবে অনেক কথা বলল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল ইনেজ।

মন বলল কোনও না কোনও ভাবে ইনেজের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত। তবে তা কীভাবে, মাথায় খেলল না। এ বিষয় ছেড়ে দিলাম ভাগ্যের হাতে। একসময় সব নির্ধারণ করবে নিয়তি।

ছয়

ভেবেছি দেরি না করে নদীর দিকে রওনা হবো, কিন্তু ভাগ্যে তা নেই। পেটের গোলমালে আমস্লোপোগাসের অনুচরদের কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু খেয়েছে। তবে তারা সেটা স্বীকার করতে রাজি নয়। তাদের ভিতর আছে গোরোকো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামের এক লোক, নিজেকে বলে জাদুকর। লোকটা সন্দেহ করল তাদের উপর মায়াজাল বিস্তার করা হয়েছে।

সবাই গোরোকোর কথামত গন্ধ শুঁকে অপরাধী বের করবার ব্যবস্থা করল। দলের সবার মত এসব কুসংস্কারে গভীর বিশ্বাস রাখে আমস্লোপোগাস। জাদুর অনুষ্ঠানের আয়োজন থামানো গেল না। হ্যান্স নিজেকে খ্রিস্টান বললেও জাদু খাটিয়ে দোষীকে বের করতে কম আগ্রহ দেখাল না। তার একটা কারণ, সে ম্যাগপাই-এর মত কৌতূহলী। অবশ্য প্রধান কারণ, সে আসলে ভয় পেয়েছে। ভাবছে, আমস্লোপোগাসের সঙ্গীরা নিজেদের অসুস্থতার জন্য দায়ী করবে ওকে।

আড়াল থেকে জাদুর অনুষ্ঠানের উপর চোখ রাখলাম। আমস্লোপোগাসের অনুচররা কাউকে দোষী ধরে নিয়ে চরম কোনও ব্যবস্থা নিতে চাইলে ঠেকাব। আমার সঙ্গে কৌতূহলী ইনেজও থাকল। আগে কখনও এ ধরনের আয়োজন দেখেনি।

বরাবরের মতই গোল হয়ে বসে ছোট বৃত্ত তৈরি করা হলো। জাদুকর গোরোকো নিজের সেরা 'জাদুর পোশাক' পরে হাজির হয়েছে। একটু পর তার উপর ভর করল আত্মা, উইল্ডারবিস্ট-এর লেজ এদিক-ওদিক নেড়ে দুলতে লাগল সে। আরও যেসব আনুষ্ঠানিকতা আছে বাদ গেল না সেসব।

একটু পর গোরোকো আমাকে চমকে দিয়ে বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গ্রাম থেকে আসা দর্শকদের দিকে তেড়ে গেল। চড়া গলায় বিকট এক ধমক দিল, তারপর হাতে ধরা লেজটা ঘুরিয়ে বাড়ি বসিয়ে দিল টমাসোর মুখে। চিৎকার করে বলতে লাগল, টমাসো সে-শয়তান জাদুকর, সেই অসুস্থ মানুষগুলোর পেটের গোলমালের জন্য দায়ী। এ-কথা শুনে আমস্লোপোগাসের অনুচররা ভয়ঙ্কর চেহারা করে নড়েচড়ে উঠল। আর তা দেখে বিপদের ভয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝেড়ে দৌড় দিল টমাসো। কেউ তাকে ধাওয়া করল না।

এই ঘটনার পর আপাতত আর কিছু ঘটবে না বুঝে সিদ্ধান্ত নিলাম, দেরি না করে আমস্লোপোগাসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এরই ভিতর টের পেয়েছি আমস্লোপোগাস ও তার সঙ্গীরা ভীষণ অপছন্দ করছে টমাসোকে। চাই না তারা কেউ টমাসোর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসুক। এদিকে গোরোকো আবার বৃত্তের ভিতর ঢুকে নতুন উদ্যমে বিমোহিত হয়ে ঢুলতে লাগল। লেজ ফেলে দু'হাত মাথার উপর তুলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর চিৎকার করে কী যেন বলল। দূরে থাকায় বুঝলাম না। যা-ই বলে থাকুক, অন্যদের চেহারা দেখে মনে হলো, যা শুনেছে তাতে সবাই আতঙ্কিত। এমনকী আমস্লোপোগাসকেও চমকিত মনে হলো। একমুহূর্তের জন্য তার হাত থেকে পড়ে গেল কুঠার। কিছু বলতে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর আবার বসে পড়ল, দু'হাতে ঢাকল চোখ।

সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটল একমিনিট পর। গোরোকো অন্য জাদুকরদের মত নস্যি টেনে স্বাভাবিক হয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করল আত্মা যখন ভর করে, তখন সে কী বলেছে।

এবার জুলুরা একজোট হয়ে নিচু স্বরে আলাপ শুরু করল। আমস্লোপোগাস স্থির হয়ে বসে রইল মাটিতে। মনে হলো ভাবনার ভিতর তলিয়ে গেছে। হ্যান্স সাপের মত পিছলে ভিড় থেকে বেরিয়ে আমার খোঁজে চলে এল।

ইনেজ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, কোয়াটারমেইন?'

'ফালতু মিথ্যের বেসাতি হলো। ওই ভণ্ড বলছে টমাসো ওদের খাবারে বিষ দিয়েছে, নইলে ওরা অসুস্থ হতো না।'

'হতে পারে, কোয়াটারমেইন,' বলল ইনেজ। 'বিষ দেবার মত নীচ মনের মানুষ টমাসো। আর আমি জানি, ওদের মোটেই পছন্দ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে না সে। বিশেষ করে আমস্লোপোগাসকে দেখতে পারে না। আমি অবশ্য আমস্লোপোগাসকে পছন্দ করি। আজ সকালে আমাকে কোত্থেকে যেন অনেক ফুল এনে দিয়েছে। লম্বা বক্তৃতাও দিল, অবশ্য কিছুই বুঝিনি।'

আমস্লোপোগাসের মত দাম্ভিক কঠোর মানুষ কোনও ভদ্র-মহিলাকে ফুল উপহার দিয়েছে? ভাবতে এত অবাক লাগল যে হেসে ফেললাম। আমার হাসি দেখে চিরবিষণ্ণ ইনেজও হাসল। হ্যান্সের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি বুঝে চলে গেল।

হ্যান্স আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'বলো তো দেখি কী হলো?'

'ব্যাপার খুব অদ্ভুত, বাস,' নিচু স্বরে বলল হ্যান্স। 'শেষের দিকে পুরো ঘটনা ঠিক বুঝিনি, তবে গোরোকো জাদু দিয়ে টমাসোকে গন্ধ শুঁকে বের করেছে। গোরোকোর কথা শুনে সবাই মিলে ঠিক করেছে টমাসো ওদের অসুস্থ করে তুললেও তাকে মেরে ফেলবে না। মারবে না, কারণ ওরা এখানে অতিথি। তবে যদি সুযোগ পায়, আচ্ছামত পেটাবে টমাসোকে। অবশ্য, এটা গেল শুধু ভাল খবর।' থেমে গেল হ্যান্স।

অস্বস্তি বোধ করে জানতে চাইলাম, 'আর খারাপ খবর কী, শুনি?'

'বাস, গোরোকোর ভিতর যে আত্মা আসে, সে বলেছে...'

হ্যান্সকে থামিয়ে দিলাম, 'তুমি বলতে চাইছ গোরোকোর ভিতর যে গাধাটা বাস করে, সেটা কিছু বলেছে।' খোঁচানোর জন্য বললাম, 'তুমি না খ্রিস্টান? নির্বোধের মত আত্মা নিয়ে ফালতু কথা বলছ কেন! শুনলে খুব কষ্ট পেতেন বাবা।'

হ্যান্স জোর দিয়ে বলল, 'ওহ্, বাস, এত দিনে নিশ্চয়ই আপনার যাজক বাবা আত্মা বিশ্বাস করার মত জ্ঞানী হয়েছেন। এ অবশ্য ঠিক, আত্মা শুধু কালো-মানুষদের কাছে আসে, সবসময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঁচকলা দেখায় সাদাদের। ...যাই গোরোকোকে কথা বলিয়ে থাকুক, বলেছে শীঘ্রি এ-জায়গা রক্তে লাল হবে। এখানে ভীষণ খুনোখুনি চলবে। পরে কী বলেছে মনে করতে পারেনি গোরোকো।'

হ্যান্সের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'রক্তে লাল হয়ে উঠবে? কার রক্তে? গাধাটা আসলে কী বলেছে?'

'জানি না, বাস। যদি আপনার কথামত গোরোকোর ভেতরের গাধা বলে থাকে—তো গাধা বলেছে, যারা আপনার সঙ্গে আছে, তাদের বিপদ হবে না। বিপদ হবে না, কারণ আপনার সঙ্গে যিকালির মাদুলি। শুনে ভাল লেগেছে আমাদের রক্ত ঝরবে না। আরও ভাল লেগেছে যে শীঘ্রি আপনি এখান থেকে রওনা হবেন।'

ভণ্ড জাদুকরের কথা বিশ্বাস করেছে বলে হ্যান্সকে খানিক শাসন করে আমস্লোপোগাসের পাশে গেলাম। তাকে আনন্দিত মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'গোরোকো কী বলেছে, বুলালিও? হাসছ কেন?'

'বেশি কিছু বলেনি। শুধু বলেছে তেলতেলে লোকটা শয়তানি করে আমাদের খাবারে কিছু দিয়েছে। সে-জন্যে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমি ওকে খুন করতাম, কিন্তু দাড়িওয়ালা সাদা-মানুষের লোক বলে কিছু বলব না। না মারার আরেকটা কারণ, আমি চাই না সাদা-মানুষের মেয়ে আমার কারণে ভয় পাক। ...গোরোকো আরও কিছু বলেছে। সে-জন্যে হাসছি। শীঘ্রি লড়াই হবে। লড়াই ছাড়া থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা তো লড়াই করতে এসেছি, কী বলেন?'

'লড়াই করতে আসিনি। আমরা এসেছি চুপচাপ অচেনা দেশ ঘুরতে। আর আমরা সেটাই করব।'

'কিন্তু মাকুমাযান, অচেনা দেশে অচেনা সব মানুষের সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা হতে পারে। তাদের সঙ্গে বনিবনা নাও হতে পারে। আর তখনই ইনকোসিকাস কথা বলে উঠবে।' আমস্লোপোগাস বিরাট কুঠার মাথার উপর তুলে বনবন করে ঘোরাল। বাতাসে শিস কাটল ফলা।

আমস্লোপোগাসের কাছ থেকে আর কিছু জানা গেল না। টমাসোর কোনও ক্ষতি করবে না, সে-কথা ওর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে সরে এলাম। মন বলল, টমাসো বোধহয় আসলে বিষ দিয়েছে।

এ নিয়ে কিছু ঘটবে না জানি, তবুও মন থেকে অস্বস্তি দূর হলো না। ভাবলাম, আর কোনও ঝামেলা হবার আগেই নিরাপদে যামবেজি পেরুলে হয়। তবে এখনই রওনা দেয়ার উপায় নেই, দু'জন জুলু পথ চলবার মত সুস্থ হয়নি। তা ছাড়া, ওয়্যাগন রেখে যেতে হবে, কাজেই মালপত্র নেয়ার প্রস্তুতি বাকি। রওনা না দেয়ার অন্য কারণ, বিষাক্ত কাঁটার খোঁচায় ক্ষত হয়েছে হ্যান্সের পায়ে, সে দীর্ঘ পথ হাঁটতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন রবার্টসন জানাল, ইচ্ছে হলে যামবেজির তীরে যেতে পারি জলহস্তি শিকার করতে। খুশি হলাম। শুনলাম, এ সময়ে প্রচুর জলহস্তি জড় হয়। ওদের শিকার করা সহজ।

রবার্টসন গত কয়েক বছর জলহস্তি শিকারে যায়নি। এবার ঠিক করেছে দলবল নিয়ে যাবে। উপকূলে জলহস্তির চামড়া চড়া দামে বিক্রি হয়। ওই চামড়া ফালি করে তৈরি হয় চাবুক। আর শিকারের আনন্দ তো আছেই। ক্যাপ্টেনের ভঙ্গি থেকে মনে হলো সে নারীদেহ ও মদের নেশায় একেবারে পচে যায়নি।

আমার রাজি হওয়ার প্রধান কারণ, এ-ধরনের শিকার আগে কখনও করিনি। শিকার অভিযানে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না।

আমার লোক আগামী কয়েকদিনে সুস্থ হয়ে উঠবে সে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্ভাবনা খুব কম, কাজেই শিকারে যেতে আপত্তি থাকল না।

শুরু হলো লম্বা প্রস্তুতি-পর্ব। যামবেজির তীরবর্তী উপজাতীয় মানুষগুলোকে খবর দেয়া হলো। হাজির হলো শত শত লোক। শিকার অভিযানে অংশ নেয়ার বদলে মৃত জলহস্তির মাংস পাবে। লোকগুলোকে পাঠিয়ে দেয়া হলো বিশেষ বিশেষ জায়গায়। সেখানে গিয়ে বিট করবে জলাভূমি। শুকনো ঝোপের বিশাল স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিলে জলার দু'পাশে নলখাগড়ার এখানে-ওখানে আগুন দেবে তারা।

নানারকম প্রস্তুতি শেষে রওনা হওয়ার সময় এল। বিশ মাইল দূরে যেতে হবে শিকার করতে। পথের বেশিরভাগ যাওয়া চলবে ওয়্যাগন চেপে। ক্যাপ্টেন রবার্টসন শিকারের খাতিরে তার সার্বক্ষণিক জিন পানে খানিক বিরতি দিয়েছে। তার কর্মতৎপরতা দেখে মনে হলো আরেকবার মেইল-স্টিমারের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পেয়েছে। কিছুই নজর এড়াল না তার, রওনা হওয়ার আগে খুঁটিনাটি সবদিকে তার খেয়াল থাকল, যেন বন্দর ছেড়ে যাওয়া কোনও জাহাজের ক্যাপ্টেন। টের পেলাম, আগে কত দক্ষ ও যোগ্য মানুষ ছিল।

যাত্রা করবার আগের রাতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'না,' জানাল ক্যাপ্টেন। 'ও গেলে ঝামেলা বাড়বে। এখানে নিরাপদে থাকবে। টমাসো শিকারি মানুষ না, সে এখানে থাকছে। সঙ্গে থাকছে আরও ক'জন, তারা দেখভাল করবে বাচ্চা ও মেয়েমানুষদের।'

পরে দেখা হলো ইনেজের সঙ্গে। ও বলল, প্রাণী-হত্যা যদিও পছন্দ করে না, তবুও আমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুশি হতো। কিন্তু জ্বরে পড়তে পারে, কাজেই ওকে নেবে না বাবা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইনেজকে বললাম, জোরাজুরি না করে ভাল করেছে। তবে মনের ভিতর কেমন অস্বস্তি লাগল। হ্যান্স আর আমস্লোপোগাসের সঙ্গে খাতির জমে উঠেছে ওর, সে-কারণে ইনেজকে বললাম, হ্যান্সকে রেখে যাব। আরও থাকছে পেটের অসুখে আক্রান্ত দু'জন দুর্ধর্ষ জুলু যোদ্ধা। প্রয়োজনে তারা জীবন দিয়ে হলেও ইনেজকে রক্ষা করবে, কাজেই কোনও ভয় নেই।

স্মিত হেসে ইনেজ বলল, মোটেই ভয় লাগছে না ওর, তবে আমাদের সঙ্গে গেলে ভাল লাগত।

এরপর ইনেজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

বিদায় অনুষ্ঠান হলো দেখবার মত। আমস্লোপোগাস কুঠারের নামে ইনেজকে অর্পণ করল তার দুই যোদ্ধার দায়িত্বে। তাদের এমনভাবে পাহারা দিতে বলল, আমার সন্দেহ হলো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে ভাবছে আমস্লোপোগাস। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না। মনে পড়ল গোরোকোর ভবিষ্যদ্বাণী। বোধহয় ওই কথাগুলো প্রভাবিত করেছে সর্দারকে। অধীনস্থদের নির্দেশ দেবার সময় একবারের জন্যও তার জ্বলন্ত চোখ সরল না টমাসোর উপর থেকে। মনে হলো, সন্দেহে ভুগছে আমস্লোপোগাস।

হয়তো ভেবেছে রবার্টসনের অনুপস্থিতিতে ইনেজকে বিরক্ত করবে টমাসো। যদি তেমন ভেবে থাকে, ভুল ভাবছে। আসলে টমাসো এতই কাপুরুষ, কখনও ইনেজকে পাওয়ার ভাবনা মনে এলেও, কী ভাবছে তা মুখ ফুটে বলার সাহস রাখবে না। তারপরও, সাবধানের মার নেই ভেবে হ্যান্সকে বলে দিলাম ইনেজের উপর সতর্ক নজর রাখতে। নির্দেশ দিলাম, অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে যেন দেরি না করে যোগাযোগ করে আমাদের সঙ্গে।

'ঠিক আছে, বাস, বিষাদ চোখের দিকে খেয়াল রাখব,' বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যান্স, 'জুলুরা সব তীক্ষ্ণ চোখে দেখে, তাই তার নাম দিয়েছে: "এ যে আমাদের দাদী!" জানি না, বাস, তার কী বিপদ হবে ভাবছেন, তবে ভাল ছিল আমি নিজে আপনার দেখভাল করতে গেলে। আপনার যাজক বাবা, সেই জ্ঞানী সাধু আমাকে বলে গেছেন সবসময় আপনার দিকে খেয়াল রাখতে। সেটাই আমার কাজ, কোনও মেয়ের দিকে চোখ রাখা নয়, বাস। তা ছাড়া, প্রায় সেরে গেছে পা, আমিও সাগর-গরুগুলোকে গুলি করতে চাই। আর...' থেমে গেল হ্যান্স।

'আর কী, হ্যান্স?'

'আর গোরোকো বলেছে ওখানে খুব লড়াই হবে। যদি সত্যিই লড়াই হয় আর আমি নেই বলে আপনার কোনও ক্ষতি হয়, তো আপনার যাজক বাবা আমাকে কী ভাববেন?'

এসব কথা থেকে পুরনো সেই দুটো বিষয় আবার পরিষ্কার হলো। পারতপক্ষে কখনও আমাকে ছেড়ে যায় না হ্যান্স। আর শিকারে না গিয়ে অচেনা এই জায়গায় ঘুম-খাওয়া ছাড়া কোনও কাজ নেই। ওর ভাল লাগবে না।

তবে হ্যান্সের মনে আরও কিছু থাকতে পারে, তখন বুঝলাম না। পরে জেনেছি, ক্যাপ্টেন রবার্টসন গুপচুপ করে প্রচুর পরিমাণে মদ যোগান দিয়েছে হ্যান্সকে। কারণ সম্ভবত সতীর্থ পাঁড় মাতালের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি। হ্যান্সকে সে দেখিয়ে দিয়েছে মদ লাগলে কোথা থেকে নিতে হবে। বিনে পয়সায় মদ পেলে সর্বক্ষণ না গিললে চলে না হ্যান্সের। ঘর ভরা চোরের উপস্থিতিতে মুঠ-ভরা হীরা সামনে রাখলে যা হয়, হ্যান্সের কাছে মদ রাখলে তার চেয়ে অন্য কিছু ঘটে না। ব্যাপারটা টের পেয়েছে ক্যাপ্টেনও, তবে নিজ কীর্তি ফাঁস করতে লজ্জা পেয়েছে, আমাকে কিছু বলেনি। আর এর ফলে তৈরি হলো পরবর্তীতে সমস্যা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখানে থাকবে তুমি, হ্যান্স,' কড়া স্বরে নির্দেশ দিলাম। 'এখানে থেকে ওই তরুণীর দিকে চোখ রাখবে, আর নিজের পায়ের চিকিৎসা করবে।'

এ কথায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাতর হয়ে পড়ল হ্যান্স, খানিক তামাক চাইল করুণ সুরে।

এদিকে যাত্রার শুরুতে মন আনন্দিত করতে প্রচুর মদ গিলেছে রবার্টসন। তাকে দেখলাম 'কুটিরগুলোয়' গিয়ে নিজের বাচ্চাদের চুমু দিল, টমাসোকে নির্দেশ দিল বাচ্চা ও তাদের মায়েদের দিকে খেয়াল রাখতে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল বাড়ির বারান্দার কাছে।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ইনেজ, চেহারা বিব্রত। কুটির থেকে ওর বাবা ফিরলে অস্বস্তি বোধ করে। ইনেজকে হাসিখুশি থাকতে বলল রবার্টসন। এরপর দলবলকে রওনা হতে নির্দেশ দিল।

এগিয়ে চললাম। অন্তত বিশজন গ্রামবাসী শিকারি চলেছে আমাদের সঙ্গে। রয়েছে নানান ধরনের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। হাঁটার সময় গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল তারা। এ দলের পর আমার ওয়্যাগন। ড্রাইভিং বক্সে ক্যাপ্টেন রবার্টসন ও আমি। দলের শেষে যোদ্ধা-দল নিয়ে আমস্লোপোগাস।

যামবেজি তীরের ঝোপঝাড় ডানে রেখে স্বল্প ব্যবহৃত এক পথে চললাম। চমৎকার তৃণ-জমি পেরিয়ে সন্ধ্যার আগে পৌঁছে গেলাম এক টিলার কাছে। দক্ষিণে গেছে ঝোপ-জমি। যামবেজির যে-শাখা জলাভূমি তৈরি করেছে, সেটার দেখা পেলাম।

রাতের মত ক্যাম্প ফেললাম খালের তীরে।

পরদিন সকালে আমার রাখাল ছেলে এবং গ্রামের ক'জন যুবকের দায়িত্বে ছেড়ে দিলাম ওয়্যাগনটা। ঠিক করেছি, আমার অস্ত্র বহনকারীর কাজ দেব ড্রাইভারকে। তাকে নিয়ে বীরদর্পে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকলাম ঝোপের রাজ্যে। প্রচুর শিকারের দেখা মিলল, তবে গুলি করার সাহস পেলাম না। জলাভূমির জলহস্তি সতর্ক হয়ে উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে চলে যাবে নদীতে।

মাঝ দুপুরে ঝোপের সাগর পেরিয়ে পৌঁছলাম জলাভূমির তীরে। চারদিকে জন্মেছে ঘন ঝোপ। দু শ' গজের বেশি চওড়া হবে না জলার অগভীর পানি। মাঝ দিয়ে গেছে সরু খাল। পানির গভীরতা ওখানে অনেক। ওই খাল চারদিকের বিস্তৃত ঝোপঝাড়ে পানির চাহিদা মেটায়। বছরের এসময় তাজা খাবারের লোভে নদী থেকে আসে জলহস্তি।

রবার্টসন নির্দেশ দিতে লাগল। নদী তীরবর্তী উপজাতির ক'জনকে নিয়ে শিকারের প্রস্তুতি নিলাম। আরও অন্তত কয়েক শ' লোক দূর দিয়ে জলাভূমি ঘিরতে চলে গেল। সঙ্কেত পেলে জলার মুখের দিক থেকে এদিকে আসবে। শিকারের প্রস্তুতি বলতে সামান্য—ঝোপ কেটে নীচে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে ভারী পাথর। খালের দু'পাশে পাথর ফেলে স্থির রেখেছে ঝোপ। এসব ঝোপের উপর যত ছেঁড়া, পুরনো কাপড় রাখা হয়েছে। ফ্লানেলের লাল শার্ট থেকে ছেঁড়া কাঁথা—বাদ নেই কিছুই। পানির নীচে দড়িতে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে সেসব।

খালের দু'পাশের পাড়ে যেসব জায়গায় অস্ত্রসহ লোক রাখা হবে, তাও ঠিক করা হলো। কী ঘটতে পারে আন্দাজ করে নিজ অবস্থান হিসেবে বেছে নিলাম বড় এক পাথরের পিছন অংশ। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে জায়গাটার যেদিকে শুকনো জমি, সেদিকে পাথর দিয়ে কয়েক ফুট উঁচু দেয়াল তুললাম। আশপাশ থেকে স্থানীয়রা গুলি শুরু করলে গুলি কোথায় লাগবে, কে জানে!

এ সমস্ত কাজ সারতে পেরুলো দিনের বাকি সময়। সন্ধ্যার পর ঘুমাতে উঁচু জমিতে সরে এলাম। পরদিন ভোর হবার আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জলার কাছে ফিরলাম, যে যার অবস্থানে বসলাম। খালের দু'পাশে বন্দুকধারী শিকারি স্থানীয়দের কাছ থেকে ক্যানু ধার করে জলার আরেক দিকে চলে গেল কয়েকজন।

সবাই জায়গা মত পৌঁচেছে নিশ্চিত হওয়ার পর সূর্য উঠবার আগেই কাজে নামল ক্যাপ্টেন রবার্টসন। শুকনো নলখাগড়া ও ঝোপের বিশাল স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। ওটা স্থানীয় বিটারদের জন্য বিট শুরু করবার সঙ্কেত। স্তূপে আগুন ধরানোর পর অস্ত্রগুলোর জন্য প্রচুর গুলি আছে, তা আরেকবার পরীক্ষা করা হলো। এরপর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভোর হওয়ার পর আমার আস্তানার কাছে এক গাছে উঠলাম, কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণে ছোট অসংখ্য আগুন জ্বলছে। বুঝতে দেরি হলো না, জলাভূমির শুকনো নলখাগড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে স্থানীয়রা। কিছুক্ষণ পর বিচ্ছিন্ন আগুন একসঙ্গে মিশে তৈরি করল সরু আগুনের দেয়াল। গাছ থেকে নেমে ফিরে এলাম দেয়াল-ঘেরা জায়গায়। তবে দিনের আলো ফুটবার আগে ঘটল না কিছুই।

খালের প্রশান্ত পানির দিকে চেয়ে ছোট ঢেউ উঠতে দেখলাম, তারপর উঠতে লাগল বুদ্বুদ। হঠাৎ বিশাল এক মর্দা জলহস্তি মাথা উঁচু করল। আমাদের তৈরি পুরনো জামার সীমানা দেখে বিষয় কী বুঝতে উঠেছে ওটা। আট বোর রাইফেল থেকে গুলি করলাম ওটার প্রকাণ্ড মাথা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত জলহস্তি ডুবে গেল। ওটার দেহ আরও দৃঢ় করল আমাদের বেঁধে দেয়া সীমানা। আরেকটা কাজও করল। আগেও দেখেছি, রক্তের গন্ধ সহ্য করতে পারে না জলহস্তি, ভীষণ ভয় পায়। দূরে সরতে যে-কোনও ঝুঁকি নেয়।

শান্ত খালের স্থির পানিতে দ্রুত ছড়িয়ে গেল মৃত জলহস্তির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ত। ওটার পিছনে ছিল দলের অন্যগুলো, ভয় পেয়ে গেল তারা। ঘুরেই ফিরতে চাইল খালের মুখের কাছে। কিন্তু ওদিক থেকে দলের অন্যগুলো তখনও ঢুকছে। শুরু হলো বিশৃঙ্খলা। পানির উপর মাথা তুলল জলহস্তিরা, ফোঁস-ফোঁস শ্বাস ফেলে ঝাড়তে লাগল নাক। সে সঙ্গে বিকট স্বরে ডাক ছাড়ছে। কুস্তি শুরু হয়ে গেল যেন পানির ভিতর। পিছন থেকে তখনও আসছে আরেক দল। সরু খালের ভিতর বেধে গেল মহা গোলযোগ।

দু'পাশ থেকে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র, জায়গাটা পরিণত হলো বধ্যভূমিতে। রংচঙা পোশাক পরা স্থানীয় বিটারদের দেখলাম দূর থেকে চিৎকার করছে তীব্র উত্তেজনায়। বর্শা উঁচু করে ঝাঁকাচ্ছে, কেউ কেউ আগুন দিচ্ছে তীরের নলখাগড়ায়। অনেকে তীরের কাছ থেকে উঁচু জমির দিকে সরছে। তবে সাহসী কয়েকজন ক্যানু নিয়ে গেল খালের মুখ আটকাতে। শুধু খালের দিক দিয়ে নদীতে ফিরতে পারবে জলহস্তি। আমার সারাজীবনের শিকার অভিজ্ঞতায় এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিনি। তিক্ত অনুভূতি হলো হামলার ধরন দেখে। নিজকে সবসময় শিকারি ভেবেছি, যখন শিকার করেছি, পালাবার সুযোগ ছিল সেসব প্রাণীর। কিন্তু এখানে যা হলো, তা যেন বিশাল কোনও কসাইখানার পৈশাচিক হত্যা দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পর খালের অনেকখানি জুড়ে গাদা মেরে গেল জলহস্তি। সংখ্যায় অন্তত এক শ'। দলে পূর্ণবয়স্ক মর্দা থেকে শুরু করে মাদী ও বাচ্চা—সবই রয়েছে। সেগুলোর কিছু মারা পড়ল, তবে বেশিরভাগ বাঁচল আমাদের শিকারিদের অদক্ষতার কারণে। ক্যাপ্টেন রবার্টসন বা আমি ছাড়া কেউ জলহস্তি মারতে পেরেছে বলে মনে হলো না। তবে অনেক জলহস্তিকে আহত করল।

ভীষণ আতঙ্কিত এসব প্রাণী, তারপরও আমাদের তৈরি সীমানা ডিঙাল না। রক্তের গন্ধ বাধ্য করল এক জায়গায় গাদাগাদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে জটলা পাকাতে। কিছুক্ষণ বিকট আওয়াজে ডাকাডাকি করল. তারপর হঠাৎ যেন একযোগে পৌঁছে গেল সিদ্ধান্তে। জ্বলন্ত নলখাগড়া, বিটার ও তাদের ক্যানুর দিকে গেল দলের অল্প কয়েকটা। সেগুলোর ভিতর আহত এক মর্দা আক্রমণ করে বসল সামনের ক্যানুটাকে। বিশাল চোয়ালের চাপে চুরমার হলো ক্যানু। মারা পড়ল ওটার মাঝি। পরে ওই লাশ খুঁজে পাইনি, জানতে পারিনি কীভাবে মরেছে লোকটা। ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিল দলের বেশিরভাগ জলহস্তি, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় খালের দু'দিকের খাড়া পার বেয়ে হুড়মুড় করে উঠে এল প্রাণীগুলো। পানির ধারে বড় পাথরের আড়ালে ঘাঁটি করেছি, মনে মনে চাপড়ে দিলাম নিজের পিঠ।

আমার সঙ্গে আছে আমার অস্ত্র-বহনকারী, আর সে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে অনিচ্ছুক আমস্লোপোগাস। তাদের আশা না করে অগ্রসরমান জন্তুগুলোর দিকে গুলি ছুঁড়লাম। দুই রাইফেল থেকে যতই গুলি করি না কেন, আমাদের বিপজ্জনক কাছে চলে এল। চট্ করে একবার চাইলাম আমস্লোপোগাসের দিকে। বিস্মিত হলাম ওর আতঙ্কিত চেহারা দেখে। বোধহয় জীবনে প্রথমবার সত্যিকারের ভয় পেয়েছে।

'এ স্রেফ পাগলামি, মাকুমাযান,' জলহস্তির হাঁকের উপর দিয়ে চেঁচাল। 'আমরা কি পানি-শুয়োরের মোটা পায়ের তলে চেপ্টে মরব?'

'তা-ই তো মনে হয়,' জবাবে বললাম। 'অবশ্য এখান থেকে বেরিয়ে চ্যাপটা হতে পারো।' খালের মুখ দিয়ে এইমাত্র চোয়াল হাঁ করে ঢুকেছে মস্ত এক কুমির। ওটা দেখে যোগ করলাম, 'কিংবা তোমাকে খেয়েও ফেলা হতে পারে।'

'কুঠারের শপথ!' খেপে গিয়ে চেঁচাল আমস্লোপোগাস, 'আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যোদ্ধা! খোলা-ছাড়া শামুক যেমন পিষে মরে ষাঁড়ের পায়ের নীচে, আমি তেমন করে মরতে পারি না!'

ভোরে একটা গাছে উঠে চারপাশ দেখি, এবার মহাতঙ্কে দিশা হারিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাঁদরের দ্রুততায় গাছে উঠল আমস্লোপোগাস। তখন গাছ পাশ কাটাচ্ছে সেই কুমির। আমস্লোপোগাসের পা দুটো দেখে কামড়ে ধরতে চাইল। একটুর জন্য ব্যর্থ হলো দানবীয় সরীসৃপ।

আর আমস্লোপোগাসের দিকে খেয়াল দিলাম না, একে কাছিয়ে এসেছে জলহস্তিগুলো, তার ওপর পিছনে অবস্থান নেয়া এক গ্রামবাসী গুলি করে ফুটো করে দিল আমার কোটের হাতা। এরপরের গুলিতে আমাকে শিকার করবে ব্যাটা! পরে দেখি, আমার অস্ত্র-বহনকারী আর আমি বেঁচে আছি শুধু পাথরের দেয়াল তুলেছি বলে। দেয়ালে এসে চ্যাপটা হয়েছে বহু বুলেট।

অক্ষত বেঁচেছি সেজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদের সামনের বড় পাথর আর আমার তৈরি দেয়ালকে। হ্যান্স অবশ্য পরে বলেছে, বেঁচেছি যিকালির তাবিজের কারণে। আমাদের পাশ কাটিয়ে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে গেল জলহস্তির পাল। একটাকে গুলি করে মারলাম। জলহস্তিটা এত কাছে ছিল যে রাইফেলের জ্বলন্ত গান পাউডার চামড়া পুড়িয়ে দিল ওটার। যা-ই হোক, নিরাপদে রক্ষা পেলাম। তবে আর সবার ভাগ্য অত ভাল নয়। জলহস্তির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মরল গ্রামবাসীদের দু'জন। পা ভাঙল আরেকজনের।

আমস্লোপোগাস বাঁচল একটুর জন্য। ভয়ে উন্মত্ত এক মর্দা জলহস্তি বেদিশা হয়ে ধাক্কা মারল সে গাছের কাণ্ডে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল সরু গাছ। নীড়ে বসে থাকা পাখির মত নিশ্চিন্তে ছিল অকুতোভয় যোদ্ধা আমস্লোপোগাস—সমস্ত সম্মান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহ খসে পড়ল সে-ও। পালানোর মত জরুরি কাজ হাতে থাকায় ওর দিকে মনোযোগ দিল না জলহস্তিটা।

'যার যা কাজ নয় সেসবের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে এমনই হয়,' পরে উদাস তাপসের মত মন্তব্য করল আমস্লোপোগাস। এরপর থেকে তার যোদ্ধা-জীবনের এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা কখনও উল্লেখ করলে সহ্য করতে পারেনি। এসব ঘটে তার অনুচরদের চোখের সামনে, আর এর ফলে তাদের কাছে আমস্লোপোগাসের ভয় পাওয়া হয়ে গেল মস্ত এক কৌতুককর ঘটনা। দলের একজন ঠাট্টা করে তার নাম রাখল, 'সেই মানুষ, যে এত সাহসী যে জলহস্তির পিঠে চড়তে গাছে ওঠে।' এর ফলে লোকটাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো ক্ষিপ্ত আমস্লোপোগাস। কিন্তু ততক্ষণে সে-লোক সর্দারের কীর্তি বলে দিয়েছে সবাইকে! আর খুন করে লাভ কী!

যা-ই হোক, এভাবেই শেষ হলো শিকার অভিযান। বেঁচেছি বলে কপালকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। কোনও না কোনও ভাবে পালিয়েছে বেশিরভাগ জলহস্তি, তারপরও মারা পড়েছে মোট একুশটা। পলাতক জলহস্তির বড় এক অংশ আহত হয়েছে। শেষপর্যন্ত আমাদের তৈরি সীমানা অগ্রাহ্য করে খালের আরেক মাথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার দিকের তীরে যে লোক পিষ্ট হয়ে মরেছে, তার জন্য কিছু করার নেই। ক্যানুতে চেপে ওপারে চলে গেলাম। ঠিক করলাম, ক্যাম্পে ফিরে বিশ্রাম নেব।

কিন্তু বিশ্রাম নেয়া আমার কপালে নেই। তরতাজা হওয়ার জন্য মদ গিলছে উত্তেজিত রবার্টসন। তার পাশে পছন্দের এক গ্রামবাসী মারা পড়েছে। আরেকজনের পা ভেঙেছে। ক্যাপ্টেন রবার্টসন হড়বড় করে বলল, কুকীর্তিটা যে-জলহস্তি করেছে, সেটা আহত ছিল। কয়েক শ' গজ দূরের ঝোপে ঢুকেছে। ওটাকে সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়বে না।

কাজেই রওনা হওয়ার তোড়জোর শুরু করল।

তাকে উত্তেজিত দেখে মনে হলো আমারও যাওয়া উচিত। এরপর যা ঘটল তার বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না, শুধু এটুকু বলব, জলহস্তিটাকে খুঁজে বের করে রাইফেলের দুটো ব্যারেলই খালি করল ক্যাপ্টেন। সামান্য আহত প্রাণীটা বিশাল হাঁ করে পালাবার জন্য ছুট দিল। এল সরাসরি ক্যাপ্টেনের দিকে। ভয় পেয়ে ঘুরেই দৌড় দিল ক্যাপ্টেন, তারপর কীসে যেন বেধে পড়ে গেল। জলহস্তির পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে মারা পড়ত, কিন্তু তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আট বোর রাইফেলের দুটো গুলি ছুঁড়লাম জলহস্তির গলা লক্ষ্য করে। ঠিক জায়গায় বিঁধল গুলি দুটো। মৃত জলহস্তি যেখানে পড়ল, সেখান থেকে ক্যাপ্টেন রবার্টসন আর আমার দূরত্ব তখন মাত্র তিন ফুট।

একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে ক্যাপ্টেনের মাথা থেকে দূর হলো মদের নেশা। না বলে পারছি না, কত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব তা তার কাছে শিখলাম।

'আপনি সত্যিকারের সাহসী মানুষ,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝে বলল। 'আজকে আপনি যদি না থাকতেন, তো মরার পর খারাপ লোকরা যেখানে যায়, সেখানে পৌঁছে যেতাম। আপনার উপকার আমি ভুলব না, মিস্টার কোয়াটারমেইন। জন রবার্টসন দিতে পারে এমন কিছু যদি কখনও চান, ধরে নিন তা আপনার।'

আচম্বিক তাড়না থেকে বললাম, 'বেশ, একটা জিনিস চাই, তা আপনি সহজে দিতে পারেন।'

'একবার বলুন। দরকার হলে আমার যা সম্পত্তি, তার অর্ধেক দিয়ে দেব।'

রাইফেলে নতুন কার্তুজ ভরার ফাঁকে বললাম, 'আমি চাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি কথা দেবেন, আপনার মেয়ের কথা ভেবে মদ ছেড়ে দেবেন। আজকে ওই মদের কারণে মারা পড়তেন।'

'খুব কঠিন কিছু চেয়েছেন,' ধীরে ধীরে বলল রবার্টসন। 'ঈশ্বরের শপথ, ইনেজের জন্যে মদ ছাড়তে চেষ্টা করব। চেষ্টা করব আপনার খাতিরে।'

ফিরে চললাম আমরা পা ভাঙা লোকটার চিকিৎসা করতে। পা সোজা করতে গিয়ে পেরুল সকালের বাকি সময়।

সাত

কয়েকটা কারণে তিনদিন আমরা ওখানে থাকতে বাধ্য হলাম। ডুবে যাওয়া জলহস্তির পেটে ঘাস পচে গ্যাস তৈরি না হলে ভেসে উঠবে না। তারপর রয়েছে চামড়া ছাড়ানোর দুরূহ কাজ। চামড়া দিয়ে তৈরি হবে চাবুক, আর ছোট ঢাল। ওই ঢাল পাওয়ার জন্য প্রচুর খরচ করে পুব তীরের আদিবাসীরা।

সমস্ত কাজ যথানিয়মে চলল। স্থানীয়রা গোগ্রাসে মাংস খেল। অলস বসে সময় কাটালাম আমি। আদিবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিল চর্বিগুলো, মাংস যা বাঁচল, সেগুলো শুকিয়ে তৈরি করল এক ধরনের বিলটং। শুকনো হাড্ডিসার এক আদিবাসীকে দেয়া হলো এক টুকরো চর্বি। কৌতূহলবশত ওজন করে দেখলাম। পুরো বিশ পাউণ্ড ওজন হলো ওটার। জীবন্ত নরকঙ্কালটা চার ঘণ্টায় ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিমাণ চর্বি খেয়ে শেষ করল! ফুলে উঠল তার চামড়া-সর্বস্ব পেট। পড়ে রইল শুকনো গাছের গুঁড়ির মত। অমন হজম-শক্তি পাওয়ার জন্য কী না করতে পারে সাদা-মানুষ!

একসময় শেষ হলো সব কাজ, ফিরতি পথ ধরলাম। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি স্ট্রেচারে বয়ে নেয়া হলো পা ভাঙা লোকটাকে। ঝোপ-জমির প্রান্তে ঠিকমত পেলাম ওয়্যাগন। ক্যাপ্টেনের গ্রাম থেকে যে-লোক ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে, তাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হলো না। জলহস্তির চামড়া বয়ে নেবে সে। আমাদের অনুপস্থিতিতে কিছু ঘটেছে কি না জিজ্ঞেস করলাম আমার রাখাল ছেলেকে। নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারল না। তবে জানাল, গতকাল সন্ধ্যার দিকে গ্রামের দিকে আভা দেখেছে। তার মনে হয়েছে বহু আগুন জ্বালানো হয়েছে। ভালমত দেখবার জন্য সে কৌতূহলী হয়ে এক গাছে ওঠে। আন্দাজ করেছে বাড়িঘর পুড়ছে না, কারণ আভাটা উজ্জ্বল ছিল না।

ওই গ্রাম বিশ মাইল দূরে নিচু জমিতে, ফলে ওদিকে আগুন জ্বললে সে আভা এখান থেকে দেখা যাবে। মন্তব্য করলাম, হয়তো ঘাসে আগুন ধরে, কিংবা নলখাগড়া পুড়ছিল।

এ কথায় আপত্তি করে বলল ছেলেটা, ঘাস বা নলখাগড়ার আগুন যত সময় ধরে জ্বলে, সে আভা ততক্ষণ ছিল না।

এ নিয়ে আর কোনও কথা হলো না, তবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমরা জুলু ভাষায় বলেছি, আমস্লোপোগাস শুনেছে। তাকেও বেশ চিন্তিত মনে হলো। তবে কোনও মন্তব্য করল না। গাছে চড়বার পর থেকে চুপ মেরে গেছে, তা-ই ওর নীরবতা নিয়ে বিশেষ ভাবলাম না।

সূর্যাস্তের একঘণ্টা আগে গ্রামে পৌঁছব, সে-হিসেব মাথায় রেখে রওনা হলাম। ঠিক হয়েছে মাঝ পথে অল্প কিছুক্ষণের জন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্রাম নেয়া হবে। আমার ষাঁড়গুলো বেশি শক্তিশালী ও পরিশ্রমী, অন্য ওয়্যাগনের তুলনায় এগিয়ে গেল। আমার একটু পিছনে জুলু যোদ্ধাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে এল আমস্লোপোগাস। ওয়্যাগনে উঠতে রাজি নয়, বলেছে হাঁটবে। সে আভার কথা মন থেকে দূর করতে পারলাম না, অজান্তেই বাড়িয়ে দিলাম চলবার গতি। কাজেই সময়ের আগে থামতে হলো ষাঁড়গুলোকে বিশ্রাম দিতে।

গ্রাম দশ কি বারো মাইল থাকতে, দূরে সাগরের ঢেউয়ের মত জমির ঢালে দেখলাম খুদে এক মনুষ্যমূর্তি। সে এদিকে দৌড়ে আসছে। কেন যেন মনে হলো ওই লোক হ্যান্স। ভালমত দেখার জন্য বিনকিউলার নিলাম। একটু পর বুঝলাম, আমার ধারণা ঠিক, ছুটন্ত মানুষটা হ্যান্স ছাড়া আর কেউ নয়! অস্বস্তি লেগে উঠল, ড্রাইভারকে বললাম জোরে ষাঁড়গুলোকে ছোটাতে।

পাঁচ মিনিট পর মুখোমুখি হলাম হ্যান্সের। ওয়্যাগন থামতে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম ওয়্যাগন-বক্স থেকে। হালকা দৌড়ে পিছনে চলে এসেছে আমস্লোপোগাস, হ্যান্সের দিকে রওনা হলো সে-ও। ওদিকে আমাকে দেখে খানিক দূরে থমকে গেছে হ্যান্স, প্রাচীন টুপিটা হাতে নিয়ে লজ্জিত-বিচলিত ভঙ্গিতে নাড়ছে।

আমার কথা শুনবে এমন দূরত্বে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, হ্যান্স?'

'সব শেষ, বাস,' মাটি থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিল। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট দুটো।

আমস্লোপোগাস আমার পাশে চলে এসেছে, ধমকের সুরে বললাম, 'কী হয়েছে জুলু ভাষায় বলো, গাধা!'

'সাদা-মানুষের খামারে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে, বাস,' এবার জুলুতে বলল হ্যান্স। 'দুপুরের দিকে সবাই যখন ঘুমায়, গতকাল সে-সময় ঘাসের বন আর ফসলের মাঠের আড়াল থেকে এসেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভীষণ চেহারার লোকগুলো পঞ্চাশজনের কম ছিল না। সঙ্গে বিরাট সব বর্শা। গ্রামে এসেই হামলা করল।'

জানতে চাইলাম, 'ওদের তুমি আসতে দেখেছ?'

'না, বাস। আপনি যেমন বলেছেন, তেমনি করে দূর থেকে নজর রেখেছি। খুব গরম পড়ে, রোদ থেকে বাঁচতে চোখ বন্ধ করে ছিলাম। ওরা পাশ কাটিয়ে যাবার পর আওয়াজ শুনে টের পেলাম, কী ঘটছে।'

'তুমি বলতে চাও, হয় ঘুমাচ্ছিলে, নয়তো মদ খেয়ে মাতাল ছিলে, হ্যান্স,' কড়া স্বরে বললাম। 'বলে যাও।'

'কী হয় জানি না, বাস,' লজ্জিত চেহারায় বলল হ্যান্স। 'তারপর সরু এক গাছের ওপরের ঝোপে উঠে সব দেখলাম।'

পরে জেনেছি, ওটা ছিল পাম-গাছ। বললাম, 'কী দেখলে তা বলো।'

'দেখলাম লম্বা লোকগুলো দৌড়ে গিয়ে ঘিরে ফেলল গ্রাম। তারপর শুরু করল চিৎকার। কী হচ্ছে দেখতে বেরিয়ে এল গ্রামের মানুষ। টমাসো আর ওর লোক ওই লোকগুলোকে আগে দেখল। তারা তখনও পুরো গ্রাম ঘিরতে পারেনি। তাদের দেখেই চ্যালাদের নিয়ে এক দৌড়ে গ্রামের পেছনের ওই জঙ্গল-টিলার ভিতর লুকাল টমাসো। এরপর ক্রাল থেকে বেরুল মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা। বিরাট মানুষগুলো বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে তাদের মেরে ফেলল। সবাইকে, বাস! একজনকে ছাড়ল না!'

'সর্বনাশ!' আমার মনে হলো বুকের খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসছে হৃৎপিণ্ড। 'ইনেজের কী হলো?'

'শয়তানগুলো ওই বাড়ি ঘিরে ফেলল, বাস। আওয়াজ শুনে বারান্দায় বেরুলেন বিষাদ চোখ। তাঁর সঙ্গে বেরুল কুঠারওয়ালা দুই জুলু। প্রায় সেরে উঠেছে তারা। শয়তানগুলো বিষাদ চোখকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেড়ে নিতে চাইল তাদের কাছ থেকে। শুরু হলো লড়াই। বারান্দার দিকে পিঠ দিয়ে লড়ল দুই জুলু, মারা যাওয়ার আগে খতম করল বর্শাওয়ালা লম্বা শয়তানগুলোর ছয়টাকে। বিষাদ চোখ একটাকে মেরেছেন পিস্তল দিয়ে গুলি করে। আরেকটাকে আহত করেছেন। বর্শা পড়ে যায় শয়তানটার হাত থেকে। ...তারপর, সবগুলো শয়তান হামলে পড়ল তাঁর ওপর, হাত বেঁধে বসিয়ে রাখল বারান্দার চেয়ারে। তাঁর পাহারায় থাকল দু'জন। বিষাদ চোখের কোনও ক্ষতি করেনি, মনে হলো খুব খাতিরই করল। পাহারাদার দু'জন ছাড়া বাড়ির ভেতরে ঢুকল অন্যরা, বাড়িতে পেল বিষাদ চোখের সখী মোটা মেয়েটাকে। নাম মনে হয় ওর জেন। মেয়েটাকে ধরে বিষাদ চোখের কাছে আনা হলো। বোধহয় বলা হলো মালকিনের সেবা করতে হবে, যদি পালানোর চেষ্টা করে, তো খুন হবে। পরে দেখলাম বিষাদ চোখকে খাবার আর অন্যান্য জিনিস এনে দিচ্ছে সে।'

'তারপর, হ্যান্স?'

'তারপর, বাস, শয়তানগুলোর কয়েকটা নিজেদের পছন্দমত জিনিস আনতে দোকানে গেল, অন্যরা বিশ্রাম নিল। দোকান থেকে কম্বল, ছুরি, হাঁড়ি-পাতিল নিল, তবে চোরগুলো কোনও কিছুতে আগুন দিল না। এমনকী গরুগুলো নেয়ার চেষ্টা করল না। শুকনো কাঠের স্তূপ থেকে কাঠ নিয়ে বড় করে আগুন জ্বালল। তারপর শুরু হলো তাদের ভোজ।'

'গরু তো নেয়নি, তো কী দিয়ে ভোজ দিল, হ্যান্স?' জবাব কী হতে পারে আন্দাজ করে শিউরে উঠলাম।

'বাস,' মুখ ঘুরিয়ে মাটি দেখল হ্যান্স, 'যে-বাচ্চাগুলোকে খুন করে, তাদেরকে পুড়িয়ে খেল। কম বয়সী কয়েকটা মেয়েকেও। লম্বা ওই লোকগুলো মানুষখেকো, বাস!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ কথা শুনে মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাব। বমি-বমি ভাব সামলে নিয়ে বললাম আর কী ঘটেছে জানাতে।

'বাস, যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে ভোজ খেল, আওয়াজ করল না বললেই চলে। তারপর কয়েকজনকে পাহারায় রেখে শুয়ে পড়ল। সবাই পালা করে ঘুমাল। রাত নামলে তখনও চাঁদ ওঠেনি—সুযোগ বুঝে গাছ থেকে নেমে পড়লাম, বুকে হেঁটে চলে গেলাম বাড়ির পেছনে। পেছন-দরজা দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে জানালার কাছে পৌঁছলাম। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি তখনও বিষাদ চোখকে বারান্দায় চেয়ারে বেঁধে বসিয়ে রেখেছে। তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে আছে মোটা মেয়ে জেন। ঘুমিয়ে পড়েছে না জ্ঞান হারিয়েছে, বুঝলাম না। বিষাদ চোখের নজর কাড়ার জন্যে মুখ দিয়ে হিসহিস আওয়াজ করি। কিছুক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন বিষাদ চোখ। ফিসফিস করে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। জোরে বলতে সাহস পেলাম না পাহারাদার দুটোর জন্যে। বিষাদ চোখের দু'ধারে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে ওরা। বিষাদ চোখকে বললাম, "আমি হ্যান্স। আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।" জবাবে বিষাদ চোখ নিচু গলায় বললেন, "পারবে না। মিস্টার কোয়াটারমেইনকে গিয়ে খবর দাও। তিনি আর আমার বাবা যেন পিছু নেন। এরা নিজেদের বলে আমাহ্যাগার। নদীর ওপারে অনেক দূরের কোনও গ্রামে বাস করে। ঠিক করেছে সঙ্গে করে আমাকে নেবে। যতটুকু বুঝেছি, সেখানে নিয়ে আমাকে নিজেদের রানি বানাবে। আগেও সাদা একজন রানি ছিল। এরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মনে হয় না আমার ক্ষতি করবে, তবে সর্দারের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইবে কি না জানি না। এদের কথা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। ...এবার যাও, ধরা পড়ার আগে পালাও।" আমি ফিসফিস করে বললাম, "যদি হয় আপনিও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালাতে পারবেন। আপনাকে বেঁধে রাখা দড়ি কেটে দেব। জানালা গলে এদিকে চলে আসবেন তারপর আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।" বিষাদ চোখ রাজি হয়ে বললেন, "তা হলে চেষ্টা করে দেখো।" ছুরি বের করে হাত বাড়িয়ে দিলাম জানালা দিয়ে, বাস। বোকামি করলাম। যিকালির মাদুলি থাকলে এমন বোকামি করতাম না। ভুলে গেছি তারার আলোয় ছুরির ফলা ঝিলিক দিতে পারে। ওই মোটা মেয়ে জেন চোখ মেলে ছুরিটা দেখল, দেখেই চিৎকার দিল। বিষাদ চোখের কথায় চুপ হয়ে গেল ঠিক, কিন্তু ততক্ষণে পাহারাদাররা জেগে গেছে। এদিক-ওদিক চেয়ে মোটা মেয়ে জেনের দিকে বর্শা তাক করে হুমকি দিল। তারপর আর ঘুমাল না, কথা বলতে শুরু করল নিজেদের মধ্যে। কী বলল শুনতে পেলাম না। আমি তখন ঘরের মেঝেতে লুকিয়ে পড়েছি। বুঝে ফেললাম, আর কোনও কাজে আসব না, বরং ক্ষতির কারণ হতে পারি,, মারাও পড়তে পারি খামোকা। এই ভেবে যেভাবে ঢুকেছি, সেভাবে লুকিয়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। ফিরে গেলাম গাছের কাছে।'

হ্যান্স থামতেই জানতে চাইলাম, 'তখনই আমার খোঁজে এলে না কেন?'

'আসিনি, তখনও ভাবছি কোনও না কোনও ভাবে বিষাদ চোখকে সাহায্য করব। তা ছাড়া, দেখতে চেয়েছি কী ঘটে। জানতাম, আপনাকে নিয়ে সময়মত ফিরতে পারব না। তারপরও আসতে চেয়েছি, কিন্তু রাস্তা চিনতাম না।'

'হয়তো ঠিকই করেছ।'

বলে চলল হ্যান্স, 'ভোরের আলো ফুটতে লম্বা আমাহ্যাগাররা জেগে উঠল। রাতের খাবার শেষে অবশিষ্ট যা ছিল, সেগুলো খেয়ে নিল। তারপর সবাই গেল বাড়িটাতে। বিষাদ চোখকে কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেন বলল একজন। তিনি মোটা মেয়ে জেনকে নিয়ে নিজের কাপড়চোপড় গোছগাছ করলেন। লাল দাড়িওয়ালা বাস যে বড় চেয়ারে বসেন, তার সঙ্গে দুটো খুঁটি বাঁধল আমাহ্যাগাররা। চেয়ারের নীচে রাখল বিষাদ চোখের কাপড়চোপড়। তারপর খুব সাবধানে, যত্ন করে বিষাদ চোখকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। বারবার কুর্নিশও করল তাঁকে। এরপর আটজন আমাহ্যাগার খুঁটি দুটো ধরে চেয়ারসহ বিষাদ চোখকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিল। হালকা দৌড়ে দলবলসহ রওনা হয়ে গেল সবাই। চেয়ারের পাশে দৌড়াতে বাধ্য করল মোটা মেয়ে জেনকে। ঝোপ-জমির দিকে গেল তারা। সঙ্গে তাড়িয়ে নিল খামার থেকে চুরি করা এক পাল ছাগল। সবই দেখলাম, বাস। যে-গাছটার ওপরে লুকিয়ে ছিলাম, তার তলা দিয়ে গেল তারা। মানুষখেকোগুলো চলে যাবার পর ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরে আপনার খোঁজে এসেছি। রাতে দাগগুলো ভালমত চোখে পড়ত না। ...আমার আর কিছু বলার নেই, বাস।'

তিক্ত অনুভূতি চেপে বললাম, 'হ্যান্স, তুমি মদ গিলেছ বলে বেচারী বিষাদ চোখ নরখাদকের হাতে আটকা পড়েছে। তুমি যদি জেগে পাহারা দিতে, হয়তো ওদের আসতে দেখতে। আর সেক্ষেত্রে বিষাদ চোখকে বাঁচাতে পারতে। মরতে হতো না অন্যদেরও। যা-ই হোক, পরবর্তীতে তুমি বুদ্ধির কাজ করেছ। তারপরও বলব, যা ঘটল তার জন্যে স্রষ্টার কাছে দায়ী থাকবে তুমি।'

'আপনার যাজক বাবা, সেই সাধুকে আমি বলব লাল দাড়িওয়ালা সাদা-মানুষ আমাকে মদ দিয়েছে,' আপত্তির সুরে বলল হ্যান্স। 'এ অবশ্য ঠিক, সত্যিকার ভাল সাদা-মানুষ নিজে মদ খেলে কাজের লোকদের তো মদ দেবেনই। যা-ই হোক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাস, আপনার বাবা ব্যাপারটা বুঝবেন।'

ভাবলাম, ক্যাপ্টেন রবার্টসনের দোষ কম নয়। জুলুদের ভাষায়: যে বর্শা সে আকাশে ছুঁড়েছে, তা তারই মাথার উপর এসে পড়েছে। সময় নেই বলে কথা বাড়ালাম না।

'তুমি বললে আমার সঙ্গী দু'জন মাত্র ছ'জনকে মেরেছে?' প্রথমবারের মত মুখ খুলল আমস্লোপোগাস।

মাথা দোলাল হ্যান্স। 'হ্যাঁ, ছয়জনই। আমি লাশ গুনেছি।'

'দুঃখজনক,' বলল গম্ভীর আমস্লোপোগাস। 'একেকজনের উচিত ছিল ছয়টা করে নরখাদক মারা।' কুঠারে হাত বোলাল সে। 'যাক, ওরা অন্যগুলোকে শেষ করতে দিয়ে গেছে।'

ওয়্যাগন নিয়ে কাছে চলে এসেছে ক্যাপ্টেন রবার্টসন, কী ঘটেছে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল। মনে হলো কোনও অনুভূতি তাকে বলে দিয়েছে পেতে হবে দুঃসংবাদ। ক্যাপ্টেনকে দেখে দমে গেল আমার মন। বুঝে পেলাম না কীভাবে একজন বাবাকে জানাব, নরখাদকরা তার সন্তানদের হত্যা করেছে, তুলে নিয়ে গেছে মেয়েকে।

একমুহূর্ত পর বুঝলাম, এ খবর রবার্টসনকে জানানোর সাধ্য আমার নেই। ওয়্যাগন থেকে একটা জিনিস আনতে চলেছি বলে সরে এলাম। তার আগে হ্যান্সকে ইশারায় জানিয়ে দিলাম আবার প্রথম থেকে সব বলতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ পালন করল সে। ওয়্যাগনের পর্দা ফাঁক করে দেখলাম যা ঘটল, তবে কোনও কথা শুনতে পেলাম না।

ষাঁড়গুলোকে থামিয়ে ওয়্যাগন বক্স থেকে লাফিয়ে নামল ক্যাপ্টেন, মুখোমুখি হলো হ্যান্সের। টুপিটা দু'হাতে মোচড়ানোর ফাঁকে বলে চলল হ্যান্স। একটু পর দেখলাম তীব্র আতঙ্কের ছাপ পড়েছে ক্যাপ্টেনের চেহারায়। তর্ক শুরু করল, অস্বীকার করল কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিষয়ে যেন, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভয়ানক খারাপ লাগল, তার মত শক্ত মনের যোগ্য মানুষকে সন্তান হারিয়ে নিঃস্ব-রিক্ত-অসহায়ের মত কাঁদতে দেখে।

একটু পর অন্ধ আক্রোশে পাগল হয়ে উঠল, মনে হলো খুন করবে হ্যান্সকে। বোধহয় একই ধারণা হলো হ্যান্সের, কারণ দৌড় দিল। হোঁচট খেয়ে কয়েক পা হাঁটল ক্যাপ্টেন, দু'হাত মুঠো করে ঝাঁকাল, অভিশাপ দিল চিৎকার করে, তারপর উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে। মাথা ঠুকতে ঠুকতে গোঙাতে লাগল বোবা পশুর মত।

তার পাশে গিয়ে বসলাম।

'ওই হলদে বানরের মুখে কী শুনলাম, কোয়াটারমেইন?' হাহাকার করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'আপনি বুঝেছেন কী বলেছে? আমার বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলেছে যামবেজির ওপারের নরখাদকরা! ওদেরকে পুড়িয়ে খেয়েছে মা সহ! বুঝতে পারছেন কী বলছি? ওরা আমার সন্তানদের ছাগলের মত রেঁধে খেয়েছে! কালকে রাতে আপনার লোক যে-আগুন দেখেছে, ওই আগুনে আমার বাচ্চাদের পুড়িয়ে খেয়েছে!' বিলাপের সুরে ছয়টা নাম বলল ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ, ওদের ওই আগুনে পুড়িয়েছে! ইনেজকে ধরে নিয়ে গেছে। ওকে খায়নি। নিয়ে গেছে। ঈশ্বর জানেন কী ভয়ানক কারণে নিয়েছে। জাহাজের সমস্ত নাবিক শেষ। ক্যাপ্টেন ছিল ছুটিতে, আর লস্করদের ক'জনকে নিয়ে পালিয়েছে ফার্স্ট মেট টমাসো। অসহায় বাচ্চা আর মেয়েদের ফেলে গেছে ভাগ্যের হাতে। হায় ঈশ্বর! মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব! আমি পাগল হয়ে যাব! যদি আপনার মনে কোনও দয়া থাকে, তো একটু মদ এনে দিন আমাকে!'

'একটু অপেক্ষা করুন, আনছি,' না বলে উপায় দেখলাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়্যাগনে ফিরে একটা কাপে বেশ খানিক স্পিরিট ঢাললাম, তার সঙ্গে ওষুধের বাক্স থেকে নিয়ে মেশালাম ব্রোমাইড। এবার তরলের ভিতর ফেললাম তিরিশ ফোঁটা ক্লোরোডিন। মিশ্রণটা পানি দিয়ে নেড়ে ভালমত মিশিয়ে নিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। টিনের কাপের কারণে তরলের রং দেখতে পেল না, এক চুমুকে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল পুরোটা। কাপ একপাশে ফেলে বসে পড়ল মাটিতে, মাঝে মাঝে গোঙাল। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে তার দিকে চেয়ে রইল সবাই। ইতিমধ্যে হ্যান্সের মুখ থেকে গ্রামের সব ঘটনা জেনেছে তারা।

কয়েক মিনিট যেতে রবার্টসনের উত্তেজিত স্নায়ুর উপর কাজ শুরু করল ওষুধ। একটু পর উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'এবার কী করা যায়?'

'প্রতিশোধ নিতে হবে,' বললাম, 'বরং বলা উচিত ন্যায্য বিচার করতে হবে।'

'হ্যাঁ, প্রতিশোধ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রবার্টসন। 'শপথ করছি, হয় প্রতিশোধ নেব, নইলে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মরব। হয়তো দুটোই হবে।'

সুযোগ বুঝে বললাম, 'আরও একটা ব্যাপারে শপথ করা উচিত, ক্যাপ্টেন। মানুষের স্বচ্ছ চিন্তা নষ্ট করে মদ—আপনি যদি সত্যিই শিশু-নারী হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান, উদ্ধার করতে চান ইনেজকে, ছাড়তে হবে মদ। নইলে আমি আপনার সঙ্গে নেই।'

ক্যাপ্টেন রবার্টসন জানতে চাইল, 'আমি যদি মদ না ছুঁই, শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, আমার সঙ্গে থাকবেন, কোয়াটারমেইন?'

'থাকব।'

'তো আমি এই জুলুদের মত মায়ের নামে শপথ করছি, যত দিন নারী-শিশু হত্যার প্রতিশোধ না নিই, যত দিন নরখাদকদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত থেকে ইনেজকে উদ্ধার করতে না পারি, তত দিন একফোঁটা মদ স্পর্শ করব না। যদি করি, আমাকে গুলি করে মারবেন। তাতে কোনও পাপ হবে না আপনার।'

'তো কথা পাকা,' বললাম খানিক তৃপ্তির সঙ্গে। বুদ্ধি করে মানুষটাকে মদ ছাড়াতে পেরে মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম। কাজের কথায় এলাম, 'এবার ঠিক করা যাক আমরা কী করব। প্রথমে গ্রামে ফিরে অভিযানের প্রস্তুতি, তারপর রওনা হওয়া। ওয়্যাগনে চলুন, আগে জানতে হবে আপনার গুদামে কী ধরনের অস্ত্র আর গোলাবারুদ আছে। হ্যান্সের কাছে যা শুনলাম তাতে নরখাদকরা তেমন কিছু বিনষ্ট করেনি। শুধু টুকটাক জিনিস আর এক পাল ছাগল নিয়েছে।'

আমার পাশে ওয়্যাগন বক্সে বসে কী আছে জানাল ক্যাপ্টেন রবার্টসন, তারপর বলল, 'এখন মনে পড়ছে, বছর দুয়েক আগে বিশালদেহী এক লোক আসে গ্রামে। মিশ্র ভাষায় কথা বলত, আমি আর ইনেজ তার কথা মোটামুটি বুঝতে পারতাম। দেখতে ছিল আরবদের মত। অসভ্যটা বলে আমার সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। যখন জিজ্ঞেস করি কীসের ব্যবসা, বলে কয়েকটা বাচ্চা কিনবে। বলি, ক্রীতদাসের ব্যবসা করি না। লোকটা তখন ইনেজের দিকে চেয়ে বলে, ইনেজকে কিনতে চায়। ওকে নাকি তাদের সর্দারের বউ করবে। অসভ্যটা বিরাট অঙ্কের আইভরি আর সোনা সাধে; ইনেজকে নিয়ে যাবার আগেই সমস্ত পাওনা শোধ করবে। কথা শুনে শয়তানটার হাত থেকে বিরাট বর্শাটা কেড়ে নিয়ে ওটা দিয়ে তার মাথায় বাড়ি দিই গায়ের জোরে। বর্শার হাতলটা ভাঙি শয়তানটাকে পিটিয়ে, তারপর লাথি দিয়ে বের করে দিই বাড়ির সীমানা থেকে। কুকুরটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে দূরে গিয়ে চিৎকার করে বলে, একদিন সঙ্গী-সাথী নিয়ে ফিরবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন ইনেজকে কেড়ে নেবে। তখন আইভরি বা সোনাও দেবে না। রেগে গিয়ে বন্দুক আনতে বাড়িতে ঢুকি তখন। বেরিয়ে এসে লোকটাকে আর দেখিনি। পালিয়ে যায়। এরপর সে ঘটনা ভুলেই যাই। এতদিন পর আজকে মনে পড়ল।'

'কথা রেখেছে,' মন্তব্য করলাম।

জবাব দিল না ক্যাপ্টেন রবার্টসন। ব্রোমাইড আর লুডানামের কড়া ডোজ কাজ করেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে সে। স্বস্তি বোধ করলাম তাতে। এখন আসলে রবার্টসনের দরকার ঘুম, নইলে হয়তো সত্যি পাগল হয়ে যেত।

গ্রামে পৌঁছুলাম সূর্যাস্তের সময়। নরখাদকদের পিছু নেয়া সম্ভব হলো না। আসবার পথে এ-ব্যাপারে ভেবেছি, তৈরি না হয়ে ধাওয়া করে লাভ হবে না। আগে বিশ্রাম নিতে হবে, সম্পন্ন করতে হবে সমস্ত প্রস্তুতি। নরপিশাচগুলো এমনিতে অন্তত বারো ঘণ্টার পথ এগিয়ে গেছে। ধরা অসম্ভব। পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে গন্তব্যের শেষে ধরব, যদি আদৌ সম্ভব হয়। এমনও হতে পারে, রহস্যময় আফ্রিকা মহাদেশের দুর্গম, গহন অরণ্যে চিরতরে হারিয়ে গেছে তারা। আজ বুদ্ধিমানের কাজ হবে রাতে পথে না নেমে অভিযানের জন্য নিজেদের তৈরি করা।

আমরা যখন গ্রাম পাশ কাটালাম, তখন ঘুমিয়ে আছে রবার্টসন। ঘুমিয়ে আছে বলে স্বস্তি বোধ করলাম। নরখাদকদের ভোজের পর যা অবশিষ্ট, তা দেখা বীভৎস ব্যাপার। বিশেষ করে অবশিষ্টগুলো যদি হয় নিজের ছেলে-মেয়ে-বউয়ের। মানব দেহের টুকরোগুলো নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থা করলাম। যুদ্ধে মরেনি এমন কারও লাশ ছুঁবে না জুলু যোদ্ধারা, কাজেই হ্যান্স ও খামারের ক'জন ছেলেকে নিয়ে বড় দুটো আগুন জ্বাললাম, তাতে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেলার ব্যবস্থা করলাম। খামারের ছেলেগুলোকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে কবর দেয়ার বড় একটা গর্ত করালাম। ওই কবরে মাটি চাপা দেয়া হলো অন্য লাশগুলো। শেষ পর্যন্ত মুছে ফেলা গেল বধ্যভূমির পাশবিকতার চিহ্ন।

এরপর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম আমাহ্যাগাররা চলে যাওয়ায় ফিরেছে কাপুরুষ টমাসো ও তার দলবল। টমাসোর কপাল মন্দ যে আমস্লোপোগাসের সামনে পড়ে গেল। মোটা লোকটাকে কুকুর, নারী-শিশু ফেলে পালিয়ে যাওয়া চরম কাপুরুষ জানোয়ার ছাড়াও আরও নানান বিশেষণে অভিহিত করল আমস্লোপোগাস। কে যেন কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল টমাসোকে।

অকৃতজ্ঞ টমাসো নিজ সমস্ত দায়-দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করল। বলল, সে সাহায্য আনতে গেছে।

মিথ্যা শুনে আরও খেপল আমস্লোপোগাস, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

টমাসোর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, তবে আমস্লোপোগাসকে দেখে মনে হলো বিশাল কোনও সিংহ, ছোট কোনও হরিণ ধরেছে। ঘাড় ধরে টমাসোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই খপ করে ধরল আবার। এবার মনে হলো আমস্লোপোগাস হাঁটুর উপর লোকটাকে রেখে মড়াৎ করে ভাঙতে চলেছে শিরদাঁড়া। ঠিক সময়ে পৌঁছে বাধা দিলাম, চিৎকার করে বললাম, 'ছাড়ো! ছেড়ে দাও ওকে! এমনিতে অনেক খুনোখুনি হয়েছে!'

'তা হয়েছে,' সায় দিল আমস্লোপোগাস। 'ঠিক আছে, এই ভীতু পাতি-শিয়ালটা সমস্ত লজ্জা হজম করে বরং বেঁচেই থাকুক।' ঘাড় ধরে টমাসোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

পড়ে থেকে একটানা গোঙাতে লাগল টমাসো।

আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙল রবার্টসনের, হতভম্ব চেহারায় নেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এল ওয়্যাগন থেকে। বাড়িতে ঢুকলাম তাকে নিয়ে। ঢুকবার সময় দেখলাম দুঃসাহসী দুই জুলু যোদ্ধার মরদেহ। কাছেই পড়ে আছে মৃত নরখাদকরা। ইনেজের গুলিতে মৃত লোকটাকেও দেখলাম। তুখোড় দুই জুলু যোদ্ধার শরীরের সামনের দিকে অসংখ্য ক্ষত। মরণপণ লড়েছে তারা। একবারও পিঠ দেয়নি শত্রুদের দিকে। আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই তাদের পিঠে।

বিছানায় শুইয়ে দিলাম রবার্টসনকে, তারপর বেরিয়ে এসে ভালমত দেখলাম মৃত আমাহ্যাগারদের। সুঠামদেহী দীর্ঘকায় মানুষ তারা, সুদর্শন কাটা চেহারা, চুলগুলো কোঁকড়ানো। দেখে মনে হলো এরা সেমিটিক জাতির লোক, বান্টু রক্তও রয়েছে। তাদের বর্শার একটা মাঝখান থেকে কাটা পড়েছে জুলু যোদ্ধাদের কুঠারের কোপে। ওটা তুলে নিয়ে দেখলাম, ফলা বেশ চওড়া ও লম্বা। যেমন বর্শা ব্যবহার করে মাসাইরা। তবে সেগুলোর চেয়ে উন্নত এই বর্শা।

ইতিমধ্যে প্রায় ডুবে গেছে সূর্য। সারাদিনের ক্লান্তি যেন চেপে বসল। মুখে কিছু দেব বলে বাড়িতে ঢুকলাম, হ্যান্সকে নির্দেশ দিলাম খাবার রাঁধতে।

টেবিলে খেতে বসতেই চলে এল ক্যাপ্টেন রবার্টসন। জোর করে তাকে খেতে বাধ্য করলাম। ঘরে ঢুকে কাবার্ডে রাখা মদের বোতলের দিকে যেতে চাইল।

'হ্যান্স কফি করছে,' সতর্ক করার সুরে বললাম।

'ধন্যবাদ,' জবাবে বলল। 'মনে ছিল না এখন থেকে মদ নেব না। বোঝেনই তো, অভ্যেস।'

সত্যিই, এরপর ক্যাপ্টেন একফোঁটা মদ পান করল না। আমি নিজে প্রতিরাতে পরিমিত পরিমাণে পান করলেও একবারও চাইল না। লোভকে জয় করবার তার এই দৃঢ়তা সত্যি মুগ্ধ করল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

।মাকে। অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে মদ্যপানে, ফলে শরীরে মদ না ড়তে প্রথম কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে থাকল। নানারকম শারীরিক সুবিধা হলো।

সত্যি বলতে, মানুষটা যেন একেবারে বদলে গেল। গম্ভীর য়ে গেল আগের চেয়ে, হয়ে উঠল কাজের মানুষ। যেন অসীম ার ধৈর্য। একটা ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে—মেয়েকে দ্ধার করতে হবে, সে সঙ্গে প্রতিশোধ নিতে হবে কাছের নুষগুলোর অন্যায় হত্যাকাণ্ডের। নিজ পাপের কথা ছাড়া আর ছু ভাবতে আগ্রহ থাকল না রবার্টসনের। চরিত্রের দৃঢ়তা তার তীতের সমস্ত লাম্পট্যকে ধুয়ে দিল। এতই কর্মঠ হয়ে উঠল, ামার মত কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত লোক তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে াজ করে হাঁপিয়ে গেলাম।

আগের প্রসঙ্গে ফিরি। ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে খেতে বসে াপাপ-আলোচনার মাধ্যমে লিস্টি তৈরি করলাম। অভিযানে াতে হলে সেসব লাগবে। ক্যাপ্টেনের তৃতীয় কাপ কফিতে াপনে ঢেলে দিলাম আরও খানিক ব্রোমাইড, এরপর শুতে াঠিয়ে দিলাম তাকে। এবার শুতে গেলাম আমি। এখানে হত্যা শেষে নরমাংস খাওয়ার হিড়িক পড়ে, বা লাশ পড়ে াছে আমার জানালার পাশে, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ঘয়ে পড়লাম মড়ার মত।

ক্যাপ্টেনকে ভোরে ডেকে তুলব কী, সে-ই তুলল আমাকে, াল একটু পর সূর্য উঠবে—কাজেই তৈরি হওয়া দরকার। াকানে যেতে হবে।

যাওয়ার পথে জানতে চাইল রবার্টসন দেহাবশিষ্টের কী গতি াছে। জবাবে নিভন্ত আগুনের ছাই দেখিয়ে দিলাম। ছাইয়ের াশে বসে ছোটবেলায় মা'র কাছে শেখা প্রার্থনা আউড়াল সে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর আগুনের ধার থেকে দেহভস্মের খানিক ছাই দু'হাতে তুলে ছুঁড়ে দিল আগুনের ভিতর। কিছু ওড়াল বাতাসে—এসবের উদ্দেশ্য কী বুঝলাম না, জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। হয়তো এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কোনও ঋণ শোধ করা হলো, প্রকাশ করা হলো অনুতাপ, বা গ্রহণ করা হলো প্রতিশোধের শপথ—এতকাল জংলিদের ভিতর বাস করে তাদের কাছ থেকে যে-রীতি শিখেছে, তার অর্থ ক্যাপ্টেনই জানে।

এরপর সরাসরি দোকানে গেলাম। আমাদের সঙ্গে যে-ক'জন গ্রামবাসী জলহস্তি শিকারে গেছে, তাদের সহায়তায় বেছে নিলাম যা কিছু লাগবে। জিনিসগুলো পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। সন্তুষ্টির সঙ্গে দেখলাম, আমার নির্দেশমত সব আগেই বেঁধে-ছেঁদে রাখা হয়েছে।

ফিরবার পথে চোখে পড়ল, আমস্লোপোগাস আর জুলু যোদ্ধারা নিজ রীতি অনুযায়ী টিলার ঢালে গর্ত খুঁড়ছে। ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান করে মৃত সঙ্গীদের কবর দিল। খেয়াল করলাম, স্বাভাবিক নিয়ম মেনে লাশের সঙ্গে কুঠার ও বর্শা দেয়নি। আমস্লোপোগাস বোধহয় ভেবেছে ওগুলো পরে লাগবে, তাই রেখে দিয়েছে। আসল অস্ত্রের বদলে কাঠের তৈরি খুদে প্রতিকৃতি দেয়া হলো কবরে। তার আগে প্রতিকৃতিগুলো ভেঙে 'খুন' করা হলো। ওগুলো হয়ে গেল মৃতদের অস্ত্র। শুধু তারা ব্যবহার করবে।

শেষকৃত্য দেখতে রয়ে গেলাম, শুনলাম জাদুকর গোরোকোর বক্তৃতা।

ভোরের কুয়াশার মাঝে কুঠারে ভর দিয়ে মূর্তির মত নীরবে দাঁড়িয়ে আমস্লোপোগাস। তাকে উদ্দেশ্য করে বলল গোরোকো, 'ও কুঠারের বাবা, ও সর্দার। ও বাবা, ও স্বর্গের সন্তান, বুলালিও, ও মানুষের হৃৎপিণ্ডে ঠোকর দেয়া কাঠ-ঠোকরা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জার খুনি, ও হাজাকাজি দখলকারী, ও শত লড়াইয়ের জয়ী...'

এ হলো সম্বোধনের শুরু—বোঙাইন। আরও যা বলা হলো তা উল্লেখ করলে অন্তত কয়েক পৃষ্ঠা লাগবে। সম্বোধন শেষ হলে গোরোকো বলে চলল, 'আমি নিজে জানতাম না, পরে আমাকে বলা হয়েছে, যে-আত্মা আমার ওপর ভর করেছিল, সে বলেছে এ জায়গা দিয়ে বইবে রক্তের নদী। রক্তের নদী ঠিকই বয়েছে। সেই রক্তে মিশেছে আমাদের ভাইদের রক্ত।' মৃত দুই জুলু যোদ্ধার নাম উচ্চারণ করল সে। সেসঙ্গে তাদের কয়েক পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করল। আবার আমস্লোপোগাসকে উদ্দেশ করে বলল, বাবা, মনে হয় আপনি হলে ওদের জন্যে যেমন মরণ চাইতেন, তেমনি মরণই পেয়েছে ওরা জীবন শেষে। সন্দেহ নেই যে এমন রাজা কাহিনি রেখে মরতে চেয়েছে ওরা। এটা যদিও ঠিক যে এর চেয়ে ভাল মরণ হতে পারত, আরও মানুষখেকো মারতে পারত, তবু স্বীকার করতে হবে, পেটের ভেতর থেকে অসুস্থ ছিল তারা। এখন তারা শেষ, অনেক দূরে গিয়ে পৃথিবীর নীচে ভূতদের সঙ্গে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের জীবনের গল্প বলা শেষ। ক'দিন পর নিজেদের সন্তানদের কাছে নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সূর্য ডুবে যাবার পর সম্মানের সঙ্গে ফিসফিস করে নেয়া হবে তাদের নাম। সেটা তাদের জন্যে যথেষ্ট। ওই দুজন দেখিয়ে দিয়েছে কীরকম করে মরা উচিত। দেখিয়েছে যেভাবে তাদের আগে মরেছে আমাদের বাবারা।'

একটু থামল গোরোকো, তারপর হাতে দোলা দিয়ে বলল, আমার কাছে আবারও এসেছে আত্মা, বলেছে আমাদের ভাইদের প্রাণ বৃথা না। আমরা প্রতিশোধ নেব। কুঠারের সর্দার, শুনুন, একটা সম্মান আসছে কুঠারের জন্যে। প্রাণভরে রক্ত পান করবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে।' সবাইকে দেখল গোরোকো, তারপর বলল, 'এবার আ কথা শেষ।'

'ভাল সংবাদ!' ঘোঁৎ করে উঠল আমস্লোপোগাস, বিরাট কু ইনকোসিকাস তুলে সালাম জানিয়ে দিল মৃত যোদ্ধাদের। আ দিকে এগিয়ে এল সে। আসন্ন অভিযান নিয়ে আলাপ করবে।

আট

নানা কারণে দুপুরের আগে রওনা হতে পারলাম না। প্রথ মালামাল ভাগ করে দিলাম। মালামাল বলতে গুলি বেশি, ও জিনিস খুবই কম। ভার বইবার জন্য দুটো গাধা আর ছয়টা নিলাম। সেৎসি মাছির কামড় খেয়েও বেঁচেছে, কাজেই আশা ওরা নতুন করে আক্রান্ত হবে না।

ভারবাহী জন্তু মারা পড়তে পারে, কাজেই প্রয়োজনে মালা বহনের জন্য আরও নিলাম গ্রামের সেরা দশজন শিকারিকে। আমাদের সঙ্গে জলহস্তি শিকারে গেছে। অনিচ্ছা নিয়ে এল তা মনে হয় যদি উপায় থাকত, আসত না।

রবার্টসন যেতে নির্দেশ দিয়েছে, আর জুলু যোদ্ধাদের চেয়েই বুঝল, রয়ে যেতে চাইলে একজনও বাঁচবে না। তা ছা ওই হত্যাযজ্ঞে এদের কেউ কেউ হারিয়েছে স্ত্রী-সন্তান। মা হিসেবে তারা খুব সাহসী নয়, তবে প্রতিশোধস্পৃহা ঠি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেগেছে মনে। সবচেয়ে বড় কথা, সবাই তারা আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারে। সঙ্গে রয়েছে চমৎকার রাইফেল। আর, মনে হলো আমার নেতৃত্বে তাদের আস্থার অভাব নেই। একটু গড়িমসি করলেও কিছুক্ষণ পর রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে গেল সবাই।

ঠিক করতে হলো আমাদের অনুপস্থিতিতে খামার কীভাবে চলবে, বা দোকান চালাবে কে। আমার ওয়্যাগন ও ষাঁড় দেখে রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত আর কাউকে না পেয়ে দায়িত্বের ভার চাপল মার খাওয়া বিপর্যস্ত টমাসোর উপর। সে ভেবেছে আমাহ্যাগারদের বিরুদ্ধে লড়তে যেতে হবে, যখন শুনল আমাদের সঙ্গে যেতে হবে না, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ধরেই নিয়েছে এ অভিযান থেকে জান নিয়ে ফিরব না। আর যদি না ফিরি তো স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী লাভজনক এই খামার ও দোকানের মালিক হবে সে নিজে। খাঁটি এক ক্যাথোলিকের মত বেশ ক'জন সন্তের নামে শপথ করল টমাসো। বলল, সে নিজের মনে করে সবকিছু দেখে রাখবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, লোকটা মনে মনে আশা করছে, শীঘ্রি ওসব তারই হবে।

'শোনো মোটা শুয়োর,' তাকে বলল আমস্লোপোগাস। যেন অর্থ বুঝতে ভুল না হয়, কথাগুলো উৎসাহের সঙ্গে অনুবাদ করল হ্যান্স: 'আমি ঠিকই ফিরব, কারণ জাদুকর যিকালির মাদুলি বহনকারীর সঙ্গে চলেছি। আর ফিরে এসে যদি দেখি সাদা সর্দার মাকুমাযানের একটা ষাঁড় হারিয়েছে, বা তাঁর ওয়্যাগন থেকে কিছু চুরি হয়েছে... কিংবা তোমার মনিবের মাঠে ঠিকমত চাষ হয়নি, তাঁর কোনও ক্ষতি হয়েছে, তো... কুঠারের শপথ! এই কুঠার দিয়ে তোমাকে টুকরো টুকরো করব। ...যদি তোমাকে খুন করতে দুনিয়ার আরেক প্রান্তে যেতে হয়, তা-ই করব। কী বলেছি বুঝতে পেরেছ, মোটা শুয়োর? মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের ফেলে লেজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষ, কানে ঢুকেছে আমার কথা?'

টমাসো তাড়াতাড়ি জানাল, সবই বুঝেছে সে। জানাল, ঈশ্বর যদি সহায় হন, তো সব ঠিক চলবে।

বুঝলাম, সন্তদের কাছে প্রার্থনা করছে, যেন তার কুঠার নিয়ে কখনও ফিরতে না পারে আমস্লোপোগাস। কাপুরুষ টমাসোকে একফোঁটা বিশ্বাস করলাম না। ড্রাইভার ও রাখাল ছেলেটাকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মালামালের দেখভালে থাকতে বললাম।

শেষ পর্যন্ত আমরা রওনা হলাম। ফুলেলা শব্দ সাজিয়ে সরবে আমাদের জন্য প্রার্থনা করল টমাসো। যাদের আত্মীয়-স্বজন মারা পড়েছে, তারা নীরবে প্রার্থনা করল।

গোটা আফ্রিকায় পায়ের ছাপ চিনতে হ্যান্সের সমান কেউ নেই। কাজেই কাফেলার আগে হাঁটল হ্যান্স। যেন আকস্মিক কোনও বিপদ না হয়, তা-ই ওকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল আমস্লোপোগাস ও তার তিন জুলু যোদ্ধা। এরপর একটু দূরত্ব বজায় রেখে হেঁটে চলল ক্যাপ্টেন রবার্টসন। একা থাকতে চাইছে, কাজেই বিরক্ত করলাম না। তার পরে আমি। আমার পর ভারবাহী জন্তু নিয়ে গ্রামবাসী শিকারি দল। মিছিলের শেষে জুলু যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে গোরোকো। গ্রামের কোনও শিকারি যেন পালাতে না পারে, তাই এই পেছনে চলা। আমারও মনে হয়েছে, সুযোগ পেলে গ্রামবাসীদের কেউ কেউ পালাবে।

একঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ঝোপের রাজ্যে পৌঁছে গেলাম। মনে শঙ্কা জাগল, এবার শুরু হবে ঝামেলা। আমাহ্যাগাররা যদি চাতুরি করে, নিজেদের পায়ের চিহ্ন এখান থেকেই লুকানোর চেষ্টা করবে। তবে দেখা গেল, তেমন কোনও চেষ্টা তারা করেনি।

সন্ধ্যার একটু আগে এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম, সেখানে খামার থেকে আনা ছাগল পুড়িয়ে খেয়েছে। সঙ্গে গরু নেয়নি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অথচ ছাগল কেন, তা পরবর্তীতে পরিষ্কার হয়েছে। গরু দ্রুত হাঁটতে না পারলেও ছাগল তাড়িয়ে নেয়া সহজ।

চিহ্ন দেখে কীভাবে কী ঘটেছে জানাল হ্যান্স। দেখাল চেয়ার কোথায় নামানো হয়। ওখানে ইনেজকে হাত-পা'র খিল ছাড়াতে হাঁটতে দেয়া হয়। কফির ছোপ এক জায়গায়। ইনেজের জন্য বোধহয় সসপ্যানে কফি তৈরি করে জেন।

কতজন আমাহ্যাগার, তা জানাল হ্যান্স। যে নরখাদককে আহত করেছে ইনেজ, তাকে নিয়ে মোট একচল্লিশ জন। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়েছে আহত লোকটার ক্ষত থেকে। ডান পায়ে ভালমত ভর দিতে পারেনি। ক্ষতটা তার ডানদিকেই।

রাতে চিহ্ন দেখে এগুনো সম্ভব নয়।

ওখানে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম নিলাম।

পরবর্তী দুই দিন যেন প্রথম দিনের পুনরাবৃত্তি হলো। তবে চতুর্থ দিন ঝোপ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম জলাভূমিতে। অসুবিধে হলো না আমাহ্যাগারদের অনুসরণ করতে। স্থানীয়দের তৈরি পথ গেছে নদীর দিকে। এই জলাভূমি এলাকার বাসিন্দারা ঢিবি বা ভাসমান দ্বীপের উপর বাড়ি তৈরি করে। ঢিবিগুলো প্রাকৃতিক, না তাদের তৈরি, বুঝলাম না।

নলখাগড়া অঞ্চলে আমাদের দ্বিতীয় দিনে করুণ এক দৃশ্য দেখলাম। বামদিকে দেখলাম ঢিবির উপর ছোট এক গ্রাম। চার-পাঁচটা বাড়ি, বাসিন্দা সর্বসাকুল্যে ছিল জনা কুড়ি। তথ্যের আশায় ঢিবিতে উঠে দেখি অশীতিপর এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। আরেকটু এগিয়ে বড় এক আগুনের চিহ্ন। রবার্টসনের গ্রামের সেই একই দৃশ্য চারপাশে—নরখাদকরা মানুষ পুড়িয়ে ভোজ খেয়েছে। পর্ণ কুটিরগুলো খালি।

চলে আসছি, এমনসময় হ্যান্সের তীক্ষ্ণ কানে ধরা পড়ল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোঙানির শব্দ। আওয়াজ অনুসরণ করে ঢিবির পায়ের কাছে চলে গেলাম। নলখাগড়ার ভিতর পেলাম এক বৃদ্ধাকে। বর্শার আঘাতে উরুতে তৈরি হয়েছে ভয়ঙ্কর ক্ষত। সেটা এমনই, রক্তক্ষরণে ধীরে ধীরে মরবে। ক্যাপ্টেন রবার্টসনের এক লোক স্থানীয়দের ভাষা বলতে পারে, সে কথা বলল বৃদ্ধার সঙ্গে।

বৃদ্ধা পানি চাইল। তৃষ্ণা মেটার পর বলে গেল কী ঘটেছে তাদের গ্রামে।

আমাহ্যাগাররা গ্রাম আক্রমণ করে প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে। অল্প দু'একজন পালাতে পেরেছে। এক তরুণী আর তিন শিশুকে পুড়িয়ে খেয়েছে। আহত বৃদ্ধা পালিয়ে যায় নলখাগড়ার বনে। খাওয়ার উপযুক্ত নয় ভেবে তাকে ধাওয়া করেনি।

আমার কথায় জিজ্ঞেস করা হলো আমাহ্যাগারদের সম্বন্ধে।

জবাবে বৃদ্ধা বলল, তার দাদার আমলের লোক জানত। ছোটবেলায় সে শুনেছে। তারপর মানুষখেকোদের ব্যাপারে আর কিছু শোনেনি। আমাহ্যাগার হিংস্র জাতি, বাস করে বড় নদীর উত্তরে, অনেক দূরে। তাদের পূর্ব-পুরুষ শাসন করত দুনিয়া।

সে-সময়ের বৃদ্ধরা বলত, আগে আমাহ্যাগাররা নরখাদক ছিল না। পরে খাবারের অভাবে মানুষ খেতে শুরু করে। মানুষের মাংসের স্বাদ পছন্দ হয়ে যায়, এরপর খাবারের অভাব মিটলেও আর ছাড়তে পারেনি নরমাংস খাওয়া। নিজেদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেয় তাদের সর্দার। কাজেই মানুষ খাবার লোভে দূর-দূরান্তে হানা দিত তারা। আমাহ্যাগারদের অনেক গরু আছে, কিন্তু গরুর মাংস তাদের পছন্দ নয়। তবে ছাগল আর শুয়োরের মাংসের স্বাদ মানুষের মাংসের মত, তাই মাঝে মাঝে খায়। বৃদ্ধার পূর্ব-পুরুষদের বক্তব্য অনুযায়ী: ভয়ঙ্কর অশুভ জাতি আমাহ্যাগার। তাদের মায়াজাল আর জাদুর শেষ নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানি পান শেষে হড়বড় করে কথাগুলো বলে গেল বৃদ্ধা। মনে হলো পায়ের ক্ষতে গ্যাংগ্রিন ধরেছে, টের পাচ্ছে না ব্যথা। যা বলল, সব অনেককাল আগের কথা। প্রশ্নের জবাবে জানাল, ইনেজকে দেখেনি। শুধু বলতে পারল, ভোরে তাদের গ্রামে হামলা হয়, পালানোর সময় আহত হয় সে বর্শার আঘাতে।

ক্যাপ্টেন রবার্টসন আর আমি ভাবতে শুরু করলাম অসহায় আহত বৃদ্ধার কী গতি করব। তাকে এখানে ফেলে যাওয়া চরম নিষ্ঠুরতা। তবে কিছুক্ষণ পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল বৃদ্ধা। অবসান হলো আমাদের চিন্তা। কয়েকবার সুদূর অতীতে কৈশোরে চেনা কার নাম নিল, তারপর যেন ঘুমিয়ে পড়ল পরম শান্তি নিয়ে। লাশ রেখে আবার রওনা হলাম।

পরদিন পৌঁছুলাম যামবেজির তীরে। বিপুল জলরাশি বইছে নিরন্তর। এখন খরার সময়, তা-ও এখানে একমাইলের বেশি চওড়া। বামে বড় এক গ্রাম চোখে পড়ল। তথ্যের আশায় ওখানে গেলাম। এ গ্রামে বহু মানুষের বাস, আক্রমণ করেনি নরখাদকরা। ওখানে জানলাম, তিনরাত আগে চুরি গেছে কয়েকটা ক্যানু। বুঝতে দেরি হলো না, ওই ক্যানুগুলোতে চেপে নদী পার হয়েছে আমাহ্যাগাররা।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে, অসুবিধে হলো না ক্যানু জোগাড় করতে। বদলে দিতে হলো একটা ষাঁড়। আপত্তি তুললাম না, সেৎসি মাছির কামড়ে এমনিতে ওটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দু'একদিনের মধ্যে মরবে।

এসব ক্যানু বেশ বড়, গাধাগুলোকে তুলতে কোনও ঝামেলা হলো না। গাধা শান্ত প্রাণী, ক্যানুতে তুললাম, কিন্তু ষাঁড় তুলতে সাহস পেলাম না। হুড়োহুড়ি লাগিয়ে মাঝ নদীতে ক্যানু ডুবিয়ে দেবে। শেষে দুটো ষাঁড় মেরে সঙ্গে মাংস নিলাম। বেশ ক'দি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাংসের চাহিদা মিটবে। অন্য তিন ষাঁড়কে চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে নিলাম। ক্যানু থেকে টেনে চেষ্টা হলো নদী পারাপারের। সাঁতার কেটে হতশ্রান্ত হয়ে ডুবল দুটো ষাঁড়। অন্যটার প্রাণশক্তি বেশি, শেষ পর্যন্ত তীরে পৌঁছল।

যামবেজি পেরিয়ে আবার দুর্ভেদ্য নলখাগড়া, আমাহ্যাগারদের পায়ের ছাপ নতুন করে খুঁজে বের করল হ্যান্স। পায়ের ছাপ যে তাদেরই, নিশ্চিত হওয়া গেল কাঁটাঝোপে সুতির কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো দেখে। অমন ছাপের পোশাক ইনেজের আছে। প্রথমে ভাবলাম কাপড়ের টুকরো ছিঁড়েছে কাঁটা লেগে, পরে বুঝলাম অনুসরণ করতে যেন সুবিধা হয়, তাই রেখে গেছে। এমন কাপড়ের টুকরো আরও পেয়ে নিশ্চিত হলাম, আমার ধারণা সঠিক।

পরবর্তী তিন সপ্তাহের পথচলার বিস্তারিত বর্ণনা দেব না। শুধু বলব, বারবার আমাহ্যাগারদের চিহ্ন হারিয়ে গেল। শেষে ছড়িয়ে পড়ে আবার খুঁজে বের করলাম কোথা দিয়ে গেছে। এতে গেল অনেক সময়। নলখাগড়া ও জলাভূমি পেরুবার পর জমিন ক্রমশ উপরের দিকে উঠল। পাথুরে জমিতে পৌঁছলাম। শক্ত জমিতে চিহ্ন খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। খুঁজে হয়তো পেতামই না, তবে ইনেজের আহত করা নরখাদকের লাশ পেলাম। এতে বুঝলাম, আমরা ঠিক পথে চলছি। লোকটার ক্ষতগুলো পচে গিয়েছিল। লাশের অবস্থা দেখে বুঝলাম, দু'দিনের হাঁটা-পথ এগিয়ে রয়েছে আমাহ্যাগাররা।

পরে নরম জমিতে তাদের পায়ের ছাপ দেখল হ্যান্স। চিহ্ন অনুসরণ করে বিস্তৃত সব উপত্যকা ধরে চললাম। এসব উপত্যকায় বড় গাছ জন্মেছে। একটা থেকে আরেকটা উপত্যকা বিচ্ছিন্ন হয়েছে উঁচু-অনুর্বর-পাথুরে জমির কারণে। এসব জায়গায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিহ্ন পাওয়া কঠিন হলো। দু'বার ইনেজের ফেলে যাওয়া কাপড়ের টুকরো পথ দেখাল।

এরপর অদৃশ্য হলো আমাহ্যাগারদের চিহ্ন। কোনদিকে গেছে তা ধারণা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমাদের চারপাশে এদিক ওদিক গেছে ঝোপঝাড়ে ভরা একের পর এক উপত্যকা। কোনটা ধরে যাওয়া উচিত, বা কোনটা ধরে নয়, বুঝবার উপায় রইল না। অসহায় বোধ করলাম। অল্প ক'জন মানুষকে এত বিশাল অঞ্চলে কোথায় খুঁজব?

একসময় হাল ছেড়ে দিল হ্যান্স, মাথা নেড়ে অপারগতা জানাল। একরোখা, আত্মপ্রত্যয়ী ক্যাপ্টেন হতাশ হয়ে পড়ল। মলিন মুখে বলল, 'আমি বোধহয় আমার মেয়েটাকে হারিয়ে ফেললাম।'

'হতাশ হবেন না,' সান্ত্বনা দিলাম তাকে। ঢালের উপর ক্যাম্প করেছি। একা দাঁড়িয়ে ওখানে ভাবতে লাগলাম।

আমাদের অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। গবাদি পশুগুলো মরেছে। আজই মরল শেষ গাধা। খাবারের অভাবে ওটাকে রেঁধে খেয়েছি। অনেক দিন হলো মেলে না শিকার। গ্রাম থেকে নিয়ে আসা ভার বহনকারীরা পৌঁছে গেছে ক্লান্তির শেষ সীমায়। পারলে পালাত, তবে চারপাশে রুক্ষ-অনুর্বর প্রকৃতি—যাবে কোথায়? এমনকী দুর্ধর্ষ জুলুরা হতাশ হয়ে পড়ল, অসন্তোষ প্রকাশ করল। বড় নদী পেরিয়ে লড়তে এসেছে, অভুক্ত থেকে বুনো এলাকায় ঘুরতে নয়। আমস্লোপোগাস অবশ্য কোনও অভিযোগ করল না। তার ধারণা গোরোকোর কথা ঠিক হবে, বাধবে বিরাট লড়াই, আর তাতে বিজয়ী হয়ে সম্মান পাবে সে।

অবশ্য বরাবরের মতই হ্যান্স হাসি-খুশি। একবার বলেছে, যেহেতু আমাদের সঙ্গে যিকালির জাদুর মাদুলি, কাজেই শুরুতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খারাপ যা-ই ঘটুক, আসলে সব ভালর জন্য ঘটছে। হ্যান্সের কথা শুনে মোটে সান্ত্বনা পাইনি।

এক সন্ধ্যায় একাকী গেলাম দূরে, পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে চাইলাম হতাশ চোখে। চারপাশে যতদূর চোখ যায়, মাইলের পর মাইল শুধু ঝোপ ছাওয়া উপত্যকা আর রুক্ষ-উঁচু-ন্যাড়া টিলা। মনে পড়ল ছাইয়ে আঁকা যিকালির সেই মানচিত্রের কথা। ওটা যদি এদিকের এলাকার হয়, এই অনুর্বর জমি পার হয়ে মিলবে বিশাল এক জলাভূমি। জলাভূমির পর থাকবে একটা পর্বত।

মনে হলো সেই কুহকিনী সাদা রানির আবাসের দিকে চলেছি আমরা। কিন্তু আসলেই কি আছে তেমন কেউ? যিকালি ওই মানচিত্র কল্পনা থেকে আঁকেনি তো?

সাদা রানিকে নিয়ে মাথা ঘর্মাক্ত করলাম না। বারবার মনে হলো বেচারী ইনেজের কথা। কাপড়ের টুকরো দেখে বুঝেছি ক'দিন আগেও বেঁচে ছিল। এখন কোথায় সে? পাথুরে জমিতে নরখাদকদের পায়ের সমস্ত ছাপ হারিয়েছি। কোনও চিহ্ন যদি থাকত, তাও হয়তো ভারী বৃষ্টিপাতে মুছে গেছে। এমনকী হ্যান্স চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে মেনে নিয়েছে হার।

আর কিছু করবার নেই কারও।

অসহায় ভাবে চারপাশে চাইলাম। ঠিক তখনই ঝড়ো মেঘের ফাঁক দিয়ে নামল সূর্যের লালচে আলো। অনেক দূরে জমির ঢালে সাদা এক চাপড়ার উপর পড়ল রোদ। জায়গাটা চুনা-পাথরে তৈরি মনে হলো। অমন সাদা জায়গা ঝোপের সাগরে অভিযাত্রীদের জন্য চিহ্ন হিসেবে কাজ করবে। ঠিক করেছি পুবে রওনা হবো, কিন্তু চুনা-পাথরের চাপড়া দেখে মনের ভিতর থেকে হঠাৎ তাগিদ পেলাম। মনে হলো যেন মাথার ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে দিল: আর কোনও পথে নয়, ওই চুনা-পাথরের টিলার দিকে পা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালাও। সন্দেহ নেই, এমন মনে হওয়ার কারণ সীমাহীন ক্লান্তি ও মানসিক চাপ। তবে তাগিদটা সত্যি এল জোরাল ভাবে। মনের মাঝে যুক্তি সাজিয়ে আর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম না।

পরদিন সকালে উত্তর-পশ্চিমে রওনা হলাম, ওই চুনা-পাথরের চাপড়ার দিকে। প্রথমবারের মত সরাসরি সামনে না বেড়ে কোনাকুনি ভাবে চলেছি। উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায়, বা ড্রিঙ্ক ছেড়ে দেয়ায় চড়া মেজাজ হয়েছে রবার্টসনের, কর্কশ সুরে প্রশ্ন করল অন্যদিকে চলেছি কেন।

তাকে বললাম, 'দেখুন ক্যাপ্টেন, আমরা যদি সাগরে থাকতাম আর আপনি কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন, সেক্ষেত্রে এ-ধরনের কোনও প্রশ্ন তুলতাম না। আর প্রশ্ন যদি করেও বসতাম, আশা করতাম না জবাব দেবেন। আপনার নিজ ইচ্ছায় এ দলের নেতৃত্ব নিয়েছি, কাজেই আশা করব বিনা প্রশ্নে আমার কথামত চলবেন।'

'বেশ,' বলল ক্যাপ্টেন। 'মনে হয় এদিকের ম্যাপ দেখেছেন। অবশ্য, সত্যি যদি কোনও ম্যাপ থেকে থাকে এই নরকের। আর শৃঙ্খলা সবসময় শৃঙ্খলাই—তা মানতে হয়। এগিয়ে চলুন, আমার কথায় কিছু মনে রাখবেন না।'

অন্যরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিল আমার সিদ্ধান্ত। সবার অবস্থা এত খারাপ, কোনদিকে চলেছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সাধ্য নেই। তা ছাড়া, আমার নেতৃত্বে তাদের আস্থা আছে।

'নিশ্চয়ই বাসের ওদিকে যাবার কারণ আছে,' অনিশ্চিত স্বরে বলল হ্যান্স। 'মানুষখেকোদের পায়ের ছাপ গেছে পুবে, সূর্য ওঠার দিকে। তা হলে আবার এদিকে ফিরবে কেন, বুঝলাম না।'

কোনও যুক্তি নেই, তবু ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, 'কারণ আছে বলে চলেছি।'

এক চোখে টলটলে অশ্রু নিয়ে আমার দিকে চাইল হ্যান্স,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হলো ব্যাখ্যা আশা করছে। রাগী চেহারা করে জবাব দেয়া এড়িয়ে গেলাম।

'আমার মনে হয় ভুল দিকে চলেছি, তবে বোধহয় ওদিকে পায়ের ছাপ খুঁজতে যাওয়ার কারণ আছে, নইলে আমাদের নিয়ে য়াবেন কেন বাস,' আবার বলল হ্যান্স, 'কারণগুলো বাসের মনের এত গভীরে, খুঁড়ে তুলে এনে বলতে পারছেন না। আর সেজন্য বুঝছি না ওসব কারণ কী। যা-ই হোক, বাসের বুকে তো ঝুলছে জাদুর মাদুলি। ওটা হয়তো ওদিকে যাওয়ার কারণ। ...গ্রাম থেকে আসা ওই লোকগুলো বলেছে আর হাঁটবে না, পড়ে গিয়ে মরতে চায়। আমস্লোপোগাস ওর কুঠার হাতে এইমাত্র বলেছে, খুশিমনে তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে। ...ওই দেখুন, গ্রামের লোকগুলো তাড়াহুড়ো করে আসছে। তা হলে দেখছি ওরা বাঁচতে চায়!'

রওনা হয়ে গেলাম সেই সাদা পাথরগুলোর দিকে। ওটার কথা কাউকে বলিনি, খেয়াল করেনি কেউ। পরদিন দুপুরের পর পৌঁছলাম। যা ভেবেছি তা-ই, সত্যিই চুনা-পাথরের বড় স্তূপ।

ওখানে পৌঁছতে গিয়ে হতক্লান্ত হয়ে পড়লাম। খাবার শেষ, সবাই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছে। বিস্তৃত এই উপত্যকার প্রান্তে চুনা-পাথরের স্তূপটা কাউকে উৎসাহিত করল না। মনে হলো সামনের উপত্যকা পেরুলে এমন উপত্যকা আরও পড়বে।

রাগে আড়ষ্ট হয়ে বিড়বিড় করে একনাগাড়ে দাড়িগুলোকে কী যেন বলছে ক্যাপ্টেন। ইদানীং এমনই করে সে। কুঠারে ভর দিয়ে আকাশের দিকে সমালোচকের দৃষ্টি ফেলল আমস্লোপোগাস। মাঝে মাঝে একই দৃষ্টিতে দেখল গ্রামবাসীদের। তার বিশ্লেষণী দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল নিরীহ লোকগুলো। জুলুরা ছড়িয়ে বসে যৎসামান্য যা নস্যি আছে, তা-ই ভাগাভাগি করে নিল। জাদুকর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোরোকো ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার হাড়গোড় নিয়ে। আত্মাদের কাছে জানতে চাইল কালকে কোনও শিকার পাবে কি না। মনে হলো তার আত্মারা জবাবে দ্বিধাগ্রস্ত হলো। মোট কথা, চারপাশে বিরাজ করল বিষণ্ন পরিবেশ। থমথমে কালচে-ধূসর আকাশ দেখে মনে হলো বৃষ্টি হবে।

একে একে আমাদের সবগুলো অসুবিধার কথা তুলে ধরল হ্যান্স। বলল, যদি ওর কথা মত চলতাম, নরখাদকদের দেখা না মিললেও, বিষাদ চোখকে উদ্ধার করতে না পারলেও, আমাদের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল থাকত। হ্যান্স আরও জানাল: সে নিশ্চিত, যে-উপত্যকা ধরে যেতে বলেছে, সেখানে শিকারের অভাব ছিল না। ওই উপত্যকার মুখে প্রচুর জানোয়ারের পদচিহ্ন দেখেছে সে।

জানতে চাইলাম, 'তা হলে তখন বলোনি কেন?'

জবাব না দিয়ে ভুট্টার আঁটির খালি পাইপে টান দিল হ্যান্স। এর অর্থ, তামাক চাইছে। হ্যান্সের নীরবতা স্পষ্ট বলে দিল: যদিও আমাকে বিশ্বাস করে, তবুও কী কারণে এদিকে এসেছি তা মুখ থেকে শুনলে খুশি হবে।

যতই পছন্দ করি, মনে হলো হ্যান্সকে খুন করি। গম্ভীর চেহারা করে ওকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম, তাতে ব্যর্থ হয়ে চাইলাম চারপাশে। স্রষ্টার কাছ থেকে নীরবে সাহায্য চাইছি।

সাহায্য এল।

আঙুল তুলে উপত্যকার দূর প্রান্ত দেখিয়ে দিলাম। আকাশের গায়ে এঁকেবেঁকে উঠেছে কিছু ধোঁয়ার সরু রেখা। 'ওই যে আমার কারণ,' বললাম শীতল স্বরে। 'হ্যান্স, তুমি হয়তো দেখতে পেয়েছ, গত ক'দিনের সতর্কতা ভুলেছে আমাহ্যাগার নরখাদকরা, এই প্রথম আগুন জ্বেলেছে। কারণটা হয়তো জানতে চাইবে তুমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার কারণ: কিছুদিন আগে ইচ্ছে করে ওদের পায়ের ছাপ হারিয়ে ফেলার ভান করেছি। ওরা জানত আমরা ধাওয়া করছি। কিন্তু পরে আমাদের না দেখে ধরে নিয়েছে হারিয়ে ফেলেছি ওদের। আর তাই দরকার মনে করছে না সাবধান থাকার। আর সে-কারণে আগুন জ্বেলে নিজেদের অবস্থান ফাঁস করে দিয়েছে। ...বুঝলে এবার এদিকে আসার কারণ, হ্যান্স?'

মনে হলো চতুর হ্যান্স বিশ্বাস করল না। কথা শুনে ওর ছোট ছোট চোখ দুটো চেয়ে রইল আমার চোখে। একটু পর মনে হলো ওগুলো কোটর থেকে খসে পড়বে। প্রশংসা করতে গিয়ে টিটকারি প্রকাশ করল আফ্রিকার সব আদিবাসীর মত।

প্রশংসার সুরে বলল হ্যান্স, 'যিকালির জাদুর মাদুলির কী ক্ষমতা যে বাসকে বলে দিয়েছে কী করতে হবে! সন্দেহ নেই যে জাদুর মাদুলি ঠিকই বলেছে! সত্যিই ওখানে আস্তানা গেড়েছে মানুষখেকোরা। অথচ ওরা তো চারপাশের এক শ' মাইলের যে-কোনওখানে থাকতে পারত!'

'রাখো তোমার জাদুর মাদুলি!' খুব নিচু স্বরে নিজেকে শুনিয়ে বললাম। মুখে বললাম, 'যাও, হ্যান্স, আমস্লোপোগাসকে গিয়ে বলো, মাকুমাযান বা জাদুর মাদুলি বলেছে আমরা এক্ষুণি রওনা হবো। ...আর এই যে, তামাক নাও।'

ছোঁ মেরে তামাক নিয়ে চলে গেল হ্যান্স। আমি গেলাম ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে কথা বলতে।

একঘণ্টা পর উপত্যকার মাঝ দিয়ে চলল অভিযাত্রী দল। সন্ধ্যার আকাশে দেখা সেই ধোঁয়াগুলোর দিকে চলেছি।

মাঝরাতে পৌঁছে গেলাম জায়গাটার কাছাকাছি। চাঁদ নেই, বোঝা গেল না আমরা নরখাদকদের আস্তানা থেকে কত দূরে বা কাছে। রাতের আকাশে ধোঁয়া দেখব না। মনে প্রশ্ন জাগল: এবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী?

রাতে হামলা করার সুবিধার শেষ নেই। আমরা যদি নরখাদকদের খুঁজে পাই, ভোরে শয়তানগুলো রওনা হওয়ার আগে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাব। অনাহারে আমাদের সবার যে অবস্থা, সারাদিন পথ চলে এখন লড়াই করার কথা ভাবা যায় না। নির্ভর করা যায় এমন যোদ্ধা বলতে আমস্লোপোগাস ও তার জুলুরা, হ্যান্স, ক্যাপ্টেন ও আমি। গ্রামবাসীর উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। মন ভেঙে গেছে তাদের। আমরা যারা লড়তে চাই, তাদের অবস্থা এত খারাপ যে শত্রুদের চমকে না দিলে জিতব না। কিন্তু চমকে দিতে হলে আগে তো শত্রুকে খুঁজে বের করতে হবে?

ক্যাপ্টেন আর আমস্লোপোগাসের সঙ্গে আলাপ করলাম। ঠিক হলো, হ্যান্স আর আমি আমাহ্যাগারদের খোঁজে যাব। ক্যাপ্টেন সঙ্গে আসতে চাইল। কিন্তু বললাম, তার লোকগুলো জানে ভয়ঙ্কর লড়াই বাধতে পারে, হয়তো রাতের সুযোগে পালাতে চাইবে। বরং সেদিকে খেয়াল রাখুক সে। যদি আর ফিরতে না পারি, খুন হই, তো সবার নেতৃত্ব নেবে।

সঙ্গে যেতে চাইল আমস্লোপোগাসও। কিন্তু সে রাগী মানুষ, ওকে নিতে চাইলাম না। মানা করে দিলাম। বর্বরদের দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি করবে না। নিজেও মরবে, হ্যান্স আর আমাকেও সঙ্গে নেবে। ইনেজকে তো উদ্ধার করতে পারবই না, বরং খুন হবো। শেষে কোনও কাজই হবে না।

আর কোনও কথা নেই, হ্যান্সকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। যে কাজে চলেছি, তাতে আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই। হাজারো বছর ধরে মানুষ রক্তের ভিতর অন্ধকারের ভীতি টের পেয়েছে। যে-ই বলুক, আমি রাতের অতন্দ্র প্রহরী মাকুমাযান বা আর কিছু, কিন্তু আসল কথা—অন্ধকারে মরতে আপত্তি আছে আমার। সূর্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠবার পরও মরতে আপত্তি কম নেই।

সত্যি বলতে, আমাহ্যাগারগুলো যদি আফ্রিকার অন্য কোনও প্রান্তে থাকত, বা স্বর্গে যদি থাকত, তো আমি খুব খুশি হতাম। যদি ডারবানের বাড়িতে আরাম করে পাইপ টানতে পারতাম, আর ইনেজ নামের কোনও মেয়েকে না চিনতাম, তো আরও ভাল হতো! আমার মনের কথা টের পেল হ্যান্স, কারণ বলল, সাদা-মানুষ বেশি আওয়াজ করে, সে একা যেতে চায়।

হ্যান্সকে বললাম, 'তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু এটা জানি সামনের প্রথম ঝোপে পৌঁছে ঘুম দেবে তুমি। সকালে ঘুম থেকে উঠে এসে বলবে, আমাহ্যাগারদের দেখোনি।'

চুপচাপ হাসল হ্যান্স, যেন এ কৌতুক পছন্দ হয়েছে।

নয়

নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি হ্যান্স ও আমি। সঙ্গে রাইফেল নেই। হাতে রাইফেল পেলে গুলি করার লোভ আসে, তেমন কিছু করতে চাইনি। অবশ্য সঙ্গে রেখেছি রিভলভার। এ ছাড়া হাতে জুলুদের কুঠার। বিপদ হলে ওটা ভরসা। ইনেজকে বাঁচাতে গিয়ে যে দুই জুলু যোদ্ধা মরেছে, তাদের একজনের কুঠার ওটা। হ্যান্সের কাছে দীর্ঘ ছোরা। কয়েক ঘণ্টা আগে যেদিকে ধোঁয়া দেখেছি, সেদিকে সাবধানে চলেছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিকি মাইল যাওয়ার পরও কিছু দেখলাম না। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। অন্ধকারে মিটমিট করছে অজস্র নক্ষত্র, ফেলছে আবছা আভা। ঝোপঝাড়ের ভিতর মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বড় গাছ। হ্যান্সকে বলব, সূর্য না ওঠা পর্যন্ত থামলেই ভাল—কিন্তু কানের কাছে ফিসফিস করে বলল সে, 'ডানে দেখুন, মাকুমাযান : ওই দুই ঝোপের মাঝ দিয়ে।'

ওদিকে চোখ গেল। ঝোপের ওপাশে দু' শ' গজ দূরে আলো মনে হলো। কয়লার আগুন। হ্যান্স দেখল কী করে ভেবে অবাক হলাম। পচা ফাঙ্গাস বা কোনও প্রাণীর লাশ থেকে ফসফরেসেন্স উঠতে পারে।

'ধোঁয়া দেখেছি না?' ফিসফিস করল হ্যান্স, 'সেই আগুনের ছাই এগুলো। মনে হয় শয়তানগুলো চলে গেছে। সামনে চলুন।'

ক্রল করে চললাম। সামান্য আওয়াজ করলে বিপদ হতে পারে। পরের দু' শ' গজ যেতে আধঘণ্টা লাগল। দেখতে পেলাম ছাই থেকে এখনও আগুন মরেনি। আর এগুতে সাহস হলো না। ঝোপের আড়ালে থেমেছি। চওড়া নাক তুলে ধোঁয়া শুঁকল হ্যান্স। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'আমাহ্যাগাররা এখানে ছিল। ওদের গায়ের গন্ধ পেয়েছি।'

আমাদের দিকে বাতাস আসছে, কিন্তু কোনও গন্ধ পেলাম না। ঠিক করেছি, আরও কিছুক্ষণ থেকে দেখি। হ্যান্স আমার কথায় কষ্ট পেল। ওর ধারণা, আমাদের কাজ শেষ, এবার ভেগে যাওয়া উচিত।

চুপচাপ পড়ে থাকলাম আমরা, তারপর চমকে গেলাম। ঝুঁকে থাকা এক সুগন্ধী ডালে দপ করে ধরল কয়লার আগুন। হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটল। মনে হলো রাতের আঁধার বিদায় নিয়েছে। সে আলোয় আমাহ্যাগারদের দেখলাম। আগুনের চারপাশে চাদর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুড়ে ঘুমাচ্ছে।

ওখান থেকে বারো গজ দূরে ফার বা কম্বল দিয়ে তৈরি ছোট তাঁবু। বোধহয় ওখানে আছে ইনেজ। তাঁবুর পাশে ঘুমিয়েছে ইনেজের চাকরানি, জেনি। আগুনের আভায় তাকে স্পষ্ট দেখলাম। আরেকটা বিষয় খেয়াল করেছি, তাঁবুর এপাশে ঘুমিয়ে আছে দুই বর্বর, মাথা রেখেছে হাঁটুর উপর।

আমার মনে হলো, যদি এই আঁধারে দুই প্রহরীকে খুন করি, তো ইনেজকে নিয়ে ফিরতে পারব। দ্রুত চিন্তা করলাম। এখন যে সুযোগ, তা হয়তো আর পাব না। সবাইকে নিয়ে এলে আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠবে আমাহ্যাগাররা। সেক্ষেত্রে পালিয়ে যাবে আঁধারে। এমনও হতে পারে, দ্রুত পালানোর জন্য ইনেজকে খুন করে গেল? আবার, হয়তো লড়াই করবে তারা, আর তখন লড়াইয়ের সময় খুন হতে পারে ইনেজ। আরেকটা চিন্তা এল: লড়াইয়ের ব্যাপারে আমাদের কুলিদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। একটু দমে গেল মন. আমাহ্যাগাররা আমাদের তিনগুণ লোক। আমরা হয়তো লড়াই করতে গিয়ে মরব।

এদিকে তাঁবুর কাছে যে দুই প্রহরী, এক চোখ খুলে রাখবে। জানে ধাওয়া করছি। যদি ওদের খুন করতে না পারি, চিৎকার দিয়ে উঠবে। ঘুম থেকে উঠে হই-হই করে উঠবে আমাহ্যাগাররা, যদি ইনেজকে নিয়ে পালাতে গিয়ে কোনও ভুল করি, জীবন দিতে হবে।

নানা ভাবনা এল মনে। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রহরীদের খুন করতে চাইব না। ঝুঁকি অনেক বেশি। মাথা থেকে চিন্তা দূর করে দিয়ে ঠিক করলাম, সবাইকে নিয়ে ফিরব। ফিসফিস করে হ্যান্সকে বললাম, 'কী করব, এগিয়ে যাব, না ফিরব?'

'গুবরে পোকা যেমন করে আঁধারে আওয়াজ করে, তেমনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে বলল হ্যান্স. 'শয়তানগুলো আরামে ঘুমিয়েছে, বাস। জুলুদের জাদুকর আপনাকে মাদুলি দিয়েছে। মনে হয় বিষাদ চোখকে উদ্ধার করতে ঝামেলার ভিতর পড়তে হবে না।'

ওর ভাবনা বুঝলাম। প্রথম কথা, আমাদের উদ্ধার করতে আছে যিকালি। দ্বিতীয়ত. ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছি—অন্তত কিছু ঘটুক।

ফিসফিস করে আলাপ করলাম হ্যান্সের সঙ্গে। কী করব ঠিক করে ফেললাম এবার। দুই প্রহরীর কাছে যাব। যদি ঘুম থেকে উঠে আক্রমণ করে, হয়তো খতম করবে আমাদের। আর যদি আগেই ওদের বাগে পাই, তো আমরা...

কুঠার ব্যবহার করব আমি, হ্যান্স ব্যবহার করবে ওর ছোরা। এক আঘাতে কাজ সারতে হবে। এরপর দেরি না করে ইনেজ আর ওর চাকরানিকে নিয়ে সরে পড়ব। আমাহ্যাগারদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ক্যাম্পে ফিরতে পারলে নিরাপত্তা পাব।

ঘাসের ভিতর ক্রল করে রওনা হলাম। হ্যান্সকে দেখে মনে হলো একটা মোটা হলুদ সাপ। ডান হাতে ছোরা নিয়ে চলেছে। আমার চেয়ে এক হাত এগিয়ে। এতে গর্বে আঘাত লাগল। ক্রল করে ওর পাশে চলে গেলাম। এরপর দু'জন এত ধীরে এগুলাম, শামুক ভাবতে পারে আমরা নড়ছি না।

মনে হলো বামপাশের ওই প্রহরী ঘুম থেকে উঠছে। স্থির হয়ে গেলাম আমরা। কুকুর যেমন করে হাই তোলে, তেমনি হাই তুলল বর্বর, তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। আরও গভীর ঘুমে হারিয়ে গেছে।

একমিনিট পর নড়ে উঠল ডানপাশের লোকটা। এতই দ্রুত, মনে হলো কোনও আওয়াজ পেয়েছে। তারপর বুঝলাম, ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল, তারপর আবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপ।

আরও কিছুক্ষণ পর দুই প্রহরীর পাশে চলে গেলাম। থেমে বুঝতে চাইলাম কোথায় আঘাত হানলে সঙ্গে সঙ্গে মরবে। তখনই চারপাশ অন্ধকার করে দিল কালো মেঘ এসে। অপেক্ষা করলাম আমরা। মনে হলো সময় পেরুবে না।

কিছুক্ষণ পর আবার সরে গেল মেঘ। আমার আমাহ্যাগারকে দেখলাম ভাল করে। বুকের কাছে মাথা ঝুলিয়ে ঘুমিয়েছে। গভীর ঘুম। নাক থেকে হিসহিস আওয়াজ বেরুচ্ছে। লড়াই বা সঙ্গমের সময় অমন আওয়াজ করে মানুষ। সাপের মত শ্‌শ্‌ করে সংকেত দিলাম হ্যান্সকে, উঠে বসল। তারপর গায়ের জোরে কুঠারটা নামিয়ে আনলাম লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

ঠিক যেখানে লাগাতে চেয়েছি, সেখানে লাগল। হয়তো স্বয়ং আমস্লোপোগাস এমন পারত না। কোনও আওয়াজ নেই, হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে মরেছে।

হ্যান্সও নিজের কাজ করতে পেরেছে। পা দুটো আছড়ে দিল ওর শিকার। মৃতপ্রায় বর্বরটা আমার হাঁটুতে পা ছুঁড়ল, তারপর চিরতরে থেমে গেল। হ্যান্স আর আমি আমাদের প্রথম কাজ শেষ করেছি। মাথার ভিতর থেকে টান দিয়ে বের করে নিলাম কুঠারটা, তারপর তাঁবুর দিকে চললাম। ঢুকলাম ফ্ল্যাপ সরিয়ে। হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিলাম ইনেজকে। আওয়াজ পেয়ে কী ঘটছে বুঝতে উঠে বসল।

ফিসফিস করে বললাম, 'কোনও আওয়াজ কোরো না, ইনেজ। আমি, কোয়াটারমেইন। তোমাকে নিতে এসেছি। সঙ্গে এসো।'

'আচ্ছা,' বিড়বিড় করে বলল ইনেজ। দেরি না করে উঠে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা বেরিয়ে আসব, এমনসময় ভয়ঙ্কর এক চিৎকারে পুরো পৃথিবী কাঁপিয়ে দিল কেউ। এক মুহূর্ত পর বুঝলাম, আওয়াজটা ছেড়েছে ইনেজের চাকরানি জেনি। থমকে গেলাম, কী করব বুঝছি না।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেছে সে। ঝুঁকে থাকা হ্যান্সকে দেখে বিকট চিৎকার শুরু করেছে। হ্যান্সের হাতে ছোরা, ঠিক যেন কোনও ক্ষ্যাপা হলদেটে শয়তান। জেনি ধরে নিয়েছে, তাকে খুন করতে এসেছে।

চিৎকার ছাড়ছে মেয়েটা। থামছে না। ফুসফুসে শক্তি আছে বটে। আমাদের খুন না করিয়ে ছাড়বে না। বুঝলাম, খেলা শেষ। এবার মরতে হবে।

ঘুম থেকে উঠেই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমাহ্যাগাররা, জেনির ভয়ানক চিৎকার কোথা থেকে এল দেখে নিয়েই ছুটে এল। ইনেজকে নিয়ে পালানোর পথ থাকল না। ফিসফিস করে ওকে বললাম, 'তাঁবুর ভিতর ঢুকে ভান করো ঘুমাচ্ছ, কিছুই জানো না। বর্বরগুলো রওনা হলে পিছনে যাব। সঙ্গে তোমার বাবা আছে, চিন্তা কোরো না।'

আর দেরি করলাম না, এক দৌড়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়লাম। আমার আগে এক ছুটে ঝোপে গিয়ে ঢুকেছে হ্যান্স।

দু' মিনিট পর বুঝলাম আমাদের ধরতে পারবে না। নিজেদের ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম। হ্যান্স দুঃখ করে বলল, 'জাদুর মাদুলি ঠিক কাজ করেছে, বাস। কিন্তু মাদুলি আরও বেশি কাজ করবে কী করে! ওই বোকা মেয়েমানুষটা...'

'আসলে আমাদের বোকামি,' হ্যান্সকে বললাম। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল ওই মেয়ে চিল-চিৎকার ছাড়তে পারে। অন্য কোনও ব্যবস্থা রাখা দরকার ছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বাস! ওই মেয়েকে খুন করা জরুরি ছিল,' নার্ভাস হাসল হ্যান্স। 'তবে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যেটা ওই বেটির চিৎকার থামাতে পারে। আমাদের নিজের ভুলে পস্তাতে হচ্ছে। আমাহ্যাগারদের ধাওয়া করতে হবে আবার।'

এমনসময় হঠাৎ আমাদের ক্যাম্পের যোদ্ধাদের দেখলাম। রবার্টসন আর আমস্লোপোগাস তাদের আগে হাঁটছে। জেনির চিৎকার সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে এদিকে কিছু হয়েছে। কী ঘটেছে খুলে বললাম রবার্টসন ও আমস্লোপোগাসকে। একটুর জন্যে কীভাবে ইনেজকে উদ্ধার করতে পারিনি, শুনে গুঙিয়ে উঠল রবার্টসন।

আমস্লোপোগাস শুধু বলল, 'যাক, দুই বর্বর কমল। তাদের সঙ্গে লড়তে হবে না। মাকুমাযান, এবার ভুল করেছেন। যদি আমাহ্যাগারদের ক্যাম্প দেখে ফিরতেন, সবাই আক্রমণ করতে পারতাম। সূর্য উঠতে উঠতে খুন করা শেষ হতো। একটাও বাঁচত না।'

'যদি বুদ্ধি থাকত, তো এরকম হতো না,' স্বীকার করলাম। 'আর ভেবে লাভ নেই। এসো, দেখা যাক ওদের ধরতে পারি কি না।'

কথা না বাড়িয়ে রওনা হয়ে গেলাম। পথ দেখালাম হ্যান্স ও আমি। কয়েক মিনিট পর চলে এলাম আমাহ্যাগারদের ক্যাম্পের কাছে। দুই বর্বরের লাশ পড়ে আছে। ইনেজ ও জেনিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে নরখাদকরা। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ভোর হওয়ার পর আবারও চিহ্ন খুঁজে এগুতে হবে, বিশ্রাম নিতে ক্যাম্পে ফিরলাম সবাই। সেখানে আরেক সমস্যা তৈরি হলো। অন্ধকারে পালিয়ে গেছে আমাদের কুলিরা। ঝোপের সাগরে কোথায় গেছে, জানা গেল না। আমাদের কপাল ভাল যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালানোর সময় সঙ্গে কিছু নেয়নি। এমনকী রাইফেলগুলোও না।

বেশ কিছুদিন ধরে ভয়ের ভিতর ছিল, তার ওপর জেনির বিকট আর্তনাদ ওদের পালাতে বাধ্য করেছে। ওরা হয়তো ধরে নিয়েছে, ওই ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসলে নরখাদকদের আক্রমণের হুঙ্কার।

মেনে নিতে হলো, তাদের জন্য এখন আর কিছু করার নেই। ঠিক হলো, যা দরকার তার বেশি কিছু নেব না। খাবার, রাইফেল, গুলি—এর বেশি কিছু নয়। আর সবকিছু একটা পাথরের স্তূপে লুকিয়ে রাখা হলো। আবারও যদি এ পথে ফিরি, ওগুলো কাজে লাগবে।

কুলিরা যেসব রাইফেল ফেলে গেছে, সেগুলো জুলুদের দিলাম। ওরা ধরে নিল রাইফেল ওদের দিয়ে দিয়েছি। পরে এসব অস্ত্র আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। জুলুরা যেদিকে খুশি গুলি ছোঁড়ে।

দেরি না করে ভোরে রওনা হলাম। নরখাদকদের চিহ্ন খুঁজতে সমস্যা হলো না। এগিয়ে থাকল তারা। আমরা ক্লান্ত, তবুও ধাওয়া করলাম। কিন্তু তাদের দেখা পেলাম না।

পরবর্তী তিনদিন অজস্র টিলা ঘুরে নীচে নামলাম। মাঝে মাঝে থাকল জঙ্গল-ঝোপঝাড়। গত তিনদিন শিকার পাওয়ায় পেট ভরে খেতে পেয়েছি।

চতুর্থ ভোরে তাড়াতাড়ি মুখে কিছু দিয়ে রওনা হলাম। দূরের চারপাশে দেখলাম কুয়াশার চাদর। ওদিকে ঝোপের সামনে উত্তরদিকে ষাট মাইল দূরে এক বিশাল পর্বত। ঠিক যেন কোনও দুর্গ। মনে হলো আগ্নেয়গিরি দিয়ে তৈরি। মধ্য-পূর্ব আফ্রিকায় এমন পাহাড় দেখেছি। যিকালির কথা অনুযায়ী ওদিকে আছে সেই সাদা রানি—অবশ্য যদি অমন কেউ থেকে থাকে। আমি এসব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্বাস করি না। যিকালি আরও বলেছে, পর্বতটা আছে বিশাল এক জলাভূমির ভিতর।

সারাদিন আমাহ্যাগারদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করলাম। সামনে সত্যি যে-জলাভূমি পড়ল, তাকে কী বলা উচিত? কোনও অদ্ভুত ঝোপঝাড়ের সাগর? আগে এমন দেখিনি। প্যাপাইরাস আর নলখাগড়ার শেষ নেই। কোথাও কোথাও মাথার উপর উঠে গেছে নলখাগড়া। তিনফুট দূরে কোনওদিকে চোখ চলে না।

ওসব জায়গায় আমাহ্যাগারদের অনুসরণ করে এগুলাম। ওদের পিছু না নিলে নির্ঘাত মরতে হতো। এ বিশাল জলাভূমিতে প্রাচীন কোনও পথ ছিল। পরে দেখলাম শত শত বছর আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পথটা। সে সময়ের মানুষ পাথর বসিয়ে পথ বানিয়েছে। ওই সড়ক না পেলে কারও পক্ষে এগুনো সম্ভব নয়। নলখাগড়ার কারণে পথ চেনা যায় না। যেসব জায়গায় রাস্তা আছে, সেখানে কখনও হাঁটু সমান কাদা। পথের দু'ধারে চোরাবালি। এত গভীর, কেউ ডুবলে উদ্ধার করা অসম্ভব।

আমাহ্যাগারদের পায়ের চিহ্ন খেয়াল না করে দ্রুত হাঁটতে গিয়ে আরেকটু হলে ডুবে মরছিল রবার্টসন। এসব কাদা ভীষণ আঠালো। মাত্র বিশ গজ পিছনে ছিলাম আমস্লোপোগাস আর আমি, ছুটে গিয়ে কোনওমতে টেনে তুললাম রবার্টসনকে। একটু দেরি হলে পুরো তলিয়ে যেত। এরপর সাবধান হলাম আমরা।

প্রাচীন আমলের মানুষ যখন রাস্তা তৈরি করে, কাদার কারণে তাদের সরে যেতে হয়। সামনের রাস্তা এঁকেবেঁকে গেছে, মাঝে মাঝে ডুবে গেছে কাদার ভিতর। নলখাগড়ার পায়ে জন্মেছে এক ধরনের ঘাস—ওগুলো ছোরার মত ধারাল। প্যান্টের কারণে অনেকটা বাঁচলাম রবার্টসন ও আমি, কিন্তু আহত হলো কয়েকজন জুলু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জলাভূমিতে লক্ষ লক্ষ মশা, সেই সঙ্গে নানা ধরনের বিষাক্ত সাপ। একটা সাপের কামড়ে তিন মিনিটে মরল এক জুলু। হৃৎপিণ্ড থামিয়ে দিতে পারে সে বিষ কাদার ভিতর লাশ নামিয়ে দিতেই কয়েক সেকেণ্ড পর ডুবে গেল।

কাদা থেকে এত বাজে গন্ধ বের হয় যে শ্বাস আটকে আসে। কাদা আর নলখাগড়ার কারণে অসম্ভব গরম পড়েছে। রক্ত-চোষা জোঁকগুলো গায়ে আটকে থাকছে। নলখাগড়ার পাতার নীচে বসে থাকে জোঁক আর ডাঁশ, তারপর লাফিয়ে পড়ে গায়ের উপর। এরা হাজারো বছর ধরে কী খেয়ে বেঁচে আছে, ভাবতে গিয়ে অবাক হলাম। আমাদের কপাল ভাল লণ্ঠনের তেল হিসেবে প্যারাফিন আছে। তেল গায়ে মাখার পর খানিক আরাম পেলাম। তবে প্যারাফিনের ডিব্বার মত কড়া গন্ধ হলো দেহে।

সারাদিনে কয়েকটা ইগুয়ানার ছুটোছুটি আর এক ঝাঁক ফাউলের উড়ে যাওয়া ছাড়া কিছু দেখলাম না। নিঃশব্দে চলেছি আমরা। কিন্তু রাতে সব যেন অন্যরকম হলো। ষাঁড়-ব্যাঙ চিৎকার ছাড়ল, সেই সঙ্গে রাতের পাখিরা হুটোপুটি শুরু করল। জলাভূমির পেঁচাগুলো অদ্ভুত শব্দে খুঁজতে বেরুল শিকার। কাদার ভিতর থেকে গ্যাসের বুদ্বুদ উঠছে, সেই সঙ্গে আওয়াজ আর বিশ্রী গন্ধ!

মাঝে মাঝে অদ্ভুত আলো। ওগুলো আলেয়ার খেলা, বা সেইন্ট এলমো'র আগুন। এতে ভীষণ ভয় পেল জুলুরা। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ওগুলো মৃত-মানুষের আত্মা। জুলুরা বিশ্বাস করে নলখাগড়ার ভিতর থেকে বের করা হয়েছে তাদের, তারপর আবার মরার পর নলখাগড়ার ভিতর ফেরে আত্মা। ওখানে থাকে।

সত্যি, জুলুরা নলখাগড়ার ভিতর ঢুকবার পর আতঙ্কিত। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ওদের ন্যাড়া-মাথা জাদুকর গোরোকো নিজ ব্যাগ থেকে নানান জিনিস বের করল। সবাইকে কিছু না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু দিল; ইস্পাতের মত স্নায়ু আমস্লোপোগাসের, সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো। তবে বলল, এখানে এসেছে লড়াই করতে, লড়াই হলেই চলবে। মানুষ, জাদুকর, বা আত্মার সঙ্গে লড়তে ভয় নেই তার।

কিছুক্ষণ পর হ্যান্স জানাল, জীবনে কখনও এমন বিশ্রী জলাভূমি দেখেনি। তবে যিকালির মাদুলি যখন আছে, কাদার ভিতর ডুবে মরতে হবে না ওকে। একসময় দেখবে পৌঁছে গেছে মাটির দেশে। যিকালি বাঁচাবে ওকে।

হ্যান্সকে বললাম, আমাদের সঙ্গী জুলু কিন্তু মরেছে ওই কাদায়। কবর হয়ে গেছে তার। তাকে বাঁচাতে পারেনি যিকালি।

'জাদুকর যিকালি এসব জুলুদের বাঁচাবে কেন, বাস?' আপত্তি করে বলল হ্যান্স, 'বাঁচাবে শুধু আপনাকে আর আমাকে... আর আমস্লোপোগাসকে। তাকে সঙ্গে আনতে বলেছে না? আর আমাকে। দুনিয়ায় ক'টা জুলু কমলে কী হয়? মাকুমাযান বা আরেকটা হ্যান্স পাবে কখনও যিকালি? তা ছাড়া বাস, আপনি ভুলে গেছেন, রওনা হওয়ার সময় আপনাকে ভয় দেখিয়েছে সাপ। যেটা মরেছে, তার ভাইরা জুলুদের কামড় দেবেই তো!'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমাকে কেন কামড় দিল না সাপ, হ্যান্স? সেটা হলে ভাল হতো না?'

'হ্যাঁ, বাস,' বলল হ্যান্স। 'কিন্তু আপনাকে মারবে কী করে? আসলে আপনাকে সবসময় উদ্ধার করছে ওই যিকালির মাদুলি। আর আমার দাদা সাপের জাদুকর ছিল, তা-ই আমি বেঁচে গেছি। আমার সঙ্গে আছে দাদার দেয়া মাদুলি। সাপ জানে কাকে কামড় দিতে হয়, বাস।'

মনে মনে উড়িয়ে দিলাম হ্যান্সের কথা। বললাম, 'মশাও জানে কাকে কামড় দিতে হয়। দেখেছ মশাগুলোর ওপর কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে না যিকালির মাদুলি?'

'কাজ করছে, বাস!' হ্যান্স আর কিছু শুনতে চাইল না, তাড়াতাড়ি করে বলল, 'মশার কামড়ে ক্ষতি নেই, বাস। আর কিছু যে ঘটছে না তাতে খুশি থাকুন। শুধু এই বিশ্রী জলা পেরুতে আর কিছু চাই না। জীবনে আর আসছি না। ...আর বাস, এবার রাইফেলটা কাঁধে তুলুন, মনে হচ্ছে একটা কুমির আসছে কিলবিল করে!'

না নড়ে বললাম, 'এ-নিয়ে কোনও ভাবনা নেই, হ্যান্স। যাও, কুমিরটাকে গিয়ে বলো আমার কাছে যিকালির মাদুলি আছে।'

'ঠিক, বাস,' সায় দিল হ্যান্স। 'কুমিরের যদি বেশি খিদে থাকে, একটু দূরে আছে জুলুরা।' নলখাগড়ার দেয়ালের ধারে চলে গেল হ্যান্স, তারপর জোরে কথা বলতে লাগল।

'ইবলিশ!' বিড়বিড় করে বললাম। দেরি না করে মশার হুল থেকে বাঁচতে মাথা-গা ঢেকে নিলাম চাদর দিয়ে। একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকছি, একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

এগিয়ে চলেছি আমরা। একসময় জলাভূমির কাদা শুকিয়ে এল। সামনে শক্ত মাটি। নলখাগড়ার জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। এরপর সত্যি নলখাগড়া পিছনে ফেলে এলাম। কঠিন মাটিতে পৌঁছে টের পেলাম, নিষিদ্ধ সেই রাজকীয় পর্বতের প্রথম ঢালে পৌঁচেছি।

হাঁটার সময় পকেটে রাখা নোট-বইয়ে পথের চিহ্ন এঁকেছি। ওটা থেকে স্পষ্ট বুঝলাম, আমাহ্যাগারদের পদ-ছাপ না থাকলে ওই জলা পার হওয়া ছিল আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যেভাবে তাদের অনুসরণ করেছি, তার বেশি অনুকরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আরেকটা ভাবনা আমাকে দোলাল। আমাহ্যাগাররা কেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নলখাগড়ার ভিতর অ্যাম্বুশ করেনি? আমাদের জ্বালানো আগুন নিশ্চয়ই দেখেছে? জানত তেড়ে আসছি। কিন্তু কিছু করার ছিল না। এ মৌসুমে নলখাগড়া থাকে কাঁচা, খুব কঠিন আগুন ধরানো। তা ছাড়া একফোঁটা বাতাস ছিল না।

দশ

আমরা যে শেষ পর্যন্ত বিশ্রী জলাভূমি থেকে বেরুতে পেরেছি, সেজন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিলাম। একজন জুলুকে হারিয়েছি, কিন্তু ঢের ক্ষতি হতে পারত। বিকেলে কাদাময় পথ ফুরাল। কপাল ভাল, একটা হরিণ শিকার করতে পারলাম। ততক্ষণে ভেঙে আসছে শরীর। খাওয়া শেষে আবার রওনা হলাম। আসলে বৃষ্টির মত কুয়াশা আমাদের এত বিরক্ত করেছে যে ঠিক করেছি, জলাভূমি পিছনে রেখে পর্বতের ঢালে উঠব।

জলাভূমিতে গিয়ে মিশেছে এক ঝর্না, ওটা পাশে রেখে উঠে পড়লাম ঢালে। কিছুক্ষণ পর ডুবতে লাগল সূর্য। পাহাড়ি ঢাল আবার নীচের দিকে নামতে লাগল। গভীর এক উপত্যকা দেখলাম। মনে হলো ওটা কোনও বুড়োমানুষের শুকনো চামড়া। ঝোপঝাড় ঠিক যেন বৃদ্ধের ঈষৎ রোমশ দেহ। উপত্যকার জঙ্গল গিয়ে উঠেছে পর্বতের কাঁধে। এরপর ঘাসের বন—একসময় অনেক উপরে গিয়ে থেমেছে। তারপর শুধু ন্যাড়া পাথরের পর্বত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও কত উপরে উঠেছে, কুয়াশার জন্য বোঝা গেল না।

মন বলল, এ পর্বতের ওপাশে চোখ চলেনি কোনও মানুষের। ওই পর্দার ওপাশে যাওয়া সবার জন্যে নিষিদ্ধ। ওখানে রয়েছে কোনও প্রাচীন রহস্যময়তা। জানি না কেন, কিন্তু ওখানে চলেছি ভাবতে গিয়ে শিহরন জাগল মনে। বিনকিউলার দিয়ে ভাল মত দেখলাম। এক জায়গায় পর্বতের গায়ে গভীর এক খাদ চোখে পড়ল। বোধহয় একসময় ওখান থেকে লাভা নামত। খাদের পাশে রাস্তা। অনেক আগে ওটা নীচের ওই জলাভূমিতে গিয়ে মিশেছিল। পর্বতে তৃণ-জমি দেখলাম। ওখানে অসংখ্য গরু চরছে।

কাদের গরু?

পাহাড়ি ঢালে কোনও গ্রাম নেই। বোধহয় আদিবাসীদের গ্রাম আছে পর্বতের আরও অনেক উঁচু জমিতে।

ডুবছে সূর্য, সে রক্তিম আলোয় রবার্টসনকে বিনকিউলার দিলাম। পর্বতের ওদিকটা দেখল সে।

রাতের মত থামতে একটা জায়গা খুঁজে বের করল আমস্লোপোগাস। ভাল জায়গা বাছল অকুতোভয় যোদ্ধা। ওখানে হঠাৎ করে হামলা হবে না। পিঁপড়ার বিশাল ঢিবির মত জায়গা, পিছন থেকে কেউ আসতে পারবে না। একপাশে ঝর্না, তারই ভিতর কোথাও কোথাও গভীর ডোবা। কাছে স্তূপ হয়েছে বড় বড় পাথর, ক্ষয়ে গেছে জলস্রোতে। পশ্চিম ঢিবির দিকে একটা দেয়াল তৈরি করেছে। আমরা অবস্থান নেব চল্লিশ ফুট দূরে সরু এক জায়গায়।

'আমস্লোপোগাস লড়াই চাইছে,' হেসে বলল হ্যাস। 'নইলে এত জায়গা থাকতে এই গর্তের ভিতর কেন? এটা বাছাই করেছে, যেন কম লোক নিয়েও লড়তে পারে। হ্যাঁ, বাস, সে মনে করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই নরখাদকরা হামলা করবে।'

'অদ্ভুত বহু কিছু ঘটতে পারে,' রাইফেল পরীক্ষা করলাম। ঘুমিয়ে পড়েছে জুলুরা। তবে আমস্লোপোগাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে কুঠার হাতে, চেয়ে আছে উঁচু ওই পাহাড়ের দিকে।

'অদ্ভুত পাহাড়, মাকুমাযান,' বলল। 'আমার ক্রালের কাছে যে ছোট্ট পাহাড়, তার চেয়ে অনেক বড়। ভাবছি এখানে কী পাব। সবসময় পাহাড়কে ভালবেসেছি, মাকুমাযান। ডাইনীর পাহাড়ে এক ভাইকে হারিয়েছি, নেকড়েদের সঙ্গে থেকেছি তখন। আমার জীবনের সেরা লড়াই করেছি ওখানে।'

'কে জানে, হয়তো জীবনের সেরা লড়াই পাবে,' ক্লান্ত স্বরে বললাম।

'মাকুমাযান, ওই কাদা আর বিশ্রী দুর্গন্ধের পর লড়াই পাওয়া উচিত আমার। গত কয়েকদিন অনেক মাথা খাটিয়েছেন। এবার বিশ্রাম নিন গিয়ে। ভাববেন না, ওই হলুদ সাপ আর আমি প্রহরী হবো। দরকার পড়লে ভোরের আগে ঘুম থেকে ডাকব। এদিকে কেউ আসতে চাইলে সামনের ওই সরু পথে আসতে হবে।'

শুয়ে পড়ার পাঁচ ঘণ্টা পর ঘুম থেকে জাগলাম পাহাড়ি মিষ্টি হাওয়ায়। পুরোপুরি তরতাজা বোধ করছি। আমস্লোপোগাসকে চাঁদের নরম আলোয় আসতে দেখলাম, দ্রুত হাঁটছে। বলল, 'উঠুন, মাকুমাযান। নীচে মানুষের আওয়াজ।'

ওকে পাশ কাটিয়ে ফিসফিস করে বলল হ্যান্স, 'মানুষখেকোরা আসছে, বাস! দলে ভারী! বোধহয় সূর্য ওঠার আগে হামলা করবে!'

হ্যান্স জুলুদের ডাকতে রওনা হতেই বললাম, 'যিকালির মাদুলি কাজে লাগে কি না, এবার বোঝা যাবে, হ্যান্স।'

'জাদুর মাদুলি বাঁচাবে আপনাকে। জানি বাঁচাবে আমাকেও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার কাঁধের উপর দিয়ে ডাচ ভাষায় বলল হ্যান্স, 'আশা করি সকালে যখন গরম পড়বে, আমাকে কম জুলুর জন্যে রাঁধতে হবে। ওরা তো বলে মারা গেলে আত্মাগুলো সাপ হয়, থাকে নলখাগড়ার ভিতর। তো যাক না ওখানে।'

জুলুদের জন্যে রাঁধতে হচ্ছে বলে হ্যান্সের রাগ আছে। চায় না ওর রান্না মাংসগুলো খেয়ে নিক জুলুরা। হটেনটট জাতি আর জুলুদের সম্পর্ক কখনও ভাল ছিল না।

সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল আমস্লোপোগাস, 'হলদে পুঁচকে আমাদের নামে কী বলছে?'

ওকে বললাম, 'হ্যান্স বলল লড়াই বাধলে তুমি আর তোমার লোক দুর্দান্ত লড়াই করবে।'

'আমরা তা-ই করব, মাকুমাযান। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে ও বলেছে, খুন হবো। আমরা মরলে খুশি হবে।'

'এমন কথা বলতে পারে হ্যান্স?' তাড়াতাড়ি বললাম, 'তোমরা না থাকলে বিপদে পড়বে। নিজেও মরবে। ওসব চিন্তা এখন বাদ দাও, এসো এবার একটা পরিকল্পনা করে নিই।'

রবার্টসন ও আমস্লোপোগাসের সঙ্গে আলাপ সেরে নিলাম।

সন্ধ্যায় যখন আমরা এখানে থামি, তখনই একগাদা পাথর জোগাড় করা হয়েছে, সঙ্গে তিনটা কাঁটাগাছ। পাথর ও কাঁটাগাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের প্রতিরক্ষা বৃহ্য। আমরা যদি শুয়ে পড়ে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হই, তখন ওটা কাজে লাগবে।

রবার্টসন ও আমি সাবধান, জুলুদের একটু পিছনে রইলাম। কুলিগুলো পালানোর সময় যেসব রাইফেল ফেলে গেছে, তা পেয়েছে জুলুরা। লড়াইয়ের জন্যে তাদের কুঠার আছে। বর্শাও ব্যবহার করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নরখাদকরা কীভাবে লড়াই শুরু করবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের কাছে বর্শা আর ছোরা আছে, কিন্তু জানি না বর্শাগুলো গায়ে গাঁথতে চাইবে, নাকি দূর থেকে ছুঁড়বে। আমাহ্যাগারদের বর্শা জুলুদের জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হলাম আমরা, শুরু হলো প্রতীক্ষা। এ ধরনের সময় কাটতে চায় না, মনে পড়ে জীবনের সমস্ত পাপ। কেন জানি দেরি করছে আমাহ্যাগাররা। বোধহয় ভোরের দিকে হামলা করতে চায়। আলো-আঁধারি যখন অদ্ভুত লাগে, আফ্রিকার বেশির ভাগ জাতি তখন হামলা করে। আমাহ্যাগাররা আগে কেন আক্রমণ করল না ভাবতে গিয়ে অবাক হলাম। অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। তবে চলে এসেছে নিজেদের গ্রামের কাছে। আর তাই বোধহয় সাহসী হয়ে উঠছে।

কারণ যা-ই হোক, নির্দিষ্ট সাদা-মেয়ের জন্যে গ্রাম থেকে বেরিয়েছে তারা। প্রাচীন আফ্রিকার বহু উপজাতি নানা রীতি পালন করে। ইনেজকে তুলে এনে খেপিয়ে দিয়েছে ওর আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের।

যারা ইনেজের ভাল চায়, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে চাইবে এরা?

এটা ঠিক, সংখ্যায় আমরা আমাহ্যাগারদের চেয়ে অনেক কম, লড়াই হলে হয়তো জিতবে তারা। কিন্তু যদি লড়াইয়ে পরাজিত হয়, তাদের বন্দিনীকে হারাবে। সেক্ষেত্রে এত ঝামেলা করে এখানে ফিরে লাভ কোথায়? কঠিন দীর্ঘ পথ শেষে আমাদের মত ক্লান্ত তারা। এখন প্রাণপণে লড়াই করবার শক্তি দু'পক্ষের নেই।

আর ভাবতে চাইলাম না। হতে পারে আমাদের দেরি করিয়ে দিতে হুমকি দিচ্ছে। আবার এ-ও হতে পারে, পাহাড়ে তাদের গোপন দুর্গে হানা দেব, তা চায় না।

এসব চিন্তা খুলে বললাম হ্যান্সকে, আমার পাশে শুয়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে। বলল, 'বাস, এরা মানুষখেকো, খিদায় পাগল হয়ে গেছে! নিজেদের দেশে তো একজন আরেকজনের মাংস খেতে পারে না, এখন আমাদের খেয়ে নেবে ভাবছে।'

'তা-ই মনে হয়? আমরা তো শুকিয়ে হাড্ডি।' চাঁদের আলোয় হ্যান্সের কাকতাড়ুয়া শরীরটা দেখলাম।

'তাতে কী, বাস,' হ্যান্স বলল, 'বুড়ি মুরগি যেমন করে খাওয়া হয়, তেমন সেদ্ধ করে নেবে। মোটা গরু খাওয়ার চেয়ে শুঁটকি মানুষ খেতে বেশি ভালবাসে। আমার ভিতরের ইবলিশ যেমন আমাকে মদ গিলিয়ে দেয়, ওই আমাহ্যাগারদের ইবলিশগুলো ওদের খাওয়ায় মানুষের মাংস। জুলুরা বলে ওদের সুন্দরী মেয়েদের দেখলে আপনি যেমন করে... যেমন ওই ডাইনী মামীনা... আপনার ইবলিশটা আর সবার আগে আপনাকে ব্যবস্থা করে দেয় মামীনার চুমু পাওয়ার...'

মামীনার গপ্প তুলেছে বলে হ্যান্সের ঘাড়ে এক ঘা দেব, কিন্তু তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, 'শ্‌শ্‌শ্‌! ভোরে আসবে, ওদের গলার আওয়াজ পেয়েছি!'

কান পেতে কোনও আওয়াজ পেলাম না। ফ্যাকাসে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলাম, তারপর এক শ' গজ দূরে গাছপালার ভিতর আমাহ্যাগারদের দেখলাম। ভূতের মত আসছে।

আমার ডানদিকে অবস্থান নিয়েছে রবার্টসন, তাকে বললাম, 'মনে হয় আসছে।'

'আসুক,' রবার্টসন কর্কশ স্বরে বলল, 'বহু দিন ধরে চাই ওদের সঙ্গে দেখা হোক।'

জমির একটা খাঁজে অদৃশ্য হয়েছে মূর্তিগুলো। এক মিনিট পর নক্ষত্রের আলোয় আবার ভাঁজের এপাশে দেখলাম। এদিকে গাছ নেই যে দেখতে অসুবিধা হবে। আরেকবার তাকিয়ে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আতঙ্ককর ঘটনা বুঝলাম—যাদের অনুসরণ করেছি, এরা তারা নয়। এ দলে অন্তত এক শ' লোক! এদের ঢালে রং করা। পাখির পালক দিয়ে নিজেদের মাথা সাজিয়েছে। এরা পেট ভরে খায়, ক্লান্ত নয় কেউ!

দেরি না করে সামনে গিয়ে জুলু ভাষায় আমস্লোপোগাসকে বললাম, 'আমাদের ফাঁদে ফেলেছে।' ইংরেজিতে রবার্টসনকে জানালাম।

রবার্টসন বলল, 'তা-ই? তা হলে লড়াই করে বেরুতে হবে।' নিচু স্বরে বলল এবার, 'আমার মেয়েটাকে রক্ষা করুন ঈশ্বর। আগের শয়তানগুলো ওকে সরিয়ে নিয়েছে, আর এদের পাঠিয়েছে আমাদের শেষ করতে।'

'মাকুমাযান, ফাঁদেই ফেলেছে,' বলল আমস্লোপোগাস, 'তবে সন্দেহ কী শেষ পর্যন্ত ভাল লড়াই পাব। এবার দেরি না করে যুদ্ধের নির্দেশ দিন. আমরা তৈরি।'

নিঃশব্দে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে নরখাদকরা, ভাবছে আমরা ঘুমিয়ে আছি। ওরা পঞ্চাশ গজ দূরে, এমনসময় জুলুদের গুলি করতে নির্দেশ দিলাম। সবাইকে বলে দিয়েছে, কাজেই এক্সপ্রেস রাইফেলের দুটো ব্যারেল একে একে খালি করলাম। ওই দলের দুই নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছি। মরল মাত্র একজন। দু'জন পৃথিবীর কষ্ট থেকে উদ্ধার পেলে খুশি হতাম।

একের পর এক গুলির আওয়াজ শুনলাম। কিন্তু টের পেলাম, শত্রুদের নিশানা করতে গিয়ে ভুল করেছে বেশিরভাগ জুলু। আমাহ্যাগারদের মাথার উপর দিয়ে গেল বেশিরভাগ বুলেট। কিন্তু সাবধানী হ্যান্স ও রবার্টসন, বোঝা গেল আমাহ্যাগারদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পরিচিত নয়। যেখানে ছিল সে জমির ভাঁজে আবারও ফিরল। শেষের দু'জন একটু দেরি করল, মরতে হলো তাদের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাই মিলে মোটামুটি দশজন আমাহ্যাগার শেষ করেছি।

মনে মনে চাইলাম যেন আর না আসে নরখাদকরা। কিন্তু তা হওয়ার নয়, পাঁচ মিনিট পর ফিরল তারা, চাইল আমাদের সবাইকে শেষ করতে। আবার গুলি চলল। এবার তাদের আরও কয়েকজন শেষ হলো। তাদের লম্বা বর্শাগুলো ছুঁড়ল আমাদের লক্ষ্য করে। একটার ঘায়ে মরল আমাদের এক জুলু যোদ্ধা, আহত হলো দু'জন। আরেকটু হলে একটার ঘায়ে মরতে বসেছিলাম, ঘাড়ের পাশ দিয়ে গেল ওটা। খেয়াল করলাম, আমাহ্যাগার যোদ্ধাদের কাছে একটার বেশি বর্শা নেই। ওরা যদি সেসব ছোঁড়ে, আক্রমণ করার মত থাকে শুধু তাদের লম্বা ছোরাগুলো।

এরপর বারবার হামলা করল আমাহ্যাগাররা। তেড়ে এল বর্শা নিয়ে। তারপর শুরু হলো সত্যিকারের লড়াই। নিজেদের বন্দুক ফেলে লড়াই করতে বাধ্য হলো জুলুরা। তাদের বামহাতে ছোট ঢাল, ডানহাতে কুঠার। আমস্লোপোগাস দাঁড়িয়েছে জুলুদের মাঝে। ওর কাছে কোনও ঢাল নেই, দু'হাতে ঘুরছে বিরাট কুঠার। দেখার মত সেই লড়াই। বারবার কুঠার তুলল, আবারও নেমে এল নরখাদকদের মাথায়। শীঘ্রি শত্রুরা বুঝল আমস্লোপোগাসের ধারে কাছে যেতে হয় না।

রবার্টসন, হ্যান্স আর আমি বেশকিছু পাথরের উপর, ওখান থেকে জুলুদের এড়িয়ে আমাহ্যাগারদের দিকে গুলি করছি। সত্যিকারের লড়াই করল জুলুরা। বহু লোক ফেলে পিছিয়ে গেল আমাহ্যাগাররা। তাদের এক নেতা শেষবারের মত জড় করতে চাইল লোকজন। আমার রাইফেলের ব্যারেল তখন এত গরম, ওটা রেখে রিভলভারের গুলিতে লোকটাকে শেষ করলাম। সে মারা যাওয়ায় আমাহ্যাগারদের মন ভেঙে গেল, দৌড়ে পালাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল। খাদের ভিতর গিয়ে ঢুকল সবাই, রাইফেলের আওতার বাইরে।

এখন পর্যন্ত আমাদের তিন জুলু মারা গেছে। আহত হয়েছে তিনজন। মনে হলো তাদের একজন যে-কোনও সময় মরবে। বাকি দু'জন পঙ্গু হতে পারে, তবে বাঁচবে। আমাদের তিনজন জুলু যোদ্ধা, আমস্লোপোগাস, হ্যান্স, রবার্টসন, আর আমি—সব মিলে লড়াই করবার জন্যে থাকলাম সাতজন। আমাহ্যাগারদের বহু যোদ্ধা মরেছে, কিন্তু যদি অন্যরা আবার আক্রমণ করে?

মরতে হবে আমাদের।

ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় পরস্পরের দিকে চাইলাম —হতাশ, হতক্লান্ত।

রক্ত রঞ্জিত কুঠারে হেলান দিয়ে বলল আমস্লোপোগাস, 'শুধু দুটো কাজ করার মত থাকল।' আহত জুলুদের দিকে চাইল। 'আমরা লড়াই করে মরতে পারি, নইলে পালাতে পারি।'

মৃতপ্রায় জুলু বলে উঠল, 'আমাদের কথা ভাববেন না, বাবা। যদি মনে করেন মরলে ভাল, তো তাই করুন। নিজেদের বাঁচান, বাবা। ইনকোসিকাস নিয়ে চলে যান, বাঁচতে হবে আপনাকে।'

'ভাল বলেছ,' বলল আমস্লোপোগাস। একমুহূর্ত ভাবল, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি আমাদের সর্দার, কাজেই কী করবেন ঠিক করবেন, মাকুমাযান।'

দ্রুত কথায় রবার্টসন আর হ্যান্সের কাছে অবস্থান ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি—কিন্তু যদি এখানে থেকে যাই, তো মরতেই হবে।

রবার্টসন বলল, 'চাইলে চলে যেতে পারেন, কোয়াটারমেইন, কিন্তু আমি যাব না। আমার মেয়ে যদি না-ই থাকে, তো আমার জীবন রেখে কী লাভ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতের ইশারা করে হ্যাঁ-না কিছু জানাতে বললাম হ্যান্সকে।

সে বলল, 'বাস, যিকালির মাদুলি তো আমাদের সঙ্গে, আর আপনার যাজক বাবা তো আকাশ থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন। তা-ই আমার মনে হয় এখানে থেকে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া, আমি ওই নলখাগড়ায় আর ফিরতে চাই না। অন্তত এখন নয়।'

'আমিও ফিরতে চাই না,' বললাম। কোনও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কথা বাড়ালাম না।

কাজেই আমরা আমাহ্যাগারদের পরবর্তী আক্রমণের জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। তাদের সঙ্গীদের লাশ টেনে এনে পাথরের নিচু দেয়ালটা যত পারি মজবুত ও উঁচু করলাম। জানি, এরপর যে আক্রমণ আসবে, তা হবে শেষ লড়াই। আমরা কাজে ব্যস্ত, এমন সময় সূর্যের প্রথম রশ্মি দেখলাম। সেই সঙ্গে উঁচু পাহাড়ে কালো রঙের আরেকটা জিনিস দেখলাম—মনে হলো একদল লোক চড়াইয়ের দিকে চলেছে।

চোখে বিনকিউলার তুলে ওই লোকজনের ভিতর একটা চেয়ার দেখলাম। রবার্টসনকে বিনকিউলার দিয়ে বললাম, 'ওই যে, আপনার মেয়ে চলেছে!'

রবার্টসন বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর, শয়তানগুলো ফাঁকি দিয়ে ইনেজকে নিয়ে গেছে!'

একমিনিট পর বিশাল উঁচু পাহাড়ের ছায়ার ওপাশে চলে গেল তারা। বোধহয় ওখানে কোনও গিরিপথ আছে।

কিছুক্ষণ পর বুঝলাম আবার আক্রমণ আসছে। ইনেজের কথা ভুলে যেতে হলো। নতুন সূর্যের আলোয় চিকচিক করে উঠল আমাহ্যাগারদের বর্শা। ওই পুবের ঝোপঝাড় ভরা খাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল লড়াকু নরখাদক। তাদের নেতারা চিৎকার করে উৎসাহ দিয়ে চলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবার্টসনকে বললাম, 'আসছে ওরা।'

'ওরা আসছে, আমরা বিদায়ের দিকে চলেছি। জীবন শেষ হওয়া অদ্ভুত ব্যাপার, কোয়াটারমেইন, কী বলেন? মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, জীবনের পর কী! বুঝি আমার জন্যে ভাল কিছু থাকবে না। যার ভিতর দিয়ে গেছি, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে!'

রবার্টসনের তিক্ত কথাগুলো আমাকে ঝাঁকি দিল। খুশির ভাব করে বললাম, 'এখনও বাঁচার আশা আছে।'

'কোয়াটারমেইন, আমার বুড়ি মা'র কথা মনে পড়ল। হয়তো যে দয়ালু আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন আমরা আসলে এমনই, ভাল নই। আমি হয়তো সব আশা ছেড়ে দিতাম, তবে বেঁচে আছি ইনেজের জন্য। ...ওই যে দেখুন, নরখাদকদের একটা!'

রাইফেল তুলেই গুলি করল সে। মনে হলো ভাঁজের কিনারায় দাঁড়ানো আমাহ্যাগার গুলি-বিদ্ধ হয়েছে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ল খাদের ভিতর।

তারপর বেরিয়ে এল ওই দলের সবাই। যাতে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করতে না পারি, তা-ই ক্রল করে আসছে। সঙ্গে গাছের গুঁড়ি, ওটা দিয়ে আমাদের দেয়াল ভাঙবে।

নরখাদকদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলাম। জানি, কিছুক্ষণ পর মরছি। যতক্ষণ পারি ঠেকাতে চাই তাদের।

তারপর?

মৃত্যু!

আমি সব মিলে আটটা গুলি করলাম, একটাও মিস করলাম না। রবার্টসনের মত হাল ছেড়ে দিয়েছি, তবুও মাথা খেলছে। ভাবলাম, যদি মৃত্যুর পর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হয়, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী? নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যাব? তা হলে এখানে এই পৃথিবীতে এলাম কেন? কী দরকার ছিল এখানে আসার? মনে মনে বললাম, হয়তো পৃথিবীতে আমাদের আসা শুধু শুধুই। অর্থ নেই আসলে কিছুর। চিন্তার ফাঁকে একের পর এক গুলি করলাম। যতক্ষণ পারি নরখাদকদের শেষ করতে চাই।

রবার্টসন আর হ্যান্স যথাসম্ভব নিপুণ ভাবে লক্ষ্যভেদ করছে, কিন্তু আমরা জানি আমাহ্যাগারদের ঠেকানো অসম্ভব। মাত্র তিনটা রাইফেল যথেষ্ট নয়। কিছুক্ষণ পর আমাদের দেয়ালের কাছে চলে এল। তাদের হিংস্র চেহারা পরিষ্কার দেখলাম। আমস্লোপোগাস নিজের কুঠার নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেয়ালে উঠে তেড়ে আসার আগে থামল নরখাদকরা। সে সুযোগে আরেকবার ব্যবহৃত কার্ট্রিজ বদলে নিলাম।

'শান্তির সঙ্গে মরো, হ্যান্স,' বললাম, 'যদি ওপারে আগে পৌঁছাও, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

'ওখানে গিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব ভেবেছি, বাস। কিন্তু এখনই মরতে চাই না। আপাতত মরতে হবে না, বাস। যাদের কাছে যিকালির মাদুলি থাকে, তারা সময়ের আগে মরে না। ...মরবে আসলে ওসব নরখাদক,' মন্তব্য করার ফাঁকে এক আমাহ্যাগারকে দেখাল হ্যান্স। এইমাত্র ওর উইনচেস্টার দিয়ে লোকটার বুকে গুলি করেছে। নরখাদকটা কয়েক পাক খেয়ে পড়ে গেল।

'ওই অভিশপ্ত... মানে স্বর্গীয় তালিসমান কাজে লাগুক,' বলেই কাঁধে তুললাম রাইফেল।

ঠিক তখন একসঙ্গে থমকে গেল আমাহ্যাগাররা। অন্তত ষাটজন তারা, কিন্তু স্থির চেয়ে রইল পিছনের সেই খাদের দিকে। কী যেন বলতে লাগল সবাই, তারপর দেরি না করে ঘুরেই দৌড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল। পালাতে চাইছে!

সত্যিকারের নেতার মত সুযোগ নিল আমস্লোপোগাস, লাফ দিয়ে দেয়াল থেকে নেমেই গর্জন ছেড়ে ছুটল নরখাদকদের দিকে। তার পিছনে চলল অন্য তিন জুলু। আমস্লোপোগাসের বিরাট কুঠার ইনকোসিকাসের কাছে আমাহ্যাগাররা যেন কাস্তের কাটা শস্য। জুলু নেতাকে দেখে মনে হলো এক ক্ষিপ্ত চিতাবাঘ। কুঠার বিদ্যুদ্বেগে পড়ছে শত্রুদের মাথা ও পিঠে। আমস্লোপোগাস যে তিন বীর জুলু নিয়ে লড়ল, তারাও কম নয়। শত্রুদের যারা পায়ে দাঁড়িয়ে, একমিনিট পেরুনোর আগে প্রাণপণে পালাতে লাগল। দেখতে দেখতে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল তারা।

শেষ আমাহ্যাগারের দিকে একটা গুলি পাঠাল হ্যান্স, তারপর দেয়ালে আরাম করে বসে পড়ল, ভুট্টার আঁটি দিয়ে তৈরি পাইপে তামাক ভরল। 'ওই মাদুলি, নইলে আপনার বাবা, মানে সেই যাজক...' থেমে গিয়ে দূরের খাদের দিকে পাইপ তাক করল, সন্দেহ নিয়ে বলল, 'এখন তো মনে হয় আসলে আপনার যাজক বাবা সব করলেন, যিকালির মাদুলি কিছু করেনি। আপনার বাবা কাজ শেষে আবার স্বর্গে সেই আগুনে ফিরে গেছেন।'

ওর হাতের দ্রুত ইশারা দেখে মনে হলো বদ্ধ পাগল হয়েছে।

তারপর দেখলাম দৃশ্যটা। যে-খাদে আমাহ্যাগাররা লুকিয়ে ছিল, সে খাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক কৃশ অতিবৃদ্ধ! সুদীর্ঘ দাড়ি পেকে গেছে, পরনে দরবেশদের মত আলখেল্লা। মনে হয় খ্রিস্টান বাচ্চাদের কোনও আসরে এসেছে। ঠিক দোয়া করার ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে হাঁটছে।

তারপর তার পিছনে খাদের ভিতর থেকে বেরুল বর্শার এক জঙ্গল। বৃদ্ধ যেন ধরে নিয়েছে তার দিকে গুলি ছুঁড়ব না। পড়ে থাকা লাশগুলো এড়িয়ে এল, তারপর একটু অদ্ভুত ভঙ্গিতে আরবী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাষায় শুরু করল: 'আমি সেই চির-যৌবনার দূত, তাঁর নামে সম্ভাষণ জানাচ্ছি। ঠিক সময় এসেছি, তবে সে-জন্যে অবাক নই। যিনি সবসময় শাসন করেন তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি এমনই থাকবে। আপনারা কুকুরগুলোকে ভাল শিক্ষা দিয়েছেন।' চটি দিয়ে একটা লাশে পা ছোঁয়াল বৃদ্ধ। 'খুবই ভাল ভাবে। আপনারা বোধহয় মস্ত বড় যোদ্ধা।'

কথা শেষ করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

এগারো

'এরা আপনার বন্ধু ছিল বলে মনে হচ্ছে না,' আমাহ্যাগারদের লাশ দেখিয়ে দিলাম। খাদ থেকে আসা বর্শাধারীদের দিকে চেয়ে বললাম, 'অথচ আপনার সঙ্গে আসা লোক আমাহ্যাগার জাতির মানুষ মনে হয়।'

বৃদ্ধ বলে উঠল, 'একই কুত্তির বাচ্চা দেখতে একইরকম হয়। তবে বড় হবার পর নিজেদের ভিতর লড়াই করে। এখানে যারা এসেছে, তারা আপনাদের খুন করতে আসেনি।' এক আহত আমাহ্যাগারের দিকে আঙুল তাক করল বৃদ্ধ। তার সঙ্গের এক যোদ্ধা ওই আমাহ্যাগারকে খতম করে দিল। ভয়ঙ্কর-চেহারা আমস্লোপোগাস আর বিদঘুটে রংচঙে হ্যান্সকে একবার দেখে নিয়ে আবার আমার দিকে চাইল বৃদ্ধ। 'এরা কারা? না, এখন বলবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না. আগে বিশ্রাম নিন। আমরা পরে আলাপ করব।'

এরপর হ্যান্সকে পাহারায় রেখে নামলাম ঝর্নায়. স্নান শেষে ফিরে এসে খাবার নিয়ে বসলাম। যে-সব বিপদ পেরিয়েছি, তাতে খিদে থাকার কথা না। কিন্তু প্রচুর খেলাম। আমস্লোপোগাস, ওর তিন যোদ্ধা, রবার্টসন, হ্যান্স আর আমি সুস্থ। অবাক হয়ে ভাবলাম, এটা স্রষ্টার সাহায্য ছাড়া আর কী!

পেট ভরে খাওয়ার পর পাইপ ধরিয়ে নিজ ভঙ্গিতে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিল হ্যান্স। ঈশ্বরকে কিছু বলবার জন্যে কোনও প্রার্থনা করল না রবার্টসন, চুপচাপ একটু দূরে চলে গেল, চেয়ে রইল দূরের পাহাড়-শ্রেণীর দিকে। নরখাদকরা সেদিকে নিয়ে গেছে ইনেযকে।

রবার্টসন বোধহয় ভাবছে ওখানে কী ঘটতে পারে। যে ভয়ঙ্কর লড়াই হলো, সেদিকে খেয়াল নেই তার। পাহাড়ের দূরপ্রান্তের দিকে চেয়ে বারবার হাত দুটো মুঠো করছে। আহত জুলুদের শুশ্রূষা করতে এল না। বৃদ্ধ আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, সেদিকে কোনও খেয়াল নেই।

'বাস, আসলে যা ভেবেছি, তার চেয়ে যিকালির মাদুলি অনেক শক্তিশালী,' বলল হ্যান্স। 'আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছে, তার ওপর চামড়া আস্ত রেখেছে। মরা জুলুদের কথা ভেবে লাভ নেই, ওরা মরে যাওয়ায় কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং আগের চেয়ে কম রাঁধতে হবে। সন্দেহ নেই আপনার বাবা, সেই যাজক স্বর্গের আগুনের ভেতর থেকে এসেছিলেন। যখন তাঁর কাছে আমার সব কথা জানানোর সময় হবে, উনি যদি সব বুঝতে পারেন, তো আমি বলব...'

'তোমার ফালতু কথা থামাও, গাধা,' হ্যান্সকে ধমক দিলাম। খেয়াল করেছি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ খাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে। আমার দিকে চেয়ে বারবার কুর্নিশ করল।

দেয়ালের সামনে এসে সবার দিকে চাইল. তারপর সফেদ দাড়ি নেড়ে আমাকে বলল, 'আপনাদের গর্ব হওয়া উচিত। অনেক কম লোক নিয়ে যুদ্ধ জিতেছেন। কিন্তু আমাকে যদি আসতে নির্দেশ না দেয়া হতো, আপনারা এখন ওই লাশের মত পড়ে থাকতেন।' মৃত জুলু যোদ্ধাদের দেখাল বৃদ্ধ।

একটু দূরে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাদের। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। কবর দেয়ার জন্যে জায়গা খুঁজছে আমস্লোপোগাসের সঙ্গীরা।

'আপনাকে কে নির্দেশ দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'যিনি নির্দেশ দিতে পারেন,' বৃদ্ধ আমার দিকে একটু অবাক হয়ে চাইল। 'সেই অনন্ত-যৌবনা, যিনি নির্দেশ দেন, চিরদিন যিনি থাকেন!'

চিরস্থায়ী এক যুবতীর কথা বলছে বুড়ো, আরবের কোনও একটা বাগ্‌ধারা ব্যবহার করছে। তার কথাগুলো বুঝতে না পেরে বললাম, 'দেখছি কিছু লোক আপনার সেই অনন্ত-যৌবনাকে মান্য করে না, আমাদের আক্রমণ করেছে। তাদের একদল একটু আগে ওদিকে গেছে।' হাতের ইশারায় পাহাড়ের দিক দেখিয়ে দিলাম।

'বিশ্বে এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে বিপ্লবীরা নেতৃত্ব পাওয়ার চেষ্টা করে না। শুনেছি এমনকী আমাদের মাথার ওপরের স্বর্গে ওরা আছে। ...বাদ দিন, বরং বলুন আপনার নাম কী।'

'আমি রাতের অতন্দ্র প্রহরী, আমার নাম মাকুমাযান।'

'সুন্দর নাম, নিশ্চয়ই রাতে সতর্ক থাকেন। দিনেও বোধহয়, নইলে জান নিয়ে আসতেন না। আমাদের রানি বলেছেন বহু দিনের জন্যে একটা রাজ্য তৈরি করতে সাহায্য করবেন আপনি। উনি আমাকে একবার বলেছেন: আমাদের কোর শহরে দু'হাজার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বছরে কোনও সাদা-মানুষ আসেনি। কথা বলতে পারিনি কোনও সাদা পুরুষের সঙ্গে।'

কাশি দিয়ে কথাটা হজম করলাম, শুকনো স্বরে বললাম. 'তা-ই বলেছেন উনি?'

বৃদ্ধ হেসে বলল, 'আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন। আমি জানি মাত্র দু'হাজার বছরের খবর। রানি তার চেয়ে অনেক বেশি বেঁচেছেন। তিনি আমার চেয়ে অনেক ভাল জানেন। ...এবার বলুন কুঠারধারী ওই লোকটাকে কী নামে ডাকা উচিত।'

'তার নাম সত্যিকারের যোদ্ধা।'

'সুন্দর নাম তার,' বলল বৃদ্ধ। 'যুদ্ধ হেরে যারা নরকে গেছে, তারা সত্যিকারের যোদ্ধার নাম নিয়ে আলাপ করবে।' এবার হ্যান্সের দিকে সন্দেহ নিয়ে চাইল, 'আর এই লোক... যদি সত্যিই এ কোনও লোক হয়ে থাকে...'

'ওর নাম অন্ধকারের আলো,' বললাম।

'বুঝলাম না রং এমন কেন। শীতের রোদে থকথকে কুয়াশা যেন, অথবা দুধে ফেলা পচা ডিম। আর যে সাদা-লোক ভুরু কুঁচকে ঝড়ের মত বিড়বিড় করছে, সে কে?'

একের পর এক প্রশ্ন করছে বৃদ্ধ। বললাম, 'ওই সাদা-লোক প্রতিশোধ নেন, তাঁর সম্পর্কে পরে জানবেন। ...এবার বলুন আপনি কে, এখানে কেন এসেছেন।'

বৃদ্ধ বলল, 'আমার নাম বিলালি। অনন্ত-যৌবনা যিনি, তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। আপনাদের তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আপনি বোধহয় ভুল বলছেন, বিলালি। আমরা আসব কেউ জানত না।'

'কিন্তু যিনি নির্দেশ দেন, তিনি সবই জানতেন,' স্মিত হাসল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিলালি। 'বেশ কয়েক চাঁদ আগে সব জেনেছেন। আপনারা ওই পথ-হারানো জলায় মরতেন, কিন্তু মাত্র একজন সাপের কামড়ে মরেছে। তিনি চেয়েছেন তাঁর গোপন দুর্গে আপনারা আসুন।'

বুড়োর কথা শুনে অবাক হলাম। আমাদের এক যোদ্ধা সাপের কামড়ে মরেছে। কিন্তু আমরা ছাড়া অন্য কারও জানবার কথা নয়। কিন্তু এ নিয়ে আর কোনও কথা বললাম না।

'আপনাদের বিশ্রাম নেয়া হলে রওনা হবো,' বলল বিলালি। 'আহত লোকগুলোকে বয়ে নেয়ার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে। আপনি চাইলে আপনাকে বয়ে নিতে পারি।' মৃদু মাথা দুলিয়ে রওনা হয়ে গেল বৃদ্ধ। তার ভিতর জাঁকজমক দেখলাম। খাদের ওদিকে চলে গেল।

মৃত জুলুদের কবর দেয়ার কাজে একঘণ্টা ব্যয় হলো। ওদের অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম না। শুধু মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমস্লোপোগাসের সঙ্গীরা লাশ কবরে নামাতে নিয়ে গেল।

দেয়ালের পাশে বসে ভাবলাম, দেখছি বুড়ো যিকালির কথায় সত্য আছে—ছাইয়ের ভিতর যে ম্যাপ এঁকেছে, তাতে এদিকে থাকার কথা কোনও সাদা রানির। সে আবার থাকে পাহাড়ি দুর্গে। সে রানির দূত জানে আমরা আসব। ঠিক সময়ে এসেছে, নইলে আমাদের বাঁচার পথ ছিল না।

'অনন্ত-যৌবনা'র কথা বলেছে অতি বৃদ্ধ বিলালি। এ থেকে কী বুঝব? হয়তো সে রানি এত বুড়ি, নিজের চেহারা দেখাতে চায় না। ওই মহিলাকে দেখতে পেলে মন্দ হতো না।

কীভাবে সে জানে আমরা এখানে আসছি? মাথায় এল না কিছু। রবার্টসনকে জিজ্ঞেস করলাম কিছু জানে কি না। কাঁধ ঝাঁকাল শুধু, বুঝিয়ে দিল জানা নেই। আসলে রবার্টসনের মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাত্র একটা চিন্তা ঘুরছে—হয় ওর মেয়েকে উদ্ধার করবে, নইলে যতজন পারে নরখাদককে শেষ করবে। প্রতিশোধ নেবে সে। ভাল করে জানে মেয়ের প্রতি কত মস্ত অন্যায় করেছে। ওখানে ওই খামারে ইনেজকে ফেলে না রেখে অনেক আগে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেয়া উচিত ছিল।

একসময় যা-খুশি করেছে রবার্টসন, কিন্তু এই নাবিক এখন নিজেকে বদলে নিয়েছে। ধর্মে হঠাৎ করেই তার অগাধ বিশ্বাস এসেছে। শৈশবে তার মা তাকে একটা বাইবেল দেয়, এখন একটু সুযোগ পেলে ওটা নিয়ে বসে। রাতে জোরে জোরে বাইবেল পড়ে, মনের দুঃখে গোঙায় আর প্রার্থনা করে। এখন আর তার হাত-পা বেঁধে রাখেনি মদ। স্বাভাবিক-সঠিক চিন্তা আর বুদ্ধি ফিরেছে। যেন আবার হয়ে গেছে মানুষ। খুশি হওয়া উচিত আমার, কিন্তু প্রথমে মনে হয়েছে রবার্টসন পাগল হয়ে উঠছে। পরে বুঝেছি মাথা ঠিক আছে। মদ ছেড়ে দিয়েছে বলে আগের চেয়ে মন ভাল থাকছে। সঙ্গী হিসেবে তাকে এখন পছন্দ করা যায়।

একটু আগে এখানে লড়াই করেছি, সে চিন্তা মাথা থেকে দূর করে শুয়ে পড়লাম। মন থেকে মুছতে চাইলাম বিলালির লোকগুলো দেখতে ঠিক আমাহ্যাগারদের মত! শুয়ে পড়লে সবসময় ঘুমিয়ে পড়তে পারি, এখনও দেরি হলো না ঘুম চলে আসতে।

দেড় ঘণ্টা পর চমৎকার মেজাজে জেগে উঠলাম।

আমি যখন চোখ বন্ধ করি, তার একটু আগে আমার পায়ের কাছে কুঁকড়ে ঘুমিয়েছে হ্যান্স। এগিয়ে আসা রোদের তাপ তাকে জাগিয়ে দিল। উঠে বসে বলল, 'উঠুন, বাস, ওরা এসেছে!'

চমকে গিয়ে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। একমুহূর্ত মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো আমাহ্যাগাররা আবার আক্রমণ করতে এসেছে। বিলালিকে দেখতে পেলাম। তার পিছনে কুলিরা চারটে পালকি আনছে। বাঁশ আর ঘাস দিয়ে তৈরি পালকি। এমন ভাবে তৈরি, ইচ্ছে হলে চোখের আড়ালে থাকা যায়। যুদ্ধে ধরা পড়া আমাহ্যাগাররা এসব পালকি বয়ে আনছে। বৃদ্ধ বিলালি জানাল, রবার্টসন আর আমার জন্যে সেরা পালকি দুটো দেয়া হয়েছে। ওগুলো আমাদের বয়ে নেবে। বন্দি আমাহ্যাগাররা বহন করবে আহত দুই জুলুকে। ধরে নেয়া হয়েছে আমস্লোপোগাস, তিন জুলু আর হ্যান্স হাঁটবে। এখানে বলে রাখি, লড়াই শেষ হলে একটু পরে মারা গেছে এক জুলু যোদ্ধা।

রাজকীয় পালকিগুলো বোধহয় বিলালি তৈরি করেছে, কাজেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই জিনিস এত দ্রুত তৈরি করলেন কীভাবে?'

'এখানে তৈরি হয়নি, রাতের অতন্দ্র প্রহরী মাকুমাযান,' বলল বিলালি। 'আমরা সব ভাঁজ করে নিয়ে এসেছি। যিনি সব সময় শাসন করেন, তিনি তাঁর আয়না দেখে বলেছেন, আমারটা বাদেও চারটে এ জিনিস আনতে হবে। দুটো পাবে দুই সাদা সর্দার, আর বাকি দুটো লাগবে আহত যোদ্ধার জন্যে। কাজেই চারটে আনা হয়েছে।'

'তা-ই আসলে,' এমন ভাব করলাম, যেন সবই বুঝি। মনে মনে বললাম, কে সেই রানি? কীসের আয়না ব্যবহার করে! ওটা সব বলে দেয়?

এ-ব্যাপারে আর কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ বিলালি অন্য প্রসঙ্গে সরল, 'শুনে খুশি হবেন, আপনাদের আগুনে-গোলা আর কুঠারের আঘাতে ধরা পড়েছে দশটা আমাহ্যাগার। তারা তো আপনাদের মারতে এসেছিল, তাই তাদের মেরে ফেলেছি আমরা।' মৃদু হাসল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধ। 'আর যারা পালিয়েছে, তারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের ওদিকে যাওয়া আমাদের জন্য বিপজ্জনক। ...রাতের অতন্দ্র প্রহরী, এবার আপনার আসনে বসুন। সামনের পথ চড়াই, দ্রুত যেতে হবে, নইলে সন্ধ্যা নামবে। তখন পাহাড়ের ওপাশে উঠবে চাঁদ, হঠাৎ বিপদ হতে পারে। সেক্ষেত্রে রানির পবিত্র শহরে পৌঁছতে দেরি হবে।'

ওই পালকির ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বললাম রবার্টসন আর আমস্লোপোগাসকে।

জুলু সর্দার খেপে বলল, আমি কী বুড়ি মেয়েমানুষ, না লাশ? আমি ওই জিনিসে চড়ব না।

আহত জুলুদের তোলা হলে নিজেদের আসনে চড়ে বসলাম রবার্টসন ও আমি। এসব পালকি অত্যন্ত আরামদায়ক।

আমাদের প্রায় সব জিনিস বয়ে নেবে কুলিরা। শুধু রাইফেল আর যথেষ্ট গুলি সঙ্গে নিয়েছি। এরপর রওনা হলাম। আগে চলল বর্শাধারী একদল যোদ্ধা। তারপর আহত জুলুদের পালকি। তাদের পাশে গল্প করতে করতে হাঁটছে আমস্লোপোগাস ও তিন যোদ্ধা। এরপর বিলালির আসন। তারপর আমার পালকি, পাশে ছুটছে হ্যান্স। পিছনে রবার্টসনের পালকি। এরপর রানির একদল আমাহ্যাগার যোদ্ধা ও অবশিষ্ট কুলি।

আমার পালকির পর্দা ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিল হ্যান্স, 'বুঝলেন, বাস, এখন বুঝতে পারছি আপনার যাজক বাবা তখন আসেননি, আসলে ওই সাদা দাড়িওয়ালা বিলালিটা এসেছে।'

জানতে চাইলাম, 'কী করে বুঝলে আমার বাবা আসেননি?'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল হ্যান্স। 'বাস, তিনি এই হ্যান্সকে কখনও এভাবে ফেলে যেতেন না। তিনি তো আমাকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ওই বিলালিটা যদি আমার সেই যাজক হতো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন রোদের ভিতর কুকুরের মত দৌড়াতে হয় আমাকে? বিলালি তো নিজে সাদা মহিলাদের মত আরামে বসেছে তার পালকিতে।'

মনে মনে হাসলাম, মুখে বললাম, 'হ্যান্স, কথা না বাড়িয়ে বুকে দম জমিয়ে রাখো, অনেক দূরের পথ হাঁটতে হবে।'

আমরা যখন পাহাড়ের বুক থেকে রওনা হই, তার চেয়ে বহু দূরে চলে এসেছি। ধীরে ধীরে উপরে উঠছি। সকাল দশটার সময় রওনা হয়েছি, আর ভোরের সে লড়াই যেন অনেক আগের কাহিনি। আমরা দুপুর তিনটার দিকে খাড়া পাহাড়ের বিশাল সেই উঁচু জায়গার পায়ে পৌঁছলাম।

এখানে থেমে খাবার খেলাম। আমাহ্যাগাররা রুটি দিয়ে টক দই খেয়ে নিল। খেয়াল করলাম, খাওয়ার সময় কোনও কথা বলে না, বা হাসে না। কেন জানি না তাদের দেখে ভয়ে শিরশির করল শিরদাঁড়া। অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে রবার্টসন এককথায় জানাল, 'এরা নরখাদক নয়।' একটু পর বলল, 'আপনার বুড়ো জাদুকরকে জিজ্ঞেস করুন, নরখাদক শয়তানরা আমার মেয়েকে কোথায় নিয়ে গেছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, জবাবে বিলালি বলল, 'ওরা আসলে বিপ্লবী, আমাদের রানির বদলে ওই মেয়েকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে চায়। নিয়ম মত কোনও যুবতী সাদা মেয়েকে রানি হতে হবে। ওসব বিপ্লবী যদি আগেই মেয়েটাকে মেরে না ফেলে, আমাদের রানি হয়তো যোদ্ধা পাঠিয়ে তাকে কেড়ে আনবেন।'

বিল্যালি কী বলেছে রবার্টসনকে জানালাম। সে বলল, 'ও গল ইনেজকে যদি আমাহ্যাগাররা আগেই মেরে না ফেলে, বা আরও ভয়ঙ্কর কিছু না করে!' এরপর চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আবার রওনা হলাম। মনে হলো খাড়া এক দেয়ালের দিকে চলেছি। পাহাড় ওখানে কালো পাথরের, উচ্চতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে অন্তত এক হাজার ফুট। ওদিকে বোধহয় সরু কোনও পথ থাকতে পারে। মরতে চাই না বলে রবার্টসন আর আমি পালকি থেকে নেমে চড়াই পথে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু বিলালি তার আসন থেকে নামল না। কুলিদের সমস্যা নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। তার কথায় আরও কয়েকজন কুলি দোলা টানার কাজে ব্যস্ত হলো। সামনের খাড়া পর্বত কীভাবে পেরুব, বুঝলাম না।

একই চিন্তা এসেছে আমস্লোপোগাসের মাথায়। বলল, 'মাকুমাযান, কেউ হয়তো এই পাহাড়ে উঠতে পারবে, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ পারব না। পারতে পারে শুধু আপনার ওই পিচ্চি হলুদ বাঁদর।' কুঠার দুলিয়ে হ্যান্সকে দেখিয়ে দিল সে।

জুলুরা ওকে হলুদ বাঁদর বলুক, তা একেবারে পছন্দ করে না হ্যান্স। বলল, 'আমি যদি ওই চূড়ার উপর উঠি, তো কালো কসাইগুলোর দিকে পাথর ছুঁড়ব। তখন কালো কসাইগুলো ধুপধাপ করে পাহাড় থেকে নীচে গিয়ে পড়বে।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে ভয়ঙ্কর হাসি দিল আমস্লোপোগাস, একটা হলুদ বাঁদর ওর মত জুলুকে কালো কসাই বলছে শুনে জবাব দিতে তৈরি হলো। কিন্তু ঠিক তখনই পর্বতের খাড়াই এত কষ্টকর হয়ে উঠল যে কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর মনে হলো পর্বত বেয়ে ওঠা অসম্ভব। একটু পর পাহাড়ের কালো দেয়ালের সামনে থামতে হলো। ওখানে লম্বা এক লোককে দেখে অবাক হলাম। সাদা আলখেল্লা পরনে, কর্কশ স্বরে ধমক দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিল। হাতে বিরাট এক বর্শা।

লোকটা হঠাৎ করে রহস্যময় ভূতের মত কোত্থেকে এল বুঝলাম না। শীঘ্রি এ রহস্যের ব্যাখ্যা করা হলো। এখানে খাড়া পাহাড়ের গায়ে চিপা একটা ফাটল আছে। ওটার পাথুরে ছাদ এদিকে এগিয়ে এসেছে। ফাটলের মাত্র কয়েক ফুট ভিতরে যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে।

ফাটলটা চওড়ায় চার ফুটের বেশি হবে না। বিশাল পর্বতে এই চেরা জায়গাটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। হাজারো বছর ধরে এই আগ্নেয়গিরি কী খেলা খেলেছে, তা বোঝা যায়। নিরেট পাথর ফেটে তৈরি হয়েছে ফাটল। ওখানে ঢোকার পর উপরের দিকে চেয়ে আবছা ভাবে অনেক উঁচুতে আকাশ দেখলাম। তবে আমরা গলিতে ঢুকে পড়বার পর মশাল জ্বালা হলো। আগেই এখানে এসব রেখে গেছে। বুঝলাম, ফাটলের মুখে যদি একজন ভাল যোদ্ধা থাকে, বিপক্ষের অন্তত এক শ' যোদ্ধাকে ঠেকাতে পারবে। ফাটলের মুখে লম্বা লোকটা ছিল, এরপর কিছুক্ষণ পরপর প্রতি বাঁকে অন্তত একজন করে যোদ্ধা দেখলাম।

সরু গলিতে ঢুকে অস্বস্তিতে পড়ে গেল জুলুরা। আলোময় জগতে থাকতে পছন্দ করে তারা। চেহারা দেখে বোঝা গেল, এমনকী দুর্ধর্ষ আমস্লোপোগাস ভয় পেয়েছে। হ্যান্সও বেশ ভীত, অভ্যেস মত সব ব্যাপারে সন্দেহ করছে, বিপদের আশঙ্কা করছে। স্বীকার করি, আমিও চিন্তিত হলাম। শুধু রবার্টসনকে নিশ্চিন্ত দেখলাম। এক আমাহ্যাগার হাতে মশাল ধরে চলেছে, তার পিছনে কাঠের পুতুলের মত হাঁটছে সে।

বুড়ো বিলালি চেয়ারে বসে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে জানাল, সামনের পথে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। দু'দিকের চিপা দেয়ালের কারণে লোকটার গলার আওয়াজ কানে অদ্ভুত জোরালো শোনাল।

অত্যন্ত প্যাঁচালো এই গলি ধরে আধঘণ্টা চললাম, তারপর যেন খেপা হয়ে উঠল হাওয়া। দমকা বাতাস আমাদের সবাইকে টেনে উড়িয়ে নিতে চাইল। আহত জুলুদের নিয়ে চলেছে কুলিরা, বা বেশ ক'বার বাতাসের ধাক্কায় পড়তে গিয়ে সামলে নিল।

BanglaBook.org

এরপর আমরা টের পেলাম, দু'পাশ থেকে দেয়াল আমাদের রক্ষা করছে। দু'দিকের পাথর এবড়ো-খেবড়ো নয়, আমরা আহত হলাম না। মাথা তুলে উপর দিকে চেয়ে অনেক দূরে সরু ফিতার মত একচিলতে নীলাকাশ দেখলাম। আরও কিছুক্ষণ পর দু'পাশের দেয়াল জায়গা ছাড়ল, সূর্যের আলোয় চারপাশ দেখা গেল। এরপর আর মশাল লাগল না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম। এপাশে নীচে বিশাল এক মালভূমি। আমাদের পিছনে ওই পাথুরে দেয়াল অন্তত একহাজার ফুট উঁচু।

প্রকাণ্ড এই মালভূমি গোলাকার, কিন্তু চারপাশ থেকে ওটাকে ঘিরেছে সুউচ্চ পাথরের বিশাল দেয়াল। চারদিকে চেয়ে মুগ্ধ হওয়ার মত দৃশ্য। এই মালভূমি আসলে নিভে যাওয়া বিশাল এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা শহর। বিনকিউলার দিয়ে ভাল করে দেখলাম। শহরের চারপাশে পাথরের মজবুত দেয়াল। বাড়িগুলো দেখে ভাবতে হলো, আগে কখনও আফ্রিকায় এমন চমৎকার স্থাপত্য দেখিনি।

বিলালির আসনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওই শহরে কারা থাকে।

'কেউ না,' বলল বিলালি। 'হাজারো বছর ধরে শহর মৃত। আমাদের রানি এখন ওখানে সেনাবাহিনী নিয়ে অবস্থান করছেন। এবার দেরি না করে ওখানে যেতে হবে।' কুলিদের নির্দেশ দিল সে, 'এগোও তোমরা!'

কাজেই রবার্টসন আর আমি উঠে পড়লাম আমাদের পালকিতে, কুলিরা দ্রুত পায়ে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। দেখলাম, রাস্তাটা ব্যবহার করবার মতই নিরাপদ, তবে বেশ ঢালু। পুরো বিকাল চলে সূর্যাস্তের একটু আগে পৌঁছে গেলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমতলে। এরপর খাওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ বিরতি, তাতে বিশ্রাম হলো। একটু পরে পাহাড়ের উপর রুপালি চাঁদ দেখা দিল, সেই আলোয় আবার এগিয়ে চলা।

কাছে এসে আমস্লোপোগাস বলল, 'কেউ চাইলে ওই দুর্গে ঢুকতে পারবে না, মাকুমাযান। দেয়াল অনেক উঁচু। দেয়ালের গায়ে খুব কম গর্ত। তা আবার অনেক ছোট।'

'হয়তো একদল লোক সহজে দুর্গে ঢুকতে পারবে না, কিন্তু যারা ভেতরে থাকবে, তারাও সহজে বেরুতে পারবে না,' বললাম আমি। 'আমস্লোপোগাস, কাদা-ভরা গর্তে মহিষ যেমন বিপদে থাকে, আমাদের অবস্থা এখন তেমন।'

'আমিও একই কথা ভেবেছি,' বলল আমস্লোপোগাস। 'কেউ যদি লড়তে আসে, তবুও আমাদের শিং থাকবে। কিছুক্ষণ শিং দিয়ে শত্রুদের উপরের দিকে ছুঁড়ব।'

কথা শেষে নিজের লোকদের কাছে ফিরল সে।

চারপাশ অদ্ভুত শান্তিময়। বিশাল মালভূমিতে সূর্যাস্ত দেখবার মত। প্রথমে গনগনে আগুনের মত টকটকে লাল হলো গভীর জ্বালামুখ, তারপর পাহাড়ের পশ্চিমে টুপ করে ডুবল সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম মালভূমি ছেয়ে গেল গাঢ় ছায়ায়। পুব থেকে ধেয়ে এল আঁধার। দ্রুত অস্পষ্ট হতে লাগল পাহাড়। আকাশে ও পাহাড়ের গায়ে তখনও রক্তিম রশ্মির খেলা। তারপর চট্ করে উধাও হলো শেষ আলো, চারপাশে জেঁকে বসল ঘুটঘুটে আঁধার।

একটু পর মেঘের কিনারা থেকে বেরিয়ে এল আধ টুকরো রুপালি চাঁদ। সেই অনিশ্চিত আলোয় এগিয়ে চলেছি। ইস্পাতের মত হাত নিয়ে যারা মালামাল বয়ে চলেছে, মনে হলো সে কুলিরাও পরিশ্রান্ত। চারপাশে ভালভাবে দেখা গেল না। তবে বুঝলাম, আমরা চলেছি ফসলের মাঠের পাশ দিয়ে। ফসলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্চতা বলে দিল এখানে লাভা মেশানো মাটি অত্যন্ত উর্বর। কয়েকবার ঝর্না পেরুতে হলো।

কুলিরা নিচু স্বরে গান গাইছে। কিছুক্ষণ পর পালকির দোলায় ঘুম চলে এল। ক্লান্তিতে ঝিমাতে শুরু করলাম। জানি নিরাপদ আশ্রয়ের কাছে চলে এসেছি। এখন হামলা হওয়ার কথা নয়। চোখ বুজে ফেললাম।

একসময় ঘুম চটে যেতে টের পেলাম, থেমে গেছে পালকি। শুনলাম বৃদ্ধ বিলালির গলার আওয়াজ। বলল, 'সাদা-সর্দাররা, নামুন। কালো-মানুষ সত্যিকারের যোদ্ধা আর অন্ধকারের আলো ওই হলদেটে মানুষটাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আসুন। যিনি নির্দেশ দেন, সেই রানি আপনাদের ডেকেছেন। তাঁকে অপেক্ষা করানো যায় না। আপনারা পরে খেতে বসবেন বা বিশ্রাম নেবেন। আপনাদের সঙ্গীদের জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না, তাদের আপ্যায়ন করা হবে। ফিরে এসে এখানে পাবেন তাদের।'

বারো

পালকি থেকে নেমে বুড়ো বিলালির বক্তব্য সবাইকে বললাম। যেতে চাইল না রবার্টসন, কিন্তু তাকে বোঝালাম, এই সাদা রানি আবার খেপে যেতে পারে। তাতে আমাদের ক্ষতি হবে। আমার সঙ্গে যেতে নিম-রাজি হলো রবার্টসন। আম্নেহাপোগাস এককথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে দিল, কোনও মেয়ে দেশ চালাবে, তা ওর মোটেই পছন্দ নয়।

বাঁদরদের মত সবকিছুতে কৌতূহল হ্যান্সের, যিকালির সেই রানিকে দেখবে শুনে এক পায়ে রাজি হয়ে গেল। সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

মশালধারীদের পিছনে বিলালির সঙ্গে চললাম। বাঁধানো পথ। দু'পাশে পাথরের বাড়ি-ঘর। কিছুক্ষণ পর বড় এক চত্বরে এলাম। এখানে পাথরে তৈরি অনেক পিলার। পিছনে বড় মঞ্চ, হয়তো ওটা কোনও মন্দির হিসেবে ব্যবহার হতো। তবে কোনও ছাত নেই, মাথার উপর হাজারো নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলো।

একপাশের একটা দালানে নিয়ে আসা হলো। সামনে প্রকাণ্ড দরজা, সেটাতে ঝুলছে ভারী পর্দা। ভিতরে ঢুকলাম। অজস্র লণ্ঠন জ্বলছে। মস্ত ঘর; দু'পাশে একটু পর পর বর্শাধারী প্রহরী।

'সর্বনাশ, বাস,' ফিসফিস করল হ্যান্স। 'জায়গাটা ফাঁদের মুখ বলে মনে হচ্ছে!'

সন্দেহের দৃষ্টিতে চারপাশ দেখছে আমস্লোপোগাস। ওর বিরাট কুঠার শক্ত করে ধরল।

'চুপ,' ধমক দিলাম হ্যান্সকে। 'এই পুরো পাহাড় বড় ফাঁদ, আরেকটা বাড়তি ফাঁদ থাকলে কী! তা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে রিভলভার আছে।'

দু'পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়েছে প্রহরী, মাঝখান দিয়ে হেঁটে চললাম। এরপর সরু এক দীর্ঘ করিডরে পড়ল। তার শেষে পৌঁছে আবার এমব্রয়ডারি করা ভারী পর্দা। তাতে সাত রং। চোখে বেশি পড়ল সোনালী রঙের সুতো। হাতের ইশারায় আমাদের থামতে বলল বিলালি।

পর্দার ওপাশের কাউকে নিচু স্বরে কী যেন বলল, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের অপেক্ষা করতে বলে পর্দার ওদিকে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পর ওদিক থেকে বেরিয়ে এল এক মেয়ে। দেখে মনে হলো জাতিতে আরব। পরনে সাদা আলখেল্লা। হাতের ইশারা করে পিছু নিতে বলল। আরবী ভাষায় তার সঙ্গে কথা বললাম. কিন্তু কোনও জবাব দিল না। বিরক্ত হয়ে পিছনে রওনা হলাম। ভাবলাম, ওপাশে কী?

পর্দার এপাশে লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় ছোট ঘর দেখলাম। চারদেয়ালে বেশ কিছু মূর্তি। মনে হলো একসময় কোনও পুরোহিতের মন্দির ছিল। একপাশে বেদি। ওখানে পূজা হতো, বা কোনও দেবতার মূর্তি ছিল। এখন ওই বেদিতে সিংহাসন। আর সেখানে বসেছে এক দেবী!

পুরো স্থির, মুখে পাতলা নেকাব। পরনে চকচকে সাদা পোশাক। নেকাবের ঝালর এতই পরিপাটি, যেন বিশেষ কোনও ইঙ্গিত বহন করে। বিন্দুমাত্র তার সৌন্দর্য লুকায়নি নেকাব। সেই অদ্ভুত রূপ দু'চোখ ঝলসে দিল। নব-বধূর ওই নেকাবের দু'পাশে নেমে এসেছে রাতের আঁধারের মত কালো দীর্ঘ কেশ। দু'বেণীর শেষে ঝুলছে বড় দুটো মুক্তা। রূপসীর দু'পাশে লম্বা দুই মেয়ে দাঁড়িয়ে। যে-মেয়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছি, সে এই রূপসী রানির বামপাশে হাঁটু গেড়ে বসল। একইভাবে ডানপাশে বৃদ্ধ বিলালি।

সিংহাসনে বসা নীরব নারীর মাঝে অসীম ক্ষমতার প্রকাশ দেখলাম। রানির যেমন হওয়া উচিত। অকপটে বলতে পারি, যত রানির ছবি বা তৈলচিত্র দেখেছি, এ রানির মত সুন্দর দেহবল্লরী তাদের কারও ছিল না! এই যুবতী রানি যেন রহস্যময়ী। অবাক করা তার সৌন্দর্য! যেন নিজেকে গোপন করে রেখেছে। দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এ সত্যিকারের কোনও মানবী নয়। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত যেমন, ঠিক তেমন কিছু আছে তার মাঝে। এর সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেকে অতি সাধারণ মনে হলো।

মানুষ হিসেবে আমি যথেষ্ট কৌতূহলী, আর এই রানিকে দেখে আমার আগ্রহ আরও বেড়েছে। সমস্ত বিপদ মাথার উপর রেখে এই অভিযানে এসেছি। একটু আগে ভাবতে গিয়ে নিজেকে বাহবাও দিয়েছি। কিন্তু এখন এর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো ঘুরে দৌড়ে পালাই। মন বলল, তোমার সামনে যে মানবীর রূপ ধারণ করেছে, সে নারী-পোশাকে অজাগতিক প্রাণী—এ আসলে মানব জাতি থেকে একদম আলাদা কিছু!

দৃশ্যটা দেখবার মতই! যেন চুপচাপ বসে থাকা রাজকীয় কোনও মার্বেলের মূর্তি! সাদা আলখেল্লার বুকের কাছে শ্বাস ওঠা-নামার ছন্দ দেখছি। আমাদের মত বেঁচে আছে। নেকাবের কারণে প্রথমে বুঝতে পারিনি চোখ দুটো জীবিত। হয়তো কম আলোয় এসে আমার নিজের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। একবার মন বলল ওই দু'চোখ নিশাচর কোনও প্রাণীর মত জ্বলছে! রাতের প্রাণী গভীর মনোযোগে চাইলে অমন জ্বলজ্বল করে চোখ। চোখের পাতা পড়ে না! কয়েক সেকেণ্ড পর চোখের নড়াচড়া দেখলাম। আয়তাকার দুই চোখ, মণিতে মিশেছে নিকষ কালো ও গাঢ় নীল রং। আয়ত ভাসা ভাসা চোখে রাজকীয় অলস দৃষ্টি। কিন্তু যেন চেষ্টা ছাড়াই পড়ে নিল আমার মনের গভীর। তার ওই চোখ যেন খোলা জানালা, ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আত্মার উজ্জ্বল আলো।

আমার সঙ্গীদের উপর চোখ ঘুরছে তার। অদ্ভুত লাগল চাউনি। প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসেছে হ্যান্স। হাঁ করা মুখ যেন বড় কোনও মাছের, পানি থেকে ওঠানোয় খাবি খেয়ে চলেছে। যে-কোনও সময় মরবে। সিংহাসনে আসীন এই নারীকে দেখে থতমত খেয়েছে রবার্টসন, হাঁ হয়ে গেছে তার মুখ।

'সর্বনাশ,' ফিসফিস করে বলল সে। 'গত কয়েক সপ্তাহ মদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছুঁইনি, কিন্তু এখন মন চাইছে মদ গিলতে। হাড়ের ভিতর শিরশির করছে। মন বলছে, সামনে এ কোনও মানবী নয়!'

আমস্লোপোগাস থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে. চেহারা দেখে মনে হলো তিক্ত হয়ে গেছে মন। কুঠারের লম্বা হাতলে দু'হাত রেখেছে, অবাক। ওর খুলির গর্ত আবৃত করা চামড়ার উপর দপদপ করছে শিরা।

'রাতের অতন্দ্র প্রহরী,' গম্ভীর কিন্তু ফিসফিসে স্বরে বলল, 'এই সর্দারনী সাধারণ মেয়ে না। এ একইসঙ্গে সব মেয়ের সমস্ত ক্ষমতা রাখে। মন বলছে ওই আলখেল্লার নীচে যে, তার সৌন্দর্য সেই হারিয়ে যাওয়া আমার লিলির মত। ...আপনারও কি এমন লাগছে, মাকুমাযান?'

আমস্লোপোগাস একথা বলতে বুঝলাম, আসলে কেমন যেন লাগছে আমারও! নানান ধরনের আবেগ আসছে মনে! চকচকে সাদা পোশাক পরিহিত মূর্তির দিকে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে কাকে দেখলাম.... তা বলব না—বেশ কয়েকটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। এক নারীকে দেখলাম, যাকে আগে কখনও দেখিনি। এরপর দেখলাম কয়েকজন নারীর অবয়ব, দ্রুত সব মিলে-মিশে গেল! কেউ আর মানবী অবয়বে থাকল না, বিভিন্ন জন্তুর আকার নিল। মনে হলো একটা কিছুর কেন্দ্র-বিন্দু থেকে ওগুলো ছিটকে বেরিয়ে এল! মন বলল কোনও ক্রিস্টাল বলের ভিতর থেকে আলোর দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। রশ্মির পরিবর্তন এত দ্রুত, পরিষ্কার কিছু বুঝলাম না। অন্তর বলল, ভুল দেখছি। আমারই মন আমাকে নিয়ে খেলছে। একটু আগে যা দেখেছি, আসলে কিছুই ছিল না। আবার এ-ও মনে হলো, এই রহস্যময়ী নারী আমাকে সব দেখিয়েছে।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর সে কথা বলে উঠল—আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হলো সমাহিত পানির বিস্তারের উপর রূপার ঘণ্টি বেজে উঠল। নিচু স্বর তার, কিন্তু সে যে কী মিষ্টি শুনতে! এ নারীর প্রথম শব্দ কানে আসতে আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে উঠল। মনে হলো একটা কথাও যেন শুনতে ভুল না হয়! যেন অজান্তে বন্ধ হলো হৃৎস্পন্দন!

আমার উদ্দেশ্যে কথা বলে উঠল সে!

মৃদু ভাবে বিলালির দিকে মাথা তাক করল, 'এখানে আমার যে চাকর, সে বলেছে তোমার নাম রাতের অতন্দ্র প্রহরী। তুমি আমার ভাষা জানো। ...এ কথা কি ঠিক নয়?'

'গত কয়েকবছর পুব-তীরে থেকেছি, কাজেই একটু আরবী জানি। কিন্তু তুমি যেমন আরবী বলো, সে তুলনায় আমি...' সম্বোধন হিসাবে কী বলব, বুঝতে না পেরে থেমে গেলাম।

'আমাকে হিয়া বলতে পারো,' বলল সে। 'এখানে সবাই আমাকে ওই নামে ডাকে। ওটার মানে সেই "নারী" বা "মহিলা"। তোমার যদি এ নাম পছন্দ না হয়, আমাকে আয়েশাও বলতে পারো। তুমি ও-নামে ডাকলে বহু বছর পর মনে হবে আমার নিজের রঙের কেউ ডাকছে। সে আবার এমন একজন মানুষ, যার রক্তের ভিতর রয়েছে ভদ্রতা।'

এত বুদ্ধিমতির মত প্রশংসা করেছে, রক্তিম হয়ে গেল গাল, বোকার মত দ্বিতীয়বার আউড়ে গেলাম, 'তুমি যেমন আরবী বলো তেমন করে বলতে পারি না আমি, আয়েশা।'

'আমার মনে হয়েছে হিয়া নাম তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। আমার নামের উচ্চারণ কেমন হবে, পরে তোমাকে শিখিয়ে দেব। এবার বলো তোমার নাম কি রাতের অতন্দ্র প্রহরী? আমার মন বলছে ওটা তোমার কোনও পদবী।'

'ঠিকই ধরেছ,' নরম স্বরে বললাম। 'আমার নাম অ্যালান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অ্যালান, এদের নাম জানাও,' বলল আয়েশা। পেলব হাত তুলে আমার সঙ্গীদের দেখাল। 'আমার মনে হয় না ওরা কেউ আরবী জানে। তুমি ওদের ব্যাপারে বলবে, নাকি আমিই বলব?' মাথা তাক করল সে রবার্টসনের দিকে। 'এ অবাক হয়ে যাওয়া এক মানুষ। এর অন্তর থেকে এক ধরনের রং বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তুমি তা দেখতে পাবে না। ওই রং বলছে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। তবে কিছুদিন আগেও তার অনেক লালসা ছিল। ওসব স্পৃহা মানুষকে ধ্বংস করে। মানুষ কখনও নিজের প্রকৃতি বদলাতে পারে না, অ্যালান; আর সেজন্য চিরকাল তারা মদ ও মেয়েমানুষের জালে আটকা পড়ে। এর কথা আপাতত থাক। ...ছোটখাটো হলদে লোকটা আমাকে ভয় পেয়েছে, যেমন ভয় পেয়েছ তোমরা। যে-কোনও মেয়ের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা এখানে। সে যতই দুর্বল ও ভদ্র হোক, পুরুষরা তাকে বুঝতে পারে না। ফলে বোকার মত ভয় পায়। দশ লাখ বছর চেষ্টা করেও নারীর রহস্য উন্মোচন করতে পারবে না পুরুষ, ভয় পাবে অচেনাকে। রোমানরা এ ব্যাপারে খুব সংক্ষেপে ভালভাবে বলেছে, তা-ই না, অ্যালান?'

আস্তে করে নড করলাম। আমার বাবা ল্যাটিনদের বলা এক লাল হরিণের কথা সবসময় বলতেন।

'বেশ,' বলল আয়েশা, 'ওই খুদে লোকটা আসলে বুনো, তা-ই নয়? বন-মানুষের কাছ থেকে আমরা যেমন দেহ পেয়েছি, তেমনি করে সে-ও অনেক অভ্যেস পেয়েছে। আমরা বন-মানুষ থেকে এসেছি, সেটা কি জানো তুমি, অ্যালান?'

মাথা দুলিয়ে বললাম, 'এ বিষয়ে অনেকে নানা কথা বলছে।'

'এ নিয়ে আগেও তর্ক চলেছে, তবে পরে আমরা এ নিয়ে আরও কথা বলব। আপাতত এটুকু বলব, আমাদের তুলনায় ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলদে মানুষ বন-মানুষের অনেক কাছের আত্মীয়। তবুও তার অনেক গুণ আছে। চতুর সে, বিশ্বস্ত, আর পাগলের মত ভালবাসতে জানে। তুমি কি জানো সম্পূর্ণ ভালবাসা কাকে বলে, অ্যালান?'

পূর্ণ ভালবাসা বলতে কী বলতে চেয়েছে, জানতে চাইলাম। জবাবে বলল, পরে অবসরে জানাবে। যোগ করল, 'ওই হলদে বাঁদর জানে কীভাবে তোমার সেবা করতে হয়। পরে কখনও এ বিষয়ে আমাকে খুলে বলবে তুমি। ...আর রইল কালো মানুষ। সে সত্যি যোদ্ধাদের সেরা যোদ্ধা। আজ থেকে কোটি বছর আগে এমন লড়াকু যোদ্ধা ছিল, অ্যালান। তারা বন্য, কিন্তু যুদ্ধে প্রসংশনীয় ছিল। অন্তরে এসব মানুষ আজও বন্য। এমনকী তুমিও তাই, অ্যালান। ধীরে ধীরে সংস্কৃতির রঙের প্রলেপে ঢাকা পড়েছে আমাদের জাতির স্বভাব। কিন্তু ওই রং কখনও কখনও আসলে বিষ। এই কালো-মানুষের কুঠার গভীর ভাবে পান করেছে রক্ত। এ লোক সবসময় সৎ ভাবে লড়াই করেছে। আমি বলব, তার কুঠার আরও রক্ত পান করবে। ...তোমার লোকদের ব্যাপারে ঠিক বলেছি, অ্যালান?'

'মিথ্যে বলোনি তুমি, রানি আয়েশা।'

'আমার মনে হয়েছে তুমি এ কথাই বলবে,' মিষ্টি করে হাসল সে। 'এতকাল এখানে থেকে জং-ধরা ভোঁতা তলোয়ারের মত হয়েছি। তা যা হোক, এবার তোমরা বিশ্রাম নেবে। আগামীকাল তোমার সঙ্গে একা কথা বলব। বিপদের ভয় পেয়ো না, আমার দাসরা তোমাদের দেখে রাখবে। বদলে আবার তাদের খেয়াল রাখব আমি। যাও তবে, একদিন সবাইকে যেতে হয়, যতই বেঁচে থাকতে চায়, একদিন মরতেই হয়। ...আগামীকাল আসা পর্যন্ত বিদায়। যাও, খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।' হাতের ইশারা করল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে। 'বিলালি, ওদের নিয়ে যাও।'

বুঝলাম, আপাতত তার বক্তব্য শেষ।

ভীষণ ভয় পেয়েছে হ্যান্স, এতক্ষণ মাথা নিচু করে পাথরের মত বসে ছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে পর্দা ভেদ করে ওপাশে চলে গেল। তার পিছনে হেঁটে গেল রবার্টসন। এক মুহূর্ত দাঁড়াল আমস্লোপোগাস, মাথার উপর কুঠার তুলে ব্যাইয়েটে* জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ওটার মানে কী, অ্যালান?' জানতে চাইল রানি।

ওই শব্দের অর্থ খুলে বললাম।

প্রশংসা পেয়ে খুশি হয়ে বলল, 'আমি কি তোমাকে বলিনি বন্যরা সবসময় সেরা? তোমার সাদা সঙ্গী আমাকে কোনও সালাম দেয়নি, কিন্তু কালো-মানুষ জানে রাজকীয় কারও সামনে সালাম দিতে হয়।'

'নিজ দেশে সে নিজেও সম্মানিত, রক্ত তার রাজকীয়,' বললাম।

'তা হলে আমাদের রক্ত একইরকম, অ্যালান।'

এবার মাথা ঝুঁকিয়ে আমার সেরা বাউ দিলাম। প্রথমবারের মত উঠে দাঁড়াল সে। অনেক দীর্ঘ লাগল তাকে। মন বলল এখানে সবকিছুর কর্তৃত্ব তার। আমার জন্য পাল্টা বাউ করল।

পর্দা সরিয়ে এপাশে এসে হ্যান্স ছাড়া সবাইকে দেখলাম। সরু করিডোর পেরিয়ে দৌড়ে অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে হ্যান্স। গম্ভীর চেহারায় বিলালির পিছু নিলাম আমরা, দু'পাশের সৈন্যদের পেরুনোর সময় তারা বর্শা উঁচু করে ধরছে। দরজা

---

* রাজা-রানির জন্য দেয়া জুলুদের সালাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরুবার পর হ্যান্সকে দেখতে পেলাম, তখনও সে আতঙ্কিত।

রাজ দরবারের কলামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'বাস্, আমার জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, কিন্তু আগে কখনও এত ভয় পাইনি। খুব ভয় পেয়েছি ওই সাদা ডাইনীকে দেখে। বাস্, আমার মনে হয় আপনার সাধু বাবা যার কথা বলেছেন, এ সেই আস্ত শয়তান। আপনার যাজক বাবা এভাবে বলতেন শুধু তাঁর বউয়ের ব্যাপারে বলার সময়।'

ওকে বললাম, 'তাই য়দি হয়, হ্যান্স, তা হলে শয়তানকে অতটা কালো দেখানো ভুল হয়েছে মানুষের। বরং তুমিই সাবধান হয়ে যাও, রানির কানে এসব গেলে বিপদে পড়বে।'

'একজন কী বলল তা দিয়ে কিছু যায়-আসে না, বাস। সে তো বলার আগেই সব জেনে যায়। ওই ঘরে ঢুকেই বুঝেছি, আপনি কথা বলার আগে সব বুঝছিল। বাস্, আপনি নিজেও সাবধান হন, নইলে কিন্তু আপনার আত্মা খেয়ে নেবে সে। প্রেমে পড়বেন না আবার। তার চেহারা আসলে খুব কুৎসিতই হবে, নইলে নেকাব পরবে কেন! সুন্দরী মেয়ে কখনও বস্তা দিয়ে মাথা ঢাকে, বাস?'

'হ্যান্স, এমন হতে পারে, সে এতই সুন্দরী, ভয় পায় পুরুষরা চাইলে তাদের হৃৎপিণ্ড গলে পড়বে।'

'না, বাস, দুনিয়া ভরা মেয়েমানুষ চায় ব্যাটাদের হৃৎপিণ্ড বেশি করে গলে যাক। মেয়েলোক বুড়ি আর কুৎসিত হওয়ার আগে পর্যন্ত অন্য জিনিস চায়।'

বকবক করতে লাগল হ্যান্স, কিন্তু অন্যদিকে খেয়াল দিলাম—আমরা যে পথে এসেছি, সে পথে ফিরছি। একটা বাড়িতে আমাদের নিয়ে এল। ওখানে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। ব্রয়েল করা খাশির মাংস, ভুট্টার রুটি ও দুধ। ওই তরল দুধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেই মনে হলো। বিলালি জানিয়ে দিল, রবার্টসন ও আমি এ বাড়িতে থাকব। চামড়ার কাপড় দেয়া হলো, সঙ্গে উলের কম্বল।

বলে রাখা ভাল, এই অতিথিশালা আসলে পাথরের বাড়ি। কোনও একসময় দেয়ালগুলো রং করা হয়েছিল। ছাত এখন আর নেই, মুখ তুলে ঝিকিমিকি অজস্র নক্ষত্র দেখলাম। খোলা জায়গা দিয়ে মৃদু হাওয়া আসছে, ভালই লাগল। সবচেয়ে বড় কামরা দেয়া হয়েছে রবার্টসন ও আমাকে। আমস্লোপোগাস আর ওর জুলুরা থাকবে পিছনের এক কামরায়। দুই আহত জুলু যোদ্ধাকে রাখা হয়েছে তৃতীয় এক ঘরে।

বিলালি ঘুরিয়ে দেখাল কী বন্দোবস্ত করেছে। শহর ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়ায় বারবার দুঃখ প্রকাশ করল। বলল, হাতে সময় না থাকায় আমাদের জন্য এর চেয়ে ভাল বাড়ি দিতে পারল না। জানাল, নিশ্চিন্তে আমরা ঘুমাতে পারি, সর্বক্ষণ আমাদের পাহারা দেবে প্রহরীরা। কারও সাধ্য নেই রানির অতিথিদের ক্ষতি করে। বিলালির কথা থেকে জানলাম, কালো যোদ্ধা আর আমার উপর রানি খুব সন্তুষ্ট। বিলালি জানাল সকালে ফিরবে সে, আমাদের বাউ করে বিদায় নিল।

রবার্টসন ও আমার জন্য ঘরের মাঝে বেঞ্চি রাখা হয়েছে। ওখানে বসে খাবারের ঝামেলা চুকালাম। রবার্টসন প্রায় কথাই বলল না, বোধহয় নতুন এই অভিজ্ঞতা তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে মেয়ের চিন্তায় ব্যস্ত। শুধু বলল, অদ্ভুত একদল লোকের হাতে বন্দি হয়েছি, সাবধান থাকতে হবে। খাওয়া শেষে বিছানায় গেল সে, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। আজকাল বাড়তি সময় তা-ই করে। ডাইনী, জাদুকর ও ক্ষতিকর মানুষের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্রষ্টার সহায়তা চেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুয়ে পড়বার আগে সবাই ঠিক আছে কি না জানতে আমস্লোপোগাসের ঘরে গেলাম। দেখলাম লড়াকু মানুষটা শুয়ে পড়েনি। দরজার পাশে বসে অন্ধকার আকাশে চেয়ে জ্বলজ্বলে নক্ষত্র দেখছে।

'স্বাগত, মাকুমাযান,' বলল সে। 'আপনি সাদা-মানুষ ও জ্ঞানী, আর আমি কালো-মানুষ ও যোদ্ধা—আমরা সূর্যের আলোয় বহু অবাক ঘটনা দেখেছি। কিন্তু আজ রাতে যা দেখলাম তেমন আগে কখনও দেখিনি। কে এবং কী ওই সর্দারনী, মাকুমাযান?'

'জানি না,' নির্দ্বিধায় বললাম। 'কিন্তু ওই নারী যতই নেকাব পরুক, চোখ ভরে ওকে দেখতে পাওয়া মস্ত লাভ।'

'আমরাও তা-ই মনে হয়েছে, মাকুমাযান। মন বলছে ওই জাদুকরী আসলে ডাইনীদের সবার সেরা। নিজের আত্মা রক্ষা করতে হবে, নইলে আপনার হৃৎপিণ্ড চুরি করে নেবে সে। এ মেয়েলোক যদি ডাইনী না হতো, আমি ভাবতাম ছোটবেলায় যাকে বিয়ে করেছি, এ সেই শাপলা-ফুল নাডা। মনে হতো সাদা আলখেল্লা যতই পরুক আর অচেনা ভাষা বলুক, আসলে ওর ঠোঁটে আছে নাডার বলা অস্ফুট কথা। ...কিন্তু নাডা তো চলে গেছে আমাকে ছেড়ে ওই তারার দেশে। আপনার বুকে যিকালির মাদুলি থাকায় ভাল হয়েছে। ওটা হয়তো ওই সাদা হাতদুটো থেকে আপনাকে রক্ষা করবে।'

'যিকালিও আরেক চিড়িয়া,' হেসে বললাম, 'তবে দেখে মুগ্ধ হওয়ার মত অতটা নয়। আমি এ দু'জনের ব্যাপারে ভীত নই। ওই সাদা মেয়ে যদি নেকাব খোলে, আমার উচিত বুদ্ধিমানের মত সাবধান হওয়া।'

'হ্যাঁ, মাকুমাযান, আত্মা আর মরা মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান কাজে লাগতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়তো, আমস্লোপোগাস। আমরা তো আত্মা আর মৃতদের ব্যাপারে জানতে এসেছি, তা-ই না?'

'হ্যাঁ,' বলল আমস্লোপোগাস, 'ওই কাজ আর লড়াই করতে। মনে হয় মরা মানুষ, আত্মা আর লড়াই, সবই পাব আমরা। আশা করি আগে আসবে লড়াই, আসুক পরে আত্মা। আরও পরে মরা মানুষ আমাকে অবাক করুক, নিয়ে যাক দক্ষতা আর সাহস।'

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম, অসম্ভব ক্লান্তি লাগছে। নানা চিন্তার ভিতর শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিছুক্ষণ পর ঘুম এল।

সূর্য অনেক উপরে উঠবার পর ঘুম ভাঙল রবার্টসনের প্রার্থনার আওয়াজে। সারাজীবন যে পাপ করেছে, তাই দু' হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইছে স্রষ্টার কাছে। বলতে দ্বিধা করব না, ওসব শুনে কেমন যেন লেগে উঠল। আমার মতে: প্রার্থনা মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে ব্যক্তিগত কিছু। শুনতে চাইনি রবার্টসন কতরকমের অদ্ভুত পাপ করেছে। কোনও লোক পাপ-মুক্তির জন্য অন্যের কাছে স্বীকারোক্তি দিলে, যে শোনে তার সব গোপন রাখা উচিত। তাতেও মনের উপর চাপ পড়ে। শোনার কাজ যাজকদের হওয়া ভাল। রবার্টসনের স্বীকারোক্তি শুনতে ভাল লাগল না। পালিয়ে বাঁচতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, হাত-মুখ ধুয়ে নিতে যাব, তখনই বুড়ো বিলালির সঙ্গে দেখা হলো। লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আগ্রহ নিয়ে রবার্টসনকে দেখছে আর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে চলেছে।

বুড়ো আমাকে দেখে কুর্নিশ করল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'রাতের অতন্দ্র প্রহরী, আপনার সঙ্গীকে বলুন, চিরজীবী রানির সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে না।' এবার জোর দিয়ে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রানিকে সবসময় মেনে চলতে হবে, কিন্তু যখন তাঁর সামনে যাবেন, তখন যেন উনি চুপ করে থাকেন। অচেনা ভাষা শুনলে বিরক্ত হন রানি।'

হেসে ফেললাম। 'এই লোক রানির সামনে কুর্নিশ দেবে না। আকাশে সবার যে মালিক, তাঁর কাছে প্রার্থনা করছে।'

'তা-ই, রাতের অতন্দ্র প্রহরী? আমরা চিনি আমাদের রানি চির-মহানকে। বুঝি কখনও তিনি আকাশে ঘুরতে যান।'

'তা-ই, বিলালি? ...এবার কোথাও নিয়ে চলো যেখানে গোসল করতে পারি।'

'পানি তৈরি,' বলল সে। 'আসুন।'

হ্যান্সকে ডাকলাম। রাইফেল হাতে আশপাশে ছিল, আমার জন্য পোশাক ও সাবান নিয়ে এল। কপাল ভাল যে সাবানের কয়েকটা টুকরো এখনও আছে। পাথরের বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে ব্যক্তিগত সরু এক গলি ধরে চললাম। দু'পাশে হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি। এখনও যথেষ্ট মজবুত।

'কে এবং কী এই রানি, বিলালি?' হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইলাম। 'দেখলে মনে হয় না তার রক্ত অ্যামাহ্যাগারদের মত।'

'রাতের অতন্দ্র প্রহরী, তাঁকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন। আমি জানি না। শুধু জানি আমার পরিবারের বংশ লতিকার দশ পুরুষের খবর। তারা সবসময় মৃত্যু-শয্যায় ছেলেদের বলেছে বংশের কথা, নিজের যৌবনের কথা—তখনও তারা তরুণী রানিকে দেখেছে। উনি দেশ শাসন করছেন আরও আগে থেকে।'

থমকে দাঁড়িয়ে বিলালিকে দেখলাম: মিথ্যার সীমা থাকা উচিত। এ লোক বয়ে চলা মহাকালকে অস্বীকার করছে! আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বলে চলল, 'যদি আমাকে সন্দেহ হয়, তো তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন। ...আসুন, আমরা চলে এসেছি। ওখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোসল করবেন।'

আমাদের পথ দেখাল সে, ধনুকের মত বাঁকা এক আর্চওয়ে পেরিয়ে আঙিনায় ঢুকলাম। সামনে পড়ল বিধ্বস্ত এক প্যাসেজ। চারপাশ দেখে বুঝলাম একসময় এখানে দারুণ এক হামামখানা ছিল। ছবিতে দেখেছি প্রাচীন রোমানরা একসময় এসব সুইমিং-পুল ব্যবহার করত। জায়গাটা বিশাল এক ঘরের সমান। মেঝে ও চারপাশ অদ্ভুত এক মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি—মেঝে ধীরে ধীরে ঢালু হয়েছে। প্রথমে পানির গভীরতা তিন ফুট থেকে শুরু হয়ে এক জায়গায় সাত ফুট গভীর হয়েছে। এক দিকে মস্ত পাইপগুলো দেখলাম। ওগুলো দিয়ে এখনও পানি আসে ও বেরিয়ে যায়। সুইমিং-পুলকে ঘিরেছে পাঁচ ফুট চওড়া ফুটপাথ। ওখান থেকে যাওয়া যায় কিছু ড্রেসিংরুমে। আগে পোশাক পাল্টানোর ব্যবস্থা ছিল। এসব ড্রেসিংরুমের মাঝে মার্বেল মূর্তির ধ্বংস-স্তূপ। এক কোণে সূর্য ও আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছিল আশ্রয় কেন্দ্র। গোসল করা বা বিশ্রাম নিতে জায়গাটা সত্যি দারুণ।

আমি স্কাল্পচার বিশেষজ্ঞ নই, তবে খেয়াল করলাম ওখানে রয়েছে দেখবার মত এক অপূর্ব মূর্তি। হঠাৎ করে যেন পানিতে ঝাঁপ দেবে। তবে এখন মহাকালের আক্রমণে সুইমিং-পুলে খসে পড়েছে ডান হাত। তরুণী মূর্তির ঠোঁটে হাসির সঙ্গে মিশেছে দুশ্চিন্তা। ব্যাপারটি দারুণ ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

ওই মূর্তি দেখে দুটো ব্যাপার বুঝলাম। এই সুইমিং-পুল ব্যবহার করত মেয়েরা। যারা এ জায়গা তৈরি করেছে, তারা রুচিশীল ও পুবের সভ্য কোনও জাতির মানুষ। মেয়েটির নাক সেমিটিক চরিত্রের। ঠোঁট টসটসে লোভনীয়, পশ্চিমা মেয়েদের মত চ্যাপটা নয়। সুইমিং-পুল এত পরিচ্ছন্ন, মনে হলো গত ক'দিনের ভিতর পরিষ্কার করা হয়েছে। হয়তো আমার জন্যই, কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানে! পানিতে নেমে দেখলাম, নতুন করে মাজা হয়েছে মেঝে। একসময় ভাঙা পাইপ দিয়ে আসত গরম পানি।

বহু কাল আগের এ সভ্যতা দেখে যত উত্তেজিত আমি, তার চেয়ে বহু গুণ হলো হ্যান্স। আগে কখনও এসব দেখেনি, ওর ধারণা হলো সবই হয়েছে জাদুটোনার মাধ্যমে। গোসল করা জরুরি ছিল, তা আরাম করে করলাম। দ্বিধা শেষে পানিতে নামল হ্যান্স। ওকে খুব কম দেখেছি গোসল করতে। বসে পড়ল অগভীর স্থানে, কোঁচকানো হলুদ দেহের উপর ফেলল সামান্য পানি।

গোসল শেষে বাড়ি ফিরে দেখি নীরব ক'জন দীর্ঘকায়া মেয়ে রাজকীয় নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিছুই বলল না তারা, চোখের কোণে মণি নিয়ে আমাদের দেখল।

নাস্তা শেষ হতেই ফিরল বিলালি। কোথায় যেন গিয়েছিল। এসেই জানাল, যিনি নির্দেশ দেন, তিনি চেয়েছেন যেন এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করি। জরুরি কথা আছে।

এ অভিযানে বেরিয়ে দেহে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, সেগুলোর পরিচর্যা করলাম, তারপর রওনা হলাম। পিছনে চলল হ্যান্স, হাতে রাইফেল। আমি নিয়েছি রিভলভার। আমার সঙ্গে আসতে চাইল রবার্টসন, তবে নিষেধ করে দিল বিলালি। তার কথা শেষ হতে না হতে রবার্টসনের সামনে বর্শা বাড়িয়ে পথ রুদ্ধ করল দুই বিশালদেহী লোক। নীরবে যেন হুমকি দিয়ে চলেছে। আমি বুঝিয়ে বলবার পর আর ঝামেলা হলো না, আবার বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন।

গতরাতে যে পথে এসেছি সেদিক দিয়ে চলেছি। চারপাশে শহর। এক সময় বিশাল শহর ছিল। কিছুক্ষণ পর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম বিশাল আর্চওয়েের সামনে। ওটাকে ঘিরে রেখেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লতাগুল্ম ও নানান গাছ। জন্মেছে হলদে রঙের মিষ্টি সুবাসের ফুল। মনে হলো বিশেষ কোনও ওয়ালফ্লাওয়ার। হাউসলিক ও স্যাক্সিফ্রেগ গাছে ফুটেছে অজস্র ফুল।

হ্যান্সকে এখানে থামিয়ে দিল প্রহরীরা। বিলালি ব্যাখ্যা দিল, আমি ফেরা পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হবে। বাধ্য হয়ে মেনে নিল হ্যান্স। সরু করিডোর ধরে চললাম। দু'পাশে একের পর এক নীরব প্রহরী, যেন মূর্তি। করিডোর পেরিয়ে সেই পর্দার সামনে পৌঁছতে হাতের ইশারা করল বিলালি। মনে হলো বাড়ির এই অংশে কথা বলার সাহস নেই তার।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম।

তেরো

ভারী পর্দার সামনে ক' মিনিট দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে উঠতাম, কিন্তু কী অনুভূতি যেন তাড়িয়ে নিল আমাকে। বাতাসে যেন বইছে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। পরিবেশ কেমন যেন। ভাবলাম, খামোকা এসব কল্পনা করছি। ঠিক করলাম বিলালিকে বলব আমার আসার খবর জানাতে। আটকা পড়া শুয়োরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নই। দেখলাম সে চোখ বুজে ফেলেছে। মনে হলো প্রার্থনা করছে বা ধ্যানে মগ্ন। আর এমন সময় পর্দা সরিয়ে এল দীর্ঘকায়া এক মেয়ে। গত রাতে একে দেখেছি। আমাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গম্ভীর চেয়ে রইল—যেন পরীক্ষা নিচ্ছে। তারপর হাতের দুটো ইশারা করল। বিলালির জন্য, *আপনি এবার বিদায় নিন।* তাড়াহুড়ো করে ফিরতি পথ ধরল বিলালি। আর আমার জন্য ইশারা, *আপনি আমার সঙ্গে আসুন।*

তার পিছু নিয়ে পুরু পর্দা পেরুলাম। পিছন থেকে পর্দা বেঁধে দিল মেয়েটা। গতকাল মূর্তিওয়ালা এই ঘরে এসেছি, তবে এখন কোনও লণ্ঠন জ্বলছে না। উপর থেকে আলো পড়ছে বেদির উপর। কোন্ পথে আলো আসছে বুঝলাম না। সেই দীপের মাঝে দ্বীপের মত রানি। আগের মতই সাদা আলখেল্লা ও নেকাব পরনে। মনে হলো বিস্ময়কর কেউ, ধর্মীয় কোনও কারণে ডুবে আছে। যেন জাগতিক নয়। কেমন ভয় লেগে উঠল। মূর্তির মত বসেছে, নড়ছে না একচুল। ভাব থেকে মনে হলো তার কাছে সময় বলে কিছু নয়, সে নড়তে গিয়ে ক্লান্ত। দু'পাশে নারীমূর্তির স্তম্ভ দিয়ে তৈরি মন্দির, তার ভিতর বসেছে। দু'দিকে রাজকীয় পোশাক পরনে দুই সহায়তাকারিণী।

বাতাসে ভাসছে মিষ্টি তবে মৃদু সুঘ্রাণ। গাঁজার গন্ধের মত আমাকে আকৃষ্ট করল ওটা। মন্দিরের ভিতর কোনও আগরবাতি জ্বলছে না। বুঝলাম এই সুবাস আসছে তার দেহ বা পোশাক থেকে। কোনও কথা বলছে না, কিন্তু আমার মন বলে দিল চাইছে আমি এগিয়ে যাই। অদ্ভুত কারুকার্যময় একটা চেয়ার রাখা হয়েছে বেদির ঠিক সামনে। ওখানে পৌঁছে গেলাম, তবে বসলাম না। অনুমতি ছাড়া বসা ঠিক মনে হলো না।

দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, টের পেলাম আগের মত আমার পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করছে। যেন আমার অন্তর পড়তে চাইছে। তারপর একটু নড়ে উঠল, দুধ সাদা দুই হাত দিয়ে ইশারা করল। যেন খুব ধীরে সাঁতরে চলেছে। দু'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশের মেয়েদুটো নীরবে ভেসে যাওয়ার মত চলে গেল।

'বোসো, অ্যালান,' বলল রানি। 'এসো, আলাপ করা যাক। আমার ধারণা একে অপরের জন্য বহু কথা জমিয়েছি। ভাল ভাবে ঘুমাতে পেরেছ? নাস্তা করেছ? যদিও নাস্তা ভাল ছিল না। তোমার গোসলের ব্যবস্থা পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আয়েশা।' একে একে প্রশ্নের জবাব দিলাম। এরপর কথা ফুরিয়ে যেতে বললাম, 'মনে হলো ওটা প্রাচীনকালের হামামখানা।'

'শেষ যখন দেখি, ওখানে ছিল প্রচুর মূর্তি,' বলল আয়েশা। 'তখনও মূর্তি তৈরি করে চলেছে এক শিল্পী। স্বপ্নে সৌন্দর্য দেখত সে। তবে গত দুই হাজার বছরে... বা আরও বেশি... আর সব কিছুর মত মহাকাল ওটাকে ধ্বংস করেছে। যেমন করেছে এই মৃত শহরকে।'

বিস্ময় লুকিয়ে কেশে উঠলাম। ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল, দুই হাজার বছর তো বহু কাল!

আমার চোখের দিকে চাইল আয়েশা। 'তুমি যখন একটা কথা বলো, অথচ অন্য কথা ভাবো, আরবী ভাষা নোংরা হয়ে ওঠে, তোমার চিন্তা লুকাতে পারে না।'

'হয়তো, আয়েশা। আমি আফ্রিকার অনেক ভাষা জানি, তবে সবই শিখেছি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। আমার নিজের ভাষা ইংরেজি, তাতে আমি অভ্যস্ত, সহজে আলাপ করতে পারি। সে ভাষা বললে ভাল হতো।'

'ইংরেজি জানি না। আমি পৃথিবীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর এই ভাষা এসেছে। পরে হয়তো এ ভাষা শেখাবে তুমি। আমি রেগে যেতে অভ্যস্ত নই, কিন্তু তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছ। আমার ঠোঁটের কথা বিশ্বাস করছ না, আবার এত সাহস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই যে, প্রতিবাদ করবে।'

'কী করে বিশ্বাস করব, আয়েশা? তুমি বলছ দু'হাজার বছরের গোসলখানার কথা, অথচ মানুষের জন্য এক শ' বছর অনেক। যা ভুল মনে করি, তা মেনে নেয়া কঠিন। দুঃখিত, আমি এসব বিশ্বাস করি না।'

মনে হলো এবার ভীষণ রেগে উঠবে, ভাবলাম নিজের উপর খাঁড়া নামিয়ে এনেছি। তবে রাগল না সে।

'তুমি সাহস করে মিথ্যাচারিণী বলেছ, তবে আমি সাহসকে পছন্দ করি। আগে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে। জানি তুমি সাহসী মানুষ। শুনেছি গতকাল কেমন লড়াই করেছ। তোমার বিষয়ে আরও অনেক কিছু শুনেছি। আশা করি আমরা পরস্পরের ভাল বন্ধু হবো। তবে তার বেশি কিছু আশা কোরো না।'

'আর কী আশা করব?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম।

'তুমি আবারও মিথ্যা শুরু করেছ। ভাল করেই জানো যখন পুরুষ কোনও সুন্দরী মেয়েকে দেখে, ভাবতে শুরু করে তাকে নিজের করে নেবে, তখন আশা করে মেয়েটি তাকে ভালবাসবে। অবশ্য মেয়েটি যদি তরুণী হয়।'

'কিন্তু কোনও মেয়ের জন্য দুই হাজার বছর বেঁচে থাকা অসম্ভব। যদি বেঁচে থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে বাধ্য হয়ে নেকাব পরতে হবে।' জোর দিয়ে বললাম কথাগুলো। আশা করলাম এ বিষয়ে কোনও তর্ক শুরু হবে না।

'ও, ওই খুদে হলদে লোকটা, মানে অন্ধকারের আলো সম্ভবত তোমার মনের ভিতর গেঁথে দিয়েছে এসব। তোমার কষ্ট করে জানতে হবে না কীভাবে জেনেছি। এখানে আমার অনেক গুপ্তচর ঘোরে। ওই খুদে লোক ঠিক ধারণা করেছে। যে মেয়ে দুই হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকবে, তার তো লুকিয়ে থাকতে হবে, কুঁচকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে ত্বক। অন্তত তা-ই হওয়ার কথা, ঠিক নয়? ততদিনে তার যৌবন ও সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। যে-কোনও বুদ্ধিমান লোক তা-ই বলবে। বেশ কথা। তুমি আমাকে এমন এক বিষয়ে বাধ্য করতে চাও, যা আমি চাইনি। তোমার মনের কৌতূহল, বা গাছের ফল দ্রুত বেড়ে উঠছে। খেয়াল করো, অ্যালান, আমি দুই হাজার বছর বেঁচে বুড়ি হয়েছি কি না। এবং আরও বহু বছর থাকব।'

দুই হাতে নেকাব ধরল আয়েশা, কী যেন করল। এক মুহূর্ত, স্রেফ এক মুহূর্তের জন্য দেখলাম তাকে। তারপর আবার নেমে গেল নেকাব।

আমি ওই একবারের জন্য চাইতে পারলাম। যদি চেয়ারের পিঠে হেলান না দিতাম, ধপ করে পড়ে যেতাম মেঝেতে। কারণ যা দেখলাম তার বর্ণনা দেয়ার সাধ্য নেই। আমি যেন মুহূর্তের জন্য দেখলাম উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-শিখা!

প্রতিটি মানুষ মনের ভিতর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের কথা ভাবে। কল্পনা করে অদ্ভুত সুন্দর কোনও মেয়ের। সে হবে এমন কেউ, যাকে নিয়ে মন ভরে কল্পনা করা যায়। মানুষ প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অপূর্ব কোনও ছবি বা গ্রিক মূর্তিকে। সেসব মিশিয়ে নেয় তার কল্পনার ভিতর। আমারও তা-ই হলো। মনে হলো দেখলাম পৃথিবীর সেরা সৌন্দর্যকে। আজ পর্যন্ত যত অপরূপা দেখেছি, তাদের দশগুণ সুন্দর ওই আয়েশা। এমন বিপুল রূপ কখনও দেখিনি। মনে হলো মাথা ঘুরে টলে পড়ব। ভাষা দিয়ে তার বর্ণনা দেয়ার সাধ্য আমার নেই।

বলতে পারব না তার নাক বা ঠোঁট কেমন, শুধু দেখলাম তার অদ্ভুত উজ্জ্বল দুই চোখ। তার খানিক দেখেছি গতরাতে, নেকাবের ভিতর। সত্যিই অবাক করা ওই চোখ, তবে জানি না ওগুলোর রং কী ছিল! তবে পটভূমি ছিল কালো। অন্তরের ভিতর বুঝলাম ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আয়ত চোখ আরও বেশি কিছু। যেন আত্মার জানালা। তার ভিতর রাজকীয়তা, অসীম জ্ঞান, সঙ্গে বিশাল এক আকর্ষণ ও রহস্যময়তা। আমরা সুন্দরী মেয়ের চাহনিতে যা দেখি, বা কখনও কল্পনা করি, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিল সেই চোখে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি: আমাকে বেসামাল করে দেয়া রূপসী যেন আমাকে নিজ ক্রীতদাস করে নিতে চাইল। মুহূর্তে বাধ্য করতে চাইল ভালবাসতে।

তবে আমি বলতে বাধ্য: নিশ্চয়ই তার হতাশ হতে হলো। আমার উপর কোনও মায়াজাল ছড়াতে পারল না। অবশ্য মনের ভিতর ভয় পেয়েছি, নিজেকে ছোট লাগল। আমার মন বলল আমি অজাগতিক কোনও সত্তার সামনে। সে যেন মানবী নয়। এমন একজন, যাকে ভয় পেতে হবে। যেন স্বর্গীয়, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক হওয়ার নয়। মন বলল, এ নারী কি পৃথিবীর, নাকি অন্য কোনও জগতের! শুধু বুঝলাম, সে আমার জন্য নয়। যদি নক্ষত্রকে বলি আমার লণ্ঠনের ভিতর এসে বোসো, সেটা যেমন উচিত নয়, এই মেয়ে যেন ঠিক তেমন কিছু।

যেন পড়ে নিয়েছে মন, বুঝতে পেরেছে তার কোনও প্রভাব নেই আমার উপর। কণ্ঠস্বর বদলে গেল, সন্দেহ নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'এবার বলো, অ্যালান, তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ আমি একই সঙ্গে প্রাচীন হতে পারি, আবার জরা থেকে মুক্ত থাকতে পারি?'

'হতে পারে,' বললাম। এমন ভাবে কাঁপছি, ঝড়ের ভিতর পড়া বাঁশ পাতা যেন। কণ্ঠ স্থির রাখতে কষ্ট হলো, 'মানুষের মন যতটা সহ্য করতে পারে, তার চেয়েও সুন্দরী হতে পারে কোনও মেয়ে। যতই হোক সে মেয়ের বয়স হাজারো বছর। তোমার বয়স কত জানি না, তবে বলব; তোমাকে ধন্যবাদ নেকাব সরিয়ে সৌন্দর্য দেখানোর জন্য।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কীসের ধন্যবাদ?' বলল আয়েশা। কানে বাজল তার কণ্ঠের কৌতূহল।

'একটা কারণে, আয়েশা। মানুষ তো স্বর্গীয় ওই চাঁদকে নিজ করে চাইতে পারে, তবে আমার তরফ থেকে কখনও কোনও বিপদ হবে না তোমার।'

'চাঁদ? অবাক কাণ্ড! তুমি আমার সঙ্গে চাঁদকে তুলনা করলে? তুমি কি জানো পুরনো মিশরে চাঁদকে বলা হতো বিশাল এক দেবী? তাঁর নাম ছিল আইসিস। কিন্তু আমার সঙ্গে আইসিসের কী? তা হলে হয়তো সে সময়ে ওখানে ছিলে তুমি। যখন আমাদের বেশিরভাগকে একটার বেশি জীবন দেয়া হয়। ...এবার আমাকে খুঁজতে হবে, জানতে হবে অনেক'। অনেক পুরুষ আমাকে তোমার মত করে ভাবেনি। ভালবাসতে চেয়েছে, জিতে নিতে চেয়েছে আমাকে।'

'আমিও, তবে বহু দূর থেকে চাইব, আয়েশা। কখনও চাইব না কাছে চলে আসো। নইলে আমাকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে।'

'তোমার ভিতর সত্যিই জ্ঞান এসেছে,' বলল সে। তবে কণ্ঠে কোনও প্রশংসা নেই। 'খুব কম মথ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না। আর তারা বেঁচে যায়। তা ছাড়া আমার মনে হয়, আগেও আগুনে পুড়েছে তোমার ডানা। তুমি জেনেছ কত কষ্ট পেতে হয়। অ্যালান, আমি তোমার তিনটে আগুনের কথা জানি। ওখানে পুড়েছ তুমি। তবে এখন তারা মারা গেছে, ছাই হয়েছে। অন্য জায়গায় জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র হয়ে। দু'জন মরেছে তোমার কম বয়সে। এক নারী আত্মত্যাগ করেছে তোমাকে রক্ষা করতে। বিশাল মাপের নারী ছিল। ...ঠিক বললাম? আর তৃতীয়জন... হ্যাঁ, সে ছিল সত্যি লেলিহান আগুন। তামার মত ছিল দেহের বর্ণ। কী ছিল তার নাম মনে পড়ছে না। তবে নামের সঙ্গে মিল ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাওয়ার। এমন এক হাওয়া যেটা মাতম তুলত।'

নির্বিকার চেয়ে রইলাম আয়েশার দিকে। আফ্রিকার বিজন গোপন শহরে আবারও শুনতে হলো মামীনার কথা। বুঝলাম না ওর বিষয়ে কীভাবে জানল। হয়তো হ্যান্স বা আমস্লোপোগাসের কাছ থেকে জেনেছে? ...না, তা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলার সুযোগ ছিল না। সব সময় ছিলাম আমি।

'হয়তো আবারও অবিশ্বাস করবে,' টিটকারির সুরে বলল। 'তোমার মন কঠিন হয়েছে, নতুন কোনও সত্য গ্রহণ করতে পারো না। তবে আমার হৃদয় পারে।' ছায়ার ভিতর তিন কোনা পায়ার উপর কী যেন। ওটার দিকে হাত তুলল। মনে হলো ক্রিস্টালের গামলা। 'আমি যদি তোমার অন্তর থেকে ওটার ভিতর ছবি ফেলি, বিশ্বাস করবে? হতে পারে হঠাৎ ভিন্ন কোনও ছবি ফুটবে। হয়তো এ ছাড়া দেখবে অচেনা কাউকে।

'অ্যালান, কখনও শুনেছ, জ্ঞানীরা বলেছেন, সবাই পৃথিবীতে একইসঙ্গে একই রূপে আসে না; আকাশের অনেক উপরে থাকেন মহাত্মা; তিনি নিজেকে বারবার ভিন্ন রূপ দেন। পৃথিবীতে সবার জীবনের লীলা চলতে থাকে। তবে আয়ু শেষে মহাত্মার এই অংশগুলো কখনও ধ্বংস হয় না। জীবন শেষে আবারও সবাইকে একত্রিত করা হয়।'

মাথা নাড়লাম। আগে এ ধরনের কিছু শুনিনি।

'সন্দেহ নেই অনেকে মনে করে তুমি জ্ঞানী, তবে বহু কিছু জানতে বাকি তোমার, অ্যালান।' বিদ্রূপের সুরে বলে চলেছে। 'আমি যা বললাম তা পাথরের মত নিরেট সত্যি।' পুরো এক মিনিট আমার দিকে চেয়ে রইল। 'তবে ওই তিন নারীর বিষয়ে: তারা কোনও বৃত্ত সমাপণ করেনি। আমার ধারণা চতুর্থ কেউ আসছে তোমার জীবনে। তবে আগের তিন মেয়ের মত সে-ও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শীতল কণ্ঠে হেসে উঠল আয়েশা। 'যদি চাইতাম, আমার আলখেল্লার পায়ে চুমু দিতে তুমি।'

'এ চেয়ো না, আয়েশা। আমি যদি হামাগুড়ি দিয়ে তোমার পোশাকে চুমু দিই, তুমি হয়তো চট্ করে সরিয়ে নেবে পোশাক। তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের কাজ আছে।'

এ কথা বলতে মানসিকতা বদলে নিল সে। আলখেল্লার ভিতর স্থির হয়ে বসল। আমাকে টিটকারি দেয়ার চিন্তা দূর হলো বোধহয়। মশালের মত দুই চোখ আবার ফেলল আমার উপর। অন্য প্রসঙ্গে এল, 'হ্যাঁ, আমাদের পাশাপাশি কাজ করতে হবে।' স্বাভাবিক স্বরে বলল এবার, 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছ সামনে কাজ। রয়েছে চুক্তি সম্পাদন। হয়তো কোনও কাগজে লেখা হবে না, তবুও। রাতের অতন্দ্র প্রহরী, অ্যালান, তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? খুলে বলো কী চাও। মিথ্যে বললে বোধহয় হাসব। পুরুষ ও নারীর এই চিরকালের তলোয়ার খেলা তো সব সময় চলে। তারপর হয়তো কখনও ভেঙে পড়বে তলোয়ার। বা সরিয়ে নেব আমরা। না লড়াই করে চুক্তি করব।'

দ্বিধার ভিতর পড়লাম, নিজেকে কেমন যেন বোকা লাগল। মনে হলো, আমি কি পাগল হয়েছি?

আমার মন স্থির করে নিতে সময় দিল সে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর বাধ্য হয়ে শুরু করলাম, 'আয়েশা, আমি তোমার কাছে জানতে চাই সত্যিই মৃতরা অন্য কোথাও থাকে কি না।'

'তোমাকে কে বলেছে আমি মৃতদের দেখাতে পারব? শুধু মাত্র একজন তোমাকে এসব বলে থাকতে পারে। তুমি যদি সে মানুষের বার্তাবাহক হয়ে থাকো, তো তার চিহ্ন দেখাও। নইলে এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চিহ্ন?' নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম। তবে আন্দাজ করে নিয়েছি আয়েশা কী বোঝাতে চেয়েছে।

নেকাবের ওপাশ থেকে অদ্ভুত চোখ দুটো আমাকে দেখছে। তারপর সিংহাসন ছেড়ে আধ বসা হলো। 'আমার মনে হয়... না, থাক্, নিশ্চিত হওয়া উচিত।' তেপায়ার উপর ঝুঁকে পড়ল সে, তীক্ষ্ণ চাইল ক্রিস্টালের গামলার ভিতর। সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমি যদি ঠিক দেখে থাকি, কোনও নারী তাকে ভালবাসবে না। সে তোমাকে নিজের চিহ্ন দিয়েছে। ওই জিনিসের সঙ্গে লেপ্টে আছে শুকনো রক্ত। তুমি ভালবাসতে এমন কারও রক্ত ওটা। ওই চিহ্ন দেখাও, নইলে মৃতদের নিয়ে আলাপ চলবে না।'

যিকালির তালিসমান বের করলাম, একটু ঝুঁকে গেলাম আয়েশার দিকে।

'ওটা আমার হাতে দাও,' বলল সে।

খুলে দেব, এমন সময় হঠাৎ মন থেকে বাধা এল। কাজেই বললাম, 'তোমাকে দেয়া যাবে না, আয়েশা। আমাকে যে দিয়েছে সে বলে দিয়েছে, এটা দিন-রাত পরে থাকতে হবে। আমি ফিরে যাওয়ার পর তার হাতে তুলে দিতে হবে। নইলে আমার ভাগ্য আমাকে ত্যাগ করবে। আমি নিজে অবশ্য এসব বিশ্বাস করি না, বুক থেকে খুলেও ফেলতে চেয়েছি, তবে তখন এক সাপ আমাকে ছোবল দিতে চেয়েছে।'

'আমার আরও কাছে এসো,' বলল আয়েশা। 'দেখতে দাও। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, ঝুঁকে পড়লাম তার দিকে। মনে মনে আশা করলাম, এই ভঙ্গিতে কেউ আমাকে দেখবে না। অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। তবে খুশি অন্তর বলল, তার কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। নেকাবের ভিতর থেকে চেয়ে রয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অকল্পনীয় সুন্দর চোখদুটো। এভাবে ওদুটো কখনও দেখা হয়নি। আবছা দেখলাম অপূর্ব মুখ। চুল থেকে এল অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস।

হাতে তালিসমান নিল, মন দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

'আগেও শুনেছি এ জিনিসের ক্ষমতা অনেক,' বলল। 'সেই শক্তি নাড়ির ভিতর টের পাচ্ছি। যে পরবে তার হয়ে কাজ করবে, রক্ষা করবে তাকে। এখন বুঝছি তুমি যখন আমার নেকাব খুলতে বাধ্য করলে, হতভম্ব হয়েছি কেন। যাক সে কথা। ওই জ্ঞান তোমার ছিল না। ওটা ছিল অন্য একজনের। সে এমন এক মানুষ যে বহু কাল ধরে বেঁচেছে, ধ্বংস করেছে বহু মানুষকে। অ্যালান, বলো তো, এটা তোমাকে যে দিয়েছে, সে কি দেখতে এমন?'

'হ্যাঁ, আয়েশা। ঠিক এমন দেখতে সে। আমাকে বলেছে এটা প্রাচীনকাল থেকে আছে। অনেকে বলেছে এটা ছিল বহু শতাব্দী থেকে।'

'হতে পারে সে-ও প্রাচীন,' শুকনো স্বরে বলল। 'আমাদের অনেকে বহু কাল বাঁচে। এই জাদুকরের নাম বলো। না, থাক। আগে প্রমাণ পাই তুমি বার্তাবাহক। নইলে মৃতমানুষ ও অন্য বিষয়ে আলাপ করব না। ...অ্যালান, তুমি আরবী পড়তে পারো?'

'অল্প-স্বল্প।'

পাশে রাখা টুল থেকে কাগজ নিল। ওটা একটা প্যাপাইরাস। পাশ থেকে নিল নলখাগড়ার কলম, হাঁটুর উপর প্যাপাইরাস রেখে লিখতে শুরু করল। লেখা শেষে প্যাপাইরাস ভাঁজ করে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

'এবার তুমি নামগুলো পড়ে জানাও। দেখা যাক আমি যেসব নাম লিখেছি সেগুলো মেলে কি না। তুমি যদি সে সত্যিকারের বার্তাবাহক হও, সাধারণ কোনও অভিযাত্রী বা গুপ্তচর হবে না।'

প্রথম নাম জাদুকর যিকালির। সে পথ-উন্মুক্তকারী। এমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক মানুষ যার জন্ম হওয়া উচিত ছিল না।

'লেখাগুলো পড়তে শুরু করো, অ্যালান,' বলল সে।

পড়তে লাগলাম। আরবীতে লেখা। 'পাথর ছিন্ন করা ছোরা, সে এমন কেউ যার দিকে ঘেউ ঘেউ করে কুকুর, কাঁদতে শুরু করে শিশুরা।'

'শেষের দুটো কাছাকাছি, তবে প্রথমটা ভুল।'

'না, আয়েশা, এই লোকের মাতৃভাষায় যিকালি মানে ছোরা বা অস্ত্র।' বাচ্চা মেয়েদের মত খুশি হয়ে হাততালি দিল আয়েশা। বলতে শুরু করলাম, 'কোনও সন্দেহ নেই এই মানুষ বিশাল এক জাদুকর। মানুষ যা জানে না, তা সে জানে। কিন্তু আমি জানি না এই কবচের সঙ্গে কেন তার চেহারার অত মিল। তুমি বলেছ এটার ক্ষমতা আছে।'

'আছে, কারণ এটার সঙ্গে থাকে তার আত্মা। তুমি কখনও মিশরের জ্ঞানী মানুষদের কথা শুনেছ? তাদের কা-র কথা? তারা মারা যাওয়ার আগে দ্বিতীয় সত্তা তৈরি করে, স্থাপন করে মূর্তির ভিতর।'

জানিয়ে দিলাম, এসব শুনেছি।

'তবে যিকালির ভয়াবহ কা দেখতে তার মতই। এটা যদি সঙ্গে না থাকত, তুমি কখনও এত বিপদ পেরুতে পারতে না। গতরাতে তাকে স্বপ্নে বহু ক্ষণ দেখেছি। এবার আমাকে খুলে বলো যিকালি, আমার কাছে কী চায়। সে তো এ ধরনের সব ক্ষমতা ভাল করেই জানে।'

'ও তোমার কাছে একটা ধাঁধার জবাব চেয়েছে, আয়েশা।'

'তা হলে পরে অন্য কোনও সময়ে সে ধাঁধার জবাব দেব। তুমি তো দেখতে চেয়েছ মৃতদের। আর এই বেঁটে জাদুকর তো খুবই জ্ঞানী, তারপরও ধাঁধার জবাব জানতে চেয়েছে। সে ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়েছে তার চেয়ে বড় জ্ঞানী জাদুকর আছে। ভাল ভেবেছে। তুমি বা সে জাদুকর এবার বলুক: কী দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করবে? ...আমার পারিশ্রমিক কী হবে? ...তুমি নিশ্চয়ই জানো, অ্যালান, পারিশ্রমিকের বদলে আমি অন্য কিছু নিয়ে থাকি। বদলে কী দেবে তুমি?'

'তুমি কী চাও এর উপর নির্ভর করে, তা দিতে পারব কি না। মূল্য তোমার স্থির করতে হবে।'

'ভয় পেয়ো না, চালাক ব্যবসায়ী,' বিদ্রূপের সুরে বলল। 'আমি তোমার আত্মা বা ভালবাসা চাই না। ভালবাসা তো পাহারা দিয়ে রাখো তুমি। সে ভালবাসা আমি এমনিতে পেয়ে থাকি। যাক, আমি তোমার কাছে চাইছি লজ্জাহীন সৎ-মানুষের একমাত্র দেয়ার জিনিস: যুদ্ধে সহায়তা। এবং হয়তো...' নরম হয়ে এল তার কণ্ঠ, 'তোমার বন্ধুত্ব। অ্যালান, আমার ধারণা তোমাকে ভাল চিনেছি। তোমার মত অন্য একজনের কথা মনে পড়ছে আমার। বহু কাল আগে তাকে চিনতাম।'

এই প্রশংসা পেয়ে বাউ করলাম ওর প্রতি। বুক ভরে উঠল গর্বে, খুশি হলাম এ অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটির বন্ধুত্ব পাব ভেবে। এ-ও বুঝলাম, ওর সঙ্গে জড়িয়ে গেলে নানা বিপদে পড়তে পারি। স্থির হয়ে বসলাম চেয়ারে, অপেক্ষা করলাম।

বসে রইল সে-ও, কী যেন ভাবছে।

'শোনো,' কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমি তোমাকে একটা কাহিনি শোনাব। হতে পারে তুমি বিশ্বাস করবে না। শোনা শেষে তুমি কোনও কথা বলতে পারো। এ আমার জীবনের কাহিনি, তোমাকে বলতে চাই। হয়তো বুঝবে কার সঙ্গে চুক্তি করছ।'

আরেকবার বাউ করলাম। ভাবলাম, শুনতে পেলে খুশি হবো। প্রবল কৌতূহলী হয়ে উঠেছি এই মেয়ে সম্বন্ধে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিংহাসন থেকে নেমে এল সে, কক্ষের ভিতর পায়চারি করতে লাগল। সে হাঁটাকে বলা যায় আকাশে ভাসতে থাকা ঈগলের মত, বা কোনও রাজহংসী যেন ভেসে চলেছে পানিতে। রাজকীয়তা নিয়ে মসৃণ ভাবে হাঁটছে। নিচু স্বরে বলতে শুরু করল। 'শোনো তা হলে। আমার কাহিনি যদি অদ্ভুত মনে হয়, আমাকে বাধা দিয়ো না, বা ঠাট্টা কোরো না। নইলে হয়তো রেগে উঠব। সেক্ষেত্রে তোমার ক্ষতি হবে। আমি কোনও সাধারণ মেয়ে নই, অ্যালান, আমি এমন একজন যে জেনে ফেলেছি প্রকৃতির রহস্য।' প্রকৃতির কোন রহস্য, জানতে ইচ্ছে হলো, তবে মুখ সামলে রাখলাম। 'আমি দুঃখিত যে আমার যৌবন ও আমার সৌন্দর্য টিকেছে বহু যুগ ধরে। অতীতে আমার পাপের কারণে ভুগতে হয়েছে। অন্য জীবনেও। আর সে জীবনের স্মৃতি অনেক সময় আমার মনে থেকেছে।

'গত জন্মে আমি ছিলাম আরবের এক রাজ-পরিবারের মেয়ে। সেখানে বুনো এলাকায় ছিলাম, শাসন করতাম আরবদের। আর রাতে নক্ষত্র, পৃথিবীর আত্মা ও বাতাস থেকে জ্ঞান নিতাম। পরে এসব বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠলাম, আর আমার প্রজারা বিরক্ত হয়ে উঠল আমার উপর। তারা চাইল আমি ওই এলাকা থেকে বিদায় নিই। অ্যালান, আমি কোনও পুরুষকে চাইনি, অথচ আমার সৌন্দর্য দেখে পাগল হয়ে উঠত মানুষ। হিংসার কারণে এতে অপরকে হত্যা করত। তা ছাড়া, আরেক জাতির লোক আমার জাতির উপর হামলা শুরু করল। তারা আমাকে বন্দি করতে চাইল। তাদের রাজার স্ত্রী হিসেবে আমাকে চাইল। কাজেই আমি সে এলাকা ছেড়ে আসতে বাধ্য হলাম। সঙ্গে নিলাম বিপুল ঐশ্বর্য। অভাব ছিল না সোনা বা মাণিক্যের। সঙ্গে এসেছে ধার্মিক মনের এক লোক, যাকে ভাবতাম প্রভু। পুরো পৃথিবী জুড়ে এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে গেলাম। বহু রাজ্যে গিয়ে দেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলাম। খেয়াল করলাম তারা কাকে প্রভু মনে করে। জেরুজালেমে শিখলাম কে আসলে দুনিয়ার মালিক। সে যেহোভা. যিনি আসলে ঈশ্বর।

'পাহোসের দ্বীপ চিটিমে বাস করলাম। তবে সেখানে কিছুদিন থাকবার পর শহরবাসী ধারণা করল আমি অ্যাফ্রোডাইট, নতুন করে আবারও পৃথিবীতে ফিরেছি। তারা আমাকে তাদের দেবী করতে চাইল। এ কারণে এবং অ্যাফ্রোডাইটকে নিয়ে ঠাট্টা করবার ফলে শহরের মন্দিরগুলোর পুরোহিতরা খেপে গেল। আগেই বলেছি কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক হয়নি। পুরোহিতদের মাধ্যমে দেবী যেন শাস্তি দণ্ড তুলল আমার কণ্ঠের উপর। শত শত বছর ধরে যেন ভুগতে হয় আমাকে।

'অদ্ভুত এক পরিস্থিতির ভিতর পড়লাম।' পলকে যেন অতীতে ফিরল আয়েশা। 'সেই অভিশাপের ফলে পুরোহিত একটা অভিশাপ দিলে দুটো করে দিতাম। তা ছাড়া, শয়তান প্রধান পুরোহিত ঘোষণা করে দিল, তার দেবী পৃথিবী থেকে অনেক আগে চলে গেলেও আমি বেঁচে থাকব। এই ঘোষণায় বিপদে পড়লাম। সে সময়ে অ্যাফ্রোডাইটের কথা শুনলে মানুষ বিশ্বাস করত। বলা হতো পৃথিবী যতদিন, ততদিন থাকবে দেবী। তবে আমি জানতাম তাদের চেয়ে অনেক বেশি। বলো, এখনও কি সেই দেবীর উপাসনা চলে?'

'না। শুধু আছে কিছু মূর্তি। তবে সে মূর্তিগুলোর সৌন্দর্যের কারণে মানুষ তাদের পূজা করে।'

'যিকালি স্বপ্নে তোমার ব্যাপারে জানিয়েছে এবং তুমি নিজেই নিজের কথায় প্রমাণ করেছ, আমি ঠিক। আর ওই মূর্তিগুলোর কিছু দেখেছি আমি গ্রিসে। তখন আমার প্রভুর হাতে তেমন কিছু

BanglaBook.org

মূর্তি ছিল। আমি তাঁকে বলি উনি হয়তো আরও ভাল কোনও মডেল পেতে পারেন। পরবর্তীতে আমি হই সেই মডেল। মার্বেল পাথর যদি টিকে থাকে, ওই মূর্তি নিশ্চয়ই এখনও অন্য সব মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি প্রখ্যাত। তবে অ্যাফ্রোডাইট হয়তো হিংসা করে নষ্ট করেছে আমার মূর্তি। এ কাহিনি শেষ হলে তুমি বলবে ওই মূর্তির কথা। সে মূর্তির বাম কাঁধের উপর ছিল ছোট্ট আঁচিল। তবে পাথর ছিল খুঁতওয়ালা, আমার দেহে কোনও খুঁত ছিল না। তুমি চাইলে আমি প্রমাণ দেব।'

আয়েশার কাঁধ নিয়ে ভাবতে চাইলাম না। আমি চুপচাপ। আবার শুরু করল সে, 'আমি থেকেছি মিশরে। পুরুষদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছি। তাদের চোখে লোভ দেখেছি। আরও জ্ঞান অর্জন করতে কাজ নিয়েছি দেবী আইসিসের মন্দিরে। সে ছিল স্বর্গের রানি। শপথ নিতে হতো, চিরকালের জন্য কুমারী থাকতে হবে। কিছু দিনের ভিতর আমি হলাম প্রধান যাজিকা। নীল নদের সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরে দেবীর পাশে আমি হয়ে উঠলাম ক্ষমতাশালিনী। আমি তার মেয়ে হয়ে ওঠায় কোনও গোপনীয়তা থাকল না। ফারাওদের মত আমিও পড়তে পেলাম ধর্মীয় বই। সত্যি বলতে মিশর শাসন করতাম আমি। খুলে বলছি না, তবে আমিই পতন ঘটাই সাইডন শহরের। রাজারা আসত আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। রাজসিংহাসনে বসে থাকতাম। পরনে থাকত আইসিসের পোশাক। প্রতিটি শ্বাস ফেলতাম, টের পেতাম দেবীর ক্ষমতা। তবুও আমার কাজ ফুরিয়ে এল, আমি এসব কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ঠিক যেমন যাজকরা স্বর্গের কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। অবশ্য তারা কখনও স্বর্গ পেলে বুঝতাম।'

চুকচুক করে আওয়াজ করল আয়েশা। কারণটা কী জানতে চাইলাম না। শুধু বললাম, 'ক্লান্ত হয়ে পড়লে কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কারণ ওই স্বর্গের মত দেশে সব ক্ষমতা ছিল পুরুষদের হাতে। আর তারা লড়াই না পেলে খুশি থাকবে কেন। আর নারী তো নারীদের মতই, কম পয়সায় যা কেনা যায়, বা কেউ দিয়েছে, তার কোনও মূল্য নেই। অ্যালান, প্রথমে তো জয় করতে হবে। তুমি কোনও প্রশ্ন তুলবে না, এতে আমার চিন্তা জাল কেটে যায়।'

বললাম, 'আমি দুঃখিত।'

আবার শুরু করল সে, 'এরপর আমার উপর নেমে এল অ্যাফ্রোডাইটের অভিশাপ। হ্যাঁ, অ্যাফ্রোডাইট ও আইসিসের। ওই দুই অভিশাপে বদলে গেল জীবন। আজ এই বিরান দেশে হৃদয় হারিয়ে অপেক্ষা করছি। জানি না ভবিষ্যৎ আমাকে কোন পথে নেবে। আমার প্রাপ্ত সব জ্ঞান, অতীতের শিক্ষা, ক্ষমতা, সৌন্দর্য সব থেকেও ভবিষ্যৎ যেন হয়ে উঠেছে চাঁদ-তারাহীন রাতের মত কালো।

'হ্যাঁ, তা-ই হয়েছে আমার উপর। এবং সেজন্য আমি দায়ী। তোমাকে সব খুলে বলছি। নীল নদে আইসিসের মন্দিরে যেখানে আমি শাসন করতাম, সেখানে ছিল এক পুরোহিত। জাতিতে ছিল গ্রিক। আমারই মত সে-ও দেবীর কাছে শপথ করে, আমি বা সে কখনও বিয়ে করতে পারব না। দেবী ছিল নিজ আত্মার জগতে। যা-ই হোক, সেই পুরোহিতের নাম ছিল ক্যালিক্রেট। সাহসী ও রূপবান। ঠিক যেন গ্রিকদের দেবতা অ্যাপোলোর মত। আমার জীবনে কখনও এমন সুন্দর মুখ ও দেহের পুরুষ দেখিনি। তবে পরিষ্কার ছিল না তার আত্মা। বেশিরভাগ পুরুষ যেমন হয়, সে নারীদেহ চাইত। আমি ছাড়াও আরও দু'একজনকে পছন্দ করত সে।

'সে-সময়ের ফারাও ছিল স্থানীয় বংশের, পরে তার পতন ঘটান পারস্যের রাজা। এই ফারাওয়ের ছিল এক মেয়ে, মিশরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজকন্যা। সে ছিল যথেষ্ট সুন্দরী, তবে কৃষ্ণ বর্ণের। কৈশোরে এ মেয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে ক্যালিক্রেটের সঙ্গে। সে সময়ে ক্যালিক্রেট ছিল ফারাওয়ের দরবারে, সৈন্যদের নেতা। যাই হোক ওই মেয়ের কারণে রক্তপাত করতে বাধ্য হয় ক্যালিক্রেট। শেষে পালিয়ে চলে আসে আইসিস মন্দিরে। দেবীর কাছে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করে, মনের ভিতর শান্তি ফিরে পেতে চায়। তবে সে রাজকন্যা পরেও এসেছে তার কাছে। ক্যালিক্রেটকে বলেছে তাকে যেন ভালবাসে।

'এসব জেনে সেই পুরোহিতকে সমন পাঠালাম। পরিষ্কার ভাবে তাকে জানিয়ে দিলাম, ভুল পথে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে। ভীষণ ভয় পেল সে। আমার পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, গুঙিয়ে বারবার মাফ চাইল, চুমু দিতে লাগল আমার পায়ে। আমাকে মিথ্যা কথা বলল সে: রাজকন্যার বিষয়ে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আমাকে। সে কখনও ভালবাসেনি সেই মেয়েকে। আসলে সে পূজা করে আমাকে!

'তার অপবিত্র কথাগুলো শুনে কান ভরে গেল আমার, ভয় পেলাম। তাকে কড়া স্বরে বললাম, এখনই দূর হও সামনে থেকে! এ-ও বললাম, সে যে অপরাধ করেছে, সেজন্য দেবীর কাছে আমি তার হয়ে ক্ষমা চাইব।

'সে তো চলে গেল, কিন্তু একা আমি ভাবনার ভিতর ডুবলাম। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুমের ভিতর দেখলাম স্বপ্ন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। হঠাৎ কোথা থেকে এসে দাঁড়াল এক মহিলা, আমারই মত সুন্দরী। আমারই মত উলঙ্গ, পরনে শুধু সোনালী কোমর-বন্ধনী ও মসলিনের নেকাব।

'''ও আয়েশা,' মধু ঝরানো স্বরে বলল, 'মিশরের আইসিসের মন্দিরের যাজিকা, কী পাবে তুমি ওই আইসিসের পূজা করে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাবে শুধু একগাধা ছাই আর লাভহীন জ্ঞান। সে তো মৃত জগতের রানি। আর আমি গ্রিকদের অ্যাফ্রোডাইট, জীবন্ত জগতের রানি, যাকে তুমি বহুবার বিদ্রূপ করেছ; তুমি আমাকে পছন্দ করো না, আমার নামে বাজে কথা বলো, কিন্তু আমার শক্তি দিয়ে তোমাকে আঘাত হেনেছি। তুমি প্রেমে পড়বে, চাইবে এক পুরুষকে। যে কি না একটু আগে তোমার পায়ে চুমু দিয়েছে। ওর তুলনায় তুমি আকাশের চাঁদ, নীল অববাহিকা জ্যোৎস্না দিয়ে ভরেছ। কিন্তু যতদিন পৃথিবী টিকবে, তাকে ভালবাসবে তুমি। আমার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না। মনে রেখো আইসিস তোমাকে রক্ষা করবে না, এই পৃথিবীতে জীব-জগতের রানি এই আমি।"

'এরপর মৃদু হাসতে লাগল, নিজের একটা সুগন্ধী চুল দিয়ে বেঁধে দিল আমার দুই চোখকে। তারপর চলে গেল।

'ঘুম ভাঙল আমার। মনের ভিতর ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। কখনও কাউকে ভালবাসিনি, অথচ সেই আমি প্রেমের আগুনে পুড়তে লাগলাম। একটু আগে সে পুরুষ আমার ছিল না। হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল হৃদয়। রাগে পাগল হয়ে গেলাম। আইসিসের বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর হয়ে চাইলাম, অ্যাফ্রোডাইট ফিরিয়ে দিক আমার মানুষটাকে। অন্তর থেকে চাইলাম সেই পুরুষকে। তার জন্য আমার সমস্ত জ্ঞান ও সৌন্দর্য দিতে রাজি। মেঝের উপর শুয়ে প্রার্থনা করছি, হু-হু করে কাঁদছি, একসময় ক্লান্ত হয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়লাম।

'সেই অন্ধকার পবিত্র বেদীর কাছে আবার এল স্বপ্ন। জ্বলজ্বল করতে লাগলেন দেবী আইসিস। মাথার উপর নতুন চাঁদের মত মুকুট। হাতে রত্ন খোদাই করা রাজদণ্ড। ওটার ভিতর থেকে আসছে মিষ্টি বাজনা। ঠিক যেন বহু দূরের ঘন্টির মত। বড়বড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই চোখ মেলে আমার দিকে চাইলেন। তাতে রাগ ও ভর্ৎসনা।

' "ও আয়েশা, জ্ঞানের কন্যা,' শান্ত স্বরে বললেন। "আমি আইসিস যেন কোনও যাজিকার কাছে আসিনি, এসেছি আমার নিজ কন্যার কাছে। তুমি ছিলে আমার যাজিকাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ। ভেবেছি তোমাকে এক সময় তুলে নেব অনেক উপরে. হাতে তুলে দেব আমার স্বর্গীয় রাজদণ্ড। কিন্তু তুমি নিজের শপথ ভাঙলে, আমার বদলে পূজা করলে অ্যাফ্রোডাইটের। তুমি জানতে সে আমার শত্রু। আত্মার জগৎ ও পার্থিব জীবনের ভিতর সর্বক্ষণ সংঘর্ষ ঘটছে। আর সে পার্থিব জীবন চাইলে তুমি। তোমার মাধ্যমে আমাকে ধ্বংস করতে চাইল অ্যাফ্রোডাইট। কাজেই এখন থেকে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। অথচ, তুমি যদি আমার কাছে প্রার্থনা করতে, তোমার উপর থেকে অভিশাপ তুলে নিতাম।

' "শোনো! তুমি যে গ্রিসের দেবীকে বেছে নিয়েছ, তার ইচ্ছা পূরণ হবে। এখন থেকে সে পুরুষকে ভালবাসবে তুমি। শুধু তা-ই নয়, তার রক্তে ভাসবে তোমার হাত। তবে তার সঙ্গে কবরে যাবে না। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব জীবনের উৎস। সেখান থেকে জীবন-সুধা পান করবে। ফলে আরও সুন্দরী হয়ে উঠবে, তোমার শত্রুর চেয়ে রূপবতী হবে। কিন্তু যখন তোমার প্রেমিক মরবে, অপেক্ষা করবে তুমি বিরান এক অঞ্চলে। সেখানে মনের কষ্ট নিয়ে পার করবে জীবন। অপেক্ষা করবে আবার কবে জন্ম নেবে তোমার প্রেমিক।

' "তবে, সে তো মাত্র কষ্টের শুরু। আজ থেকে তোমার নিয়তি তোমাকে নিয়ে খেলবে। কখনও তোমার প্রেমিককে নিজের ওই উঁচু স্থানে বসাতে পারবে না। ভালবাসার সরু দড়িতে ঝুলবে তোমার হৃদয়। বারবার তাকে হারাবে। প্রতিবার দোষ দেবে নিজেকে। ওটাই পুরুষ ও নারীর সেরা কষ্ট। তুমি তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মার বিষয়ে বহু কিছু জেনেছ, তবে এবার চেয়েছ জীবনের সাগরে ভাসতে। তাই হোক।"

'অ্যালান, এরপর স্বপ্নে আমি গর্বের সঙ্গে দেবীকে বললাম, "শুনুন, দেবী, আপনি তো বহু রূপী আত্মার মালিক, জীবন শেষে সবার ফিরতে হয়। কিন্তু আমার উপর মস্ত অভিশাপ পড়েছে। বলুন, সে ভাগ্য কি আমি নিজে বেছে নিয়েছি? কখনও কোনও পাতা পাগলা হাওয়ার বিরুদ্ধে টেকে? পড়ন্ত পাথর কি কখনও আকাশের দিকে ওঠে? বা যখন প্রকৃতি চায়, স্রোত কি পারে তাকে ঠেকাতে? আমি এক দেবীকে আহত করেছি, তার খুশিতে চলে পুরো পৃথিবী। সে অভিশাপ দিয়েছে আমাকে। তবে ঝড় শুরু হওয়ার আগেই ঝুঁকে পড়েছি। এ ছাড়া কী করার ছিল? হয় ভেঙে পড়তে হতো, নইলে অন্য কোনও দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে হতো। মা, আইসিস, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি। আর আপনি দিয়েছেন আরও অভিশাপ। তো বলুন চাঁদের অধিকারিণী, এসবের ভিতর ন্যায় বিচার কোথায়?"

' "ন্যায় বিচার এখানে নেই, মেয়ে," জবাব দিলেন তিনি। "অনেক দূরে বাস করে ন্যায় বিচার। হয়তো তাকে পাবে। তবে তুমি অত্যন্ত গর্বিতা, বহু কাল ধরে অন্ধ দুই চোখে খুঁজবে তাকে। তোমার পাপ শেষ হবে, মিলিয়ে যাবে তুলা দণ্ডের কাঁটা। কাজেই এখন থেকে নিয়তির বিষয়ে প্রশ্ন তুলবে না। তা বুঝবার সাধ্য তোমার নেই। শুধু কষ্ট পেতে থাকো, মনে রেখো বেদনার শেকড় থেকে জন্ম নেয় আনন্দ। তোমার সান্ত্বনার জন্য বলছি, তোমার অর্জিত জ্ঞান আরও বাড়বে, সেই সঙ্গে থাকবে তোমার রূপ ও ক্ষমতা—অনেক পরে আমার মুখের দিকে চাইবে। আমি যে রাজদণ্ড বহন করি তা আমার চিহ্ন। এবার দিয়ে যাব তোমাকে। এখন থেকে অনুসরণ করো সেই নকল পুরোহিতকে, আমার হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিশোধ নাও। যদি তাকে হারিয়ে ফেলো, অপেক্ষা করবে জন্মান্তরের জন্য। সে আবার ফিরবে তোমার কাছে। নিয়তি এমনই।"

'অ্যালান, স্বপ্নের সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল, এবং আমি জেগে উঠলাম। ভোরের আলো পড়েছে দেবীর বেদীর উপর। তার উপর পেলাম পবিত্র সেই রাজদণ্ড। রত্ন খোদাই করা। কথা রেখেছেন আইসিস, দিয়ে গেছেন। তার সঙ্গে থাকবে দেবীর ক্ষমতা। কাজেই আমিও হয়ে উঠব ক্ষমতাশালিনী।

'রাজদণ্ড নিলাম আমি, এবং অনুসরণ করলাম পুরোহিত ক্যালিক্রেটকে। তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছে আমার অন্তর। মহা জগতের সমস্ত দেবী চাইলেও আমাকে সরিয়ে রাখতে পারবে না তার কাছ থেকে।'

এবার আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না, 'কীসের জন্য?' আবার ভয় হলো খেপে উঠবে। চুপ হয়ে গেলাম।

তবে রাগ করল না আয়েশা, হয়তো দেবীদের সঙ্গে সেসব কথা তাকে শান্ত করে দিয়েছে। অবশ্য বিশ্বাস করতে পারলাম না এসব হতে পারে। নরম স্বরে বলল, 'অ্যাফ্রোডাইট বা আইসিস বা দু'জন, জানি না কে কী করল, তবে শুধু জানলাম ওই পুরুষকে চাই আমি। আর আজও তাকে চেয়ে চলেছি। হয়তো আবারও জন্ম নেয়নি সে। তবে আমার শিক্ষা আমাকে শিখিয়েছে শাসন করতে। ওই রাজদণ্ড আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে সঠিক পথ ও টিকে থাকার বুদ্ধি। এ অঞ্চলে বহু কাল হলো এসেছি, এবং যে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরকে দেখছ, তা কোর শহর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

ভদ্রমহিলা, রানি বা ডাইনী—যা-ই হোক আয়েশা, এতক্ষণ পায়চারি করেছে। বারবার চলে গেছে পর্দাগুলোর কাছে, আবারও ফিরেছে বেদীর সামনে। আলখেল্লা থেকে ভেসে এসেছে মিষ্টি সুবাস। হাত দুলিয়ে কথা বলেছে। এবার আমার ধারণা হলো শেষ হয়েছে তার কাহিনি। বেদীর উপর কুশনে গিয়ে বসল সে, যেন ক্লান্ত। হয়তো শরীর পরিশ্রান্ত নয়, তবে দমে গেছে মন।

দু'হাতে থুতনি রেখে চুপ করে বসে থাকল সে, কী যেন ভেবে চলেছে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আমার এ কাহিনি শুনে কী মনে হলো, অ্যালান? তুমি কি বিশ্বাস করো, বা এমন কোনও কাহিনি শুনেছ?'

'না,' জোর দিয়ে বললাম। 'এবং প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছি। তবে মাত্র দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই, আয়েশা।'

'অর্থাৎ এক ফোঁটা বিশ্বাস করোনি তুমি, অ্যালান। তোমার অন্তরে বিশ্বাস নেই। নিজে দেখোনি এমন সব কিছুতে সন্দেহ। হয়তো তুমি ঠিক করো। তা ছাড়া, আমিও পুরো সঠিক কথা বলিনি। যেমন, এখন মনে পড়ছে নীল নদের ওই মন্দিরে নয়, বা এই পৃথিবীতে নয়, অ্যাফ্রোডাইট ও আইসিসের যে দৃশ্য আমি দেখি, সব দেখেছি অন্য কোথাও। জায়গাটা ছিল আসলে এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোঁর শহরে। এখানে প্রেমে পড়েছি ক্যালিক্রেটের, রাগান্বিত হয়েছি। অ্যালান, দুই হাজার বছরে যে-কেউ অনেক কিছু ভুলতে পারে। অন্তরের প্রশ্নগুলো জানতে চাও, আমি জবাব দেব, যদি উত্তর দীর্ঘ না হয়।'

আমার জানা আছে ওর দীর্ঘ কাহিনির তুলনায় আমার প্রশ্নের উত্তর হবে অনেক সংক্ষিপ্ত। 'আয়েশা,' নরম স্বরে বললাম, 'তোমার বলা এসব দেবীর কাহিনি জানি না, তবে শুনেছি অ্যাফ্রোডাইট উঠে আসে সাগর থেকে, সাইপ্রাসের তীরে। বাস করত পাহোস ও অন্যান্য জায়গায়...'

'হ্যাঁ, বেশির ভাগ পুরুষের মত তুমিও শুনেছ তার কথা। হয়তো দেখেছ তার চুলের মত চোখ। তোমার আগেও অনেকে দেখেছে,' তিক্ত স্বরে বলল।

'এ ছাড়া...' তর্ক এড়িয়ে বলতে চাইলাম, 'আমি শুনেছি মিশরের আইসিসের কথা। সে চাঁদের দেবী, রহস্যের মাতা, ওসিরিসের বউ। তাদের ছিল দুই সন্তান, হোরাস ও অ্যাভেঞ্জার।'

'আমি একমাত্র নই যে আইসিসের কাছে শপথ করেও ভেঙেছি এবং অভিশাপ কুড়িয়েছি। অ্যালান, ভবিষ্যতে তুমি এ কথাগুলো মনে রাখবে। ...কিন্তু এই স্বর্গীয় রানিদের বিষয়ে কী?'

'শুধু এটা, আয়েশা, আমাকে শেখানো হয়েছে ওসব লোক-কাহিনি, তার বেশি কিছু নয়। এমন অনেক নকল স্বর্গীয় কাহিনি তৈরি করেছে মানুষ। বহু লোক শপথ করে বলবে ওগুলো সত্যি। অথচ তুমি বলছ তারা ছিল সত্যিকারের, জীবিত ছিল। এতে দ্বিধার ভিতর পড়ছি।'

'বোঝোনি বলে দ্বিধার ভিতরে পড়েছ, অ্যালান। তোমার যদি কল্পনা-শক্তি থাকত, বুঝতে এসব দেবী বিশাল প্রকৃতির অংশ। আইসিস শাসন করতেন জ্ঞান ও সঠিক নীতিকে। অ্যাফ্রোডাইট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিলেন ভালবাসার জন্য। পুরুষ ও নারী ভাবত এই দেবী ছিলেন মানবতার জন্য। এসব দেবীদের উপর দায়িত্ব ছিল জীবনের মশাল জ্বেলে দিতে। তুমি বোধহয় বুঝবে ওই নীতিগুলোকে একটা রূপক দেয়া হতো। এক সময় সেগুলো মানুষকে শাসন করেছে। আর ওসব নীতির নাম পাল্টে গেছে পরে। কিন্তু ওই একই নীতি রাজদণ্ডের মত শাসন করেছে মানুষকে। আমার কথা থেকে বোধহয় বুঝতে পেরেছ। পরের প্রশ্ন বলো।'

মনে হলো না আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, তবে কথা বাড়ালাম না। আয়েশা কী বোঝাতে চেয়েছে সে-ই জানে। অন্য প্রসঙ্গে সরে এলাম, 'আয়েশা, আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, সমস্ত ঘটনার শুরুর দিকে তুমি খুশি ছিলে। তারপর বিবাদ তৈরি হলো। অর্থাৎ ফারাওয়ের শাসন আমলে। এখন তো প্রায় দুই হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, ওই দেশে কোনও ফারাও নেই। শেষ রানি ছিল এক গ্রেসিয়ান, তাকে হারিয়ে দেয় রোমানরা, সেই নারীকে মেরে ফেলে। অথচ, আয়েশা, তুমি এমন ভাবে বলেছ যেন সে-সময়ের ভিতর দিয়ে কেটেছে তোমার জীবন। বোধহয় এখানে ভুল করছ। কারণ সে-সময় অনেক অতীত কাল। কাজেই আন্দাজ করছি, ওই ইতিহাস তুমি পড়েছ, বা স্বপ্নে দেখেছ। আমার ধারণা অত আগেও প্রেমের কাহিনিকার ছিল। আর আমরা তো জানি স্বপ্ন কী দিয়ে তৈরি। অন্তত এই ভাবনা এসেছে আমার মনে।' ভয় লেগে উঠল, বোধহয় বেশি বলে ফেলেছি, কাজেই তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'আর তুমি যেমন জ্ঞানী রানি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে দুই হাজার বছর বেঁচে থাকা অসম্ভব। যে কেউ এ কথা বলবে: মানুষটা পাগল, মিথ্যা বলছে বা ভুল ধারণা করছে। আবারও বলছি, এ স্রেফ অসম্ভব।'

এই আপাত নীরিহ কথাগুলো শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে,

BanglaBook.org

থরথর করে কাঁপতে লাগল রাগে। মন বলল, কোনও রানি ক্ষেপলে বোধহয় এমনই হয়!

'তুমি বলছ অসম্ভব! প্রেমের কাহিনি! স্বপ্ন! ভাবছ আমি পাগল! মিথ্যা বলছি বা ভুল ধারণা করছি!' ঝনঝনে কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল আয়েশা। 'ওহ্, সত্যি আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছ তুমি! আর তা-ই তোমাকে পাঠাব *কী হতে পারে* আর *কী হতে পারে না-র দেশে*! হ্যাঁ, তাই করব আমি। তবে এখন নয়। তোমার সহায়তা চাই, নইলে পাঠিয়ে দিতাম সেখানে। সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে কথা বলার কেউ থাকত না। তোমার সঙ্গী তো বদ্ধ উন্মাদ। আর যারা আছে সব জংলি। এদের মত বহু মানুষকে দেখেছি...

'শোনো, নির্বোধ! অসম্ভব বলে কিছু নেই। তুমি বলছ অসম্ভবের কথা! বিশাল এই দুনিয়ার কতটুকু দেখেছ! তোমার দুই হাতে নিতে চাও মহাজগতের ওজন! তোমার খুদে মন দিয়ে বিচার করতে চাও এই বিশাল জগতকে! তুমি যা বুঝতে পারো না বলে ফেলো: এ হতে পারে না! ...জীবনের কথা তুমি জানো, কারণ চারপাশে তাকে দেখছ। তবে মাত্র দুই হাজার বছরকে বলা যায় পৃথিবীর তুলনায় এক ফোঁটা সময়। আর তুমি বলতে শুরু করেছ তা অসম্ভব। অথচ ফসলের কোনও দানা বা পানির ভিতর অনেক প্রাণী ওই সময় অনায়াসে বাঁচে! কোনও সন্দেহ নেই তোমার বিশ্বাস হয়েছে, সামান্য এই মৃত্যুর পর চিরকালের জন্য মুক্তি পাবে।

'না, অ্যালান, এমন না-ও হতে পারে! আজ দুঃস্বপ্নে যা ভাবছ না, তা-ও হতে পারে। তোমার বিষয়ে সেই কালো জাদুকরের কাছ থেকে সবই জেনেছি। এবং যখনই দরকার পড়বে, রাতের আঁধারে তার সঙ্গে আলাপ করব। সে আমার মত বহু কিছু জানে। যারা আজও জন্মেনি, তারা ভবিষ্যতে আমার মত করে যোগাযোগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করবে। পৃথিবীর বিশাল এলাকা জুড়ে তারা নিজেদের ভিতর আলাপ সারবে। প্রেমিক চাইলে প্রকাণ্ড সাগরের ওপাশ থেকে শুনবে প্রেমিকার কণ্ঠ। শুধু তাতে থামবে না জ্ঞান, ভবিষ্যতের মানুষ এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে আলাপ করবে নিজেদের ভিতর। যারা মৃত, নীরব হয়েছে, আঁধারে তাদের সঙ্গে কথা চলবে। তুমি কি বুঝতে পারছ কী বলতে চেয়েছি?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' দুর্বল স্বরে বললাম।

'তুমি মিথ্য বলছ। তোমার মন বিশ্বাস করবার তুলনায় অনেক কঠিন। তুমি সবই শুনতে পাও, কিন্তু কিছুই বোঝো না, কিছুই বিশ্বাস করো না। ওহ্, তুমি আমাকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছ। আর আমি বলতে চেয়েছি কীভাবে পেলাম এই দীর্ঘ জীবন। কান পেতে শোনো, সুদীর্ঘ জীবন পেয়েছি! তবে চিরকালের জন্য নয়। কোনও সন্দেহ নেই মরতে হবে। আমাকে বদলে যেতে হবে, এবং আবারও ফিরতে হবে। আমার জীবন আর সবার মতই। আর তোমাকে দেখাতে চেয়েছি কীভাবে পেতে হয় সেই সুদীর্ঘ আয়ু! কিন্তু এখন জানি তোমার সে যোগ্যতা নেই। কোনও বিশ্বাস নেই তোমার অন্তরে!'

'না, না, সত্যিই আমার সে যোগ্যতা নেই,' বললাম। ওই মুহূর্তে মনে হলো আমি সত্যি ওর মত দুই হাজার বছর ধরে বাঁচতে চাই না। নইলে হয়তো এই মহিলার পাশের বাড়িতে শত শত বছর ধরে বাস করতে হবে। তবে বয়স বেড়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছে, কিছু ঘটনা যদি পিছিয়ে দেয়া যেত! মাঝে মাঝে আফসোস হয়, ওই মোক্ষম মুহূর্তে সুযোগটা নিলে বোধহয় ভাল করতাম। জীবনকে সুদীর্ঘ করা যেত, নানান সুবিধা পেতাম। তবে সেক্ষেত্রে আয়েশার কাছে মাথা নিচু করতে হতো। যা বিশ্বাস করি না, তার উল্টো করা বা বলা আমার অভ্যেসের বাইরে। কাজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই সুন্দরী নারীকে আহত করলাম।

'যা বলে ফেলেছ, তা কখনও বদলে দেয়ার নয়,' খানিক রাগ নিয়ে বলল। 'অথচ তুমি পেতে দীর্ঘ জীবন, হয়ে উঠতে আমার মত দুনিয়ার প্রভু।'

চুপ হয়ে গেল সে, মনে হলো চেপে রাখতে চাইল অশ্রু। বাচ্চা মেয়েদের মত ওই রাগ দেখে নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। 'আয়েশা, তুমি নিজ ক্ষমতায় যে অঞ্চল শাসন করো, তাতে মনে হয় না খুব একটা কিছু পেয়েছ। আমি যদি দুনিয়ার ক্ষমতা পেতাম, তো এই অসভ্য জংলিদের ভিতর থাকতাম না। এরা নরখাদক, থাকে এই শহরের ধ্বংসস্তূপের ভিতর। ...হয়তো অ্যাফ্রোডাইট ও আইসিসের অভিশাপ এখনও কাজ করে?' কথা থামিয়ে ওর দিকে চাইলাম।

প্রচুর তর্কের পথ খুলে নিয়েছি। এ নিয়ে দীর্ঘ আলাপ চলতে পারে। মনে হলো বিস্মিত হলো, দ্বিধার ভিতর পড়ল সে।

'আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে জ্ঞানী তুমি,' আনমনে বলল। 'তুমি এমন একজন যে বুঝে ফেলেছ সত্যি বলতে কেউ কিছুর মালিক হয় না। এমনকী প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী রাজা এ জ্ঞান পায় বহু বয়সে। সব সময় মাথার উপর থাকে অন্য কেউ। আর সে কারণে গর্ব হয় খর্ব। যেমন আমি, তাদের চেয়ে অনেক বড় হয়েও এখনও শিখে চলেছি। শোনো, রাজ্য নিয়ে আমার সমস্যা চলছে। তাই চাই তুমি আমাকে সাহায্য করবে। আমার দরকার তোমার সঙ্গীদেরও। এবং সেজন্য তোমাদের পারিশ্রমিক দেব। প্রত্যেকে আলাদা ভাবে যা চাইবে, তা-ই পাবে। তোমার গম্ভীর যে সাদা-মানুষ সঙ্গী, সে তার মেয়েকে উদ্ধার করার সুযোগ পাবে। সে মেয়ের কোনও ক্ষতি করা হবে না। তবে তার বাবার বিষয়ে কথা দিতে পারছি না। প্রাণ ভরে লড়াই করবে কালো বুনো সর্দার, যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজয় আশা করছে, তা পাবে। তার চেয়ে অনেক বেশি যা চেয়েছে, তা-ও পাবে। হলদে ছোট ওই লোক পেট ভরলে এবং কৌতূহল মিটলে সব সময় কুকুরের মত তার প্রভুর পাশে থাকতে চেয়েছে, তা সে পাবে। আর অ্যালান, গভীর রাতে তুমি যে মৃত মানুষগুলোর কথা ভাবো, তাদের দেখবে। আমাকে যদি হৃদয় থেকে বিদ্রূপ না দিতে, পেতে আরও বহু উপহার। তবে এখন আর পাবে না কিছুই।'

'ওই সব পেতে হলে আমাদের কী করতে হবে?' জানতে চাইলাম। 'আমরা সাধারণ দুর্বল প্রাণী, কীভাবে তোমাকে সাহায্য করব? তুমি ক্ষমতাশালিনী, তোমার বুকের ভিতর জমিয়ে রেখেছ জগতের দুই হাজার বছরের বিপুল জ্ঞান!'

'আমার পতাকা নিয়ে লড়াই করবে তুমি। আমার শত্রুদের শেষ করবে। এবার আমার কাহিনির শেষ অংশ শোনো, তবে বুঝবে কেন কী ঘটছে।'

মনে মনে হাসলাম। এই রানি নিজ আধিভৌতিক ক্ষমতার কথা বলে, অথচ আমাদের কাছে সাহায্য চাইছে! তবে বুদ্ধিমানের মত বন্ধ রাখলাম ঠোঁট, মুখ থাকল গম্ভীর। অবশ্য কিছু বলে ফেললেই বা কী হতো? আমার মন তো তার বুঝবার কথা!

'অ্যালান, ভাবছ এ তো বেশ অদ্ভুত! আমার এত ক্ষমতা, মরণশীল নই, আমার শত্রু সাধারণ অসভ্যরা, অথচ সাধারণ এক উপজাতীয় লড়াইয়ে কেন সাহায্য চাইছি! তবে বিষয়টা এত সহজ নয়। এই প্রাচীন কোর শহরের মানুষকে রক্ষা করত আরও প্রাচীন এক ঈশ্বর। নিজ সময়ে ছিল সে প্রচণ্ড শক্তিশালী। আজও তার আত্মা হানা দেয় ধ্বংসপ্রাপ্ত এই শহরে। সেই ভয়াবহ শক্তি আজও রক্ষা করে তার অনুসারীদের। এরাও ভোলেনি তাকে, তার দেখানো পথে মানুষ বলি দেয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই ঈশ্বরের নাম কী?' জানতে চাইলাম।

'তার নাম ছিল রেযু . এ নাম এসেছে মিশর থেকে। রে বা রা এসেছে সেখান থেকেই। বহু কাল আগে এই কোর শহর ছিল মিশরের রাজধানী। এ শহরের মানুষ জয় করে নেয় বিশাল অঞ্চল। নীল নদের অববাহিকায় তাদের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তাদের ঈশ্বরের নাম। কোরবাসীরা শাসন করত ওই প্রকাণ্ড উপত্যকার মানুষকে। তারপর বহু কাল পর মিশর জয় করে নেন প্রথম ফারাও, মেনেস।'

'রা মানে তো সূর্য, তা-ই না?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। রেযু নিজেও সূর্যের দেবতা। আগুনের মালিক, দিন ও মানুষের জীবনেরও। খরা সৃষ্টির বজ্র দিয়ে, মহামারী বা ঝড় হেনে শেষ করত মানুষকে। স্বর্গের কোনও শান্ত দেবতা ছিল না সে। অনুসারীদের কাছে নিয়মিত তাজা রক্ত চাইত। প্রয়োজন পড়লে বলি দিতে হতো দাসী বা শিশুদের। তবে কোরের মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। চোখের সামনে দেখত তাদেরই কুমারী মেয়েদের বলি দেয়া হচ্ছে। সে মাংস খেত রেযুর পুরোহিতরা। শিশুদের পুড়িয়ে ছাই করে দিত। বেশ কিছু মানুষ বাধ্য হয়ে রেযুকে ত্যাগ করল, ঝুঁকে পড়ল শান্ত চাঁদের প্রতি। সে দেবীর নাম ছিল লুলালা। মানুষ ভাবতে লাগল তাদের এই রানি সূর্য দেবতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালিনী। কিন্তু এতে খেপে গেল দেবতা রেযু, কোরবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিল ভীষণ মহামারী। এ শহর ও চারপাশ বিরান হয়ে উঠল। মরতে লাগল হাজার হাজার মানুষ। দেবতা শুধু রক্ষা করল নিজের সত্যিকারের অনুসারীদের। কিন্তু বেঁচেও গেল লুলালার কিছু অনুসারী।'

'তুমি সেই মহামারী দেখো?' আগ্রহী ভঙ্গি নিয়ে জানতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইলাম।

'না। আমি কোর শহরে আসার অনেক আগে ওটা ঘটে। জুনিস নামের এক পুরোহিত একটা গুহার ভিতর এ বিষয়ে লিখে রেখেছে। সে গুহা এখন আমার বাড়ি। ওখানে হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হয়। তবে কোর শহরের পুরনো ইতিহাস যদি জানতে চাও, আমি জানাতে পারব। এ শহরকে আমি এমনই পরিত্যক্ত দেখেছি। বহু কাল আগে গড়ে তোলা হয় এটা। এখন আছে শুধু ভাঙাচোরা বাড়ি ও পাথর। এরই ভিতর বাস করেছে নতুন এক উপজাতি, নিজেদের বলে আমাহ্যাগার। এরা আগুনে পুড়িয়ে বলি দেয় মানুষকে। পূজা দেয় রেযু দেবতাকে। এই উপজাতির পূর্বপুরুষ সেই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আরও কিছু মানুষ তখন বেঁচে যায়। তাদের সন্তানরা পূজা করত লুলালাকে। দেবীর বাস চাঁদে। ওখানে সে রানি। তার অনুসারীরা বহু কাল থেকে লড়াই করছে রেযু দেবতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে।'

'কী কারণে কোর শহরে আসো, আয়েশা?' অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জানতে চাইলাম।

'আমি কি তোমাকে বলিনি একটা নির্দেশ পেয়ে এসেছি? সঙ্গে এনেছি মহান দেবী আইসিসের রাজদণ্ড। তা ছাড়া...' থেমে গেল আয়েশা, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'তা ছাড়া, ভেবেছি হয়তো খুঁজে পাব দু'জন মানুষকে। তাদের একজন আইসিসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেও শপথ ভেঙেছে।'

'আয়েশা, এরপর তাদের খুঁজে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। বলা উচিত তারা খুঁজে বের করেছে আমাকে। আমার উপস্থিতিতে তাঁর পুরোহিতকে হত্যা করেছেন দেবী আইসিস। সে পুরোহিতের মনের লোভ আবারও ফিরে গেছে পৃথিবীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকে।'

'তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয় তখন, আয়েশা? যতটুকু জানি তুমি নিজেও সেই পুরোহিতকে পছন্দ করতে।'

লাফিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে পড়ল সে, মুখ থেকে হিসহিস শব্দে বেরুল কথা। মনে হলো ছোবল তুলেছে বিষাক্ত সাপ। ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল রক্ত। কী বলব, ভাবতে শুরু করলাম।

'তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ করছ? ...না, তা নয়, তুমি বোকা কৌতূহলী লোক! তবে কৌতূহলী হওয়া তোমার জন্য ঢের ভাল। চালাকি করতে চাইলে ক্যালিক্রেটের মত মরতে। কোর শহর থেকে জান নিয়ে বেরুতে দিতাম না। ...যা কখনও জানবে না, তা নিয়ে ভাবতে যেয়ো না। তোমার জন্য এ জানা যথেষ্ট যে ক্যালিক্রেটের উপর পড়েছে আইসিসের অভিশাপ। সে-সঙ্গে পড়েছে আমার উপরও। বাধ্য হয়ে এখানে থাকতে হয়। এ যেন মরে বেঁচে থাকা। অপেক্ষা করছি সেই পুরোহিতের জন্য। এরপর আবারও শুরু হবে সে একই খেলা।

'আগন্তুক,' এবার নরম স্বরে বলল, 'তুমি হয়তো অন্য কোনও বিশ্বাসের অনুসারী—ভয় পাও নরকের, বা সে পথের যাজকদের। তারা তোমাকে ভীত করে নরকের বিষয়ে, অথবা জানায় চিরকালীন আনন্দের কথা। ...আর আমি দেখছি মনে মনে সায় দিয়ে চলেছ তুমি।' এ কথা শুনে মাথা দোলাতে বাধ্য হলাম। 'কাজেই তুমি বুঝবে এ সত্যিই এক নরক। আর পুরো দু'হাজার বছর ধরে আমি এখানে। বারবার ভেবেছি এই বুঝি ফুরাবে পাপ, মাফ মিলবে দেবীদের কাছ থেকে। আমি থেকে গেলাম তাদের খেলার পুতুল। যা ঠিক করেছে নিয়তি, তা-ই করেছি। একজন পুরুষকে ভালবেসেছি, সে যখন ঠকিয়েছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিশোধ নিয়েছি।'

সিংহাসনে বসল সে, উত্তেজিত। হাঁপিয়ে উঠেছে। খানিক বুঝলাম তার কারণ। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্ত পর হাত সরিয়ে নিল, বলতে শুরু করল, 'আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা জানতে চেয়ো না, অ্যালান। রাতের কালো আঁধারে ফেরে সব স্মৃতি। আমার ধারণা ছিল তুমিই বোধহয়... থাক্, বাদ দিই। তবে অ্যালান, তুমি জানো না, হয়ে এল সে মানুষের চলে আসার সময়। কাজেই ঘুমিয়ে থাকুক সেসব ভাবনা। মনের ভিতর যেন জেগে না ওঠে আশা। আমি যদি একটু ঘুমাতে পারতাম, ওহ্! যদি তার সঙ্গিনীদের নিয়ে ফুরিয়ে যেত মানুষটা! যে সত্য আমি জেনেছি, তারপরও বাঁচতে হয়! আমার চেয়ে অনেক ভাল থাকে মৃত-মানুষ। হয়তো বিশ্রাম আছে তাদের। অর্ধেক আমি দেবী, বাকি অংশ মানবীর, আর তাই বিশ্বের জটিলতার ভিতর থাকতে হয়।

'অভিযাত্রী, বোঝো কি, নিয়তি সবই স্থির করল; এরপরও তীব্র কষ্টের ভিতর বেঁচে রইলাম, দুঃখ-একাকীত্বের ভিতর। তারপরও জীবন পেয়ালা থেকে চুমুক দিয়েছি প্রাণ সুধা, বাড়িয়ে নিয়েছি আয়ু। ঠিক যেন প্রোমেথিয়ার প্রাচীন গাথার মত। আমি যেন অপরিবর্তনশীল এক পাথরে বেঁধেছি নিজেকে। আর প্রতিদিন জীবন্ত আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয় শকুনগুলো। প্রতি রাতে আবারও স্তনের ভিতর তৈরি হয় হৃৎপিণ্ড। খুশি হই, কারণ ভুলি একই তো ঘটবে! নতুন ভোর থেকে শুরু হয় আবারও কষ্ট। ...এই অঞ্চলের অসভ্যরা যখন জানল কোনও বিশাল মানবীর উত্থান ঘটছে, সে চাঁদের দেবীর যাজিকা, তারা এসে ভিড় করল আমার কাছে। ওরা তো আগে থেকে লুলালার অনুসারী। কিন্তু যারা ছিল রেযুর অনুসারী, তারা সহ্য করল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে রাজ সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিতে চাইল। এবং পারল। তারা বলল, "ওই দেখো, লুলালা দেবী নেমে এসেছে চাঁদ থেকে। এসো, আমরা সবাই মিলে রেযু দেবতার নামে তাকে হত্যা করি।" বোকা লোকগুলো ভাবল আমাকে খুন করা যায়। অ্যালান, আমি তাদের হারিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের সর্দারকে হারাতে পারলাম না। সে লোকেরও নাম রেযু। তার অনুসারীদের ধারণা সে-ই স্বয়ং দেবতা, নেমে এসেছে পৃথিবীতে।'

'তাকে হারাতে পারলে না কেন?' জানতে চাইলাম।

'একটা কারণে, অ্যালান। দেবী আইসিস আমাকে যে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন, সে একই জীবনের পেয়ালা থেকে চুমুক দিয়েছে এই লোক। তাকে কোনও কারণে এ ক্ষমতা দিয়েছে সূর্য দেবতা। তাকে বা আমাকে কখনও ছোঁবে না মহাকাল। তার সাধ্য আমারই সমান। তবে তার মত বর্শা নেই আমার, কাজেই কীভাবে ছিঁড়ে নেব হৃৎপিণ্ড! তা ছাড়া, তার পরনে দেবতার দেয়া অশুভ বর্ম।'

'বর্শা থাকলেই বা কী করতে?' জানতে চাইলাম। ওর গল্প শুনে হতভম্ব হয়ে গেছি।

'কিছুই করতে যেতাম না, বা করব না, অ্যালান। তবে একটা কুঠার হয়তো সফল হবে। তুমি তো জেনেছ, শত বছর ধরে কোর শহরের চারপাশের মানুষ ভেবেছে আমিই চাঁদের লুলালা দেবী। এরা আমাকে পুরোপুরি মানে। কিন্তু পাহাড়ের ওপাশে রেযুর শক্ত দুর্গ। তাকে পূজা দেয় তার অনুসারীরা। এ ভাবে চলছিল। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে হামলা শুরু করেছে সর্দার রেযু। ফসলের মাঠ ধ্বংস করছে, কেটে নিচ্ছে ফসল। এখন শুরু করেছে হুমকি, সে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোর শহর। এদিকে শহরের প্রতিরক্ষা এত ভাল নয় যে, তাকে ঠেকাব। আরও সমস্যা আছে, রেয়ু এক সাদা মেয়েকে খুঁজে এনেছে। তাকে সে কোরের রানি করতে চায়। এ যদি করতে পারে, হাসির পাত্রী হবো আমি।'

জানতে চাইলাম, 'সাগর-গামী জাহাজের সর্দার, অর্থাৎ যে সাদা-মানুষ প্রতিশোধ নেন, তারই মেয়েকে তুলে এনেছে?'

'হ্যাঁ, অ্যালান। রেয়ু যে মুহূর্তে জানবে আমি মারা গেছি, বা পালিয়ে গেছি, সে মেয়েকে কোরের রানি করবে। এতকাল আমার কথায় বহু মানুষ চলেছে। কিন্তু এবার তারা মুখ ঘুরিয়ে নেবে। নিজে রেয়ু ওই মেয়েকে নিয়ে কোর শহরে আসবে। মেয়েটির মুখে থাকবে নেকাব। আজ পর্যন্ত এ এলাকার কেউ আমার মুখের দিকে চায়নি। কেউ বুঝবে না সে আসলে আমি নই। কাজেই বুঝতে পারছ ওই রেয়ুকে মরতে হবে। ...অবশ্য যদি মরে! আমাকে সে কখনও শেষ করতে পারবে না। তবে লুলালার প্রজাদের সরিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে আমি কী করব? দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী সে মানুষটির অপেক্ষায় এখানে থাকতে হবে। হয়তো তোমার অন্তর বলছে, অসভ্য মানুষগুলো না থাকলেই বা কী! কিন্তু ওরা আমার প্রজা। এই দাসদের নিয়ে কাটিয়েছি দীর্ঘ সময়। তা ছাড়া, আমি শপথ করেছি, শয়তান রেয়ুর হাত থেকে ওদের রক্ষা করব। এই মানুষগুলো আমাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে। কাজেই ওদের রক্ষা করা আমার জন্য সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি, আমাকে বিশ্বাস করে ঠকেছে। চাই না ভবিষ্যতে কেউ বলুক, তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই, তাঁকে সিংহাসন থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।'

'একটা কুঠারের কথা বলেছ, ওটা বিষয়ে জানতে পারি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আয়েশা? একটা কুঠার কেন হত্যা করতে পারে রেযুকে?'

'অ্যালান, এ এক রহস্যময় বিষয়। এ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। নইলে অনেক গোপন কথা বলতে হয়। তোমাকে এসব জানাতে চাই না। তুমি শুধু এটুকু জানলেই চলবে, রেযু যখন জীবনের পেয়ালা থেকে জীবন সুধা পান করল, তখন তার সঙ্গে ছিল তার কুঠার। ওই প্রাচীন কুঠার নিয়ে ছড়িয়েছে বহু কাহিনি। বলা হয় ওই কুঠার তৈরি করেন দেবতারা, এবং সম্ভবত ওটার আয়ু রেযুর চেয়ে বেশি। কেউ জানে না কীভাবে তা সম্ভব, তবে কাহিনির গাথা এভাবে বেড়েছে। এটা অন্তত জানি, জীবনের দরজা যে পাহারা দেয়, সে বহু রহস্যের প্রভু। বহু কাল আগে আমি যখন কিশোরী ছিলাম, প্রচুর দর্শন শিখি। তবে বুদ্ধি করে ওই দরজার পাহারাদারের দিকে যাইনি। নিজেই সে বলেছিল, নারীদেহের টানে বদলে যায়। রেযুকে সে বলেছে, "কখনও কোনও কিছু থেকে তোমার ভয় পেতে হবে না, শুধু তোমার নিজ কুঠার ছাড়া।" এরপর থেকে তার কুঠার পাহারা দিত রেযু। অন্য কেউ যদি ওই কুঠার তুলে আঘাত হানে, তো মরতেই হবে রেযুকে। এ ছাড়া কিছুতে মরবে না সে। মহা কবি হোমারের গান দ্য হিল অভ একিলেসের মত... তুমি হোমার পড়েছ, অ্যালান?'

'অনুবাদ পড়েছি।'

'ভাল। ওই কাহিনি তুমি জানো। হিল অভ একিলেসের মত আমি বলব, একমাত্র ওই কুঠার পারে রেযুর দেহ ভেদ করতে, তাকে মৃত্যু দিতে।'

'সে জীবনের দরজার পাহারাদার কী করে জানল?' জানতে চাইলাম।

'এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না।' বিরক্ত মনে হলো তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়তো সে জানে না। হতে পারে এসব সামান্য কাহিনি। তবে এটা ঠিক যে রেযু এটা বিশ্বাস করে। আর পুরুষ যা বিশ্বাস করে, তা তার জীবনে সত্যি হয়ে আসে। এ যদি না হতো, প্রতিটা জাতির হাজারো বিশ্বাসের কী মূল্য থাকত? সেক্ষেত্রে সবাই মিলে পড়ত ভীষণ ভীতি-কূপের ভিতর। যারা কিছুই বিশ্বাস করে না, তাদের থাকে শুধু অবিশ্বাস। আর কিছুই থাকে না, অ্যালান।'

'হয়তো,' শুকনো স্বরে বললাম। 'তবে, শেষে কী হবে ওই কুঠারের?'

'শেষে ওটা হারিয়ে যাবে। অনেকে বলে, এক নারী ওই কুঠার চুরি করে নেবে রেযুর কাছ থেকে। ওই মেয়েকে ত্যাগ করেছিল সে। ফলে কুঠার হারানোর পর বাকি জীবন ভীষণ ভয়ের ভিতর কাটাবে রেযু। ...না, যথেষ্ট, আর বাজে প্রশ্ন কোরো না।' আরেকটা প্রশ্ন এসেছিল মনে। কিন্তু আবার শুরু করল সে, 'বরং এই কাহিনির শেষ জেনে নাও। রেযু বিষয়ে যে ঝামেলা চলছে তা মনে ছিল আমার, সঙ্গে ওই অদ্ভুত কুঠারের কথাও। কেউ যদি জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে যায়, তার উচিত প্রতিটি পথ খুঁজতে থাকা। একটা না একটা পথ পৌঁছে দেবে তাকে নিরাপদ স্থানে। বর্তমানের এই সমস্যা দূর করতে চাইলাম। কাজেই খুলে দিলাম জ্ঞান চোখকে। তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছ, আমার সে ক্ষমতা আছে। বিশাল এই আফ্রিকা দেশে বহু মানুষের সঙ্গে আমার মানসিক যোগাযোগ আছে। তাদের ভিতর এক জাদুকরের কাছে জানতে চাইলাম। তুমি তাকে চেনো পথ উন্মুক্তকারী বা জাদুকর যিকালি হিসেবে। সে আমার প্রশ্নের জবাব দিল। তার দেশে আছে এক যোদ্ধা সর্দার। সে কুঠার জাতির নেতা। তার আছে একটা বিশেষ কুঠার। যিকালি পর্যন্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানে না ওই কুঠারের কাহিনি কতকাল আগে থেকে চলছে। মনে হলো এটা একটা সুযোগ, যদিও ছোট্ট সুযোগ, জাদুকরকে জানিয়ে দিলাম ওই যোদ্ধাকে কুঠার সহ পাঠিয়ে দাও। গতরাতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই যোদ্ধা। তাকে ও তার কুঠারকে মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। ওই কুঠারের কাহিনি সত্যিই প্রাচীন। তবে আমি নিশ্চিত নই, ওটা রেযুর কুঠার ছিল কি না। আমি কখনও দেখিনি ওটা। তবে হতে পারে, যে-লোক ওই কুঠার হাতে লড়াই করে, সে হাত খুলে লড়বে রেযুর সঙ্গেও। যুদ্ধে তাকে দেখলে ভয় পাবে সবাই। এরপর কী ঘটবে তা আমরা ভবিষ্যতে দেখব।'

'হ্যাঁ, তা দেখবে!' তিক্ত স্বরে বললাম। 'ও তো লড়তে তৈরি। ওর মন এমনই। তার জাতির সবাই বলে ওই কুঠারের অধিকারীকে কখনও যুদ্ধে হারানো যায় না।'

'তবে কেউ না কেউ ওটা জিতে নিয়েছে,' আন মনে বলল। 'যাই হোক, পরে ওটার কাহিনি খুলে বলবে তুমি। আজ আমরা অনেক কথা বলেছি। তুমি ক্লান্ত, বিস্মিত হয়ে পড়েছ। যাও, এবার দুপুরের খাবার সেরে বিশ্রাম নাও। আজ রাতে চাঁদ উঠলে তোমার ওখানে যাব। তবে, চাঁদ ওঠার আগে বহু কাজ বাকি। তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব কাদের নিয়ে রেযুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তা ছাড়া, রয়েছে যুদ্ধের পরিকল্পনা।'

'কিন্তু আমি লড়তে চাই না,' সোজাসুজি বললাম। 'আগে বহু লড়াই করেছি। এখানে এসেছি জ্ঞান পাওয়ার জন্য, রক্তারক্তি করতে নয়।'

'প্রথমে থাকতে হয় ত্যাগ, তারপর পেতে হয় পুরস্কার,' বলল আয়েশা, 'অবশ্য কেউ যদি টিকে থাকে পুরস্কার পেতে। ...বিদায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পনেরো

কাজেই বুড়ো বিলালি আমাকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। বুঝলাম এতক্ষণ ধরে লোকটা নিজের কক্ষে অপেক্ষা করেছে। তার সঙ্গে চলে এলাম নিজেদের অতিথিশালায়। আসার পথে সঙ্গে এনেছি হ্যান্সকে। আর্চওয়ের সামনে বসে ছিল চোখ-কান খুলে।

আমাকে বলল, 'বাস্, ওই সাদা ডাইনী কি আপনাকে বলেছে ওই বাড়িগুলোর একটু দূরে যোদ্ধারা অপেক্ষা করছে? জায়গাটা বিশাল-গভীর এক খাদের মত। সমতল জমিনের ওপাশে।'

'না, হ্যান্স, বলেনি। তবে এটা বলেছে, আজ সন্ধ্যার পর আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে কাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতে হবে।'

'বাস্, ওরা পৌঁচেছে। কমপক্ষে কয়েক হাজার। ভাঙা দেয়ালের ভিতর দিয়ে সাপের মত গিয়ে দেখে এসেছি। আর, বাস্, আমার মনে হয় না ওরা মানুষ। একেকটা ভয়ঙ্কর অশুভ আত্মা। ওগুলো শুধু হাঁটতে বের হয় গভীর রাতে।'

'কেন এমন মনে হলো, হ্যান্স?'

'কারণ, বাস, মাথার উপর উঠেছে সূর্য, অথচ ঘুমিয়ে পড়েছে তারা। সাধারণ মানুষ যখন রাতে ঘুমায়, ঠিক তার উল্টো করছে। হ্যাঁ, যে যার বিছানায় শুয়ে গভীর নাক ডাকছে। এখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাহারায় মাত্র ক'জন। তারা আবার বড়বড় হাই তুলছে, চোখ ঢুলছে।'

'আমি শুনেছি মধ্য আফ্রিকায় কিছু জাতি এমন করে, হ্যান্স,' ওকে বললাম। 'মাথার উপর সূর্য উঠলে গরমের সময়টা পার করে দেয় ঘুমিয়ে। আর সে-কারণে বোধহয় *সেই রানি যিনি সব সময় নির্দেশ দেন,* রাতে আমাদের নেবে তাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে। অন্য কারণও আছে, ওই লোকগুলো চাঁদের দেবীর পূজা করে।'

'না, বাস, ওরা শয়তানের পূজা করে। আর ওই সাদা ডাইনী হচ্ছে শয়তানের বউ।'

'যা ভাবছ নিজের মনের ভিতর রাখো, হ্যান্স, নইলে মস্ত বিপদে পড়বে। অবশ্য যা বুঝেছি, সে বহু দূর থেকে যে-কারও মন পড়তে পারে। গতরাতে কী হয়েছে মনে আছে? আমি যদি তুমি হতাম, মন থেকে সব চিন্তা দূর করে রাখতাম।'

'ঠিক কথা হলো না, বাস্, আসল কথা হচ্ছে—আমার যদি ভাবতেই হয়, সেই চিন্তা থাকা উচিত শুধু জিন মদের ব্যাপারে। তবে সে জিনিস তো আবার পাওয়া যায় এখান থেকে বহু দূরে।' একগাদা দাঁত বের করে হাসতে লাগল হ্যান্স।

তারপর অতিথিশালায় ফিরে এলাম। মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে এরইমধ্যে ঘুমাতে গেছে রবার্টসন ও আমস্লোপোগাস। তাতে বেশ নিশ্চিন্ত হলাম, কথা বাড়াতে হবে না। সত্যি বলতে, আয়েশার আজগুবি কথাগুলো শুনে অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাবার খেয়ে নিলাম আমিও, তারপর একটু দূরে একটা দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম আজ যেসব অদ্ভুত কথা শুনেছি।

বলে রাখা ভাল, ঘুণাক্ষরে ওসব বিশ্বাস করিনি। তখনই মন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছে, আয়েশার ওই দীর্ঘ জীবন-কাহিনি কখনও বাস্তব হতে পারে না। পরিষ্কার বুঝেছি ও অপূর্ব সুন্দরী এক পাগলী, ওর আছে মেগ্যালোম্যানিয়া*। জাতিতে বোধহয় আরব, নিজের কোনও কারণে এখানে আসে। এবং হয়ে ওঠে অসভ্য উপজাতির নেত্রী। এদের বিশ্বাস ও রীতি গেঁথে যায় মনে, ফলে নিজেও ভাবছে এসবের ভিতর সে-ও জড়িত। জানি না কেন এমন ভাবছে।

এখন অন্য একদল লোক ওকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। আয়েশা জানে, গতদিন কী ঘটেছে যুদ্ধে, আমাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছে আমরা সাহায্য করলে সামনের যুদ্ধে জিতবে। আর ওই অদ্ভুতুড়ে সর্দার রেযু ও তার আধিভৌতিক ক্ষমতা? সব গাঁজাখুরি গল্প। আর ওই কুঠারের কাহিনি, সে-ও বানানো। ওই মেয়ে যদি ওসব বিশ্বাস করে, তো বলতে বাধ্য হবো, ঘটে বুদ্ধি কম রাখে। ওর পাগলাটে মনের ভিতর কিছু যুক্তি নেই, তা নয়। আর আমস্লোপোগাস ও আমি সম্বন্ধে যেসব তথ্য যোগাড় করেছে, সব পেয়েছে যিকালির কাছ থেকে। কার মাধ্যমে এসেছে এসব, জানি না। এ মেয়ে স্বীকার করেছে যিকালির সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

কিন্তু ওহ্, কী যে অপরূপা সে! নেকাব সরলে এক পলকে যে রূপ দেখি, মনে হয়েছে ঝলসে উঠল সুতীব্র বিজলি! কপাল ভাল যে মানুষ বিদুৎ-শিখাকে ভয় পায়, বুঝতে পারে ওটা বিপজ্জনক। ওই জিনিস মৃত্যু ঘটাতে পারে। কাজেই চাইনি

---

* নিজেকে বিশাল কেউ ভাবার অসুখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আয়েশার ঘনিষ্ঠ হতে। আগুন দেখতে চমৎকার, আকর্ষণীয়, দূরত্ব বজায় রাখলে আরামদায়ক—কিন্তু আগুনের ভিতর গিয়ে কেউ বসলে? এভাবে পুড়ে মরে বহু মথ!

আয়েশাকে নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এই মানবী বা অমানবী আমাকে নিয়ে প্রেমের খেলা খেলতে চাইবে? হতে পারে তেমন! সেক্ষেত্রে আমার অবস্থান কী হবে? এখনও কোনও বিপদে পড়িনি তার মূল কারণ—সে আগ্রহ দেখায়নি। অগোছালো এক শিকারি আমি, কাজেই নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল ওই মেয়ে আমার ভিতর এমন কিছু দেখেনি যে মুগ্ধ হবে। আর তেমন কিছু যদি থেকে থাকে, তা আমার বাইরে নেই, আছে অন্তরে। আমাকে বোকা বানিয়ে মজা লুটতে চাইলে পূরণ হবে না ওর উদ্দেশ্য। আমার সাহায্য ওর দরকার, আর সেজন্য আমার মাথা পরিষ্কার থাকতে হবে, নইলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।

তা ছাড়া, সে নিজে বলেছে, গভীর ভাবে মজে আছে এক পুরুষের প্রেমে। এ বিষয়ে প্রায় কিছুই বুঝিনি। আমাকে বলেছে, সে অত্যন্ত রূপবান পুরুষ, তবে হালকা চরিত্রের মানুষ। ওকে ছেড়ে অন্য মেয়ের প্রেমে জড়িয়েছে। তার নষ্ট চরিত্রের কথা বলে মন থেকে দূর করে দিতে চেয়েছে তাকে। সে-কারণে জোর দিয়ে বলেছে, তাকে দেখেছে আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে।

গত দুই হাজার বছর ধরে যে কেলেঙ্কারি হয়েছে, মানুষ ধরে নিয়েছে সব বিশাল প্রেম ও সম্মানের কাহিনি। যেমন ক্লিওপেট্রার সঙ্গে সিজার, মার্ক অ্যান্টোনি ও অন্যান্য ভদ্রলোকের প্রেম। সবচেয়ে সহানুভূতি পেয়েছে ক্লিওপেট্রার কাহিনি। এমনকী সে কাহিনি পড়ানো হয় বোর্ডিং স্কুলে। ইতিহাসের বই থেকে এই মহিলার কাহিনি মুছে দেয়া হলে, সেক্ষেত্রে তা হবে মানব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাতির মস্ত ক্ষতি। এই একই কথা খাটে হেলেন, ফ্রিজিন ও অনেক মানুষের বিষয়ে। যে-কেউ বুঝবে, ইতিহাসের সেরা আকর্ষণীয় পুরুষ-নারীরা ছিল নষ্ট চরিত্রের। বিশেষ করে নারীরা। যখন আমরা শুনি কেউ ভাল, তার বিষয়ে আগ্রহ থাকে না। যেভাবে হোক এটা টের পেয়েছে আয়েশা, কাজেই তৈরি করেছে সুদীর্ঘ এক প্রেমের কাহিনি। আমরা এমনই কাহিনি চাই।

বিস্ময় লাগে, কীভাবে এত দূর দেশের বুড়ো যিকালির সঙ্গে পরিচয় হলো আয়েশার! তবে আগেও বহুবার দেখেছি, জাদুকর ও ডাইনীরা কীভাবে যেন অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের ভিতর যোগাযোগ রাখে। অবশ্য, আমার সন্দেহ নেই, কারও না কারও মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। সম্ভবত বার্তাবাহক এ কাজ করে। কখনও এমন মনে হয়েছে, জাদুকর ও ডাইনীরা টেলিপ্যাথি জানে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, ঝানু দুই জাদুকর যিকালি ও আয়েশা পরস্পরের মনের কথা জেনেছে, এবং একইসঙ্গে একই কাজে নেমেছে; তবুও বলতে হয়, এরা সাধারণ কোনও যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। বহু কাল থেকে পরস্পর আলাপ করার জন্য চলছে বার্তাবাহক প্রেরণ।

ঘটনা যা-ই হোক, মূল কথা: আমাকে ঠেলে দেয়া হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। এবং ওটা এড়ানো অসম্ভব। হয়তো ইনেযকে পেতে গিয়ে মরতে হবে, তবুও চেষ্টা করব ওকে উদ্ধার করতে। অর্থাৎ লড়তে হবে আমাদের। এবারের এ অভিযান দারুণ লেগেছে, এখন আশা করছি বাকি সময় সাহায্য করবে ভাগ্য।

সামনের লড়াইয়ে আমাদের কাছ থেকে সাহায্য দরকার আয়েশার। ওর আধিভৌতিক ক্ষমতা কাজে লাগবে না। আসলে তো নেই-ই তেমন কিছু! নইলে আমাদের লাগত না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাহ্যাগার সর্দার রেযুকে কথার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে সে। ওই লোক আধা-মানব ও আধা-অশুভ প্রাণী। নর্স সাগা বইয়ে এসব পড়েছি—সে ভয়ঙ্কর প্রাণীকে শেষ করতে চাইলে লাগবে বিশেষ এক নায়ককে। তার আবার থাকতে হবে বিশেষ এক অস্ত্র!

এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার জাগলাম সূর্যাস্তের সময়। পায়ের কাছে কুকুর কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে হ্যান্স। জাগিয়ে তুললাম ওকে। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যার আঁধার। আফ্রিকার এদিকে দ্রুত ডোবে সূর্য। ঢুকে পড়লাম অতিথিশালার ভিতর। পুরো বাড়ি খুঁজলাম, রবার্টসন নেই। হয়তো যোদ্ধাদের দেখতে গেছে। হ্যান্সকে জানিয়ে দিলাম আমাদের দু'জনের জন্য খাবার রাঁধতে। আমাহ্যাগারদের লণ্ঠনের আলোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। তার বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আমার ঘরে এসে ঢুকল আমস্লোপোগাস, চারপাশ দেখে বলল, 'মাকুমাযান, লাল-দাড়ি কই?'

তাকে বললাম, 'আমি জানি না।' টের পেলাম আরও কিছু বলতে চায়।

'মাকুমাযান, আপনার বোধহয় লাল-দাড়িকে কাছে রাখা উচিত,' বলল আমস্লোপোগাস। 'আজ দুপুরে সাদা ডাইনীর ওখান থেকে ফিরে, খেয়ে-দেয়ে দূরের দেয়ালের পাশে ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে লাল-দাড়ি। হাতে ছিল বন্দুক আর ব্যাগ ভরা কার্তুজ। চোখদুটো ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল। হরিণের মত নাক তুলে বাতাস শুঁকল, যেন ভাবছে বিপদ আসবে। তারপর নিজের ভাষায় আত্মার সঙ্গে কথা শুরু করল। আমি যখন দেখলাম পাগলের মত বকে চলেছে, আমি তাকে রেখে সরে গেলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন গেলে?'

'কারণ আমরা জুলুরা মনে করি, কোনও পাগল নিজ আত্মার সঙ্গে কথা বললে তাকে জ্বালাতন করতে হয় না। তা ছাড়া, সরে গেলাম কারণ যে-কোনও সময়ে গুলি করত। আর অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক না।'

'তা হলে আমাকে ডাকলে না কেন, আমস্লোপোগাস?'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে গুলি করত। কিছুদিন ধরে দেখছি স্বর্গের ব্যাপারে বুঁদ হয়ে আছে। যেন বুঝতে পারে না এখানে কেন। সর্বক্ষণ ভেবেছে বিষাদ চোখের কথা। আমি যখন সরে যাই, পায়চারি করছিল। কিন্তু পরে এসে দেখি নেই। ভেবেছি দেয়াল তোলা কুঁড়ের ভিতর ঢুকেছে। কিন্তু একটু আগে হ্যান্সি বলল, লাল-দাড়ি এখানে নেই। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।'

'হ্যাঁ, সত্যিই নেই,' বললাম। উঠে গিয়ে দেখলাম রবার্টসনের বিছানা। বিকেলে ওটা ব্যবহার করেনি। তোষকের উপর দেখলাম কাগজের টুকরো। ওটা পকেটবুক থেকে ছেঁড়া। তাতে বোধহয় কী যেন লিখেছে। কাগজটা তুলে নিলাম, পড়তে শুরু করলাম।

'দয়ালু ঈশ্বর আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাতে দেখেছি ইনেযকে। সে আছে অনেক উঁচু এক টিলার উপর। ওটা পশ্চিমে। দেখতে পেয়েছি সেখানে যাওয়ার পথ। ঘুমের ভিতর আমার সঙ্গে কথা বলেছে ইনেয। আমাকে বলেছে ওর মস্ত বিপদ। ওই নরখাদকরা ওকে বিয়ে দেবে এক অসভ্যের সঙ্গে। তাই আমাকে বলেছে, "এক্ষুণি এসো, বাবা, আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।" আরও বলেছে, আমি যেন কাউকে কিছু না বলে একা যাই। তাই এখনই রওনা দেব। ভয় পাবেন না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার জন্য ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে, সবই। পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব খুলে বলব।'

এ পাগলামি বুঝে আমি হতবুদ্ধি। আমস্লোপোগাস ও হ্যান্সকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলাম কী ঘটেছে। গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল ওরা।

'মাকুমাযান, আপনাকে আগেই বলেছি ভাল আত্মার সঙ্গে কথা বলছিল? যাই হোক, সে চলে গেছে। এবার ওই আত্মা তার যত্ন নেবে। আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'দয়ালু ঈশ্বর' বোঝাতে ওদের 'ভাল আত্মার' কথা বলেছি।

'বাস্, এ অবস্থায় কিছু করা অসম্ভব,' বলল হ্যান্স। বোধহয় ভয় পেয়েছে ওকে বাইরে গিয়ে খুঁজতে বলব। 'আমি বেশিরভাগ সময় পায়ের ছাপ পড়তে পারি, কিন্তু রাতের আঁধারে তা পারব না। যা ঘুটঘুটে আঁধার, ছুরি দিয়ে ওই জিনিস কেটে আনলে তৈরি করা যায় দেয়াল।'

স্বীকার করে নিলাম, 'তাই আসলে, সে চলে গেছে। আপাতত কিছু করার নেই।' ভাবতে লাগলাম। নিশ্চয়ই বেশি দূরে যায়নি। চাঁদ উঠলে খুঁজতে পারব। তাকে যদি না পাই, সকালে পাবই।

মনের ভিতর অস্বস্তি বোধ করলাম। নরপিশাচগুলো ইনেযকে তুলে নিয়ে যাওয়ায়, রবার্টসনের বর্ণ-সংকর ছেলে-মেয়েগুলোকে ভয়ঙ্কর ভাবে হত্যা করায়, বেশ কিছু দিন ধরে খেয়াল করছি মানুষটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে-সবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বছরের পর বছর মদ্যপানের অভ্যেস। হঠাৎ নেশা ত্যাগ করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার উপর।

তাকে যখন মদ ছাড়িয়ে দিই, মনে মনে গর্বিত হই। মনে হয় দারুণ বুদ্ধির কাজ করেছি। কিন্তু এখন তেমন মনে হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। হয়তো ভাল হতো সে মদ্যপান করলে; অন্তত কিছু দিন উচিত ছিল চালিয়ে যাওয়া; ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে পারত; শেষে ছেড়ে দিত ...কিন্তু এমন নাও হতে পারত; ওই জিনিস পরিমিত পান করা ভীষণ কঠিন। ওই পরিস্থিতিতে নেশায় অভ্যস্ত মানুষ, বিশেষ করে নারীরা মস্ত সব চারিত্রিক ত্রুটি করে থাকে। মদ্যপান না করলে হয়ে ওঠে আগ্রাসী, অথবা মদ্যপানে হয়ে ওঠে পুরো মাতাল। রবার্টসনের যা হয়ে থাকুক, আমি সব পেঁকিয়ে ফেলেছি। ভালর জন্য চেষ্টা করেছি, কাজেই নিজেকে খুব দোষ দিলাম না।

কমবয়সের ধর্মীয় অনুভূতিগুলো রবার্টসনের নতুন জীবনে দ্রুত ফিরেছে। আমার ধারণা ছেলেবেলায় এমন এক পরিবেশে থেকেছে, হয়ে ওঠে প্রায় ক্যালভিনিস্ট। এসব চট্ করে ফিরতে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে। আগেই বলেছি দিনরাত প্রার্থনা করত। সাধারণ মানুষ ধর্ম পালনের সময় নিজেকে ছোট না করে ভাবতে থাকে শয়তান, নরক ও ওটার কষ্টের কথা। কিন্তু রবার্টসন আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে শেষ করেছে নিজেকে। ফলে সর্বক্ষণ ছোট হয়েছে তার মন। আর তাই আমার বারবার মনে হয়েছে, বোধহয় আগের সেই মাতাল রবার্টসন ভাল ছিল। আমি হয়তো অন্তরের দিক থেকে দুনিয়াদার মানুষ, জানি না!

মূল কথা: বেচারা মানুষটা উন্মাদ হয়ে উঠেছে, আমাদের কোনও সুযোগ না দিয়ে হারিয়ে গেছে। হ্যান্স ঠিকই বলেছে, এ মুহূর্তে গভীর অন্ধকারের ভিতর তাকে খুঁজতে বেরুনো অর্থহীন। এমনকী সামান্য আলো থাকলে বোধহয় উচিত হতো না যাওয়া। চারপাশের এই আমাহ্যাগার লোকগুলোকে মোটেও বিশ্বাস করি না। কাজেই হ্যান্সকে বললাম না: 'চলো, খুঁজতে বেরুই।' এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে যে যেত, তা-ও মনে করি না। আমাহ্যাগারদের যমের মত ভয় পায় সে। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করবার রইল না। আশা করলাম, ভাল কিছু হবে

এরপর বসে থাকা ছাড়া কিছুই রইল না। তারপর আকাশে উঠল চাঁদ। তার সঙ্গে উদয় হলো আয়েশা। পরনে তার মহামূল্যবান কালো আলখেল্লা। তাকে নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করছে ওই বিলালি বুড়ো। তার সঙ্গে বেশ কিছু মেয়ে, পরনে আলখেল্লা। সবাইকে ঘিরেছে দীর্ঘদেহী ক'জন বর্শাধারী প্রহরী। বাড়ির বাইরে বসে ধূমপান করছি, এমন সময় এল আয়েশা, ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে সামনে এসে থামল।

সম্মান দেখাতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বাউ করলাম। আমার পাশে আমস্লোপোগাস, গোরোকো ও অন্য জুলুরা। প্রত্যেকে তারা রাজকীয় সালাম জানাল। কুঁকড়ে গেল হ্যান্স, মনে হলো পেটে লাথি খাওয়া কুকুর।

নেকাব পরা মাথা সামান্য দুলিয়ে সবাইকে দেখে নিল আয়েশা, তারপর ওর চোখ আটকে গেল আমার জ্বলন্ত পাইপের উপর। কৌতূহলী হয়ে উঠল, জানতে চাইল জিনিসটা কী। যতটা পারা যায় খুলে বললাম।

'ও, তা হলে আমি পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার পর আরেকটা বাজে অভ্যেস জুটিয়েছে পুরুষ। তাই নয়, অভ্যেসটা নোংরাও।' নাক কুঁচকে শ্বাস নিল, দু'হাতে সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চাইল ধোঁয়া। একটু লজ্জা পেয়ে পকেটে রেখে দিলাম পাইপ। কিন্তু তখনও জ্বলছে ওটা, কাজেই আমার কোটের ভিতর তৈরি হলো বড়সড় গর্ত।

ওর কথাগুলো শুনে মনে মনে বললাম, মস্ত বড় অভিনেত্রী তুমি। এমন ভঙ্গি নিয়েছ, যেন সত্যিই বহু কাল ধরে এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছ। প্রাচীন আমলে বোধহয় ধূমপান ছিল না, তবে ওটার ব্যাপারে তার সবই জানা থাকার কথা।

'তুমি দুশ্চিন্তা করছ,' চট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে নিল। 'তোমার মুখে তা দেখছি। এক সঙ্গী হারিয়ে গেছে। সে কোন্‌জন? ও! সেই সাদা-মানুষ, যার নাম দিয়েছ তুমি *যে সাদা-মানুষ প্রতিশোধ নেন*। সে কোথায় গেছে?'

'এই একই কথা জানতে চাই তোমার কাছে, আয়েশা।'

'আমি কী করে বলব? এখানে কোনও আয়না নেই যে দূরে দেখব। তবে ঠিক আছে, তাও চেষ্টা করে দেখি।' দু'হাতের আঙুলগুলো কপালে ঠেকাল, বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকল, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'মনে হয় সে পাহাড় পেরিয়ে রেযুর অনুসারীদের দিকে চলেছে। যেন পাগল হয়েছে, মনে অনেক দুঃখ... আরও কী যেন আছে। কী যেন তার মগজে ওলট-পালট করছে। স্বর্গের সঙ্গে জড়িত কিছু। আমার আরও মনে হয় সুস্থ হয়ে উঠবে সে। তবে তা ক্ষণিকের জন্য। পুরো নিশ্চিত হতে পারছি না, আমাকে পুরো ভবিষ্যৎ দেখানো হয় না। বেশি দেখি অতীত। কখনও বর্তমান, তবে অনেক দূরের কিছু।'

জানতে চাইলাম, 'আয়েশা, তুমি তাকে খুঁজতে দল পাঠাবে?'

'না। কোনও লাভ হবে না। সে অনেক দূরে চলে গেছে। তা ছাড়া, যাদের পাঠাব তারা ধরা পড়তে পারে রেযুর লোকদের হাতে। হয়তো তাই ঘটেছে তোমার উন্মাদ সঙ্গীর ভাগ্যে। তুমি কি জানো কী খুঁজতে গেছে?'

'কম-বেশি, হ্যাঁ।' রবার্টসনের রেখে যাওয়া চিঠি সম্পর্কে ওকে জানালাম।

'মানুষটা যেভাবে বলেছে, হয়তো সেভাবে সব ঘটেছে,' সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন্তব্য করল। 'পাগলরা অনেক সময় স্বপ্নে অনেক কিছু দেখে, তবে সেসব কোনও দেবতা পাঠায় না। অ্যালান, আমরা ভাবি মাথার ভিতর গোপন জায়গা আসলে খুব কম বা কিছুই জানে না। কিন্তু আসলে সবই জানে। তারপর পলকের জন্য দেখায় দৃশ্য, অস্থির মন সরিয়ে নেয় পর্দা। তখন বহু দূরে দেখা যায়। তবে সেটা ঘটে অল্প সময়ের জন্য। সাধারণ মানুষ মনে করে এসব আসলে পাগলামি, কিন্তু ওই পাগল লোকের উন্মাদনা হয়তো সঠিক বুদ্ধির কাজ। এবার হলদে লোক আর কুঠার জাতির যোদ্ধাকে নিয়ে এসো। ...না, দাঁড়াও। আমি আগে ওই কুঠার দেখতে চাই।'

আমস্লোপোগাসের জন্য অনুবাদ করলাম। সে কুঠার বাড়িয়ে দিল, কিন্তু রাজি হলো না কব্জির ফিতা খুলতে।

'এই কালো লোক কি ভাবছে ওর কুঠার দিয়ে হত্যা করব ওকে? আমি সে-তুলনায় অনেক দুর্বল ও ভদ্র।' হাসতে হাসতে বলল আয়েশা।

'তা নয়, আয়েশা। ওদের জাতির নিয়ম অনুযায়ী যা দিয়ে জীবন চালিয়ে নেয়, তা তারা হাত ছাড়া করে না। ওটাকে বলে ও সর্দারনী। বউয়ের মত দিনরাত কাছে রাখে।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কুঠার দেখছে সে, আনমনে বলল, 'অ্যালান, বুদ্ধিমান লোক সে। অসভ্য কোনও সর্দার চাইলে আরও বহু বউ পাবে, কিন্তু কখনও পাবে না এমন কুঠার। জিনিসটা অনেক প্রাচীন। ...আর কে জানে, হয়তো এই কিংবদন্তীর কুঠার শেষ করবে রেযুকে। ...এবার হিংস্র চোখের মানুষটার কাছে জানতে চাও, দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ও শক্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে সে লড়তে সাহস পাবে কি না। সে-লোক আবার নিজে একজন জাদুকর। অনেকে বলে এমনই এক কুঠারের কারণে ধুলোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভিতর মুখ থুবড়ে পড়বে সে।'

আয়েশার কথাগুলো আমস্লোপোগাসকে জানলাম। তিক্ত হেসে উঠল সে, বলল, 'সাদা ডাইনীকে জানিয়ে দিন, দুনিয়ায় এমন কোনও লোক নেই যার মুখোমুখি হতে দ্বিধা করি। আজ পর্যন্ত কোনও ন্যায় লড়াইয়ে কখনও হারিনি। তবে আন্দাজে একবার আহত করে, সেবার মরতে বসি।' আঙুল দিয়ে কপালের গর্ত স্পর্শ করল সে। 'তাকে আরও বলে দিন, আমি হেরে যাওয়ার ভয় করি না। আমার ধারণা, আমি এমনিতে জীবন যুদ্ধে হেরে গেছি। তবে বহু দূরের সেই পথ উন্মুক্তকারী আমাকে বলেছে, আরও বহু দূরে অন্য এক জাতির মানুষের ভিতর লড়াই করতে করতে মরব। আর তেমনি মরতে চাই। সেই ছেলেবেলা থেকে লড়ে বড় হয়েছি।'

'সে সুন্দর করে কথা বলে,' জবাবে বলল আয়েশা, কণ্ঠে প্রশংসা। 'আইসিসের শপথ, ও যদি সাদা-মানুষ হতো, আমি তাকে আমার উজির করে আমাহ্যাগারদের প্রধান করতাম। অ্যালান, ওকে বলো, ও যদি রেযুকে শেষ করতে পারে, তার জন্য অপেক্ষা করছে বিশাল এক উপহার।'

আমি জানাতে আমস্লোপোগাস বলল, 'মাকুমাযান, সাদা ডাইনীকে বলুন, আমি সম্মান ছাড়া অন্য কোনও পুরস্কারের আশা করি না। আরেকটা কিছু চাই। চাই যাকে হারিয়ে ফেলেছি তার সঙ্গে আমার দেখা হোক। আমাদের মাঝের এই কালো দেয়াল ভেঙে পড়ুক।'

কথাগুলো শুনে আয়েশা বলল, 'অবাক কাণ্ড, এই তিক্ত মনের মানুষ আজও ভালবাসে এক মেয়েকে! কিন্তু সে তো চলে গেছে কবরে। এ থেকে শেখো, অ্যালান, সমস্ত মানুষ তৈরি হয়েছে মাত্র একটা ঢিবি থেকে। তাই, প্রতিটি মানুষ একই!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা যতই সূর্য, পৃথিবী বা চাঁদের মত অনেক দূরে, কিন্তু অন্তরে আমাদের সবার চাওয়া এক। আমরা মানুষ হিসেবে নানাদিক থেকে আলাদা, কিন্তু ওই সূর্য, চাঁদ বা পৃথিবী সবই কালো এক গোলযোগের ভিতর একইসময়ে তৈরি হয়েছে। শেষের সময় ঠিক তেমনই থাকবে। তাদের অভিযাত্রার শেষে একইসঙ্গে আলোর ভিতর ছুটবে বিদ্রূপ করা দেবতাদের দিকে। তারা হয়তো নিজেদের হাত গরম করে নেবে সেই তাপে। যাক এসব, এ নিয়ে কথা না বাড়িয়ে এসো যাই।' শেষ কথাটা বলল বিলালির জন্যে, 'প্রহরীদের এগুতে বলো, আমরা এখন লুলালার দাসদের শিবিরে যাব।'

কাজেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে চললাম আমরা। চারপাশ নিস্তব্ধ। আমাদের দু'পা আগে হাঁটছে বা ভেসে চলেছে আয়েশা। তারপর পাশাপাশি আমস্লোপোগাস ও আমি। আমাদের পিছনে হ্যান্স। আমার পিঠের সঙ্গে সেঁটে আছে। ওর ভয় যিকালির মাদুলি, আমার রাইফেল ও আমস্লোপোগাসের কুঠার থেকে দূরে সরলে বিপদে পড়বে।

আমাদের ঘিরে নিয়ে চলল গম্ভীর প্রহরীরা। চলে এলাম আধ মাইল। একসময় পুরো শহরকে রক্ষা করেছে প্রকাণ্ড প্রাচীর, তবে এখন ধসে পড়ছে। চাঁদের আলোয় পৌঁছে গেলাম দেয়ালের বড় এক ফোকরের কাছে। একটু দূরে দেখলাম গভীর পরিখা। বহু কাল আগে ওটা পানিতে ভরা ছিল।

তবে পরিখা আজ একদম শুকনো। খাদের ভিতর দেখলাম বেশ কিছু ক্যাম্পফায়ার জ্বলছে। সে আলোয় নড়াচড়া করছে অনেকে। তাদের ভিতর কিছু নারী, বোধহয় রাতের খাবার রাঁধছে। একটু দূরে খাদের ওপাশে কিছু লোক, বড়সড় এক চ্যাপ্টা পাথরকে ঘিরেছে, পরনে সাদা আলখেল্লা। পাথরের উপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলে রেখেছে ভেড়া বা ছাগলের লাশ। একদঙ্গল লোক ওটার দিকে চেয়ে।

মনে প্রশ্ন এলেও জিজ্ঞেস করিনি, তবে আমার দিকে চাইল আয়েশা। 'লুলালার পুরোহিতদের প্রতি রাতে চাঁদের জন্য বলি দিতে হয়। তবে যখন নতুন করে মৃত্যু-বরণ করেন দেবী, বলি দিতে হয় না।'

আমরা ভোরে ঘুম থেকে জেগে যেমন ব্যস্ত হয়ে উঠি, তেমনি করছে লোকগুলো। তাড়াহুড়ো করে দিনের কাজ, বা বলা উচিত, রাতের কাজে নেমে পড়েছে! হ্যান্স ঠিকই দেখেছে, বিপদ না হলে এরা দিনের বেলা পার করে দেয় ঘুমিয়ে, রাতে শেষ করে কাজ। যতদূর চোখ গেল, দেখলাম এরা অসংখ্য। পুরো পরিখার মেঝে জুড়ে ক্যাম্প ফেলেছে। জ্বলছে ছোট ছোট আগুন।

ভাঙা প্রাচীরের ফোকর পেরুলাম, এঁকেবেঁকে ঢাল বেয়ে নেমে পৌঁছে গেলাম সেনাবাহিনীর বসতির প্রবেশ-দ্বারে। প্রহরীরা বর্শা উঁচু করে থামিয়ে দিল আমাদের। পরক্ষণে বুঝল, কে এসেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা, পাশে শুইয়ে রাখল দীর্ঘ বর্শাগুলো। সে ফলা লোহার ত্রিশুলের মত। এই একইরকম বর্শা ব্যবহার করে মাসাইরা।

কিছু ক্যাম্পফায়ার পাশ কাটিয়ে এলাম। আমাহ্যাগাররা পথ ছেড়ে দিতে দেখলাম পুরোহিতদের। দেখতে তারা সুদর্শন, তবে ফ্যাকাসে। বোধহয় বহু কাল সূর্যের আলোয় বেরয়নি। অন্য দুনিয়ার মানুষ, কীসব ভেবে চলেছে। আশপাশের কাউকে সামাজিক মনে হলো না। যেন কোনও প্রাচীন অভিশাপে ধুঁকছে। কারও মুখে কোনও হাসি নেই। এমনকী মেয়েরা হাসছে না বললেই চলে, বাধ্য না হলে নড়ছে না। আমাদের দেখে অপ্রতিভ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবে চেয়ে রইল। তবে আয়েশা এগুতে বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল সবাই।

খাদ পেরিয়ে ওদিকের খাড়াই বেয়ে উঠলাম। সামনে বেশ কিছু লোক, একটা চত্বরে জড় হয়েছে। এরা বোধহয় এসেছে আমাদের অভ্যর্থনা দিতে। একেক দলে পাঁচ বা ছয়জন লাইন তৈরি করেছে। চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠছে তাদের বর্শা। ফলাগুলো পেটানো ইস্পাতের মনে হলো। তিনবার বর্শা উঁচু করে ধরল তারা, ভারী স্বরে বলে উঠল, 'হিয়া!' অর্থাৎ আরবীতে 'মেয়ে'। ওটাই বোধহয় আয়েশার জন্য তাদের সালাম।

মনে হলো না সে খেয়াল করল। চত্বরের মাঝখানে কিছু লোক অপেক্ষা করছিল, তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে সম্মান জানাল।

হাতের ইশারা করে তাদের উঠতে বলল আয়েশা, বক্তৃতা শুরু করল: 'সর্দাররা, আজ রাতে মাত্র দুই ঘণ্টা পর আমরা যুদ্ধযাত্রা করব। রেযু ও তার সূর্য অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়ব। তোমরা তোমাদের বাবা-দাদার কাছ থেকে শুনেছ, বা তারও অনেক আগে থেকেই প্রচলিত: *যিনি সব সময় নির্দেশ দেন*, তিনি মরণশীল নন। তাঁকে ধ্বংস করা যায় না। কিন্তু তাঁর দাস তোমরা, তোমাদের ধ্বংস আছে। রেযু নিজেও জীবনের পেয়ালা থেকে পান করেছে জীবন সুধা। তারওপর শক্তিশালী হয়েছে সেনাবাহিনী গঠন করে। তার সেনাবাহিনীর তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ লোক নিয়ে লড়বে তোমরা। রেযু এখন আমার বদলে অন্য কাউকে রাজসিংহাসনে বসাতে চাইছে। সে মেয়েকে ভবিষ্যতে তোমাদের সবার উপর স্থান দিতে চায়।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসল সে। 'যেন সাধারণ কোনও মেয়েকে আমার স্থানে বসানো যায়।'

চুপ হয়ে গেল আয়েশা। এবার সর্দারদের মুখপাত্র বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠল, 'তাই শুনছি, হিয়া। এবং আমরা লড়তে তৈরি। চাঁদ থেকে নেমে আসা লুলালা. আপনি বলুন কী করতে হবে। রেযুর সেনাবাহিনী আমাদের চেয়ে অনেক বড়। প্রথম থেকেই রেযু আপনাকে ঘৃণা করেছে, সেই সঙ্গে আমাদের। তার জাদু আপনার জাদুর মতই, সে-ও বহু কাল বাঁচবে। আমরা সূর্যের ছেলে রেযুর বিরুদ্ধে কী করে জিতব? তার অনেক যোদ্ধা, আর আমরা মাত্র তিন হাজার। ভাল হয় না রেযুর কথা মেনে নিলে? তা হলে কম ক্ষতি হবে। আমরা তাকে বরণ করে নিতে পারি রাজা হিসাবে।'

নজরে পড়ল, কথাগুলো শুনে আলখেল্লার ভিতর শিউরে উঠল আয়েশা। তবে কম্পন বোধহয় ভয়ের কারণে নয়, প্রবল রাগে। লোকগুলো ভাবছে রেযুর বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। বদলে আত্মসমর্পণ করা ভাল। ত্যাগ করতে চাইছে তাদের রানিকে।

ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল আয়েশা, 'লুলালার ছেলেরা, এখন দেখছি তোমাদের বাবাদের ও তোমাদের প্রতি অনেক বেশি ভদ্র আচরণ করে ফেলেছি। ভুলে যেয়ো না আমি পৃথিবীর বুকে লুলালা। আর এখন পর্যন্ত শুধু দেখেছ নরম আচরণ। তোমরা খাপ দেখেছ, তবে তলোয়ারের কথা ভুলেছ। ওটা কিন্তু ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে, ঝরাতে পারে রক্ত। যাই হোক, আমার রাগ হওয়ার কী আছে, এক জংলি তো আরেক জংলির আইন মেনে চলবে। তা হলে কেন ভাবছি এখনই তোমাদেরকে শেষ করে দেব? ...শোনো! আমি যদি দয়া না করি, গিয়ে পড়বে রেযুর ভয়ঙ্কর হাতের ভিতর। মাটির উপর হেঁচড়ে নিয়ে যাবে সে, পাথর ছুঁড়ে বলি দেবে সূর্যের কাছে। তোমাদের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দেয়া হবে আগুনের দেবতাকে। তাপ দিয়ে খুবলে খাবে সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাদের শরীর। ভাবছি তোমাদের বউ-বাচ্চার কথা। ভাবছি বহু কাল আগে চেনা তোমাদের মৃত বাবাদের কথা। আর সেজন্য হয়তো রক্ষা করব তোমাদের নিজেদের হাত থেকে। নইলে রেযুর তপ্ত হাঁড়ির ভিতর ঝলসাবে তোমরা।

'এবার পরামর্শ করে নাও, তারপর জানাও—তোমরা রেযুর বিরুদ্ধে লড়বে, না আগেই হেরে বসবে? তাই যদি চাও, আমাকে জানিয়ে দাও। সেক্ষেত্রে আগামী সূর্য উঠবার আগেই দেখবে আমি চলে গেছি। আমার সঙ্গে চলে যাবে এরাও।' হাত তুলে আমাদের দেখিয়ে দিল সে। 'আমি এদের এনেছি আমাদের এই যুদ্ধে অংশ নিতে। হ্যাঁ, আমি চলে যাব। তবে তোমরা যখন বলির পাথরে চিত হয়ে পড়বে, তোমাদের বউ-ছেলেমেয়ে হবে রেযুর লোকের দাস। তখন কিন্তু তোমরা কাঁদতে থাকবে।

' "হায়রে, আমাদের বাবারা যে হিয়াকে চিনত, সে কোথায় গেল? কিন্তু মনে রেখো, সে আর ফিরবে না। কখনও তোমাদের রক্ষা করবে না এই নরক থেকে।"

'হ্যাঁ, তোমরা কাঁদতে থাকবে, তবে কখনও কোনও জবাব পাবে না। কারণ সে তো চলে গেছে নিজ বাড়িতে চাঁদের দেশে। আর কখনও আলো ছড়িয়ে দেবে না। এবার পরামর্শ করে নাও, জলদি করে জানিয়ে দাও তোমাদের জবাব। তোমাদের আচরণে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কষ্ট পেয়েছি।'

সর্দাররা দূরে চলে গেল, আবছা ভাবে শুনতে পেলাম তাদের কণ্ঠস্বর। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আয়েশা, যেন কিছুই হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম আমি।

এটা বুঝছি, আমাহ্যাগার সর্দাররা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা যদি যুদ্ধ না চায়, তাদের ভিনদেশি শাসকের সাধ্য নেই কিছু করে। আয়েশার কর্তৃত্ব মানসিক ধরনের। এরা এতদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে মেনেছে। আমার অবাক লাগছে, এই মেয়ে কোন সাহসে কর্তৃত্ব দেখাতে চাইছে! তারপর আমার মনে পড়ল, আমাকে বলেছে, তার এখানে থাকতে হবে। গোপন কোনও কারণে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। তারপর আসবে বহু কাল আগের এক গ্রিক লোক, তাকে নিয়ে যাবে এই এলাকা থেকে। তা-ই যদি হয়, আয়েশার এখানে থাকতে হবে। হ্যাঁ, থাকবে এই বিশ্বাসঘাতক জংলিদের ভিতর। দুঃখ নিয়ে অপেক্ষা করবে তার ভাঙাচোরা বাড়িতে।

আবার ফিরল মুখপাত্র, বর্শা তুলে সালাম জানিয়ে বলল, 'ও হিয়া, আমরা যদি রেযুর সঙ্গে লড়ি, আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

'আমার জ্ঞান তোমাদের পথ দেখাবে,' বলল আয়েশা। 'আর এই সাদা-মানুষ হবে তোমাদের সেনাপতি।' কুঠারের হেলান দেয়া আমস্লোপোগাসকে দেখিয়ে দিল সে। 'এ ছাড়া থাকবে ওই কালো-মানুষ। সে রেযুর সঙ্গে লড়বে। তাকে ধুলোর ভিতর ফেলে দেবে।'

লোকগুলোর দিকে চেয়ে তিক্ত হাসছে আমস্লোপোগাস।

এ জবাব পছন্দ হলো না মুখপাত্রের। আবারও ফিরল সে সর্দারদের জটলার ভিতর। আমাহ্যাগাররা বোধহয় কম কথার লোক, দু'চারটা কণ্ঠ শুনলাম, তারপর আমাদের দিকে এল তারা। মুখপাত্র বলে উঠল, 'আমরা সেনাপতি পছন্দ করিনি, হিয়া। আমরা জানি সাদা-মানুষ ও তার লোকের অদ্ভুত অস্ত্র আছে, দূর থেকে খুন করতে পারে। সাদা-মানুষ সাহসী, পাহাড়ে রেযুর যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কাহিনি চালু আছে। আমরা কেউ জানি না এই কাহিনি কবে শুরু হয়েছে, কিন্তু বলে: যে-লোক রেযু আর লুলালার

BanglaBook.org

ভিতর শেষ বিশাল যুদ্ধে সেনাপতি হবে, তার সবার সামনে একটা আজিব জিনিস দেখাতে হবে। ওটা যদি না থাকে, যুদ্ধে হারবে লুলালা। আর ওই পবিত্র জিনিস হবে ভয়ঙ্কর চেহারার। তার ভিতর থাকবে আত্মার শক্তি। ওটা দেখতে কেমন হবে তা-ও আমরা জানি। এ কাহিনি চলছে আমাদের পুরোহিতদের ভিতর বহু বছর ধরে। আগে তাদের কে বলেছে, আমরা জানি না, কিন্তু আসল কথা, ওই পবিত্র জিনিস দুই ভাবে কথা বলে। আত্মা দিয়ে, আবার মুখ দিয়েও। পুরুষদের মত, আবার তার বেশি কিছু।'

'যদি ওই পবিত্র জিনিস, অর্থাৎ ওই তালিসমান দেখাতে না পারে সাদা-মানুষ? তো কী?' শীতল হয়ে উঠেছে আয়েশার কণ্ঠ।

'তা হলে, হিয়া, আমাদের কথা শুনে নিন: আমরা কখনও তার অধীনে লড়ব না। শুধু তা-ই না, আমরা রেযুর সঙ্গে লড়তে যাব না। হিয়া, আমরা জানি আপনার ক্ষমতা অনেক, কিন্তু আমরা এ-ও জানি রেযুর শক্তি আরও বেশি। আমরা হাজার লোক তার সামনে কিছুই না। তাই বলছি, আপনার যদি মন চায়, আমাদের মেরে ফেলুন। এটা জানি সে মরণ বলির বেদিতে মরার চেয়ে অনেক সহজ। আমাদের জন্য আগুনে লোহার দণ্ড লাল করছে রেযু।'

'এই কথা বলব আমরা সবাই,' প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল সর্দাররা।

'আমার মন চাইছে তোমাদের রক্তে স্নান করি, কাপুরুষ,' রাগ নিয়ে বলল আয়েশা। এরপর আমার দিকে ঘুরে বলল, 'রাতের অতন্দ্র প্রহরী, তুমি কী পরামর্শ দেবে? এই মুরগির বাচ্চাদের বহু কাল ডানার নীচে রক্ষা করেছি। তোমার কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের দেখানোর মত কিছু আছে? তা যদি থাকে, দেখাও।'

নীরবে মাথা নাড়লাম আমি। বিড়বিড় করে আলাপ করছে লোকগুলো। তারপর নড়ে উঠল। এবার ফিরতি পথ ধরবে।

এমন সময় নড়ে উঠল হ্যান্স। অল্প জানে আরবী। আসলে আফ্রিকার বহু ভাষা কম-বেশি বোঝে। আমার আস্তিন ধরল সে, কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বাস্, ওই বিশাল জাদুর মাদুলি ওদের দেখান!'

ওই পবিত্র জিনিস হবে ভয়ঙ্কর চেহারার! দু'ভাবে কথা বলে। আত্মা দিয়ে, আবার মুখ দিয়েও। পুরুষদের মত, আবার তার বেশি কিছু। সব আবছা ভাবে বলা কথা। বহু কিছু অমন হতে পারে। তা ছাড়া...

আয়েশার দিকে ঘুরে বললাম, 'যা ওরা দেখতে চায় তা যদি দেখানো হয়, তো সাহস করবে? আমার অধীনে রেযুর মৃত্যু পর্যন্ত লড়বে?'

সর্দারদের কাছে জানতে চাইল রানি।

জবাবে সমস্বরে বলল তারা, 'হ্যাঁ, তা হলে আমরা লড়ব, হিয়া! মরা পর্যন্ত সাহস নিয়ে লড়ব। আমাদের শোনা কাহিনিতে ওই কুঠারের কথাও আছে।'

এবার ধীরে-সুস্থে শার্ট খুললাম, তুলে ধরলাম মাদুলি। কুৎসিত যিকালি যেন ঝুলছে হাতির লোম থেকে। এবার জানতে চাইলাম, 'আমাহ্যাগার জাতির মানুষ, লুলালার অনুসারী, এটাই কি তোমাদের সেই পবিত্র জিনিস?'

মুখপাত্র একবার ওটার দিকে চাইল, তারপর চট্ করে কাছের এক আগুন থেকে বের করল চ্যালা কাঠ। সে আলোয় হাঁ করে চেয়ে রইল তালিসমানের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর অন্যরা হুমড়ি খেয়ে এল তার উপর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কুকুর কোথাকার! তুই আমার দাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিস!' মুহূর্তে খেপে বোম হয়ে গেলাম। তার হাত থেকে খপ্ করে কেড়ে নিলাম জ্বলন্ত কাঠ, এক ঘা বসিয়ে দিলাম তার মাথার উপর।

খানিক আগে চাপা মেরেছি শুধু কর্তৃত্ব পেতে, কিন্তু বড় বড় চোখ করে চেয়েই রইল লোকটা। কাঠ থেকে ছিটকে পড়ছে ফুলকি, ব্যাটার কোনও খেয়াল নেই! ফসফস আওয়াজে পুড়ছে তার নোংরা চুল! তারপর হঠাৎ করে মুখ থুবড়ে পড়ল সে আমার পায়ের সামনে। পর পরই অন্যরা। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটাই পবিত্র! ওটাই ভয়ঙ্কর চেহারার পবিত্র জিনিস! ওটার অনেক ক্ষমতা! সাদা-মানুষ, রাতের অতন্দ্র প্রহরী, আমরা লুলালার ছেলেরা এখন থেকে আপনার পাশে আছি! যে ওটা সঙ্গে এনেছে, আর কুঠার এনেছে, আমরা এখন থেকে না মরা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে থাকব। একজন দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্ত পিছাব না।'

'তো আর কথা থাকল না,' হাই তুললাম। জংলিদের সামনে কখনও খুশি হওয়া উচিত নয়। পেয়ে বসে। আমার ইচ্ছে ছিল না নেতৃত্ব দেয়ার, ভেবেছি অন্য কাউকে নেতা মেনে নেবে। কিন্তু তা আর হলো না। আমস্লোপোগাসের দিকে ঘুরে বললাম এখন পর্যন্ত কী ঘটেছে। বিশাল দুই কাঁধ ঝাঁকাল সে। শক্ত করে ধরেছে কুঠার। মনে হলো *রাতের প্রেমিক* ওই লোকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাহ্যাগারদের ওই নাম দিয়েছে ও অদ্ভুত অভ্যেসের জন্য।

ইতিমধ্যে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলেছে আয়েশা। সেসব শেষে আমাকে বলল, 'এরা এখনই রওনা হবে। তিন হাজার সৈনিক। ভোরের আগে উত্তর পাহাড়ের উপর শিবির ফেলবে। সূর্য উঠবার পর আরও অনেকে যোগ দেবে। তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝ দুপুরের পর পদযাত্রা শুরু হবে। এরপর বিকেলে তুমি ঠিক করবে কী করা উচিত। তার পরদিন মাঝরাতের পর শুরু হবে যুদ্ধ। লুলালার ছেলেরা শুধু রাতে লড়াই করে।'

'তুমি সঙ্গে আসবে না?' হতাশ হয়ে জানতে চাইলাম।

'না, রেযুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমার থাকা জরুরি নয়। তবে আমার আত্মা তোমার সঙ্গে থাকবে। আমি গিরি-সংকটে চোখ রাখব। কীভাবে, জানতে চেয়ো না। তবে ওখানে কিছু দেখবে। আগামীকাল থেকে তিনদিন পর আমরা আবারও আলাপ করব। হয়তো সশরীরে, অথবা আত্মা হয়ে। তবে আমার মনে হয় সশরীরে। তারপর তুমি যা পাওয়ার জন্য এসেছ, তা পেতে পারো। রেযু নিশ্চয়ই সাদা মেয়েটির জন্য ভাল ঘর দিয়েছে। ওকে তো আমার বদলে রানি করতে চায়। তা হলে বিদায়, অ্যালান। বিদায় কুঠারের মালিক। তার সর্দারনী পান করবে রেযুর রক্ত। হলদে মানুষের নাম সঠিক হবে অন্ধকারের আলো, সে শীঘ্রি দেখবে তেমন কিছু।'

আমি কিছু বলবার আগে এবার ভেসে যাওয়ার মত চলে গেল আয়েশা। তাকে সবদিক থেকে ঘিরে নিয়ে চলেছে প্রহরীরা। টের পেলাম কেমন যেন অস্বস্তির ভিতর পড়েছি। মনে অদ্ভুত অনুভূতি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

বুড়ো বিলালির সঙ্গে ফিরছি অতিথিশালায়, আমাহ্যাগারদের সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগল। বুঝলাম সে নিজে একই জাতির মানুষ, তবে সাধারণ থেকে অনেক উঁচু স্তরের। তার কাছে জানলাম তার দশ পুরুষ আগে স্খলনের ফলে পরের পুরুষরা হয় আমাহ্যাগার। আরও বলল, এ জাতি বন্য ও অসভ্য ছিল, থাকত পরিত্যক্ত শহরের ধ্বংসস্তূপ ও গুহার ভিতর। অনেকে ছিল জলাভূমির ভিতর। বহু দলে বিভক্ত ছিল, শাসন করত তাদের সর্দার। সে-ই হতো লুলালার পুরোহিত।

আসলে রেযুর লোকজন ও তারা একই জাতির মানুষ। একই সঙ্গে কখনও করত সূর্যের পূজা, আবার কখনও চাঁদের। তবে হাজারো বছর আগে, তাদের ভিতর বিভেদ তৈরি হয়। রেযুর লোক চলে গেল বিশাল পর্বতের উত্তরদিকে। তারপর থেকে লুলালার অনুসারীদের হুমকি দিয়ে চলেছে। চিরদিন যিনি থাকেন সেই তিনি যদি না থাকতেন, তারা অনেক আগেই বিলুপ্ত হতো। রেযুর লোক বহু কাল আগে থেকেই নরখাদক, সে তুলনায় লুলালার অনুসারীরা শিশু। কোনও সুযোগ পেলে তবে আগন্তুক ধরে খেত। বিলালি বলল, 'এই যেমন আপনার মত লোককে, রাতের অতন্দ্র প্রহরী। বা আপনার লোকদের মত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে কেউ যদি মানুষ খেয়ে ধরা পড়ত, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন হিয়া, *যিনি সবসময় শাসন করেন*।'

আমি জানতে চাইলাম, উনি কি সরাসরি শাসন করেন?

জবাবে বিলালি বলল, না। তাদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখান না তিনি। তবে রেগে গেলে কাউকে জাদু দিয়ে ধ্বংস করে দেন। আমাহ্যাগারদের এই শাখার বেশিরভাগ মানুষ তাঁকে দেখেইনি। শুধু শুনেছে তিনি আছেন। তাদের কাছে, আয়েশা এক আত্মা বা দেবী। তিনি থাকেন শহরের দক্ষিণে, প্রাচীন মন্দিরের ভিতর। রেযুর সঙ্গে লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে তাঁর বাস। রেযুকে ভয় পান দেবী, তবে বিলালি জানে না, কেন।

আমাকে আরও বলল, হিয়া দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জাদুকর। তার মরণ নেই। বিলালির পূর্ব পুরুষ কয়েক শ' বছর আগেও তার কাজ করেছে। তবে কেন যেন বিলালির ধারণা হয়েছে, দেবীর উপর কোনও অভিশাপ আছে। কী ধরনের জানতে চাইলে বলল, আমাহ্যাগাররা যেমন অভিশপ্ত, তেমনই কিছু। আরও জানাল, আজ থেকে বহু আগে কোর শহর ও আশপাশে বিশাল এক সভ্যতা ছিল। তখন সাগর থেকে এখানে আসা যেত। কিন্তু তারপর একদিন শুরু হলো ভয়ঙ্কর মহামারী। বেশিরভাগ মানুষ মারা পড়ল।

অর্ধেক পথ চলে এসে বলল, তার ধারণা হিয়া খুব নিরানন্দ জীবন পার করে। তার কোনও সঙ্গী নেই। সর্বক্ষণ কাঁদছে তার হৃদয়।

বিলালির কাছে জানতে চাইলাম, মানুষটা এখানে পড়ে আছে কেন। কোনও জবাব দিতে পারল না, মাথা নাড়ল। তারপর বলল, রানি আছে বোধহয় ওই অভিশাপের কারণে। এ ছাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও কারণ থাকতে পারে না। বুড়োর কাছে জানলাম আয়েশার মেজাজ হঠাৎ চড়ে যায়। কখনও ক্ষিপ্ত, কখনও ব্যস্ত, আবার বেশির ভাগ সময় তার উল্টো—সাহসী, নরম আচরণ। রেযুর সঙ্গে বিরোধ হওয়ার পর থেকে সাহসী আচরণ করছে। সে চায় না তার প্রজা প্রাণ দিক ওই পিশাচের হাতে। তবে অন্য কারণেও এমন আচরণ হতে পারে।

যখন খুশি যা চায়, জানতে পারে। তবে সুদূর ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। আগেই সে জানত আমরা আসছি। কীভাবে রওনা হয়েছি এবং আসবার পথে কী ঘটেছে—সব তার জানা। আগেই জানত রেযুর লোক গিয়ে তুলে আনবে সাদা এক মেয়েকে, তাকে রানি করতে চাইবে। আর জানত বলেই বিলালিকে পাঠিয়েছে আমাদের সাহায্য করতে। আমি জানতে চাইলাম, কোন কারণে রানি নেকাব পড়তে শুরু করে। জবাবে বুড়ো বলল, এ ছাড়া উপায় কী? তাঁর যে রূপ তাতে যে-কোনও মানুষ পাগল হয়। অতীতে বাধ্য হয়ে পাগলদের মেরে ফেলত হিয়া।

এই মেয়ে সম্পর্কে আর তেমন কিছুই জানে না বিলালি। শুধু বলল, তার দাস-দাসীদের প্রতি সে খুব দয়ালু। সবদিক থেকে তাদের রক্ষা করে।

এরপর রেযুর ব্যাপারে জানতে চাইলাম। বিলালি বলল রেযু ভয়ঙ্কর মানুষ, তার মরণ নেই। ঠিক হিয়ার মত। সে কখনও রেযুকে দেখেনি, এবং দেখতেও চায় না। যেহেতু ওই দেবতার প্রজারা নরখাদক, বাইরের কাউকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। যুদ্ধে জিতলে লুলালার অনুসারীদের একে একে খেয়ে শেষ করবে। কুকুর যেমন নিজ জাতির মাংস খায় না, তেমনি নিজেরা নিজেদের খায় না। গরু-ছাগল বা ফসলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভাব নেই, তবে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এখন ক্ষুধার্ত থাকে। গবাদি পশু রাখে শুধু দুধ আর চামড়ার জন্য।

বিলালি জানে না সামনের লড়াইয়ে কী ঘটতে চলেছে। তবে হিয়া বলেছেন, আমার নেতৃত্বে ওই যুদ্ধে ভাল করবে লুলালার ছেলেরা। যিনি সব সময় নির্দেশ দেন, তিনি এতই নিশ্চিত যে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজে যাচ্ছেন না। তা ছাড়া, আওয়াজ ও রক্তপাত তিনি পছন্দ করেন না।

আমার মনে হলো ভয়ের কারণে যাচ্ছে না আয়েশা। বন্দি হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তবে কথাগুলো মনের ভিতর রাখলাম, মুখে কিছু বললাম না।

এরপর অতিথিশালায় পৌঁছে গেলাম। বিদায় নিয়ে চলে গেল বিলালি। যাওয়ার আগে বলে গেল, বিশ্রাম নেবে। আবারও ফিরবে ভোরের আগে। তখন রওনা হবো আমরা। হ্যান্স ও আমস্লোপোগাস এরপর শুয়ে পড়ল। আমি একা হয়ে গেলাম। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি, কাজেই ঘুম এল না। আজকের এই রাতকে কল্পনার মত সুন্দর লাগল। ঠিক করলাম, একটু হেঁটে আসব। জানি, ভয় নেই, এখন আমি আমাহ্যাগারদের সেনাপতি! তা ছাড়া, পকেটে রিভলভার। কাজেই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম কোর শহরের প্রধান সড়কে। পম্পেই শহরকে যেভাবে লাভার নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, মনে হলো সেভাবে বের করা হয়েছে কোর শহরকে। তবে পম্পেইয়ের চেয়ে অনেক বেশি খনন হয়েছে।

বর্তমানের বিদঘুটে পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে লাগলাম। মনে হলো কড়া জ্বর হয়েছে, তার ভিতর দেখছি দুঃস্বপ্ন। ভাবতে শুরু করলাম ওই অপরূপা মেয়ের বিষয়ে। তার অলীক কাহিনি বিশ্বাস করি না, কিন্তু আর কী ভাবব, তা-ও জানি না। শুধু বুঝি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে অবাক করা এক মেয়ে। প্রবল ক্ষমতা জাহির করে, তবে সে-তুলনায় কিছুই নেই। সর্দারদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার কণ্ঠে ওটা প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া, নিজে নেতৃত্ব না নিয়ে চাপিয়ে দিয়েছে আমার কাঁধে। অত ক্ষমতাশালিনী যদি হতো, নিজে স্বর্গীয় শক্তি দিয়ে হারিয়ে দিত নারকীয় শত্রুদের। আবারও মনে এল একই কথা: সত্যিই অদ্ভুত সে। যেমন সুন্দরী, তেমনি অস্বাভাবিক রকম চতুর।

বিশাল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে আমার কাঁধে। যুদ্ধে চলেছি, অথচ জানি না শত্রুদল কতখানি শক্তিশালী। অশৃঙ্খল একপাল জংলিকে নিয়ে লড়তে হবে। কেমন লড়াই করে, তা-ও জানি না। এদের সংগঠিত করব, সে সময় নেই। পুরো বিষয়টা পাগলামির মত লাগছে। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, আমাদের ভাগ্য ভাল হোক। আশা করলাম, হয়তো নিয়তি উদ্ধার করবে এই বিপদ থেকে।

সত্যি বলতে, আমিও যেন হ্যান্সের মত বিশ্বাস এনেছি যিকালি ও ওর তাবিজের ক্ষমতায়। চট্ করে মনে পড়ল, বিদঘুটে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে সর্দাররা। প্রথম দিন এখানে এসে কবচটা আয়েশাকে দেখিয়েছি। তখন মনে হয়েছে ওটা এক ধরনের প্রত্যয়ন-পত্র। এখন বুঝতে পারছি এর পরের সব ঘটনা গুছিয়ে এনেছে আয়েশা। নিজে বা অধীনস্থ জাদুকরদের গিয়ে সর্দারদের ভিতর ছড়িয়ে দিয়েছে ওটার কথা। শেষে যুদ্ধ পরিচালনা করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে আমার উপর।

সেনা-শিবিরে এমন ভাব করেছে, ওই কবচের ব্যাপারে কিছুই জানে না। কিন্তু আসলে জানত, ওটার কথা তুলবে হ্যান্স। হয়তো ওকে প্রভাবিত করেছে প্রচ্ছন্ন ভাবে। কমবেশি এসব করত প্রাচীন অসভ্য জাতি। নেতার মিত্র নির্দিষ্ট জিনিস দেখালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাধারণ মানুষ তা পবিত্র-জ্ঞান করত। এরপর আর কোনও সমস্যা হতো না।

এ ব্যাখ্যা মনে আসবার পর নতুন কোনও ভুল ধারণা থাকল না। নিজেকে প্রতারিত মনে হলো। সেনা-শিবিরে খানিকের জন্য লাগে ওর সত্যি বিশেষ কোনও ক্ষমতা আছে। কিন্তু এখন ওর তৈরি বিশাল ইতিহাস ও ইচ্ছে আমার কাছে অর্থহীন মনে হলো।

কাজেই মন থেকে মুছে ফেললাম ওকে। ভুলে যেতে চাইলাম সব উৎকণ্ঠা। চারদিকে চাইলাম। জ্যোৎস্না পড়ে সব রহস্যময়। আরও ভাল করে ঘুরতে পারতাম, তবে অজস্র পাথর খণ্ডের ভিতর সাপ থাকতে পারে। প্রকাণ্ড এক দেয়ালের পাথর ধস তৈরি করেছে বড়সড় স্তূপ, ওটার উপর এসে উঠলাম। বোধহয় এখানে ছিল কোনও মন্দির বা দুর্গ। চওড়া দেয়াল থেকে আশি ফুট নীচে সড়ক। এখানে বসে চারদিকে চাইলাম।

বিশাল শহর নীরব, পরিত্যক্ত, যেন আরও প্রাচীন ব্যাবিলনের মত। খাঁ-খাঁ করছে সব। মনটা কেমন যেন লেগে উঠল। উত্তরদিকে সমতল পেরিয়ে চোখে পড়ল সেনা-শিবির। চাঁদের আলোয় ঝিকঝিক করছে বর্শার ফলা। তারপরও যেন এ শহর বড় নিঃসঙ্গ। ওই যে লোকগুলো, ওরা সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশ, একটু পর রওনা হবে। তাদের সঙ্গে যাব। আজ বাতাস নেই যে সামান্য আওয়াজ ভেসে আসবে। নিঃশব্দে হাঁটাচলা করছে সৈনিকরা। চারপাশ থমথমে। মন বলতে চাইল, ওই সব সৈনিক প্রাচীন কোর শহরের বহু কাল আগের ভূত!

আবার যখন চাইলাম, ওরা উধাও হয়েছে। আমি বোধহয় দেয়ালের উপর ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু মনে হলো আগেকালের কোর শহর যেন নতুন করে ফিরে পেয়েছে জীবন। দূর থেকে শত কণ্ঠ ভেসে আসছে। চারপাশের দেয়াল ও ছাতে রঙের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছড়াছড়ি। সড়কগুলোর দু'পাশে ফুলের গাছ। ফুটেছে অসংখ্য ফুল। নারী-পুরুষ ঝকমকে পোশাক পরে ভিড় করেছে দোকান ও স্কয়্যারে। নানাদিকের সড়কে চলছে উজ্জ্বল রঙের রথ। প্রাসাদ ও মন্দিরে উড়ছে অসংখ্য পতাকা।

বিশাল শহর গমগম করছে। বিয়ে হচ্ছে তরুণীদের, ওদিকে কবরে নামছে মৃতরা। কুচকাওয়াজ করছে সৈনিকদল, ঝিলিক দিচ্ছে বর্ম। ব্যবসা করছে ব্যবসায়ীরা। সাদা আলখেল্লা পরনে পুরোহিত, উপাসনায় মগ্ন। ভাবছি, এরা কোন্ ধর্ম অনুসরণ করে? ছুটি শেষে স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে বাচ্চারা। ছাতওয়ালা অ্যাভিনিউতে আলাপ করছেন দার্শনিকরা। প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছেন রাজকীয় কেউ। তাঁকে ঘিরে চলেছে একদল দাস। সামনে ছুটছে প্রহরীরা। এ শহরে যার যার কাজে সবাই মহা ব্যস্ত।

প্রতিটি দৃশ্য যেন পরিষ্কার দেখছি। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একদল অফিসার ধাওয়া করছে এক পলাতক আসামীকে। সে ছিঁড়ে ফেলেছে দু'হাতের দড়ি। সরু এক গলির ভিতর সংঘর্ষ হলো দুই রথের। ভাঙাচোরা যান ঘিরে জটলা তৈরি হয়েছে। দুই রথের মালিক তর্ক জুড়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর এক সদস্য পড়ে থাকা ঘোড়াকে ওঠাতে চাইছে। মানুষজনের কণ্ঠ শুনতে পেলাম না। তারপর কেমন যেন হয়ে গেল সব দৃশ্য। থাকল শুধু থমথমে নীরবতা। মন বলল, ওসব রথ ছিল হাজারো বছর আগের!

যেন আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল মিহি মেঘ। মনে পড়ল অমন নেকাব পরে আয়েশা। চারপাশে চেয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। অথচ অন্তর বলল, সে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদ্রূপ করছে আমাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব যেন ঘটছে স্বপ্নের ভিতর।

তারপর হঠাৎ নিজেকে খুঁজে পেলাম। চারদিকে মাইলের পর মাইল ফাঁকা সড়ক। হাজারো ভাঙা দেয়াল। বাড়ির ছাতের বদলে গহ্বরের মত কালো হাঁ। পরিখার ওপাশে ফসলহীন জমিন। বহু দূরে এই জ্বালামুখ ঘিরে বিশাল পর্বত। অনেক উপরে উঠেছে চূড়াগুলো। শান্ত আকাশে জ্বলছে মস্ত চাঁদ, চারপাশ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে জ্যোৎস্নায়।

চারপাশে চেয়ে শিহরিত হলাম। বড্ড খারাপ হলো মন। ওই দৃশ্যগুলো ছিল বিষণ্ন, অথচ বড় সুন্দর। পাথরের স্তূপ থেকে নেমে চললাম অতিথিশালার দিকে। ভয় লাগছে নিজের ছায়াকেও। অন্তর বলছে, প্রাচীন শহরে মৃত অধিবাসীদের ভিতর আমি একমাত্র জীবিত মানুষ!

অতিথিশালায় ফিরে দেখি জেগে উঠেছে হ্যান্স, আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

'আরেকটু হলে খুঁজতে বেরুতাম, বাস,' বলল সে। 'আরও আগেই যেতাম, কিন্তু জানি গেছেন সাদা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। ভাবলাম, আপনাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

'তা হলে ভুল ধারণা করেছ,' বললাম। 'তুমি যদি যেতে, বোধহয় আর কখনও ফিরতে না।'

ঠোঁট টিপে হাসল হ্যান্স। 'কী যে বলেন, বাস, ওই লম্বা মহিলা কিছু মনে করত না। তা ছাড়া, বিপদ সবসময় আপনার উপর দিয়ে যায়।'

ওকে বাড়তি কথা বলতে না দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম এখন কোথায় কীসের ভিতর আছে বেচারা রবার্টসন। একটু পর চিন্তা ফুরিয়ে গেল, যে-কোনও পরিস্থিতিতে ঘুমাতে পারি। কাজেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোরের ধূসর ফুটতে আমাকে জাগিয়ে দিল হ্যান্স, জানাল বাইরে অপেক্ষা করছে বিলালি। গোরোকো তার জাদু কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ জানিয়েছে। এদিকে আমস্লোপোগাস ও তার যোদ্ধারা লড়তে তৈরি। তারা কিছুতে সঙ্গীদের শুশ্রূষা করতে রাজি হয়নি। বরং বলেছে, দরকার পড়লে অসুস্থদের খুন করে রওনা হবে।

হ্যান্স কী করে যেন আরও জেনেছে, সাদা মহিলা মুখ ঢেকে রাখে কারণ সে অতি খারাপ দেখতে। আমাকে জানাল, সে মেয়েদের একটা দল পাঠিয়েছে। তারা আহতদের সেবা দেবে। কাজেই আর চিন্তা কী? পরে জানলাম এ ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দেয়নি হ্যান্স। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখলাম না।

সব গুছিয়ে শেষমেশ রওনা হলাম আমরা। বিলালির পিছনে চলল আমার পালকি। সঙ্গে অস্ত্র বলতে নিয়েছি দুটো রাইফেল। একটা এক্সপ্রেস অন্যটা রিপিটিং রাইফেল। দুটোর জন্য প্রচুর গুলি নিতে ভুল করিনি। আমস্লোপোগাসের জন্য একটা রাইফেল পাঠিয়েছিলাম, সেটা নেয়নি। এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ সশস্ত্র হ্যান্স। আমস্লোপোগাস, গোরোকো ও দুই জুলু হেঁটে চলেছে।

কিছুক্ষণ দারুণ ফুর্তিতে থাকল হ্যান্স। পালকি বহনকারীরা বয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। গদির উপর শুয়ে পাইপ ফুঁকতে লাগল, ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসি। মাঝে মাঝে বহনকারীদের উদ্দেশে মন্তব্য করল। তবে লোকগুলো কোনও কথা বুঝল না। কিছুক্ষণ পর হ্যান্সের জীবনের আনন্দ ফুরিয়ে গেল। কিছুতে হাঁটতে চাইল না, তবে উপায়ই কী, কুলিরা ধাক্কা দিয়ে ওকে নামিয়ে দিল। শেষে বাধ্য হয়ে পালকির ছাতের দণ্ডে উঠল হ্যান্স। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চেপেছে ঘোড়ার পিঠে। তাতে দেখতে লাগল খেলনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁদরের মত, শুইয়ে রাখা কাঠির উপর চেপেছে।

আমরা যে পথে চলেছি তা সমতল, দু'পাশে উর্বর ফসলী খেত। তবে এই জ্বালামুখের বেশির ভাগ জমি এখন পড়ে আছে। হয়তো বহু আগে পুরো এলাকা চাষ দেয়া হতো। জন্মেছে অজস্র গাছ। কোনও কোনওটা থেকে ঝুলছে পাকা ফল। একটু পর পর ঝর্না। আমার মনে হলো, একসময় ওগুলো ছিল খেত সেচ দেয়ার নালা।

সকাল দশটার পর পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের কাছে। সুউচ্চ পাহাড় ঘিরে রেখেছে এই গোটা জ্বালামুখ। খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে চলেছি। বারোটা বেজে চলেছে পালকি বাহকদের। দুপুরের দিকে উঠে এলাম পাহাড়ের মাথায়। এখানে থেমেছে সেনাবাহিনী। প্রহরী বাদে সবাইকে ঘুমাতে দেখলাম।

আমার নির্দেশে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো সর্দারদের। পুরো ক্যাম্প ঘুরে আন্দাজ করলাম, সোয়া তিন হাজার সৈনিক এখানে আছে। তবে কেমন লড়বে, জানি না। এরপর আমস্লোপোগাস, হ্যান্স ও সর্দারদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলাম। এ সময় আমাদের পাহারা দিল জুলুরা।

খাড়া ঢালের শেষমাথায় দেখলাম দুটো মস্ত টিলা মিশেছে। পায়ের কাছে জন্মেছে ঘন জঙ্গল। ঢাল পেরিয়ে ধীরে নেমে গেছে জমি। সেখানে প্রচুর গাছ। বিনকিউলার দিয়ে দেখলাম, ওই দুই টিলার কাছে জড় হয়েছে বড়সড় সেনাবাহিনী। আন্দাজ করলাম, সংখ্যায় তারা দশ হাজারের কম হবে না।

সঙ্গের আমাহ্যাগার সর্দাররা জানাল, ওই বিশাল সেনাবাহিনী রেযুর। তারা আগামীকাল ভোরে হামলা করতে চাইছে। যেহেতু সূর্যের পূজারী, কাজেই দিগন্তের ওপাশ থেকে দেবতা না উঠলে আক্রমণ করবে না। সর্দারদের কাছে জানতে চাইলাম তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও পরিকল্পনা করেছে কি না।

সর্দাররা জানাল তারা ডান দিকের টিলার মাঝ পর্যন্ত নামতে চাইছে। ওখানে সরু সমতল জমিতে থেমে প্রতিরোধ করবে। সৈনিক কম থাকলেও রেয়ুর সেনাবাহিনীকে ঠেকাতে পারবে। এত কম লোক নিয়ে তারা নিজেরা হামলা করবে তা একদম অসম্ভব।

'কিন্তু, রেয়ু যদি পাশের টিলা বেয়ে উঠে আসে?' জানতে চাইলাম। 'তোমাদের পিছনে পৌঁছে গেলে, তখন কী হবে?'

লোকটা বলল, সেক্ষেত্রে সে জানে না কী হবে। বুঝলাম এই লোকগুলো মাথা খাটায় না।

'তোমরা রাতে ভাল লড়ো, না দিনে?' জানতে চাইলাম।

জানাল, কোনও সন্দেহ নেই রাতে। তাদের ইতিহাসে দিনের বেলাতে কোনও লড়াই বলে কিছু নেই।

'অথচ তোমরা বলছ রেয়ুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিনের বেলা লড়াই করবে। তা হলে তো হারতে হবে।' এবার সর্দারদের রেখে হ্যান্স ও আমস্লোপোগাসকে নিয়ে সরে এলাম। আলাপ শেষে ফিরে আমার নির্দেশ জানিয়ে দিলাম। আপত্তি তুলল আমাহ্যাগার সর্দাররা। তাদের বললাম, চাঁদ উঠবার আগে ডানদিকের টিলা বেয়ে নামতে হবে। কোনও আওয়াজ করা চলবে না। টিলার গোড়ার কাছে যে ঝোপঝাড়, সেখানে জড় হবে। এদিকে গোরোকোর দায়িত্বে একদল যোদ্ধা বামদিকের টিলার মাঝখানে আগুনের কুণ্ডলি তৈরি করবে। রেয়ুর লোক মনে করবে আমাদের সেনাবাহিনী ওখানে। তারপর সঠিক সময়ে হামলা করব আমরা। তবে এখনও জানি না, ঠিক কখন।

এ পরিকল্পনা শুনে মুষড়ে পড়ল আমাহ্যাগার সর্দাররা। তাদের ধারণা আমরা বড় বেশি সাহস দেখাচ্ছি। বিড়বিড় করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একই কথা বলতে লাগল। বুঝলাম এবার কর্তৃত্ব দেখানোর সময় এসেছে। সোজা তাদের মাঝখানে গিয়ে থামলাম, সেনাবাহিনীর প্রধানকে বললাম. 'শোনো. বন্ধু. আমার খুশিতে নয়. তোমরা নিজেরা আমাকে প্রধান সেনাপতি করেছ। এবং আমি চাই আমার প্রতিটা নির্দেশ মেনে চলবে। আমাদের হামলার সময় থেকে শুরু করে তোমরা আমার এবং কালো-মানুষের কাছাকাছি থাকবে। কেউ যদি দ্বিধা করো, বা ঘুরে দৌড়াতে চাও. সঙ্গে সঙ্গে মরবে।' কুঠার হাতে আমস্লোপোগাসকে দেখিয়ে দিলাম। 'তার উপর. তোমরা যদি যুদ্ধ ফেলে পালাতে চাও, যিনি সবসময় শাসন করেন তাঁর হাতে মরবে।'

তবুও দ্বিধা করতে লাগল লোকগুলো। এবার দেরি না করে যিকালির কবচ বের করে চোখের সামনে তুললাম। বিশ্রী জিনিসটা যেন তাদের মনের ভিতর ভীষণ ভয় ঢুকিয়ে দিল। মৃত্যু-ভয় যেন এর কাছে কিছু নয়। ধুপ করে মাটির উপর পড়ল সবাই। লুলালা আর তার যাজিকার নামে বলল, আমি যা বলব তাই মেনে নেবে। যদিও মাকুমাযান স্রেফ পাগলামি করছে।

'ভাল,' সন্তুষ্ট হলাম। 'তা হলে এবার যাও, তৈরি হতে থাকো। আগামীকাল এ সময়ে আমরা বুঝব কে পাগল, আর কে সুস্থ।'

এরপর থেকে গোলমাল করেনি আমাহ্যাগার সর্দাররা।

কীভাবে প্রস্তুতি নিলাম, তা বিস্তারিত লিখে পাতা ভরতে চাই না। ঠিকসময় এলে আড়াই শ' সৈনিক ও এক জুলুকে নিয়ে আগুন জ্বালতে গেল গোরোকো। আগে ঠিক করা ছিল আমি দু'বার গুলি ছুঁড়লে কাজে নামবে তারা। তখন থেকে যত পারে আওয়াজ করবে, হৈ-হল্লা চালিয়ে যাবে।

এদিকে চাঁদ উঠবার আগেই আমরা তিন হাজার সৈনিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে ভূতের মত নিঃশব্দে ডানদিকের টিলা বেয়ে নামতে লাগলাম। রাতে কোনও আওয়াজ ছাড়াই চলতে পারে এই আমাহ্যাগাররা। দেখে নিকষ অন্ধকারে। তিন হাজার সৈনিক নিয়ে কোনও ঝামেলা ছাড়াই টিলা বেয়ে নেমে যেতে লাগলাম। তাদের বর্শার ফলা বেঁধে নিয়েছে শুকনো ঘাস দিয়ে, আলো ঝিলিক দিয়ে উঠবে না। টিলার গোড়ার একটু আগে পাঁচ শ' গজ চওড়া এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম। এখানে প্রচুর ঝোপঝাপ তৈরি হয়েছে। ঝোপের ভিতর ঢুকে শুয়ে পড়ল আমাহ্যাগাররা। তাদেরকে চারটে রেজিমেন্টে ভাগ করেছি। একেক দলে সাড়ে সাত শ' সৈনিক।

কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠল। তবে আকাশ থেকে পড়ছে কুয়াশার মত জলকণা। রেযুর যুদ্ধ শিবির দেখতে পেলাম না। সরে না গিয়ে থাকলে আছে মাত্র একহাজার গজের ভিতর। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ভাবলাম, তারা সরে গেল না তো!

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। ওই পিশাচগুলো নরখাদক বলে নয়, আমার ধারণা হলো: রেযুর সেনাবাহিনী উল্টো হামলা করতে চাইছে। আমার মত চিন্তিত হয়ে পড়েছে আমস্লোপোগাস। এদিকে এক মাইল দূরের টিলার উপর মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে গোরোকোর আগুন। আমার ধারণা. আড়াল নিয়ে ওদিকে যেতে পারবে না রেযুর সেনাবাহিনী।

কিন্তু যদি দু'পাহাড়ের ভিতর উঠে যাওয়ার মত কোনও পথ থাকে? আমি আয়েশার সর্দারদের এক পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করি না। তারা বলেছে মাঝে কোনও পথ নেই। কিন্তু হতে পারে, ভয়ে ওদিকে কখনও যায়নি! রেযুর সেনাবাহিনী যদি চূড়ার উপর উঠে আসে, পিছন থেকে এসে হামলে পড়বে আমাদের উপর! এ কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবতে গিয়ে টের পেলাম: ভয়ে শিরশির করছে মেরুদণ্ড।

ভাবছি কী করব, এদিকে এক ঝোপের ভিতর বসেছে হ্যান্স। এবার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে, শেষ জুলুর হাতে তুলে দিল রাইফেল। আমাকে বলল, 'বাস্, আমি দেখে আসি মানুষখেকোরা কী করছে। তা হলে বুঝবেন কখন কোথায় হামলা করতে হবে। আমার জন্য ভয় পাবেন না, বাস, এই গুঁড়ো বৃষ্টির ভিতর আমাকে দেখবে না। আমি সাপের মত চলব। তা ছাড়া, যদি ফিরতে না পারি, আপনি বুঝবেন, ওরা ওখানে আছে।'

দ্বিধার ভিতর পড়লাম, সাহসী হটেনটটকে ঝুঁকির ভিতর ফেলব? কিন্তু ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে আমস্লোপোগাস, সে বলল, 'মাকুমাযান, ওর গুণ গুপ্তচরের মত চলতে পারা। যার যা কাজ। আমার কাজ কুঠার চালানো। আপনার কাজ নেতৃত্ব দেয়া। ওকে যেতে দিন।'

এবার ধীরে মাথা দোলালাম। চপ্ করে আমার ডানহাতে চুমু দিল হ্যান্স, হারিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেল, এক ঘণ্টার ভিতর ফিরবে। ওর সঙ্গে শুধু বড় একটা ছোরা। রিভলভার নিতে সাহস হয়নি, যদি লোভ সামলাতে না পেরে গুলি করে? সেক্ষেত্রে মস্ত বিপদে পড়ব সবাই।

সতেরো

পরের ঘণ্টা বড় ধীরে কাটতে লাগল। জ্যোৎস্নায় বারবার দেখলাম ঘড়ি। অনেক উপরে উঠেছে চাঁদ। সময় পেরুতে চাইল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। কান পেতে রইলাম। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ঝিরঝির করে পড়ছে জলকণা। বেশিদূর দেখা যায় না। আবছা চোখে পড়ে গোরোকোর দলের অগ্নিকুণ্ড।

পেরিয়ে গেল ষাট মিনিট, দেখা নেই হ্যান্সের। তারপর আরও আধ ঘণ্টা তিলতিল করে পেরুল, হ্যান্স ফিরল না।

'আমার মনে হয় অন্ধকারের আলো আর নেই, অথবা বন্দি হয়েছে,' মন্তব্য করল আমস্লোপোগাস।

প্রিয় কাউকে হারানোর ভয় কুরে খেল আমাকে। ঠিক করলাম, আরও পনেরো মিনিট দেখব। তার ভিতর যদি না আসে, সবাইকে নির্দেশ দেব এগুনোর। আশা করছি, আগের অবস্থান থেকে সরে যায়নি শত্রুদল।

পেরুল আরও পনেরো মিনিট। একটু দূরে জড় হয়েছে আমাহ্যাগার সর্দাররা, মনে হলো বিচলিত। এবার ডাবল ব্যারেলের রাইফেলটা তুলে নিলাম। সমতল থেকে মাযল ফ্লাশ দেখবে না রেযুর লোক। ঠিক করেছি, গুলি করে গোরোকোকে জানিয়ে দেব হৈ-চৈ শুরু করতে। রাইফেল নিয়ে ক'গজ বামে সরে একটা গাছের আড়াল নিলাম। কাঁধে অস্ত্র তুলেছি, এমন সময় হলদে রঙের একটা হাত জাপটে ধরল ব্যারেল। ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল, 'গুলি করবেন না, বাস! আগে আমার কথা শুনুন।'

মুখ নামিয়ে দেখলাম কুৎসিত চেহারাটা। ঠোঁটে তার চওড়া হাসি। এমনকী চাঁদের মানুষ ভয় পেতে পারে ওই বীভৎস হাসি দেখে।

'যা বলার জলদি,' মনের খুশি লুকিয়ে ফেলেছি। যাক, ফিরেছে হ্যান্স! 'বোধহয় হারিয়ে যাও, তারপর ওদের খুঁজে পাওনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বাস্, ওদিকের ঘন কুয়াশার ভিতর হারিয়ে যাই, তবে শেষে পাই। তারা নাকের কাছেই ছিল। বাতাসে এক মানুষখেকো প্রহরীর গায়ের কড়া দুর্গন্ধ পেলাম। এত কাছে ছিল যে লোভ হলো গলা ফাঁক করে দিই। কিন্তু সাহস হলো না। ব্যাটা যদি ট্যাঁ-ফোঁ করে ওঠে! সবার নাকের সামনে দিয়ে ঘুরলাম। সব কম্বল মুড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। কোনও আগুন জ্বালেনি। ওদিকের নীচের পরিবেশ গরম বলে হয়তো।

'লুকিয়ে চারপাশ ভাল করে দেখলাম। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম এক ঢিবির সামনে। ওটার উপর উঠলাম। ছোট টিলার উপর গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল না। দূরে দেখলাম লম্বা কুঁড়ে ঘর। ওটার সবুজ ডাল থেকে এখনও পাতা ফেলা হয়নি। মনে হলো লুকিয়ে ওই ঘরে চলে যাই। নিশ্চয়ই রেযু ওখানে ঘুমিয়েছে। হয়তো তাকে মেরে আসতে পারব। দোনোমোনোর ভিতর আছি, এমন সময় শুনলাম বিচ্ছিরি আওয়াজ। কোনও স্বামী তার বুড়ি মেয়েলোকের মাথা কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দিলে যেমন হয়, সেরকম আওয়াজ। বা বলা যায়, বোতলের ভিতর আটকা পড়েছে ভনভন করা মৌমাছি। ওই আওয়াজ পেয়ে অন্য একটা কথা মনে পড়ল।

'বাস্, যখন লাল-দাড়ি বাস কোনও কাজ করত না, হাঁটু গেড়ে বসে স্বর্গ পাওয়ার জন্য অমন গুনগুন করত। খুব সাবধানে ওই আওয়াজের দিকে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি লাল-দাড়ি বাস ওখানে। একটা পাথরের সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখেছে। দেখে মনে হলো জলাভূমিতে আটকা পড়া পাগলা বাফেলো। মাথা নাড়ছে আর চোখ ঘুরিয়ে চলেছে। মনে হলো দুই বোতল পচা জিন খেয়েই এমন হলো। বাস্, সর্বক্ষণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। ভাবলাম এ সুযোগে তাকে মুক্ত করব। কিন্তু কপাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খারাপ. যেই কাছে গেছি, অমনি চিৎকার শুরু করল : বলতে লাগল, ''চলে যাও, হলদে শয়তান! জানি আমাকে নরকে নিতে চাও : তবে অনেক আগে চলে এসেছ! আমার দুই হাত যদি খোলা থাকত, মটকে দিতাম তোমার ঘাড় । ছিঁড়ে ফেলতাম মাথা।''

'ইংরেজিতে বলছিল, বাস। আপনি তো জানেন ওই ভাষা আমি ভালই বুঝি। বুঝলাম ওই লোককে ঘাঁটাতে গেলে আমি শেষ। তাই তাকে ওখানে রেখে সরে পড়ব ভাবলাম। এমন সময় কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুই বুড়ো। পরনে রাতের শার্ট। ঠিক আপনার কাপড়ের মত। মাথার উপর ধাতুর একটা জিনিস, সেটার ভিতর সূর্যের ছবি।'

'সূর্য দেবতার পুরোহিত বোধহয়,' বললাম।

'হ্যাঁ, বাস্, অথবা কোনও যাজকের মত। তাদের পোশাক ছিল আপনার বাবা ভাল যাজকের মত। উঠানে এসে একটা বাক্সের সামনে থামল। তাদের দেখে পিছিয়ে গিয়ে গুঁড়ি বৃষ্টির ভিতর লুকিয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ে কান পাতলাম। তারা লাল-দাড়ির দিকে তাকাল। লাল-দাড়ির চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছে। তবে তাদের দিকে চাইল না লাল-দাড়ি। শুধু আওয়াজ করতে লাগল। মনে হলো টিনের ক্যানের ভিতর গুবরে পোকা গুনগুন করছে।

' "ওই আওয়াজ খুব কিছু না," আমাহ্যাগারদের ভাষায় বলল একজন আরেকজনকে। "তবে কখন একে বলি দেবে? আশা করি তাড়াতাড়ি। এর আওয়াজে ঘুমাতে পারছি না।"

' "সূর্য উঠলে বলি, তার আগে না," বলল তার সঙ্গী। "তখন নতুন রানিকে ঘর থেকে বের করা হবে। তার জন্য বলি হবে এ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

' "খারাপ লাগছে এতক্ষণ সইতে হবে," প্রথম যাজক বলল। "আগুন ভরা গামলা এর মাথার উপর উল্টে না দেয়া পর্যন্ত ঘুমাতে দেবে না।"

' "আগে বিজয়, তারপর ভোজ," দ্বিতীয় বুড়ো বলল। "তবে এই বুড়ো খেতে সুস্বাদু হবে না। রানির সঙ্গে আসা কমবয়স্কী মোটা মেয়েটা খেতে খুব ভাল ছিল।"

'তারপর বাস, দুই শয়তান বুড়ো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল ঠোঁট। তাদের একজন কুঁড়ে ঘরের দিকে ফিরল। বাস, দ্বিতীয়জন গিয়ে বসে পড়ল লাল-দাড়ির কাছে। তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর আচ্ছামত চড়িয়ে দিল আওয়াজ থামাতে।

'বাস্, আমার মনে পড়ল ওরা কী বলেছে। মোটা মেয়ে জেনি খুব বোকা ছিল, আগে ওর উপর খুব রাগ ছিল আমার, কিন্তু এখন মন চাইল ওই শয়তান যাজককে মেরে ফেলি। তারপর কুঁড়ে ঘরে গিয়ে কথা বলব বিষাদ চোখের সঙ্গে।

'তাই শয়তান যাজকের পিছনে চলে গেলাম। সে রক্ত-চোখে চেয়ে আছে লাল-দাড়ি বাসের দিকে। ঘ্যাঁচ করে তার পিঠে বসিয়ে দিলাম ছোরা। ভেবেছি চট্ করে মরবে, মুখ থুবড়েও পড়ল, কিন্তু বাস্, তাকে শেষ করার আগেই আহত হায়েনার মত বিদঘুটে আওয়াজ শুরু করল। এমন সময় আরেকটা আওয়াজ শুনলাম। চিৎকার করছে কে যেন! লাল-দাড়িকে সরিয়ে আনতে পারলাম না, বা বিষাদ চোখের সঙ্গে কথা হলো না, জান বাঁচাতে গিয়ে এক দৌড়ে হারিয়ে গেলাম গুঁড়ি বৃষ্টির ভিতর। পাঁই-পাঁই করে দৌড়াতে লাগলাম। আমাহ্যাগারদের শিবির ডানে রেখে বামদিকে ছুটলাম। তারপর এসে পৌঁচেছি এখানে। আর কিছু বলার নেই, বাস।'

'ভাল দেখিয়েছ,' বললাম। 'তোমাকে যদি না দেখে থাকে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সূর্য সাধকের মৃত্যুর কারণে ভয় পাবে। ...বেচারি জেনি! আশা করি আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে শয়তানগুলোর উপর প্রতিশোধ নেব।'

আমস্লোপোগাস ও আমাহ্যাগার সর্দারদের ডেকে বললাম হ্যান্সের কথাগুলো। জানিয়ে দিলাম রেযুর সেনাবাহিনী কোথায়।

আলাপ শেষে ঠিক হলো, আক্রমণ এখনই হবে। আমি ঠিক তা-ই চেয়েছি। হ্যান্সের কাছে জেনেছি, পাগল হয়ে গেছে রবার্টসন। হয়তো এখনও তাকে উদ্ধার করা যায়। কাজেই দু'বার গুলি ছুঁড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে দূরের ঢালে হৈ-চৈ শুরু হলো। এর একমিনিট পর রওনা হলাম আমরা। আমস্লোপোগাস ও আমি আগে চলেছি। আমাদের পিছনে অবশিষ্ট তিন কোম্পানি নিয়ে আমাহ্যাগার সর্দাররা।

যে-কেউ ভাবতে পারে সব ঠিক চলছে। চতুর কোয়াটারমেইন চমকে দেবে রেযুর সেনাবাহিনীকে, মিশিয়ে দেবে তাদের। গোরোকোকে তো আগেই বলে রেখেছে, কী কৌশল করতে হবে। কোনও সন্দেহ নেই এরপর রবার্টসনকে উদ্ধার করবে অ্যালান। কিছু দিনের ভিতর সুস্থ হয়ে উঠবে মানুষটা। ইনেযকে উদ্ধার করার পর সে হয়ে উঠবে অ্যালানের মনের মানুষ। কিন্তু পাঠকের ধারণা ঠিক হবে না।

আমার সঙ্গের আমাহ্যাগার সর্দাররা বলেছে, রেযুর লোক কখনও রাতে লড়াই করে না। সূর্য উঠবার পর তাদের বাহাদুরি। আয়েশার সর্দাররা হয় মিথ্যা বলেছে, নয়তো ভুল ধারণা করেছে। কারণ রেযুর যোদ্ধারা উল্টো কাজই করল। আমরা যখন ভাবছি নিঃশব্দে হামলা করব, তারাও তখন ঠিক একই কাজ করছে। গোরোকোর কৌশল তাদের উপর খাটল না। তাদের গুপ্তচর বাহিনী আগেই জানিয়ে দিয়েছে আমরা কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছি।

বরং বলা উচিত, তারা ছিল আমাদের গুপ্তচর বাহিনী। রেযুর ঘুষ খেয়ে দল বদলেছে, বা আগেই ছিল ওই দলের অনুসারী। এরা একজন দু'জন করে সরে গেছে, শত্রুদের জানিয়েছে কী করতে চলেছি। 'রেযুর বাহিনী জেনে গেছে আমরা কী পরিকল্পনা করেছি।

হ্যান্স যে পুরোহিতকে খুন করেছে, সে ছিল গোটা বাহিনীর পিছন দিকে, রেযুর কুঁড়ে ঘরের কাছে। ওখানে বন্দি করে রাখা হয় ইনেযকে। সত্যিকারের সেনাবাহিনী কোথায়, বুঝতে পারেনি হ্যান্স। তারা দু'ভাগ হয়ে দুই পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে অবস্থান নিয়েছে। আমরা নেমে আসতেই ওই দুই দল হামলা শুরু করল আমাদের উপর।

বুদ্ধিমান পাঠক বলবেন, বোকা অ্যালান কেন আগেই এসব বুঝল না! সে তো একদল অসভ্য নিয়ে লড়তে গেছে! তাদের ভিতর বিশ্বাসঘাতক তো থাকবেই! বিশেষ করে যখন দুই জাতি আসলে একই! অ্যালানের উচিত ছিল অনেক সাবধান হওয়া!

প্রিয় পাঠক, এসব কথার বিপরীতে আমি শুধু বলব, আপনি নিজে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে বুঝতেন কেমন লাগে। ভেবেছেন এসব আমি আগে ভাবিনি? সেক্ষেত্রে ভুল ভাবছেন। কখনও অনিচ্ছুক বর্বরদের সঙ্গে নিয়ে লড়াই করে দেখেছেন? তার উপর যে-কোনও সময় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তিনগুণ লোক! এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধে জেতা প্রায় অসম্ভব।

আমি এই যুদ্ধে কীভাবে শত্রুদের ভিতর ঢুকে পড়লাম, তা শীঘ্রি জানবেন। অতি বুদ্ধিমান পাঠক, বাজি ধরতে পারি নিজে আপনি এ কাজ করতে পারতেন না। নিজ চেয়ারে বসে মজা করে বই পড়া আর সত্যিকারের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া এক কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়। যাই হোক, এরপর যা ঘটল সেজন্য আমি লজ্জিত হয়েছি।

জ্যোৎস্নার ভিতর টিলা বেয়ে নেমে চলেছি. মনের ভিতর অস্বস্তি। হ্যান্স যে কথা শুনে এসেছে, তা মাথার ভিতর ঘুরছে। দুই পুরোহিত আলাপ করেছে, "আগে বিজয়, তারপর ভোজ।" ওরা বলেছে সূর্য উঠবার পর রবার্টসনকে বলি দেবে। সেক্ষেত্রে আগে কী করে যুদ্ধ জয় করে?

এ নিয়ে ভাবছি, ঘুরে চাইলাম। হ্যান্সের সঙ্গে কথা বলব। ওর কাছ থেকে বুঝতে হবে, ঠিক কী বলেছে পুরোহিত। কিন্তু হ্যান্স আশপাশে নেই। তবে ক'মিনিট পর ওকে দেখলাম। ছুটতে ছুটতে আসছে, বারবার আড়াল নিচ্ছে পাথর ও গাছের। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাস্, সাবধান! গিয়ে দেখে এসেছি, সামনের দুই ঢালে রেযুর লোক! অনেকগুলো বর্শা ছুঁড়ল আমার দিকে! এই যে দ্যাখেন!' ডান বাহু উঁচু করে দেখাল সে। মাংসে সামান্য কাটা দেখলাম। ওখান থেকে ঝরছে রক্ত।

মুহূর্তে বুঝলাম অ্যাম্বুশের ভিতর পড়েছি। প্রাণপণে খাটাতে চাইলাম মগজ। আমরা এখন টিলার চওড়া এক জায়গা দিয়ে নামছি। এলাকাটা সাত বা আট একর। হালকা ঝোপঝাড়। উর্বর জমিতে জন্মেছে বড় বড় গাছ।

এই প্রায়-সমতল ভূমি থেকে নীচে খাড়া ঢাল। ওখানে ঝোপঝাপ ও গাছ অনেক ঘন হয়ে জন্মেছে। হ্যান্স জানাল ওখানে গেলে হামলার মুখে পড়ব। আমার নিজ সৈনিকদের থামতে বললাম, বার্তাবাহক পাঠালাম অন্য রেজিমেন্টে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল তারা। ভেবেছে তাদের বিশ্রাম দিতে থেমেছি। তারপর একসঙ্গে রওনা হবো যুদ্ধে জয় করতে।

আমস্লোপোগাসকে জানালাম হ্যান্স কী দেখে এসেছে। বললাম, ওর বিশ্বস্ত কোনও জুলু নীচের দিক দেখে আসুক। সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে আমস্লোপোগাস সঙ্গী জুলুকে পাঠিয়ে দিল। এদিকে ওর কাছে জানতে চাইলাম. পরিস্থিতি যদি এমনই হয়, তো কী করা উচিত।

'সেক্ষেত্রে আমাহ্যাগারদের জড় করে একটা বৃত্ত বা চৌকো তৈরি করুন, তারপর প্রস্তুত থাকতে হবে যুদ্ধের জন্য,' বলল আমস্লোপোগাস।

এই একই চিন্তা এসেছে আমার মনে। তবুও বললাম, 'এরা যদি জুলু যোদ্ধা হতো, এই পরিকল্পনা কাজে আসত। কিন্তু আমরা জানি না এরা রুখে দাঁড়াবে, না পালাতে শুরু করবে।'

'আমরা এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না, মাকুমাযান। তবে চেষ্টা করতে দোষ কী? যদি দৌড়াতে শুরু করে, উপরের দিকে যাবে।'

এবার সর্দারদের ডেকে নিলাম, খুলে বললাম সামনে কী ঘটতে পারে। মনে হলো ভীষণ ভয় পেল তারা। দু'একজন সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যেতে চাইল। তবে আমি জানিয়ে দিলাম, যে আগে পালাতে চাইবে, তাকে গুলি করে শেষ করব। কিছুক্ষণ তর্ক করে আমার পরিকল্পনা মেনে নিল তারা। কথা দিল তাদের সেরা যোদ্ধাদের উপরের দিকে রাখবে। কেউ পালাতে চাইলে তারা ঠেকাবে।

এরপর আমরা চাইলাম নিখুঁত চৌকো তৈরি করতে। চার সারিতে রাখলাম যোদ্ধাদের। এই কাজগুলো শেষ করার সময় কিছু হৈ-চৈ শুনলাম। এরপর ফিরল জুলু যোদ্ধা। তার কাছে শুনলাম হ্যান্স ঠিকই দেখেছে। রেযুর সেনাবাহিনী আমাদের এড়িয়ে উপরের দিকে যেতে চাইছে। তাদের জানা শেষ আমরা থেমেছি, কাজেই আমাদের অ্যাম্বুশে ফেলতে পারবে না।

তবে তখনই আক্রমণ এল না। টিলার দু'পাশ দিয়ে খাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢাল বেয়ে উঠছে তারা। চাইছে আমাদের ঘেরাওয়ের ভিতর ফেলতে। এ সম্ভব হলে এক লড়াইয়ে শেষ করে দেবে আমাদের পুরো সেনাবাহিনীকে। আমার ধারণা হলো, বড় একটা সুযোগ এসেছে। ওই সেনাবাহিনী চট করে পিছাতে পারবে না। নীচের দিকে অপেক্ষা করবে আমাদের আমাহ্যাগার যোদ্ধারা। তারা আটকে দেবে পথ।

সব ধরনের প্রস্তুতি শেষে আমরা বিশ্রাম নিতে বসলাম। আমি অন্তত তা-ই করলাম। অপেক্ষা করছি চুপচাপ। আজ রাত কেমন যেন থমথমে। তবে টিলার দু'দিকের ঢালে ফিসফিসে আওয়াজ। সাবধানে পা ফেলছে রেযুর দল। আমাদের ঘিরতে চাইছে।

তারপর সত্যিই থেমে গেল সব আওয়াজ, কোথাও কোনও সামান্যতম শব্দ নেই। তারপর শুনলাম খটাস খটাস আওয়াজ। খুব কাছে কাঁপছে আমাহ্যাগার যোদ্ধারা, দাঁতে দাঁত লাগছে তাদের। এদের এই অবস্থা দেখে আমার নিজ সাহস কমে গেল। তার উপর আমস্লোপোগাস মন্তব্য করল, এই লম্বা লোকগুলো এখনও পুরুষ হয়নি, শিশুদের মত ভয় পায়। সর্দারদের ডেকে জানিয়ে দিলাম, যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা হয়তো বাঁচবে, কিন্তু কেউ পালাতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হবে। কেউ যদি আবার বাড়ি ফিরতে চায়, তো তার উচিত পুরুষের মত লড়াই করা। তা যদি না পারে, আমার হাতে মরবে বা পুড়িয়ে খাবে রেযুর লোক। এ কথাগুলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর দেখলাম বন্ধ হয়েছে যোদ্ধাদের কাঁপাকাঁপি।

এরপর হঠাৎ আমাদের চারপাশ, নীচে ও উপর থেকে এল ভয়ঙ্কর আওয়াজ। মনে হলো হাজার হাজার যোদ্ধা চিৎকার করে রেযুর নাম বলছে। পরের মিনিটে আমাদের চৌকো ব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দশ হাজার যোদ্ধা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাঁদের আলোয় ভয়ঙ্কর লাগল তাদের। পরনে সাদা আলখেল্লা উড়ছে। চকচক করছে বর্শার ফলা। হ্যান্স আর আমি কয়েকবার গুলি করলাম, কিন্তু প্রচণ্ড আওয়াজের ভিতর সে শব্দ মুহূর্তে হারিয়ে গেল। পরক্ষণে টের পেলাম খামোকা মরার চে আমার বেঁচে থাকা অনেকের জন্য জরুরি। কাজেই চৌকো ব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়লাম। আমার সঙ্গে এল আমস্লোপোগাস, হ্যান্স ও জুলু যোদ্ধা।

যা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক ভাল আক্রমণ ঠেকাল আমাদের আমাহ্যাগার যোদ্ধারা। শত্রুদের প্রথম স্রোত ঠেকিয়ে দিল। প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক কম লোক হারাল। দ্বিতীয় আক্রমণ চলল কিছুক্ষণ ধরে। এরপর পিছাতে বাধ্য হলো রেযুর সেনাবাহিনী। একটু সুযোগ পেয়ে নতুন করে আমরা আমাদের ব্যূহ গুছিয়ে নিলাম। আহতদের এনে রাখা হলো মাঝখানে।

এ কাজগুলো মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় আবারও বিকট আওয়াজ শুনলাম। রেযুর নামে ধ্বনি তুলে আবারও হামলে পড়ল তারা। ততক্ষণে যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এবার নতুন কৌশল নিয়েছে রেযুর সেনাবাহিনী। সব দিক থেকে হামলে পড়ার বদলে মনোযোগ দিয়েছে আমাদের পশ্চিমদিক ভেদ করতে। ওদিকে নীচের দিকে রয়েছে সমতল জমি।

রেযুর যোদ্ধাদের ভিতর মাঝে মাঝে এক লোককে দেখতে পেলাম। বিশাল আকৃতির মানুষ সে। দৈর্ঘ্যে হবে কমপক্ষে সাত ফুট। তেমনই চওড়া। চাঁদের আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখছি না। তবে তাকে দেখে ভয়ানক যোদ্ধা মনে হলো। মুখ ভরা রুপালি-কালো দাড়ি নেমেছে পেট পর্যন্ত। কাঁধ বেয়ে ঝুলছে ঝোপের মত চুল।

'স্বয়ং রেযু,' চিৎকার করে আমস্লোপোগাসকে বললাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ. সে-ই রেয়ু। তাকে দেখতে দারুণ লাগছে। এমন দক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে লড়লে মনে শান্তি থাকে। ওই যে দেখুন! আমার মত কুঠার নিয়ে লড়ছে! ওর সঙ্গে লড়তে চাইলে সব শক্তি জমিয়ে রাখতে হবে।'

আমস্লোপোগাসকে কাজে লাগানোর ইচ্ছা নেই আমার, সুযোগ খুঁজলাম গুলি করে রেয়ুকে শেষ করতে। কিন্তু একবারও তাকে সাইটে পরিষ্কার ভাবে পেলাম না। একবার রেয়ুকে পেয়ে গেলাম বটে, কিন্তু এক আমাহ্যাগার আমার রাইফেলের নলের সামনে এসে পড়ল। দ্বিতীয়বার ছোট এক মেঘ ঢেকে দিল চাঁদকে। অন্ধকারে হারিয়ে গেল রেয়ু। এরপর থেকে কোনও না কোনও ঝামেলার ভিতর পড়লাম। আগেই জানতাম কী ঘটতে পারে। আমাদের ব্যূহের পশ্চিম দিকের দেয়াল ভেঙে পড়ল। ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে ভিতরে ঢুকে পড়ল রেয়ুর যোদ্ধারা।

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নামল শীতল একটা স্রোত, পরিষ্কার বুঝলাম খেলা শেষ হতে চলেছে। আমাদের আমাহ্যাগারদের নতুন করে সংগবদ্ধ করা এখন অসম্ভব। ভীষণ ভয় পেয়েছে তারা। বোকার মত একের পর এক মরছে। নিজেকে দোষ দিতে লাগলাম। কেন যে বোকার মত এ কাজে নিজেকে জড়িয়েছি! টের পেলাম আমার কানের কাছে চিকন স্বরে হ্যান্স বলে চলেছে, 'আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় ঝোপঝাড়ের ভিতর লুকিয়ে পড়া। জুলুদের নিয়ে চলুন, বাস!'

গর্ব এসে বাধা দিল আমাকে। তা ছাড়া, হাজারো মানুষের ভিতর লড়াই চলছে, তার ভিতর দিয়ে পালানো অসম্ভব। বুঝতে পারছি শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। একইসঙ্গে প্রার্থনা করছি, আবার গালি দিয়ে চলেছি। প্রার্থনা করছি যেন নিজ আত্মার ভাল হয়, পাপ যেন মাফ করে দেন ঈশ্বর। এদিকে গালি ও অভিশাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিচ্ছি আমাহ্যাগারদের সব কিছুকে। বিশেষ করে যিকালিকে। আর ওই আয়েশাকেও : ওই দু'জন মিলে জড়িয়েছে আমাকে এই মস্ত বিপদে।

'হয়তো যিকালির মাদুলি কাজে লাগবে,' কানের কাছে বাঁশি বাজাল হ্যান্স। এই মাত্র এক শত্রুকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে সে।

'মরুক ওর মাদুলি!' পাল্টা জবাব দিলাম। 'ওটার সঙ্গে মরুক আয়েশা! নিজে আসেনি, ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমাদের!'

কথা বলতে গিয়ে বুড়ো বিলালিকে দেখতে পেলাম। লড়াই করার লোক নয়, যেভাবে হোক আমাদের ধারে কাছে থাকতে চাইছে। এই মাত্র মুখ থুবড়ে পড়ল সে। মনে হলো তার বুক ভেদ করেছে বর্শা। সত্যিই মরল, না বেঁচে আছে দেখতে চাইলাম। হ্যাঁ, সে আহত। চাঁদের জ্যোৎস্নায় চোখের কোণে মসলিনের মত কী যেন দেখলাম। তবে তেমন কিছু থাকতে পারে না। আয়েশা আর তার নেকাব এখানে আসবে কোত্থেকে!

ঘুরে ভাল করে চাইলাম ওদিকে। চমকে যেতে হলো। আমাদের যুদ্ধে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নেকাব পরা আয়েশা! এক হাতে উঁচু করে ধরেছে ছোট এক শিক। তার উপর কালো কাঠের কাজ, সঙ্গে কারুকার্য করা হাতির দাঁত। যুদ্ধে ফিল্ড মার্শালরা এ ধরনের ব্যাটন ব্যবহার করেন।

আজও জানি না কী করে চলে এল সে। অথচ এল যে তাকে কোনও সন্দেহ নেই। মনে হলো আলখেল্লার উপর ঝলমলে রং মাখিয়ে নিয়েছে। কোনও ধরনের ফসফরেসেন্ট। চাঁদের আলোয় আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে। ওই জিনিস যুদ্ধের পুরো ময়দান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল। একটা কথাও বলল না সে, বদলে উঁচু করে ধরল শিক। এদিকে লড়তে লড়তে কাছে চলে এসেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারকুটে যোদ্ধারা। তাদের দিকে শিক তাক করল আয়েশা, এগুতে শুরু করল, যেন ভেসে চলেছে।

চারপাশ থেকে আমাদের আমাহ্যাগারদের মুখে শুনলাম, 'যিনি সবসময় শাসন করেন!' এদিকে রেযুর যোদ্ধারা চিৎকার করতে লাগল, 'লুলালা! উড়ন্ত লুলালা! উড়ে এল! চাঁদের জাদু নিয়ে এল!'

এগুতে লাগল অবাক করা মেয়েটি। কোনও নির্দেশ দেয়া হলো না, কিন্তু সবাই অনুভব করল কী করতে হবে। আয়েশার দিকে যেতে লাগল আমাদের যোদ্ধারা। হ্যাঁ, এক মিনিট আগে ভীত-চকিত ছিল তারা, কিন্তু পরের মিনিটে দুর্দান্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠল। চলেছে তাদের দেবীর পাশে লড়তে!

চারপাশে রেযুকে দেখতে পেলাম না। তবে তার যোদ্ধারা অস্বাভাবিক দ্রুত পালাতে লাগল। এতই জলদি, মৃত ও আহত সঙ্গীদের ফেলে গেল। তাদের ধাওয়া দিল আমাদের যোদ্ধারা। ঝিলমিলে আলখেল্লা পরিহিত আয়েশা আমাদের সঙ্গে চলল। কী করে এত দ্রুত চলছে ভেবে বিস্মিত হলাম। কোনও উপায় নেই, অথচ প্রতি মুহূর্তে আমাদের একটু আগে থাকল।

আরও অবাক কাণ্ড দেখবার বাকি ছিল। রেযুর ভীত যোদ্ধারা প্রথমবার পালাতে শুরু করার পর, দেখা গেল তারা প্রাণপণে ছুটতে পারছে না। বারবার ঘুরে দেখতে লাগল উড়ন্ত লুলালাকে। অনেকে নড়তেও পারেনি। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। বহু নরখাদক ভীত খরগোশের মত স্থির থাকল, যেন ছোবল তুলেছে কোনও সাপ। বেশিরভাগকে অনায়াসে খুন করল আমাদের যোদ্ধারা।

পুরো ভোর ধরে চলল এই নরহত্যা। বিশাল টিলার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল অজস্র লাশ। অন্তত সাত হাজার রেযু যোদ্ধা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খতম হলো এই হত্যাযজ্ঞে। মনে মনে স্বীকার করলাম, আমাদের যোদ্ধারা দক্ষ নয়, কিন্তু শত্রুদের খতম করতে অত্যন্ত পাকা। বোকা নরখাদকদের খুন করতে গিয়ে সাহসী হয়ে উঠল তারা।

আঠারো

ভোরে সমতল ভূমিতে নেমে এলাম। সামনে পড়ছে রেযুর পর্যুদস্ত যোদ্ধারা। যেন তাড়া খাওয়া হরিণ, আর তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে একদল বুনো কুকুর। ওখানে থেমে গুছিয়ে নিলাম সেনাবাহিনী। এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি আয়েশা, তবে আমার মনে হয়েছে, তার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছি সেনাবাহিনী বিন্যাস করতে। বিশ মিনিট লাগল আমার কাজ শেষ করতে। আড়াই হাজার সৈনিক পুরোপুরি সুস্থ, অন্যরা যুদ্ধে মারা গেছে বা আহত। আমরা আবার রওনা হলাম।

সন্ধ্যার আগে বুঝলাম পুরো যুদ্ধ জিততে পারিনি। আমাদের সেনাবাহিনীর সমানই এক সেনাবাহিনী অপেক্ষা করছে লড়াই করতে। জাদু-দণ্ড তাদের দিকে তাক করল আয়েশা, ফলে শত্রুদের দিকে ছুটতে হলো। মনে হলো রেযুর যোদ্ধারা এখানে এসে ভয়কে জয় করে অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যার আলো-আঁধারে এবারের লড়াই হলো ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত। যোদ্ধারা বুঝে উঠল না শত্রুর সঙ্গে লড়ছে, না বন্ধুদের সঙ্গে। নিশ্চিত হতে পারলাম না যে আমরা জিতব। এখন আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বলজ্বলে আয়েশাকে দেখে বাড়তি সাহস পেল না আমাদের আমাহ্যাগার যোদ্ধারা। রাতের ঘুটঘুটে আঁধার নামার পর মনে হলো উল্টো রেযুর যোদ্ধাদের সাহস বাড়ছে।

তবে কপাল ভাল, সবাই যখন দ্বিধার ভিতর, এমন সময় বামদিকে একটা চিৎকার শোনা গেল। ওদিকে চেয়ে গোরোকোর দীর্ঘ দেহ দেখলাম। জুলু জাদুকর অবশিষ্ট জুলু ও আড়াই শ' আমাহ্যাগার যোদ্ধাকে নিয়ে হাজির হয়েছে। রেযুর বাহিনীর পাশ থেকে চড়াও হলো তারা।

নতুন এই আক্রমণ শুরু হওয়ায় ধীরে ধীরে হাল ছেড়ে দিতে লাগল নরখাদকরা। সাহস হারিয়ে মরতে লাগল লোকগুলো, পালাতে চাইল। তারপর আবারও যখন ভোরের আলো ফুটল, চারপাশে চেয়ে আয়েশাকে খুঁজলাম। কিন্তু সে যেন উধাও হয়েছে! কোথায় গেল জানি না, তবে ভয় হলো যুদ্ধের ভিতর মারা গেছে।

ওকে খোঁজা বাদ দিলাম, ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি, রেযু বাহিনীকে হারাতে হলে এখনই সঠিক সময়। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তাদের উপর। নির্দেশ দিলাম আমাদের সেনাবাহিনীকে। আমার সঙ্গে ছুটছে আমস্লোপোগাস, গোরোকো ও হ্যান্স। কুঠারের মত চেহারার আমাহ্যাগারদের উৎসাহ দিতে দ্রুত সামনে বাড়তে লাগলাম আমরা। তাতে কাজ হলো। শত্রুদের দিকে তেড়ে গেল তারাও।

'ওই টিবির উপর লাল-দাড়ির থাকার কথা,' একটা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় বলল হ্যান্স।

আবছা আলোর ভিতর দৌড়ে ঢাল বেয়ে উঠলাম। সামনে দেখলাম বেশ কিছু লোক কী যেন ঘিরে রেখেছে। দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ এমন করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'লাল-দাড়ি ওই পাথরের উপর!' আবারও চেঁচিয়ে উঠল হ্যান্স 'ওরা তাকে মেরে ফেলেছে!'

হতে পারে। সাদা আলখেল্লা পরা বেশ ক'জন পুরোহিত ঝুঁকে পড়েছে স্থির এক দেহের উপর। লোকগুলোর হাতে ছোরা। তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী এক লোক। পলকে বুঝলাম ওই দানবই রেযু! পুবের দিকে চেয়ে আছে। সূর্যের কিনারা ফুটে উঠলেই... আর ঠিক তখনই দিগন্তে ফুটল প্রথম আভা। বন্দির দিকে ঘুরে চিৎকার করে নির্দেশ দিল রেযু।

তবে দেরি হয়ে গেছে। আমরা পৌঁছে গেছি। কুঠার দিয়ে এক পুরোহিতকে দু'টুকরো করে দিল আমস্লোপোগাস। আমার চারপাশের মানুষগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরোহিতদের উপর। রবার্টসনকে বেঁধে রাখা দড়িগুলো ছোরা দিয়ে পটাপট কেটে দিল হ্যান্স।

আবছা আলোর ভিতর দেখলাম বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে বেচারা রবার্টসন। লাফ দিয়ে উঠে বসল সে, স্কচ ভাষায় কী যেন বলতে লাগল। এক পুরোহিতের হাত থেকে পড়ে গেছে দীর্ঘ বর্শা, ওটা সে তুলে নিল, তেড়ে গেল দানবীয় রেযুর দিকে। লোকটার বুকে গেঁথে দিতে চাইল বর্শা। কিন্তু ঠাস্ করে ওটা ভেঙে গেল। রেযুর পরনে কোনও বর্ম!

পরক্ষণে বিশাল কুঠার আবার উপরে তুলল রেযু, নামিয়ে আনল রবার্টসনের মাথার উপর। ভয়ঙ্কর আঘাত। পাথরের মত ধপ করে পড়ল বেচারা। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। পরে দেখেছি প্রায় দু'টুকরো হয়ে যায় সে। মানুষটার এই মৃত্যু দেখে খেপে গেলাম। হাতে ছিল ডাবল ব্যারেলের রাইফেল। চেম্বারে ছিল হলো-পয়েন্ট এক্সপ্রেস বুলেট। দানবটার দিকে অস্ত্র তাক করে একে একে দুই ব্যারেল খালি করলাম। পরিষ্কার শুনলাম বুলেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঘাত হেনেছে।

কিন্তু এরপরও পড়ল না লোকটা। শুধু থরথর করে কেঁপে উঠল। অবিশ্বাস্য ভাবে ঘুরে গেল, রওনা হয়ে গেল দূরের কুঁড়ে ঘরের দিকে। হ্যান্স আমাকে বলেছে ওখানে ছিল ইনেয ও রেয়ু।

'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন,' চিৎকার করে বলল আমস্লোপোগাস। 'বুলেট যেখানে ফুটো করে না, সেখানে কাটে ইস্পাত।' পুরুষ হরিণের মত ছুটল জুলু। ধেয়ে চলেছে রেয়ুর দিকে।

আমার মনে হলো কোনও কারণে কুঁড়ে ঘরে ঢুকতে চেয়েছে রেয়ু, কিন্তু তার পিছনে চলে গেছে আমস্লোপোগাস। কুঁড়ে ঘরে ঢুকল না রেয়ু, ওটা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে দৌড়ে নামতে লাগল। সমতলে তার সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট যোদ্ধা জড় হওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের কাছে পৌছে গেল রেয়ু, তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

থমকে গেল চতুর লড়িয়ে আমস্লোপোগাস নিজেও, ভাবছে ওর দিকে তেড়ে আসবে রেয়ুর যোদ্ধারা। আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করল সে, তারপর দেখল আমরা ঢাল পেরিয়ে পৌচেছি। আমস্লোপোগাসকে দেখলাম কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে, আরেক হাতে ছোট ঢাল। কাঁধের উপর উঠেছে বিশাল কুঠার। ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটা সূর্যের রশ্মির ভিতর।

আমস্লোপোগাস থেকে দশ ফুট দূরে প্রকাণ্ড কুঠারের হাতলে ভর দিয়েছে দানবীয় রেয়ু। প্রথমবার লোকটাকে দেখে আমার মনে হলো, এ অশুভ কেউ। যেন সেই গোলিয়াথ, যাকে সিংহাসন থেকে ফেলে দেয় ডেভিড। বিশাল লোক রেয়ু, সারা শরীর ভরা রোম। গর্তে ঢোকানো দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বিরাট নাকটা শকুনের ঠোঁটের মত। চেহারা প্রাচীন কোনও মানুষের। মাথা নাড়তে দুলতে লাগল গোছা গোছা চুল। তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেন হারকিউলিসের মত। তরুণদের মত অতি সহজে নড়ছে। একটু খেয়াল করে মনে হলো, এ কোনও সাধারণ মানুষ নয়। যেন নিজে শয়তান নেমে এসেছে পৃথিবীতে কেন যেন ভয় লেগে উঠল।

'ওকে গুলি করতে দাও,' আমস্লোপোগাসকে উদ্দেশ করে বললাম। আগেই রিলোড করে নিয়েছি রাইফেল। পৌঁছে গেলাম দুই যোদ্ধার কাছাকাছি।

'না, রাতের অতন্দ্র প্রহরী,' মাথা না নেড়ে বলল জুলু। 'রাইফেল তার সুযোগ পেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এবার দেখা যাক কুঠার কী করে। আমি যদি এই লোককে শেষ না করতে পারি, খামোকা এত দূরে এলাম কেন!'

এবার কথা বলে উঠল ওই দানব। ভারী কণ্ঠস্বর। পিছনের ছোট টিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরল প্রতিধ্বনি।

'কে তুমি?' আমাহ্যাগারদের ভাষায় বলল সে। 'তোমার এত সাহস আমার মুখোমুখি হতে চাও? কালো কুকুর, তুমি কি জানো আমাকে বধ করা যায় না? আমি বেঁচে থাকি হাজারো বছর ধরে। হাজারো মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করি পা দিয়ে পিষে। তুমি দেখোনি আমার বুকে বর্শা ভাঙে, বৃষ্টির মত গলে পড়ে লোহার বল। আর তুমি খেলনা নিয়ে এসেছ আমাকে হারাতে? জানি, আমার সেনাবাহিনী হেরে গেছে। তবে সমস্যা নেই। আবারও সেনাবাহিনী তৈরি করব। এখনও বলি দেয়া শেষ হয়নি, সাদা রানিকে বিয়ে করা হয়নি: আমার সেনাবাহিনী হেরে গেছে লুলালার জাদুর কাছে, ভাঙা মন্দিরের ভিতর লুকিয়ে আছে সাদা ডাইনী: কিন্তু মনে রেখো, আমি এখনও হেরে যাইনি। আমি পিঠ না দেখালে হারাতে পারবে না কেউ। আঘাত হানতে পারত শুধু একটা কুঠার। কিন্তু সেটা বহু কাল আগে জং ধরে গুঁড়ো হয়েছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ বক্তৃতার কিছুই বুঝল না আমস্লোপোগাস, কাজেই ওর হয়ে সংক্ষেপে বললাম আমি। চট্ করে মনে পড়ল আয়েশার কথা। সেটা একটা কুঠারের কাহিনি।

'বিশেষ একটি কুঠার!' আমি গলা উঁচিয়ে বললাম। 'হ্যাঁ, একটা বিশেষ কুঠার! হ্যাঁ, এবার ভাল করে দেখো ওই কালো-মানুষের হাতে কী! এই সর্দারের নাম জল্লাদ। তার হাতে ওই প্রাচীন কুঠার। ওটার নাম সর্দারনী। ওটা চাইলে যে কারও জীবন নিতে পারে। ওটা ভাল করে দেখো, রেযু। তুমি তো বিশাল বড় জাদুকর, তা হলে বলো ওই কুঠার হারিয়েছে তোমার পূর্ব-পুরুষরা। আর ওটাই শেষ করবে তোমাকে।'

জোর গলায় প্রতিটা কথা ধীরে ধীরে বললাম। চাই আরেকটু আলো ফুটুক। সেক্ষেত্রে সূর্যের আলো গিয়ে পড়বে রেযুর চোখে। আমস্লোপোগাসের চোখ ঝলসে যাবে না।

আমার কথাগুলো শুনে আমস্লোপোগাসের কুঠারের দিকে চাইল রেযু। মনে হলো একটু কেঁপে গেল তার হাত। চেয়ে আছে সে, একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে চেহারা। ধীরে ধীরে চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়। তার অনুসারীরা খেয়াল করছে আমস্লোপোগাসের কুঠার। কয়েক সেকেণ্ড পর বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল তারা।

মোট কথা: রেযুর যোদ্ধারা থমকে গেল। কুঠারের কাহিনি তাদের জানা। এখন দ্বিধার ভিতর পড়েছে। নিজেদের যুদ্ধ নিয়ে আর ভাবছে না। সবাই ভাবতে শুরু করেছে, সামনের এ দু'জন লড়লে কে হারবে, বা কে জিতবে। পরে জেনেছি রেযুর প্রজাদের ধারণা ছিল তাদের রাজা কখনও হারতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থাকল রেযু, তারপর আনমনে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ওটা ঠিক ওটার মত। শিঙের অংশ ঠিক সেটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মত। ফলা ঠিক নতুন চাঁদের মত। হ্যাঁ, মন বলছে আমার সামনে দুলছে প্রাচীর ওই পবিত্র কুঠার। কিন্তু দেবতারা অনেক আগে ওটা নিয়ে গেছে। সামনে যা দেখছি লুলালার পূজারিণীর চালাকি। ওসব গুহার ভিতর বসে জাদু করছে সে।'

লোকটা কথা বলছে, কিন্তু দ্বিধার ভিতর পড়েছে।

তার কথা শেষে নীরবতা নেমে এল। থমথম করছে চারপাশ। আমি বলে উঠলাম, 'আমস্লোপোগাস, আমার কথা শোনো।'

'শুনছি,' ঘাড় না ফিরিয়ে বলল। 'কী পরামর্শ দেবেন, রাতের ঐ চন্দ্র প্রহরী?'

'মনে রেখো ওই লোকের মুখে বা বুকে আঘাত করতে যেয়ো না। ওকে রক্ষা করছে জাদু বা কোনও বর্ম। ওর পিছনে চলে গিয়ে আঘাত হানবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'না, মাকুমাযান, কিছুই বুঝিনি। তবে আপনার কথা মেনে চলব। আপনি আমার চেয়ে জ্ঞানী, বাজে কথা বলেন না।'

এবার কুঠারটা আকাশে ছুঁড়ল আমস্লোপোগাস, আবার খপ করে ধরল। তার ফাঁকে চলল জুলু নিয়ম অনুযায়ী নিজের প্রশংসা। 'ওহোও! আমি সিংহের ছেলে, সেই কালো দাড়িওয়ালা সিংহ যার থাবা থেকে কোনও জন্তু পালাতে পারেনি। আমি নেকড়ে-রাজা, ডাইনী-পাহাড়ে ভাইয়ের সঙ্গে নেকড়েদের নিয়ে শিকার করেছি। যাকে হারানো যেত না, কুঠার জাতির সে সর্দারকে আমি হারিয়ে দিয়েছি। তার কাছ থেকে পেয়েছি প্রাচীন কুঠার। আমি সে-লোক যে হালাকাযি উপজাতিকে তাদের গুহার ভিতর হারিয়েছি। বদলে পেয়েছি বউ হিসাবে সুন্দরী শাপলা-ফুল নাডাকে...'

চলল ওর নিজ প্রশংসা। থামল বহু কথা শেষে। ততক্ষণে পুরো উত্তেজিত। ওর কথা শুনতে শুনতে হাততালি দিয়েছে ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুলুরা। আমস্লোপোগাস কোনও কথা বললে প্রতিধ্বনি তুলেছে। নেতার পিছনে এখনও বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে গোরোকো।

আবৃত্তির ভিতর প্রথমে নড়ে উঠেছে আমস্লোপোগাসের মাথা ও দুই কাঁধ, যেন বাতাসে দুলছে কোনও নলখাগড়া। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ছোবল দিতে চলেছে সাপ। এরপর এক পা এক পা করে সামনে বাড়ল আমস্লোপোগাস, আবার পিছিয়ে গেল। যেন নেচে চলেছে। রেযুকে আক্রমণ করতে উৎসাহ দিচ্ছে।

তবে ওই দানব নড়ছে না। সামনে ধরেছে ঢাল। পাথরের মত অপেক্ষা করছে, দেখতে চাইছে কালো যোদ্ধা কী করে।

তারপর মামবার মত আঘাত হানল আমস্লোপোগাস। কুঠার তুলেই নামিয়ে আনল প্রতিপক্ষের উপর। ঢাল দিয়ে মাথা রক্ষা করল রেযু। আওয়াজ শুনে বুঝলাম ওই ঢাল চামড়ার হলেও, কিনারা লোহা দিয়ে বাঁধা। পাল্টা কুঠার তুলল রেযু, তবে ততক্ষণে তার নাগালের বাইরে আমস্লোপোগাস। বুঝে ফেলেছে ওই দানবের শক্তি কত ভয়ঙ্কর। রেযুর হামলা ছিল দ্রুত, অথচ ওই প্রকাণ্ড কুঠার অত্যন্ত ভারী। শিকার ফস্কে গেছে বুঝে মাঝপথে কুঠার থামিয়ে দিল সে। এ সম্ভব শুধু কোনও দানবের পক্ষে।

সবই খেয়াল করছে আমস্লোপোগাস। নিজের কৌশল পাল্টে নিল। ওর কুঠারের হাতল প্রায় আট ইঞ্চি দীর্ঘ। রেযু যেখানে আঘাত হানতে পারবে না, তা পারবে আমস্লোপোগাস। দুই হাতে ঘোরাতে লাগল কুঠার, তৈরি রাখছে তীক্ষ্ণধার ফলা। তারপর সামনে বাড়িয়ে ধরল ওটা। কুঠারের লোহার পিছন অংশ চোখা, ওটা দিয়ে রেযুর মাথা-হাতে পেরেকের মত নামিয়ে আনতে চাইল। ওটা আমস্লোপোগাসের যুদ্ধের প্রিয় কৌশল। এ কারণে জুলুরা ওর নাম দিয়েছে কাঠ-ঠোকরা। হামলাগুলোর সময় ঢাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়ে মাথা বাঁচাতে চাইছে রেয়ু। সবসময় যে পারছে, তা নয়। তার চারপাশে ঝিলিক দিয়ে চলেছে ইস্পাতের পেরেক।

আমার দু'বার মনে হলো আমস্লোপোগাসের পেরেক গাঁথল দানবের বুকে। পরক্ষণে বুঝলাম, কোনও ক্ষতি হয়নি। বোধহয় আঘাতগুলো ঠেকিয়ে দিয়েছে রেয়ুর বর্ম। অথবা ঘন দাড়ির ভিতর ঢুকে আবারও ফিরেছে পেরেক। প্রতিবার যেন ভীষণ ব্যথা বা রাগে গর্জে উঠছে রেয়ু। যে কারণে হোক, মনে হলো পাগল হয়ে উঠেছে দানব। তেড়ে গেল আমস্লোপোগাসের দিকে, কুঠার তুলে গায়ের জোরে নামিয়ে আনল।

বামহাতের ঢাল দিয়ে আঘাতটা ঠেকাল আমস্লোপোগাস। ভারী চামড়ার ঢাল যেন পাতলা কাগজ, মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। ওই আঘাতের গতি কমল না, তবে অন্য দিকে নামতে লাগল কুঠার। আমস্লোপোগাসের কাঁধের পাশ থেকে বেরিয়ে গেল ফলা, কোনও ক্ষতি হলো না। পরক্ষণে রেয়ু বুঝবার আগেই তার মুখের উপর ঢালটা ছুঁড়ে ফেলল আমস্লোপোগাস। সময় নষ্ট না করেই দু'হাতে ধরল কুঠার, চিতার মত সামনে বেড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল। পরিষ্কার দেখলাম গণ্ডারের বিখ্যাত হাতল ধনুকের মত বেঁকে গেছে। লড়াইয়ে কোনও ভুল করেনি আমস্লোপোগাস, ওর কুঠার নেমে এসেছে রেয়ুর বুকের উপর। ভোঁতা আওয়াজ হলো বুক থেকে। থরথর করে কেঁপে উঠল রেয়ু। ইনকোসিকাসের ক্ষুরধার ফলা পাঁজর কাটতে ব্যর্থ হয়েছে! কোপের আওয়াজ শুনে মনে হয়েছে ফাঁপা কোনও গাছে আঘাত হানা হয়েছে। রেয়ুর দীর্ঘ দাড়ির বেশ কিছু কেটে মাটিতে পড়েছে, তবে আর কিছুই নয়।

'টাগাটি!' বলে উঠল চমকিত জুলুরা। ওদের ভাষায় 'জাদু করা হয়েছে'।

'ওই আঘাতে ওর দুই টুকরো হওয়ার কথা!' মনে মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম, এ লোক জানে কীভাবে ডাল বর্ম তৈরি করতে হয়।

অট্টহাসি দিয়ে উঠল রেযু। যেন চারপাশ থরথর করে কাঁপছে। ততক্ষণে পিছিয়ে গেল বিস্মিত আমস্লোপোগাস।

'আচ্ছা!' বলে উঠল। 'বুঝলাম! সব জাদুকরের একটা দরজা থাকে, ওটা দিয়ে তার আত্মা আসে আবার বিদায় নেয়! আমার খুঁজতে হবে ওই দরজা! হ্যাঁ, ওই দরজা খুঁজব এবার!'

কথার ফাঁকে যেন নাচতে নাচতে রেযুকে পাশ কাটাতে চাইল আমস্লোপোগাস। প্রথমে ডানদিকে সরল, পরক্ষণে বামে, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব রাখল রেযুর কুঠার থেকে। ওর দিকে প্রতিবার ঘুরছে রেযু, দু'জন পায়ে পায়ে নেমে চলেছে ঢালু জমি থেকে। সুযোগ পেলে পাল্টা হামলা করছে রেযু। তবে সতর্ক আমস্লোপোগাসকে আওতার ভিতর পায়নি। এদিকে আকাশে মুখ তুলেছে অত্যুজ্জ্বল সূর্য। ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রেযুর চোখ। আমার মন বলল, লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

আমার ধারণা বোধহয় ঠিক, কারণ দ্রুত লড়াই শেষ করতে চাইল রেযু। আমস্লোপোগাসের মত দ্রুত নড়ে উঠল সে, হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলল ঢাল, পরক্ষণে দুই হাতে ধরল কুঠারের লোহার হাতল। ষাঁড়ের মত তেড়ে গেল জুলুর দিকে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল আমস্লোপোগাস। তারপর হঠাৎ ঘুরে দৌড়াতে লাগল ঢালের উপর উঠতে।

হ্যাঁ, জল্লাদ বুলালিয়ো পালাতে চাইছে!

পিছনে টিটকারি দিয়ে উঠল সূর্য-পূজারীরা। আমাদের আমাহ্যাগাররা হেসে ফেলল। এদিকে গোরোকো ও দুই জুলু হতভম্ব ও লজ্জিত। শুধু আমি আমস্লোপোগাসের মন পড়লাম। ভাবলাম, দারুণ কৌশল!

দৌড়ে চলেছে আমস্লোপোগাস, তার পিছনে ছুটতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে রেয়ু। তবে জুলুকে ধরতে পারবে না। আমস্লোপোগাস জুলু-ল্যাণ্ডের সমতল জমিতে দৌড়াতে অভ্যস্ত। ধেয়ে চলেছে রেয়ু, কিন্তু এঁকেবেঁকে ছুটছে আমস্লোপোগাস। যেন ওর লক্ষ্য ঢালের উপর ওঠা। তবে কিছুক্ষণের ভিতর হাঁপিয়ে গেল রেয়ু। তারপরও আরও বিশ গজ ছুটল আমস্লোপোগাস। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ঢালের উপর।

ওখানে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে। দশ সেকেণ্ড থেমে স্বাভাবিক করে নিল শ্বাস। ওর চেহারা পরিষ্কার দেখলাম। যেন চতুর কোনও নেকড়ে হাসছে। ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটে। বেরিয়ে পড়েছে ধবধবে দাঁতগুলো। গালদুটো চুপসে গেছে। জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ। কপালের গর্তের উপর দপদপ করছে শিরা।

স্থির দাঁড়িয়ে নিজেকে শান্ত করল আমস্লোপোগাস। ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলো।

'দৌড়া!' দর্শকরা চিৎকার করে উঠল। 'কোর শহরের দিকে পালা, কালো কুকুর!'

আমস্লোপোগাস বুঝতে পারছে ওই লোকগুলো ওকে টিটকারি দিচ্ছে, তবে পাত্তা দিল না সে। কুঁজো হয়ে ধুলোর উপর ঘর্মাক্ত হাতদুটো মুছে নিল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তেড়ে গেল রেয়ুর দিকে।

আমি বহুবার লড়াইয়ে নতুন অনেক কিছু দেখেছি, তবে আগে কখনও কাউকে এভাবে তেড়ে যেতে দেখিনি। সিংহী এমন দ্রুত শিকার করে। জুলুর পা মাটি স্পর্শ করছে না! ছুড়ন্ত বর্শার মত ছুটে গেল আমস্লোপোগাস, তবে রেয়ুর বারো ফুট আগে পৌঁছে থেমে গেল, চোখে চোখ রাখল। কুঁজো হয়ে গেল, তারপর ছিটকে উঠল বাতাসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজে সে লাফ না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ। ওটা বোধহয় আমস্লোপোগাস শিখেছে সিংহের কাছ থেকে। অথবা স্প্রিং বাকের কাছ থেকে। অনেক উপরে উঠে গেল জুলু। এতক্ষণে বুঝলাম ওর পরিকল্পনা। ডিঙিয়ে গেল দানব রেযুকে। দৈত্যের মাথার আধ ফুট উপর দিয়ে পেরুল আমস্লোপোগাস। উড়ন্ত অবস্থায় নীচের দিকে প্রচণ্ড কোপ দিল। আঘাতটা পড়ল রেযুর মাথার পিছনে। কোনও ভুল হয়নি, দেখতে পেলাম মাথা থেকে ছিটকে উঠল তাজা রক্ত। ধপাস্ করে মুখ থুবড়ে পড়ল রেযু। তাকে পেরিয়ে গিয়ে নামল আমস্লোপোগাস, কয়েক পা দৌড়ে থামল। ঘুরেই আবার তেড়ে গেল প্রতিপক্ষের দিকে।

উঠে বসতে শুরু করেছে রেযু, তবে দাঁড়াতে পারল না, তার আগেই ইনকোসিকাস ঘ্যাচ করে নেমে এল তার ঘাড়ের উপর। কোনও লোক যে এত শক্তিশালী হতে পারে, নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না—ওই আঘাতের পরও উঠে দাঁড়াল রেযু, পাগলের মত চারপাশে চালাল কুঠার। তবে ধীর হয়ে গেছে তার নড়াচড়া। আবারও তার পিছনে চলে গেল আমস্লোপোগাস, পরপর তিনবার কুঠার নামিয়ে আনল। তৃতীয় কোপে কাটা পড়ল প্রকাণ্ড মেরুদণ্ড। রেযুর হাত থেকে পড়ে গেল কুঠার, ধীর ভঙ্গিতে মাটির উপর পড়ল লোকটা। একটা স্তূপের মত ওখানে পড়ে রইল।

সব শেষ ভেবে দৌড়ে ওখানে চলে গেলাম। রেযুর লাশের পাশে দাঁড়িয়েছে আমস্লোপোগাস। ওকে খুব ক্লান্ত মনে হলো। কুঠারের হাতলে ভর দিয়েছে, চোখ দুটো বন্ধ, থরথর করে কাঁপছে দু' পা। তবে এখনও মরেনি রেযু, গর্তে ঢোকা চোখ দুটো মেলল সে, জুলুর দিকে তীব্র ঘৃণা নিয়ে চেয়ে রইল।

'তুমি আমাকে হারাতে পারোনি, কালো মানুষ,' যেন অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দূর থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠ। হাঁপিয়ে চলেছে। 'তোমার ওই কুঠার জিতেছে। আমার ওই কুঠার চুরি করে এক মেয়েলোক। হ্যাঁ, তোমাকে সব বলে দিয়েছে সাদা ডাইনী। নেকড়ের মত কালো-মানুষ, হয়তো আবার অন্য কোথাও দেখা হবে। নতুন করে আবারও লড়ব আমরা। হ্যাঁ, যদি আমার দুই হাত তোমার গলার উপর রাখতে পারতাম, তোমাকেও সঙ্গে নিতাম অন্ধকারের দেশে। অল্প কিছুদিনের জন্য জিতল লুলালা। ওটা তার ভাগ্য। তবে আমার চেয়ে করুণ ভাবে মরবে সে। আহ্, জানি, ওর ওই সুন্দরের জাদু লজ্জাজনক ভাবে...'

হঠাৎ কেঁপে উঠল রেযু, দুই হাত ছড়িয়ে দিল দু'দিকে। দুই ঠোঁটের ভিতর বুদ্বুদ উঠল, শুনতে পেলাম না তার শেষ কথা।

ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখলাম। আমার মনে হয়েছে এই লোক আধা-মানব। পায়ের বজ্র আওয়াজ শুরু হয়েছে ততক্ষণে। কারা যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। প্রাচীন শত্রুকে অসহায় পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আয়েশার আমাহ্যাগাররা। হাত, ছোরা বা বর্শা দিয়ে দেখতে না দেখতে ছিন্নভিন্ন করল রেযুর দেহ।

আমাহ্যাগারদের ঠেকানোর কোনও সুযোগ ছিল না অবসন্ন আমার। আফসোস রয়ে গেল ওই দানবীয় দেহ পরীক্ষা করতে না পেরে। জানা হলো না তার বিশাল দাড়ির নীচে কী বর্ম ব্যবহার করত। ওটা ঠেকিয়ে দিয়েছে এক্সপ্রেস বুলেট। গায়ের জোরে আঘাত হেনেছে আমস্লোপোগাস, তারপরও ক্ষুরের মত ধার কুঠার ইনকোসিকাস ফিরেছে। আবার যখন ঘুরে চাইলাম, রেযুর দেহ টুকরো করে নিয়ে গেছে আমাহ্যাগাররা। পরে বোধহয় ওসব দিয়ে কবচ তৈরি করবে।

এটুকু বুঝলাম, রেযু ছিল আমার দেখা সবচেয়ে প্রকাণ্ড ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়াবহ চেহারার মানুষ। অনেক বয়স হওয়ার পরও তার ছিল অস্বাভাবিক শক্তি। আমার মনে হয়েছে তার বয়স ছিল কমপক্ষে সত্তর। এ জাতি নিজ কোনও কারণে তাকে ঘিরে তৈরি করেছে নানান অলীক গল্প।

এবার লক্ষ করলাম চেতনা ফিরেছে আমস্লোপোগাসের। চেয়েই দেখল বিলালিকে। কাছে দাঁড়িয়ে দাড়ি হাতড়ে চলেছে বুড়ো। চারপাশের পরিবেশ দেখছে দার্শনিক তৃপ্ত চোখে। যে কারণেই হোক, বিলালির ভঙ্গি দেখে রেগে গেল আমস্লোপোগাস, চেঁচিয়ে উঠল, 'কথা ভর্তি প্রাচীন থলি, আমার ধারণা তুমিই টিটকারি দিয়েছ! ভেবেছ নরখাদক ষাঁড়ের শিঙের ভয়ে পালাতে চাই!' রেযুর দেহ দেখতে এদিক-ওদিক চাইল সে। নেই দেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ক্লান্ত, কিন্তু এবার আমার ওই অপমান ধুয়ে নেব তোমার রক্তে।'

'বিজয়ী কালো নায়ক কী বলছে, রাতের অতন্দ্র প্রহরী?' খুব ভদ্রতার সঙ্গে জানতে চাইল বিলালি।

প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে বললাম বিলালিকে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে, কপালে উঠেছে চোখদুটো। ভয়ের চোটে ঘুরে ঝেড়ে দৌড়াতে লাগল। আমস্লোপোগাস অবশ্য তাকে ধাওয়া করল না।

কোর শহর পৌঁছুনোর আগে বিলালির টিকি দেখিনি।

বিশাল রেযুর পতনের পর সূর্য-পূজারিরা হাহাকার করে উঠল। একবারও ভাবেনি তাদের রাজাকে খুন করা সম্ভব। পুরো লড়াই মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখেছে। কিন্তু যখন দেখল সত্যিই মরেছে রেযু, আর দেরি করল না, প্রাণপণে পালাতে লাগল।

আমাদের আমাহ্যাগাররা তাদের পিছু নিল। তবে খানিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৌড়ে থেমে গেল। আহতদের বাগে পেয়ে খুন করল। কোনও জীবিত সূর্য-পূজারি নেই নিশ্চিত হয়ে ফিরল। আমি তাদের সঙ্গে যাইনি। তবে ততক্ষণে বুঝেছি, আমরা সত্যি যুদ্ধ জিতেছি। এ নিয়ে আর ভাবতে চাইলাম না। আমাহ্যাগারদের এই দলের আচরণ ও অদ্ভুত নিয়মগুলো বলে দেয়, এরা প্রায় পশু। রাতের এ বাদুড়রা হিংস্র ও ক্রূর, ভাল করে লড়তে শেখেনি। এক কথায়, আমি এদের সঙ্গে মিলে কিছু করতে চাই না।

আমাদের আমাহ্যাগারদের নিয়ে রেযুর অনুসারীদের খুন করতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। আরও জরুরি বিষয় মনে এসেছে। উদ্ধার করতে হবে ইনেযকে। কিন্তু সে কোথায়? হ্যান্স যদি পুরোহিতের কথা বুঝে থাকে, ইনেয আছে ওদিকের এক কুঁড়ে ঘরে। ওখানে যদি না পাই, আবার খুঁজতে বেরুব। হ্যান্সকে ডেকে নিলাম, আমস্লোপোগাসের বিশাল লাফ নিয়ে বকবক করতে লাগল সে। আমাদের সঙ্গে এল জুলু যোদ্ধারাও। ঢাল পেরিয়ে চলে এলাম কুঁড়ে ঘরের সামনে। ওটা ডাল দিয়ে তৈরি খাঁচা বলা যায়। দৈর্ঘ্যে হবে বিশ ফুট, প্রস্থে পনেরো ফুট।

দরজার বদলে পুবদিকে ফোকর। ওটা ঢেকেছে ভারী পর্দা। সামনে দাঁড়িয়ে খচখচ করতে লাগল মন। কান পাতলাম। পর্দা সরানোর সাহস হলো না। কে জানে ভিতরে কী দেখব! এরপর মন স্থির করে এক টানে সরিয়ে দিলাম পর্দা। আরেক হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। ভিতরে চোখ ফেলে প্রথমে কিছুই দেখলাম না। পাম গাছের ডাল ও পাতাগুলো ভেদ করে ভিতরে ঢোকেনি সূর্যের আলো। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে কিছুক্ষণ লাগল, তারপর দেখলাম ঘরের পিছনে সিংহাসনের মত আসনে কে যেন। আসনের সামনে দুই সারিতে বসেছে সাদা আলখেল্লা পরনে ছয়জন পূজারিণী। মনে হলো তাদের গলা থেকে ঝুলছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেকল। কোমরে বড় ছোরা। পূজারিণী ও সিংহাসনের মাঝে পড়ে আছে এক মৃত লোক। পোশাক দেখে মনে হলো সে পুরোহিত ছিল। হাতে এখনও বিশাল বর্শা। সিংহাসনে বসা মানুষটি একদম নীরব ও স্থির। ঘরের ভিতর সবাই স্তব্ধ। একবার মনে হলো এরা সবাই মারা গেছে।

'বিষাদ চোখ,' ফিসফিস করে বলল হ্যান্স। 'সঙ্গে কনের সঙ্গিনী দল। মনে হয় যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বুড়ো পুরোহিত তাকে খুন করতে আসে। কিন্তু কনের সঙ্গিনীরা ছোরা দিয়ে তাকে খুন করেছে।'

পরে বুঝলাম ঠিকই বলেছে হ্যান্স। সিংহাসনের উপর সত্যিই ইনেয। প্রচণ্ড রাগে পাগল হয়ে ওকে খুন করতে এসেছিল পুরোহিত, পাল্টা মহিলাদের হাতে মারা পড়েছে। জুলুদের নির্দেশ দিতে ফোকরের চারপাশ থেকে সরাতে লাগল ডাল। দু'মিনিট পেরুনোর আগেই ঘরের ভিতর আলো এসে পড়ল। এবার রিভলভার ও বর্শা হাতে আমরা ঢুকে পড়লাম ভিতরে। হাঁটু গেড়ে বসা মহিলারা ঘুরে চাইল আমাদের দিকে। তারা প্রত্যেকে তরুণী ও সুন্দরী। মিষ্টি চেহারা এখন রাগে বিকৃত। চট্ করে ছোরা বের করতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করলাম, হাতের ইশারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম। বুঝিয়ে দিয়েছি, কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। কিন্তু যেন বুঝতে চাইল না।

হ্যান্স ও আমি রিভলভার দিয়ে আগেই এদের কাভার করেছি। তরুণীরা খুন করেছে ওই পুরোহিতকে, কাজেই মনে হয়নি ইনেযের উপর আক্রমণ আসতে পারে। ইনেযের উদ্দেশে কী যেন বলে উঠল তারা, একইসঙ্গে মাথা নিচু করল, তারপর কোমর থেকে ছোরা বের করে ঘ্যাচ করে গেঁথে দিল নিজেদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হৃৎপিণ্ডে!

হতবাক হয়ে গেলাম। ভাবতে পারিনি এমন করুণ দৃশ্য দেখতে হবে। আজও জানি না কেন অমন করল। হয়তো তাদের উপর দায়িত্ব ছিল নতুন রানির দেখভাল করার, এবং তাদের মনে হয় নিজেদের কাজে ব্যর্থ হয়েছে। তখনই স্থির করে অপমান সহ্য করার চেয়ে মৃত্যু-বরণ ভাল। আমরা মৃত ও মৃত-প্রায় তরুণীদের বাইরে নিয়ে এলাম। তখনও যারা বেঁচে থাকল, তারা কিছুক্ষণের ভিতর মারা গেল।

আবার ভিতরে ঢুকে সিংহাসনের সামনে গেলাম। কাঠ ও হাতির দাঁত দিয়ে নকশা করা সিংহাসন। তার উপর পাথরের মত স্থির বসে আছে ইনেয। আমার মনে হলো মারা গেছে। একচুল নড়ছে না। খেয়াল করলাম চামড়ার ফিতা দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফিতার উপর বসানো সোনার কারুকাজ। কপাল ঢেকে দিয়েছে নেকাব। তবে আয়েশার নেকাব থেকে খানিক অন্য রকম। দীর্ঘ চুলের বেণী থেকে ঝুলছে বড় দুই মুক্তা। পাতলা মসলিন কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে দেয়া হয়েছে। কণ্ঠ থেকে ঝুলছে দীর্ঘ সোনার নেকলেস। তার শেষে গোল আকৃতির বিরাট লকেট। যেন ঝলমল করছে সূর্য। অত্যন্ত দক্ষতা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা।

ফিতাগুলোর গিঁঠ খুলতে না পেরে কেটে ফেললাম, আস্তে করে সরিয়ে দিলাম নেকাব।

ও যে ইনেয, কোনও সন্দেহ নেই। এবং জীবিত। বাতাস নেয়ার সময় উঁচু হচ্ছে বুক। চোখ দুটো বিস্ফারিত, কিন্তু জ্ঞান নেই। বোধহয় কোনও ধরনের ওষুধ দেয়া হয়েছে। হতে পারে ভয়াবহ কোনও দৃশ্য দেখে বিহ্বল। স্বীকার করছি, ওই মুহূর্তে খুশিই হলাম। আমি বেঁচে গেলাম, ওকে বলতে হলো না কীভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরেছে ওর বাবা।

ওকে কাঁধে তুলে বেরিয়ে এলাম ভয়ানক ওই জায়গা থেকে। দূরে একটা গাছের ছায়ায় শুইয়ে দিলাম। একটা স্ট্রেচার তৈরি করতে হবে। বুঝছি না ওর এই অবস্থায় কী ধরনের আচরণ করা উচিত। ঠিক করলাম, ওর মুখে মদ ঢেলে চেতনা ফেরাব না।

এভাবে শেষ হলো দীর্ঘ এক অভিযান, উদ্ধার পেল জুলুদের প্রিয় বিষাদ চোখ, ইনেয।

উনিশ

ফিরবার সময় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না। আবার ফিরে এলাম ধ্বংসস্তূপের শহরে। জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মত পালকি চড়ল আমস্লোপোগাস। আগেই বলেছি সামান্যতম আহত হয়নি। কিন্তু ফুরিয়ে গেছে উদ্যম। যেন শেষ হয়ে গেছে মানসিক ভাবে। কেউ ভাবতে পারেনি ওই দুঃসাহসী মানুষ নার্ভাস হবে। কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইল না, একাকী বসে রইল পালকিতে। পরে আমাকে বলল, 'ওই জাদুকর আমার সব শক্তি শুঁষে নিয়েছে।' লড়তে গিয়ে যখন বুঝল রেযুর বর্ম ভেদ করা অসম্ভব, এদিকে পিছে যাওয়া যায় না, তখন বুদ্ধি করে মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে চেয়েছে। আমাকে বলল, কমবয়সে আগেও একবার ওই কৌশল করে, প্রহরীদের টপকে পৌঁছে যায় শত্রুর কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেয়ুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আমস্লোপোগাস জানত, হেরে গেলে চলবে না। সেক্ষেত্রে মরতে হবে। শুধু তাই নয়, ওর মরণ মানেই মাকুমাযান ও অন্যদের মৃত্যু। বাধ্য হয়ে উঁচু জমিতে গিয়ে উঠেছে, ওখান থেকে লাফিয়ে শেষ করতে চেয়েছে লড়াই।

আমস্লোপোগাস বলল, 'তাকে শেষ করতে পেরেছি, কিন্তু আমি এখন লম্বা শীত শেষে গর্ত থেকে বেরুনো সাপ, রোদে পড়ে আছি।'

আমস্লোপোগাস আরও বলল, ওর কপাল ভাল যে রেয়ু ওকে নাগালে পায়নি। যদি পেত, মট করে ভেঙে দিত ঘাড়। 'ঠিক যেভাবে ভুট্টার আঁটি ভাঙে বেবুন।' আমস্লোপোগাসের এত শক্তি নেই, ওই বিশাল গরিলার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়।

ওর সঙ্গে একমত আমি। মনে পড়ল রেয়ুর বিশাল বুক। ফুলে উঠছিল মাংসপেশি। ইস্পাতের হাতলওয়ালা কুঠার যেভাবে চালিয়েছে আমস্লোপোগাসের উদ্দেশে! যাই হোক, পরে ওটা খুঁজে পাইনি। হারিয়ে গেছে, বা চুরি করেছে কোনও আগাহ্যাগার।

অবাক হয়ে ভেবেছি, কোথা থেকে এসেছিল ওই লোকের প্রচণ্ড শক্তি! দেখে মনে হয়েছে তার বয়স অনেক। কথিত স্যামসনের যেমন চুল থেকে মিলত শক্তি, হয়তো তেমনি ছিল রেয়ুর দাড়ি! এখন আর জানার উপায় নেই। পরে রেয়ু সম্বন্ধে যে কাহিনি শুনেছি, মনে হয়েছে ওই লোক সত্যিই আকৃতি ও শক্তির দিক দিয়ে ছিল হারকিউলিসের মত।

তবে বুঝি, ওই লোকের নামে যেসব ফালতু আধিভৌতিক ক্ষমতার কথা বলা হতো, সব আসলে মিথ্যা। হ্যাঁ, সে প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক, এবং দুনিয়া জুড়ে তার মত বহু লোক আজও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা, ওই লোক এখন মারা গেছে। আমি রেযুর দেহ ও বর্ম পরীক্ষা করার আগেই, হাত-পা সব ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে গেছে আমাহ্যাগার নামের রক্ত-চাটা কুকুরগুলো! দানবীয় ওই লোকের জীবনের কাহিনি শেষ। আর কখনও ফিরবে না সে।

যেখানে মারা গেছে, সেখানে কবর দিয়েছি রবার্টসনকে। কবরে নামানোর সময় বেচারার দিকে চেয়ে শিউরে উঠেছি। তাকে এক কোপে প্রায় দু'টুকরো করে দিয়েছে রেযু। অন্তরের অন্তঃস্তলে টের পেয়েছি, ওই বুনো লোক কত ভয়ঙ্কর হলে অনায়াসে একজনের দেহ ওভাবে চিরে দিতে পারে।

আমি লিখেছি সে অসভ্য, বুনো ইত্যাদি। তবে এসব দিয়ে বর্ণনা করা যায় না রেযুর। তার ছিল এক ধরনের ধর্ম। ছিল কল্পনা শক্তি। চুরি করে এনেছে সাদা এক মেয়েকে, তাকে নিজের রানি করতে চেয়েছে। আয়েশার নকল তৈরি করে অন্য এক অঞ্চলের মানুষকে নিজের অধীনে আনবার চেষ্টা করেছে। হাতে পেলে মেরে ফেলত আয়েশাকে। ইনেযের জন্য একদল সেবিকা যোগান দিয়েছে, তাদের শপথ করিয়েছে। তারাই হত্যা করেছে খুনি পুরোহিতকে, তারপর শপথ রক্ষা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করেছে। এসব থেকে বোঝা যায় রেযু কোনও অসভ্য লোক ছিল না। হয়তো ছিল হারিয়ে যাওয়া কোনও সভ্যতার প্রতীক, হতে পারে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান কোনও স্বৈরশাসক। আসলে কী ছিল, তা আমি জানি না। আর জেনেও কাজ নেই।

আমার জন্য এটা জানা যথেষ্ট যে রেযু মারা গেছে, এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ চাইলে রেযু বা তাঁর জাতি সম্পর্কে আরও জানতে পারে, সেক্ষেত্রে যেতে হবে তাদের গ্রাম বা শহরে। আমি ওখানে যেতে চাইনি।

পুরো পথ একবার নড়ল না ইনেয। যতবার গেছি ওর পালকিতে, দেখেছি শুয়ে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। ওই নিস্পৃহ মুখ দেখে ভীত হয়ে উঠেছি। মন কু ডেকেছে, বেচারি না মরে যায়। ওকে কোনও দিক থেকে সাহায্য করতে পারিনি। তবে পালকি-বাহকদের বলে দিয়েছি তাড়াতাড়ি এগুতে হবে। পাহাড়-টিলা পেরিয়ে সমতল ধরে দ্রুত চললাম আমরা। সূর্যাস্তের সময় পৌঁছে গেলাম কোর শহরে। পরিখা পেরুনোর সময় দেখা করতে এল বুড়ো বিলালি। বারবার কুর্নিশ করল, এক চোখ রেখেছে নির্দিষ্ট পালকির উপর। ওখানে শুয়েছে আমস্লোপোগাস। বুড়োর ভয়, যে-কোনও সময়ে তেড়ে আসবে সে।

যুদ্ধ জেতার পর থেকে সবাই আমাদের অন্য চোখে দেখছে। আমরা যেন স্বর্গীয় কোনও দেব।

'আমাদের মহান সেনাপতি,' বলল সে। '*যিনি সবসময় শাসন করেন* তিনি জানাতে বলেছেন, অসুস্থ সাদা মেয়ে থাকার জন্য ঘর তৈরি। আপনার বাড়ি তাঁর কাছেই। সহজে তাঁর দেখভাল করতে পারবেন।'

অবাক হয়ে ভাবলাম, আয়েশা কী করে জানল ইনেয অসুস্থ! তবে আমি এত ক্লান্ত যে, কোনও প্রশ্ন করলাম না। তাকে বললাম পথ দেখাতে। আমাদের নিয়ে এল আগের সেই অতিথিশালা থেকে একটু দূরের এক বাড়িতে। এ বাড়ি ঝাড়পোশ করে মুছে রাখা হয়েছে। মেঝের উপর আরামদায়ক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিছানা। খোলা আকাশের নীচে ঘুমাতে হবে না; ছাত নেই, কিন্তু সে-জায়গা চাটাই দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। মধ্য-বয়স্কা দুই মহিলা অপেক্ষা করছে। সাধারণ আমাহ্যাগার থেকে উঁচু পর্যায়ের মানুষ মনে হলো তাদের। বিলালি জানাল, এদের কাজ অসুস্থদের সেবা দেয়া। ইনেযকে বিছানায় শুইয়ে দেয়ার পর ওই নার্সদের হাতে ওকে তুলে দিলাম। মনে রেখেছি আমি ডাক্তার নই, যে কটা ওষুধ চিনি, সেগুলো ইনেযের উপর প্রয়োগ করার সাহস নেই। তা ছাড়া, বিলালি জানাল, যিনি সবসময় শাসন করেন, তিনি শীঘ্রি সাদা মেয়েকে দেখতে এসে সুস্থ করে দেবেন।

আমি বললাম, আশা করি তা-ই যেন হয়। এরপর নিজের বাড়িতে ফিরলাম। অপেক্ষা করছে রাজকীয় খাবার। আরও দেখলাম একটা জগ। বিলালি জানাল, ওটার তরল আমাদের তিনজনকে পান করতে হবে। এটা আয়েশার নির্দেশ। এর ফলে দূর হবে সব ক্লান্তি।

চুমুক দিয়ে দেখলাম। এ পানীয় শেরির মত ফ্যাকাসে হলদেটে। মনে হলো ওটা বিষও হতে পারে, তবে স্বাদ দারুণ ভাল। খুব কড়া মনে হলো না। একটু পর সত্যি শুরু হলো ওটার চমৎকার প্রতিক্রিয়া। দেখতে না দেখতে আমার সমস্ত ক্লান্তি হারিয়ে গেল। মনে হলো আমার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ভারী কোনও আলখেল্লা। ভাল লাগতে লাগল, জোর খিদে চাগিয়ে উঠল। গত একবছরে এমন ক্ষুধার্ত হইনি। এককথায় ওই ককটেল দারুণ জিনিস। দুঃখের কথা ওটার রেসিপি আমার জানা নেই। পরে অবশ্য আয়েশা জানিয়েছে ওটা ডিসটিল করা হয়েছে নিরীহ লতা থেকে। ভিতরে কোনও অ্যালকোহল ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও ক্ষতি হবে না বুঝে খানিক দিলাম হ্যান্সকে। এরপর আমস্লোপোগাসকে। সে বসেছে আহত জুলুদের পাশে। তার কাছ থেকে জানলাম, আহত যোদ্ধারা প্রায় সুস্থ। ওই পানীয় দিলাম গোরোকোকে। সে-ও হতক্লান্ত। কারও উপর খারাপ কোনও প্রভাব পড়ল না। বরং চাঙ্গা হয়ে উঠল সবাই।

এরপর মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নিলাম দারুণ ডিনার। পেট ভরে খেলাম, কিন্তু হ্যান্সের কাছে আমি যেন শিশু। একটু দূরে বসে আমার কয়েক গুণ খাবার সাবড়ে দিল। খাওয়া শেষে বলল, 'বাস্, সত্যিই খারাপ কিছু হতে পারত, কিন্তু বদলে ভাল হয়েছে। লাল-দাড়ি বাস মরেছে তা মন্দ না। পাগল নিয়ে চলা কঠিন। তবে আপনার যাজক বাবা কষ্টে পড়লেন। ওই আগুনের দেশে লাল-দাড়ি বাসের উপর কড়া নজর রাখতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'পাগল হয়ে যাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু এখন ভয় লাগছে রবার্টসনের মেয়ে ওই একই পথে চলেছে।'

'না, বাস্,' খুশি স্বরে বলল হ্যান্স। 'মনে হয় তাঁর ভিতর একটু পাগলামি থাকবে, রক্তের ভিতর আছে তো, তার উপর ভয়ঙ্কর সব ঘটনা দেখেছে—তবে ভালই থাকবেন। বুড়ো যিকালির মাদুলি তাঁকে মরতে দেবে না। ওটা জানে, বিষাদ চোখকে উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক খেটেছি। বাস্, ওই মাদুলি দারুণ জিনিস! প্রথমে আপনাকে আমাহ্যাগারদের সেনাপতি করেছে, নইলে ওরা লড়ত না। এসব ভাল করেই জানত কপাল-বাঁধা ডাইনী। তারপর ওই মাদুলি পুরো যুদ্ধে আমাদের ভাল রেখেছে। আমস্লোপোগাসকে শক্তি দিয়েছে, নইলে কিছুতে বিরাট মানুষখেকোকে শেষ করতে পারত না।'

'ওটা কেন আমাকে খুন করার শক্তি দিল না, হ্যান্স? আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো এক্সপ্রেস বুলেট ছুঁড়েছি ওর বুকে। টোকাও পড়েনি তাতে। অথচ ষাড়-বাফেলো কাঠির উপর নাচলেও গুলি লাগার কথা।'

'বাস, এ তো সহজ কথা, আপনি গুলি লাগাতে পারেননি। আপনি তো বেশিরভাগ সময় অন্য কিছুর উপর গুলি ছোঁড়েন।'

এ অপমানের পর লাফিয়ে উঠে লাথি দিতে চাই কি না, তা দেখছে সতর্ক হ্যান্স। তবে চুপ থাকলাম। পরিস্থিতি আওতার ভিতর দেখে নিয়ে বলতে লাগল, 'অথবা ঘন দাড়ির নীচে দারুণ কোনও বর্ম ছিল। আমাহ্যাগারদের দেখেছি তার দাড়ি-চুল ছিঁড়ছে। হাত-পা সব নেয়ার সময় দেখলাম সেগুলোর সঙ্গে দস্তার টুকরো। মাদুলি চেয়েছে আপনাকে নয়, আমস্লোপোগাসকে দিয়ে তাকে খুন করাবে। নইলে তো বাকি জীবন মনের কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকত আমস্লোপোগাস। অথচ দেখুন এখন, দুই লেজওয়ালা মোরগের মত কক্-কক্ করছে। শুধু ভোরের বদলে এখন সারারাত বাক দেবে। মনে করে দেখুন, বাস, রেযু যখন পাল্টা হামলা করছে, আর আমাদের আমাহ্যাগাররা ভাগতে চাইছে, তখন দারুণ মাদুলি আবারও তাদের মন ঘুরিয়ে দিল। আমাদের আমাহ্যাগারদের খেয়ে ফেলা হবে, সেসব ভুলে ওরা সাহসী হয়ে উঠল, ঠিক সময়ে হামলা শুরু করল।'

'সত্যিই? কিন্তু আমার ধারণা ওই যুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছে মন্দিরের সেই পূজারিণী। তাকে দেখতে পাওনি, হ্যান্স?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি, বাস্। আমার ধারণা সে তখন মুখ থেকে কাপড় তোলে, আর তার ভয়ঙ্কর বুড়ি চেহারা দেখে রেযুর লোক খুব ভয় পায়। তবে আসল ওই মাদুলি। ওটাই আসল, বুড়ি আর কী করত? কখনও দেখেছেন কোনও মেয়ে যুদ্ধে কাজে এসেছে? এদের কাজ বড়জোর শিশুদের লালন-পালন করা। ওই বুড়ি তাও পারেনি। কাপড়ের নীচে এমন লুকিয়ে থাকত, তাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা লোক বিয়ে করেনি।'

লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ দেখলাম, ঘরের ভিতর হ্যান্সের ছয় ফুট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আয়েশা!

উৎসাহ নিয়ে বলে চলেছে হ্যান্স, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন, ওই কাপড়ের ঝুলি আসলে অতি সাধারণ বুড়ি। খামোকা মানুষকে ভয় দেখায়। বোঝাতে চায় তার ক্ষমতা আছে। এখন বোঝাতে চাইবে আমাহ্যাগারদের খেয়ে যেতে বাধ্য করেছে। অথচ আসল জিনিস পথ উন্মুক্তকারীর ওই মাদুলি। পারলে আমার সামনে আসুক বুড়ি, মুখের উপর এ কথা বলে দেব।'

ততক্ষণে অবশ হয়ে গেছে আমার দেহ, তারপর মনে পড়ল হ্যান্স কথাগুলো বলেছে ডাচ ভাষায়। এ ভাষা জানে না আয়েশা। একটু সামনে বাড়ল, ফলে ওর ছায়া গিয়ে পড়ল হ্যান্স ও সামনের মেঝের উপর। মাথা ঢাকা বিকৃত ছায়ার দিকে চাইল হ্যান্স, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল। কয়েক মুহূর্ত ওই মূর্তির দিকে চেয়ে রইল, যেন বরফে জমে গেছে। তারপর ভীষণ ভয়ে চিৎকার ছেড়ে এক লাফে বাড়ি ছেড়ে রাতের আঁধারে ভেগে গেল।

'মনে হয় চিতাবাঘ যখন গাছের কাছে নেই, তোমার ওই হলদেটে বাঁদর ডাল ছোঁড়ে,' বলল আয়েশা। 'তবে চিতাবাঘ কাছে এলে পালাতে থাকে। আমাকে কিছু বোঝাতে যেয়ো না, ওই বেবুন আমার নামে খারাপ কথা বলছিল। আমার নেকাবের ব্যাপারে ওর খুব কৌতূহল। সে ভাবে, সুন্দরী মেয়েরা সর্বক্ষণ পুরুষদের রূপ দেখাতে চায়।'

মুখ শুকিয়ে গেছে আমার, তারপর দেখলাম মৃদু হেসে ফেলল আয়েশা। কৌতুক বোধ করছে। বলল, 'বাঁদরটা নিজের মনে থাকুক। যখন গুপ্তচর হয়ে রেযুর শিবিরে খুনি পুরোহিতকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ করল, তখনই জানি সে ভাল আর সাহসী বাঁদর।'

'ওর মনের কথা জানলে কী করে?' জানতে চাইলাম। 'অন্য ভাষায় বলেছে। ওই ভাষা তুমি জানো না।'

'হয়তো মানুষের চেহারা পড়তে পারি, অ্যালান।'

'বা কারও পিঠ।' মনে পড়ল হ্যান্স ওর দিকে পিঠ দিয়ে ছিল।

'হয়তো বুঝতে পারি কারও পিঠ, কণ্ঠস্বর, বা হৃদয় থেকে। কীভাবে জানি, এটা বড় বিষয় নয়। মূল কথা: আমি যে-কারও মন পড়তে পারি। যাক এসব, আমাকে নিয়ে চলো সাদা-মেয়ের কাছে। রেযু ওকে বউ করতে চেয়েছে। চোখের সামনে বলি দিতে চেয়েছে ওর বাবাকে। তারপর কাজের মেয়েকে যেভাবে খেয়েছে, ওই লোককে খেয়ে নিত। এখন তো ওর বাবা মারা গেছে, আর হলদেটে বাঁদর বলেছে তা ভাল হয়েছে... না, আবার জানতে চেয়ো না কীভাবে ওর পিঠ থেকে বুঝলাম।' হেসে ফেলল আয়েশা। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওই মানুষের মগজ পচে যায়। যদি বেঁচে থাকত, মরা পর্যন্ত কষ্ট পেত। ভাল হয়েছে পুরুষের মত লড়াই করে মরেছে। তার মেয়ে তো বেঁচে আছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে ওর মন।'

'অ্যালান, ওই মেয়ে যে কষ্টের ভিতর পড়েছে, ওর অন্তর শূন্য থাকা আশীর্বাদ। তুমি বুঝবে কী বলেছি—তোমার জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছে, ভেবেছ একটু যদি ঘুমাতে পারতে। সত্যি বলতে স্বপ্নহীন গভীর ঘুম হচ্ছে স্বর্গ পাওয়ার মত। ...এবার আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলো।'

পাশের ভাঙা বাড়িতে চলে এলাম। এখনও বিছানার উপর শুয়ে ইনেয। পরনে রেযুর দেয়া পোশাক। তবে মুখের সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে নেকাব। চোখদুটো এখনও বিস্ফারিত।

কিছুক্ষণ ইনেযের দিকে চেয়ে রইল আয়েশা, তারপর বলল, 'রেযু ওকে ঠকাতে চেয়েছে এবং পেরেছে। আমার বর্বর প্রজারা ওকে মেনে নিত, রাজকীয় সিলও দেয়া হয়েছে!' ইনেযের বুকের দিকে আঙুল তুলল আয়েশা। আলোর ভিতর ঝিকমিক করছে সূর্যের প্রতিকৃতি। 'এই মেয়ে সুন্দরী, ভদ্র ও ফর্সা। বহু বছর পর এত লক্ষ্মী মেয়ে চোখে পড়ল। কখনও কাউকে ঠকাতে চায়নি। কিন্তু এখন আতঙ্কে ডুবেছে অন্তর। ওই মন জাগিয়ে তোলা সম্ভব। এখন কিছু না বুঝতে পারা ওর জন্য ভাল। নইলে বিগড়ে যেতে পারে মগজ। সেক্ষেত্রে আমার জাল দিয়ে ওকে ফিরাতে পারব না। ওর বাবার তা-ই হয়েছিল। ইনেয আপাতত এমন থাকুক। ভবিষ্যতে স্মৃতি ফিরবে। কিন্তু সেই স্মৃতি খুব জোরাল হবে না। আবছা দেখবে ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো। সবই থাকবে অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের মত, আর কে তা মনে রাখে! ...অ্যালান একটু সরে দাঁড়াও। মেয়েরা, এবার কিছুক্ষণের জন্য এখান থেকে চলে যাও।'

ওর নির্দেশ মেনে নিলাম, কুর্নিশ করে চলে গেল নার্সরা। মুখের সামনে থেকে নেকাব সরিয়ে নিল আয়েশা, ইনেযের পাশে বসল। দেখতে চেষ্টা করিনি বলব না, কিন্তু এমন ভাবে বসেছে, ওর মুখ দেখতে পেলাম না। মনে হলো দুই ঠোঁট রাখল ইনেযের ঠোঁটের উপর, তারপর ফুঁ দিল। একহাত উঁচু করে দোলাতে লাগল, অন্য হাত রাখল ইনেযের হৃৎপিণ্ডের উপর। এক মিনিট বা তারও বেশি সময় ধরে ইনেযের চোখের সামনে দোলাতে লাগল হাত, মাঝে মাঝে কপাল স্পর্শ করল আঙুলের ডগা দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর উঠে বসল ইনেয। আয়েশা মেঝে থেকে নিল দুধের বোতলের মত জগ, ওটা তুলে ধরল বেচারির ঠোঁটে। দুধ পান শেষে আবারও শুয়ে পড়ল ইনেয।

'আমি ওকে জাদু করেছি,' আমাকে কাছে যেতে ইশারা করল আয়েশা।

সামনে বেড়ে দেখলাম ইনেয চোখ বুজে ফেলেছে। মনে হলো স্বাভাবিক গভীর ঘুমে ডুবে গেছে।

'আজ রাতের মত ঘুমিয়ে পড়েছে,' বলল আয়েশা, 'আর ঘুম থেকে ওঠার পর শিশুর মত আনন্দে থাকবে। নিজেকে খুঁজে পাবে নিজ বাড়ি ফিরে। তখন থেকে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠবে। ততদিনে এসব ভুলে গেছে। তুমি বলবে নদীর দানবগুলোকে শিকার করতে গিয়ে মরেছে ওর বাবা। আর যাদের খুঁজবে, তাদের ব্যাপারে বলবে, তারা কোথাও চলে গেছে। তবে আমার ধারণা, যখন বুঝবে ওর বাবা নেই, অন্য দিকে তেমন নজর দেবে না। ওর মনকে তেমন করে দিয়েছি।'

'হিপনোটিক সাজেশন,' ভাবলাম। 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওটা কাজ করুক।'

মনে হলো আমার হৃদয় পড়ল আয়েশা, আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না, অ্যালান। আমি ওষুধ ও অনেক কিছু দিয়ে চিকিৎসা করতে পারি। প্রকৃতির লুকানো বহু কিছু জানি। কালো-মানুষ বা হলদেটে বাঁদর আমাকে যতই ডাইনী বলুক, আমি কারও ক্ষতি করছি না।'

'প্রকৃতির কথা যখন তুললে, যুদ্ধে সঠিক মুহূর্তে হাজির হলে, আবার হারিয়ে গেলে—কীভাবে?' জানতে চাইলাম।

'তা-ই করেছি, অ্যালান। বহু দূর থেকে দেখলাম আমার আমাহ্যাগাররা পালাতে চাইছে, তখন গেলাম ওদের সাহস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিতে। রেযুর যোদ্ধাদের মনের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম ভয়।'

'কিন্তু গেলে কী করে?'

হেসে ফেলে বলল, 'আমি হয়তো যাইনি, অথচ ভেবেছে গেছি। বড় কথা, সবার মনে হয়েছে আমি ওখানে। সেসময় আর কিছু করার ছিল না।'

চেয়ে রইলাম। বাধ্য হয়ে বলল, 'আরে বোকা মানুষ, আর জানতে চেয়ো না। সে জ্ঞান তোমার মাথার অনেক উপর দিয়ে যাবে। ...আচ্ছা, ঠিক আছে, অজ্ঞতার কারণে তুমি ভাবো আত্মা থাকে শুধু দেহের ভিতর। ঠিক নয়?'

ওকে বললাম, আত্মার বিষয়ে তেমনই ধারণা করি।

'কিন্তু অ্যালান, উল্টো জানো। আসলে দেহ থাকে আত্মার ভিতর।'

'যেমন ঝিনুকের ভিতর মুক্তা থাকে?'

'খানিকটা তেমন। মুক্তা তোমার কাছে দারুণ সুন্দর। কিন্তু ঝিনুকের কাছে ওটা অসুখ, একটা বিষ। ঠিক তেমনি আত্মার কাছে মানুষের দেহ যেন বিষ। সাদা-পবিত্র আত্মা সবসময় দেহকে নিজের মত খাঁটি করতে চায়, তবে কখনও কখনও পারে না। মনে রেখো অ্যালান, দেহ আর আত্মা পরস্পরের চরম শত্রু, কিন্তু অনেক উপর থেকে নির্দেশ এসেছে: ও-দুটো নিজেদের ঘৃণা ভুলে চলবে। একটা যেন আরেকটাকে পবিত্র করে। তা যদি না করে, চিরকালের জন্য আলাদা হয়। আত্মা চলে যায় তার নিজ স্থানে। দেহ নষ্ট হতে থাকে।'

'অদ্ভুত থিয়োরি,' বললাম।

'তোমার কাছে নতুন থিয়োরি মনে হচ্ছে? এতই নতুন, কখনও বুঝবে না তুমি। অথচ যা বলেছি, প্রতিটি কথা সঠিক। মানুষের পাঁজর থেকে আত্মা মুক্ত হলে, মিলতে পারে মহাবিশ্বের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্মার সঙ্গে। আর মানুষ তাকে বলে ঈশ্বর। সে আত্মাকে নানান নাম দেয়া হয়েছে। ওটা আসলে জ্ঞান ও সব ক্ষমতার আধার। তার ভিতর ঢুকতে পারে শুধু পবিত্র মানুষের আত্মা। ওই কূপ থেকে নিতে পারে বিপুল জ্ঞান ও ক্ষমতা। অন্তত আমি তা-ই পারি। কাজেই তুমি এখন জানলে আমি কেন এত শিক্ষিত, কীভাবে দেখা দিয়েছি যুদ্ধের ময়দানে। প্রয়োজনে গেছি, আবার কাজ শেষে ফিরেছি।'

'হ্যাঁ, তা-ই আসলে,' শুকনো স্বরে বললাম। 'ঠিক বুঝেছি এবার। এত সহজ-সরল করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

মৃদু হেসে ফেলল আয়েশা। একবার ঘুমন্ত ইনেযকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, এ মেয়ের পবিত্র দেহ আছে বড় এক আত্মার ভিতর। তবে সেই আত্মার রং কালচে। প্রতিটি আত্মার রং আলাদা, তাদের দাগ ভিন্ন রকম। এই মেয়ে আনন্দিত থাকতে পারবে না।'

'কালো-মানুষরা ওর নাম দিয়েছে বিষাদ চোখ।'

'তা-ই? তা হলে আমি ওর নাম দিলাম বিষাদ-হৃদয়। খুব কম খুশি থাকবে, তবে ভুলে যাবে বেশিরভাগ কষ্টকে। ওর মনে পড়বে না আরেকটু হলে রেযুর আলিঙ্গনে আটকা পড়ত।'

'ইনকোসিকাস নামের কুঠার ওকে রক্ষা করেছে,' বললাম। '...বলবে, আয়েশা, কেন কুঠারের কোপ বা রাইফেলের বুলেট রেযুর বুক ভেদ করল না?'

'অ্যালান, বোধহয় ওর বুকে অনেক মজবুত বর্ম ছিল। আর পিঠে কিছু ছিল না।'

'সেক্ষেত্রে অন্য কাহিনি বললে কেন?' জানতে চাইলাম। 'তুমি তো বলেছিলে সে জীবনের পেয়ালা থেকে চুমুক দিয়েছে...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে সময় সব জানাইনি। তা ছাড়া, অ্যালান, তুমি কৌতূহলী ছিলে। কেউ নিজে যা জানে, তার চেয়ে ঢের অদ্ভুত কাহিনি শুনতে ভালবাসে। এ থেকে জ্ঞান নাও। যা করি তার উপর বিশ্বাস রেখো, কিন্তু কখনও মুখের কথা বিশ্বাস কোরো না।'

'বিশ্বাস করিইনি তো,' বিরক্ত হয়ে বললাম।

হেসে বলল, 'যা আগে থেকেই জানি, তা নতুন করে বলার দরকার কী? যে যার বিশ্বাস নিয়ে থাক। হয়তো তোমরা সবাই বোকা। অথবা হয়তো সবচেয়ে বড় বোকা আমি। ...এবার আমাকে নিয়ে চলো যোদ্ধা আমস্লোপোগাসের কাছে। তাকে ধন্যবাদ দেব। হলদেটে মানুষকেও। অবশ্য সে আমার বিষয়ে বাজে কথা বলে। জানে না আমি রাগলে ওর চিরতরে বিদায় নিতে হবে।'

'রেযু আর ওর যোদ্ধাদের ওভাবে বিদায় দিতে, আয়েশা।'

'তোমাকে সেনাপতি করে আমস্লোপোগাসের কুঠারের মাধ্যমে সবই করেছি। তোমরা ছিলে আমার হাতের মুঠোর ভিতর, আমি কেন কষ্ট করতে যাই?'

'আসল কথা, আয়েশা, রেযুকে ঠেকানোর ক্ষমতা তোমার ছিল না। আমি অন্তত তা-ই বুঝেছি।'

'আমার কথা তুষারের মত, গরমে মিলিয়ে যায়। অন্তরে লুকানো থাকে ভাবনা। ঠিক যেভাবে নেকাব লুকিয়ে রাখে আমার রূপ। আমার প্রতিটি কথার আড়ালে থাকে অন্য কথা। তবে তুমি বুঝতে পারো না। রেযু ভেবেছে আমার কোনও ক্ষমতা নেই, তারপর দেখল টিলা থেকে রাতের আত্মার মত নেমে আসছি, চলেছি তার সেনাবাহিনীর দিকে। একদিন হয়তো আকাশে ওড়ার মত বহু কিছু শিখব।'

আর কিছু বললাম না। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কী?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিষ্কার বলে দিয়েছে আগে যা বলেছে, সব মিথ্যা। মনে প্রশ্ন ছিল, আমাহ্যাগাররা ওই কবচকে বিশ্বাস করল কেন, কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম না। আরেকটু মিথ্যা শুনে কী হবে!

অতিথিশালায় ফিরবার পথে বলল, 'জানো আমাহ্যাগাররা কেন কবচ না দেখে তোমাকে সেনাপতি করতে চায়নি? ওদের পুরোহিতরা তোমার ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেনি। আজ থেকে শত শত বছর আগে একটা জিনিস পায় তারা। কাঠে খোদাই করা প্রতিকৃতি। ওটা ছিল এক জাদুকরের মুখ। আমার আগে যে মহিলা এ জাতির প্রধান ছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে জাদুকর। মহিলা দেখতে ছিল ঠিক আমারই মত। তাকে মা বলতে পারি, অ্যালান, তার ছিল বিপুল জ্ঞান।

'সে সময়ে লুলালার অনুসারীদের সঙ্গে রেযুর দাদার লড়াই বাধতে চলেছে। কিন্তু ওই যিকালি লুলালার প্রজাদের বলল, এখন রেযুর লোকদের সঙ্গে লড়াই চলবে না। পরে কোর শহরে আসবে এক সাদা-মানুষ, তার সঙ্গে থাকবে কবচ। ওটা দেখতে হবে জাদুকরের মুখের মত। সাদা-মানুষ আসার পর আমাহ্যাগাররা যুদ্ধ জিতবে, দখল করবে রেযুর দেশ। শত বছর ধরে এই কাহিনি চলেছে। এ কাহিনি খুব সাধারণ, কাজেই তুমি ভাবলে ওটা স্রেফ গালগল্প। আমার কথা বুঝেছ, মহাজ্ঞানী, অ্যালান?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' বললাম। 'তবে বুঝলাম না শত বছর আগে যিকালি এখানে এল কী করে। মানুষ অত দিন বাঁচে না। অবশ্য যিকালি বলতে চায় সে বহু কাল ধরে বেঁচে আছে।'

'আমিও বিশ্বাস করি না। তবে ওর বাবা অথবা দাদা এখানে এসেছে। খেয়াল করলে দেখবে পঙ্গু মানুষের উত্তর পুরুষ কখনও হয় পঙ্গু। আরেকটা বিষয়, ভাল জাদুকরের বংশে রয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায় জাদুকরী ক্ষমতা।'

এবারও কোনও জবাব দিলাম না। অন্তর থেকে বুঝছি আমাকে নিয়ে খেলতে চাইছে আয়েশা। আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। আমস্লোপোগাস এবং ওর লোক একটা ক্যাম্প ফায়ার ঘিরে বসেছে। চুপ করে বসে আছে আমস্লোপোগাস। গোরোকো হাত-পা নেড়ে দেখিয়ে চলেছে যুদ্ধ আর ওই কুঠার লড়াই। তার সঙ্গে চলছে বর্ণনা। দুই যোদ্ধা লড়াইয়ে অংশ নিতে পারেনি, তারা কম্বল থেকে মাথা বের করে উপভোগ করছে। কিন্তু হঠাৎ সবার চোখ পড়ল আয়েশার উপর। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, রাজকীয় সালাম জানাল।

সবার কণ্ঠ থেমে যাওয়ার পর বলে উঠল আয়েশা, 'সিংহের ছেলে আমস্লোপোগাস, আমাকে বলা হয়েছে তুমি রেযুর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করেছ। আগে নাকি এমন লড়াই কেউ দেখেনি। আর কখনও দেখবে না।'

জুলু ভাষায় আমস্লোপোগাসকে বললাম। কথা ঠিক, জোর দিয়ে জানাল জুলু সর্দার।

আয়েশা বলতে লাগল, 'ওই লড়াই আর লাফের জন্য, শুধু তা-ই নয়, পরে আরও বহু কাজের জন্য শত বছর তোমার নাম মনে রাখবে মানুষ। ...কিন্তু মরা মানুষ খ্যাতি দিয়ে কী করবে? তাই তোমাকে অন্য কিছু দিতে চাই। তুমি এখানে থেকে যাও, আমার হয়ে শাসন করো এই দেশ। তোমার গবাদি পশুর শেষ থাকবে না। বিয়ে করবে দেশের সেরা সুন্দরী মেয়েদের। একটা অভিশাপ সরিয়ে দেব, তুমি পাবে অসংখ্য ছেলে-মেয়ে। এবার বলো এ দেশে থাকবে কি না, কুঠারের মালিক?'

আমার কথা শোনার পর কিছুক্ষণ ভাবল আমস্লোপোগাস। তারপর বলল, 'সাদা সর্দারনী চমৎকার কথা বলে। যখন খুশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা দেন, আবার উধাও হন। পাহাড়-চূড়ার মেঘের মত ঢেকে রাখেন মুখ। ...কিন্তু মাকুমাযান, আপনি নিজে কি সাদা সর্দারনীকে বিয়ে করে এ দেশে থেকে যাবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে মানা করে দিলাম। তবে ক' মুহূর্ত পর আফসোস হলো। কথাগুলো জুলু ভাষায় বললে হবে কী, আমার মুখোচ্ছবি থেকে বুঝে নিয়েছে আয়েশা।

ভদ্র কিন্তু শীতল স্বরে বলল, 'ওকে বলো, অ্যালান, তুমি এখানে থাকছ না, আমাকে বিয়ে করছ না। হয়তো সে সুযোগ তুমি পেয়ে হারিয়েছ। যার হৃদয়ে বারবার টোকা দিয়েছে মেয়েরা, তেমন কাউকে আমিও বিয়ে করব না। তাদের ভিতর আবার কালো-মেয়েও আছে! তা ছাড়া, যে মনে করে সব শিখে ফেলেছে, তাকে কিছু শেখাবে কে! তার সঙ্গে থাকবে কে! অ্যালান, চাইলে আমস্লোপোগাসকে এ কথাগুলো বলতে পারো।'

'ওকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না,' রাগ চেপে বললাম।

'বলার প্রযোজন কোথায়। যা বলার তো আগেই বলেছ। তুমি কোর শহরে থাকছ না। আর তুমি না থাকলে কুঠারের মালিক থাকবে না। আমার মন বলছে এখান থেকে অনেক দূরে বিশাল এক যুদ্ধে মরবে কালো-মানুষ। আর তার আগে বহু কষ্ট পেতে হবে ওকে। কখনও নারীর ভালবাসা পাবে না। অ্যালান, ওকে বলো, যদি আমার কাছে কোনও পুরস্কার চায়, সেটা আমি দেব।'

অনুবাদ করলাম। জবাবে বলল আমস্লোপোগাস, 'আমি যে যা পেয়েছি তা আমার জন্য বড় পুরস্কার। তবে, রানি যদি আমার অন্তরের সে ভালবাসার মেয়েটিকে দেখান, খুব খুশি হব। আমি আরও জানতে চাই, তাকে অন্য কোথাও খুঁজে পাব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি না।'

জবাবে আয়েশা বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। অ্যালান, তোমার মনে একই প্রশ্ন। পৃথিবী থেকে চলে গেছে এমন কিছু মানুষকে দেখতে চাও। বেশ, আমার সাধ্যমত করব। তবে সেজন্য আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। নইলে আঁধার দরজা পেরুনো অসম্ভব। শুধু আমার কথায় ওই দরজা খুলবে না। আগামীকাল সূর্যাস্তের পর তোমরা দু'জন এসো।'

এরপর প্রসঙ্গ পাল্টে নিল আয়েশা, কোর শহরের ইতিহাস বলতে লাগল। সে দীর্ঘ কাহিনি। সত্যিই না মিথ্যা, তা অবশ্য জানি না। তবে সে গল্প এই পাণ্ডুলিপিতে সংযুক্ত করলাম না।

একসময় মনে হলো হঠাৎ করেই ক্লান্ত হয়ে গেল সে। হাতের ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, আপাতত আলাপ শেষ। দুই আহত জুলুর পাশে গেল, একে একে ওদের স্পর্শ করল, তারপর ফিরতি পথ ধরল। অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'ওরা এখন থেকে আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

বিশ

আয়েশা চলে যাওয়ার পর নিজে আহত জুলুদের পরী[illegible] করলাম। ওরা পুরো সুস্থ হলে আর দেরি না করে রওনা হ[illegible] এখন আর কোনও কাজ নেই আমার। আয়েশার কোনও ক[illegible] বিশ্বাস করি না, কাজেই সুযোগ পেলেই অপমান করছে। মিথ্যা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর মিথ্যা বলেছে। তা স্বীকারও করেছে। আমি বুঝে ফেলেছি, ওর সঙ্গে আমার বনবে না।

যেমন ওই রেযুর ব্যাপারে বলেছে, জীবনের পেয়ালা থেকে সুধা পান করেছে সে। কিন্তু পরে দেখা গেল বর্বরটা সাধারণ এক সর্দার। তার বংশ শত বছর ধরে শাসন করেছে আমাহ্যাগারদের। এর বেশি কিছু নয়। প্রথম গল্পে আয়েশা বলেছে, সে নিজে ওই সুধা পান করেছে। হাজার বছর ধরে আছে। তার মা'র সঙ্গে এখানে আসে। সে মহিলা নিজে আমাহ্যাগারদের শাসন করেছে। এসব গাঁজাখুরি গল্প অবিশ্বাস করায় আমার উপর খেপেছে সে। বানোয়াট গল্প আর দার্শনিক তত্ত্বের মিশেল দেয়া এসব কাহিনি কে-ই বা বিশ্বাস করবে?

বোধহয় আমি অবিশ্বাস করেছি বলে নয়, অন্য কারণে রেগেছে। আমাকে রূপ দিয়ে বশ করতে পারেনি। বিচার-বুদ্ধি হারাইনি। আসলে অনেক দিন কোনও সাদা-মানুষ এখানে আসেনি, আর গল্পের সেই ক্যালিক্রেটে সঠিক সময়ে হাজির হয়নি। অথচ আয়েশার ধারণা ছিল, আমি সে লোক। এসব কারণে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে সে।

একটু আগে আমস্লোপোগাস আমার কাছে জানতে চেয়েছে আয়েশাকে বিয়ে করব কি না। যেভাবে হোক মেয়েটা আমাদের দু'জনের কথা বুঝতে পেরেছে। আমি খেয়াল করেছি, এক মুহূর্তের জন্য আয়েশা চেয়েছিল আমাকে বিয়ে করতে। আমি ওর ওই চিন্তা ধরে ফেলি, কাজেই রাগে গনগনে হয়ে উঠেছে।

তখনই ঠিক করেছি, যত দ্রুত সম্ভব ইনেযকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হবো। জুলুদের পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠলাম। মনে মনে হাসলাম, আমাকে বিস্মিত করতে চেয়েছে আয়েশা। ওর ভাব ছিল এমন, এবার সুস্থ করে দেবে ওদের। আসলে জুলু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যোদ্ধাদের ক্ষত মারাত্মক ছিল না। শুকিয়ে এসেছে ঘা। ওরা নিজেরা আমাকে জানাল, প্রায় আগের মত শক্তি ফিরে পেয়েছে।

এরপর ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে চাইলাম। মাথার ভিতর ঘুরতে লাগল: আয়েশা কীভাবে যুদ্ধে হাজির হয়েছিল? আবার অদৃশ্য হয় কীভাবে? তবে এ নিয়ে বেশি ভাবতে গেলাম না। বলল অন্তর, চিন্তা করবে না, একসময় এ রহস্য তুমি জানবে।

সকাল দশটার সময় জেগে দেখলাম একদম তরতাজা হয়ে গেছি। বোধহয় ওই শেরির মত তরলের কারণে। মনে হলো সমুদ্র-তীরে এক সপ্তাহ ধরে বিশ্রাম নিয়েছি। আর যারা ওই পানীয় পান করেছে, প্রত্যেকে বলল খুব ভাল ঘুমিয়েছে।

দিনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিলাম আরাম করে। সঠিক সময় খেয়ে নিলাম। ওই যুদ্ধের ব্যাপারে আলাপ হলো সবার সঙ্গে। অতিরিক্ত ধূমপান হয়ে গেল। বলতে ভুলে গেছি, আমাহ্যাগারদের কাছ থেকে পেয়েছি দারুণ তামাক। ওরা ধূমপান করে না, তবে নস্যি হিসাবে ব্যবহার করে। অতিরিক্ত আলস্যি করলে যা হয়, বিকেলের আগে বিরক্ত হয়ে উঠলাম—মন বলল আমার জীবনে কোনও উদ্দেশ্য নেই। খারাপ লাগতে লাগল। শেষে চলে গেলাম ইনেযকে দেখতে। গিয়ে দেখি তখনও সে ঘুমিয়ে। এমনই হবে, বলেছে আয়েশা। নার্সদের কাছ থেকে জানলাম, সঠিক সময় ঘুম থেকে উঠেছে, তারপর দুধের সর খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু ভয় পেলাম, বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ফিরে আহত জুলুদের সঙ্গে গল্প করলাম। ওরা এখন হাঁটাচলা করতে পারে। তবে লড়াই করতে না পেরে ভীষণ বিরক্তি ধরে বসেছে ওদের।

একবার হ্যান্সকে খুঁজলাম, তবে বরাবরের মত রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছে। বিকেল এল ঘনঘনে গরম নিয়ে। তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেঘ জমে শুরু হলো বজ্রপাত। মনের ভিতর এসে ভিড় করল নানা চিন্তা। সেগুলো এখানে লিখছি না।

মনকে কেমন যেন ছেয়ে ফেলল অস্বস্তি। ভাবতে ভাল লাগল না সূর্যাস্তের পর আয়েশার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। এর একটু পর হ্যান্স ফিরে বলল, আমাকে যেখানে সেনাপতি করা হয়, সেখানে জড় হয়েছে আমাহ্যাগার সেনাবাহিনী। হ্যান্সের ধারণা, তাদের পরিদর্শন শেষে পুরস্কার দেবে আয়েশা। কেন ওর এমন মনে হয়েছে, তা বুঝলাম না।

এ কথা শুনে আমস্লোপোগাস ও অন্য জুলুরা বলল, আমি যদি ওখানে যাই, তারাও আমার সঙ্গে গিয়ে দেখবে কী ঘটে। আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, আর আমাহ্যাগারদের দেখতে চাই না। তবে না গেলে তর্ক শুরু হবে। বাধ্য হয়ে বললাম, যাব। কিন্তু দেখব দূর থেকে।

আমাদের সঙ্গে এল আহত জুলুরা। পুরনো শহরের ভাঙা দেয়ালের কাছে চলে এলাম। একটু দূরে বিশাল সেই শুকনো পরিখা। আমরা বসলাম ভাঙা দেয়ালে। এমন ভাবে, আমরা আমাহ্যাগারদের দেখব, তবে আমাদের দেখবে না। দু'দিন আগের যুদ্ধে হ্রাস পেয়েছে সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা। কয়েক শ' গজ দূরে দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে সর্দাররা। একদল লোককে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে, বোধহয় যুদ্ধ-বন্দি। দুই ঠোঁট দিয়ে বিশ্রী আওয়াজ করল হ্যান্স, বুঝিয়ে দিল ওই লোকগুলোকে বলি দেয়া হবে।

আশা করি এমন হবে না, হাই তুলে বললাম। আজ বিকেলে ভ্যাপসা গরম পড়েছে। এ ধরনের আবহাওয়া কম দেখেছি। সূর্য হারিয়েছে কালো মেঘের আড়ালে। বাতাসে ভাসছে জলকণা। ওই জলকণা কখনও এতই ঘন, চারপাশ হয়ে উঠছে আঁধার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার খানিক আলো ফিরলে চোখে পড়ছে কালচে ধূসর প্রকৃতি। ওই আলো অস্বাভাবিক ও অশুভ মনে হলো। ঠিক যেমন হয় সূর্য-গ্রহণের সময়।

জুলুদের জাদুকর গোরোকো সন্দেহ নিয়ে চারপাশ দেখছে। নাক কুঁচকে বাতাস নিয়ে বলল, 'এটা জাদুকরদের আবহাওয়া। আজকের এই পরিবেশে ঘুরছে অনেক আত্মা।'

আমারও কেমন যেন লাগছে, তবে ওকে বললাম, 'তুমি তো পেশাদার জাদুকর, সত্যিই যদি চারপাশে আত্মা থাকে, তাদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ো।' ওদের খুলে বললাম না, এমন পরিবেশে বিদ্যুৎ থাকতে পারে। ফলে অস্বস্তি তৈরি হয়। মন বলল, অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে ভুল করেছি।

ঘন জলকণা একটু পর পর আঁধার তৈরি করছে। তারই ভিতর কখন যেন উপস্থিত হলো সাদা আলখেল্লা পরনে আয়েশা। ওকে ঘিরে চলেছে একদল মেয়ে ও প্রহরীরা। সেনা-শিবিরে পৌঁছে বক্তৃতা শুরু করল। আমরা এত দূরে, কিছু শুনতে পেলাম না।

কথার ফাঁকে অলস ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়ছে। যেন মঞ্চে আবছা বাতির ভিতর কোনও নট। কিন্তু এরপর লাইম লাইট পড়ল তার উপর। হঠাৎ ঘন কালো মেঘের ভিতর তৈরি হলো ফোকর, সেখান থেকে সূর্যের টকটকে রক্তিম রশ্মি নেমে এল ওর উপর। চারপাশ আঁধার, তবে লাল আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগল আয়েশা। আপাদমস্তক রক্তে ভেসে যাওয়া কোনও দীর্ঘকায়া। ক্রোধান্ধ ও ভয়ঙ্কর।

তারপর বুজে গেল মেঘের ফোকর, চারপাশ আঁধার হয়ে এল। আবছা ধূসর আলোয় দেখলাম বন্দিদের দাঁড় করিয়েছে আয়েশার সামনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর আবারও আঁধার নামল, সামনের দৃশ্যগুলো দেখতে পেলাম না। কালো হয়ে গেছে চারপাশ। থমথম করতে লাগল পরিবেশ। মিনিট পাঁচেক পর শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব।

এ মহাদেশে আগে কখনও এ ধরনের ঝড় দেখিনি। শুরু হলো শীতল ঝড়ো হাওয়া দিয়ে, যেন হু-হু করে কাঁদছে প্রকৃতি। তারপর থেমে গেল ঝড়। আরম্ভ হলো বজ্রপাত। তবে সেটা মাটির দিকে নামছে না। আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটছে। যেন আগুনের শিখা তৈরি করছে বিশাল কোনও জালকে।

সে বিদ্যুৎ-শিখা যেন কোটি নক্ষত্রের মত খসে পড়ছে। বিজলির আলোয় দেখলাম, আয়েশার সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছে বন্দিরা। প্রত্যেকে মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে। এখন আর তাদের পাহারা দিচ্ছে না প্রহরীরা। যে যার মত ফিরেছে সৈনিক লাইনে।

'বাস, গরুর পাল আর বউ পেলে ওই চাঁদের অনুসারীদের চেয়ে ঢের খুশি থাকতাম,' মন্তব্য করল হ্যান্স।

'হয়তো, কিন্তু নির্ভর করে কেমন গরু আর বউ পেতে। যদি অসুস্থ গরুর পাল পেতে, বা পাগলা ষাঁড়? বা বউ যদি হতো ওই নরখাদকদের বিধবা? সেক্ষেত্রে ওই লোকগুলোর মত করুণ পরিণতি হতো।'

কেন বললাম জানি না। তবে এই অদ্ভুত প্রকৃতির ভিতর মনে হলো, সামনে অপেক্ষা করছে মৃত্যু ও ধ্বংস। নীরবে যেন দেখছি অবাক করা কোনও নাটক।

'আগে ভেবে দেখিনি, বাস,' বলল হ্যান্স। 'এটা ঠিক সব প্রাপ্তি ভাল হয় না। বিশেষ করে তা যদি পাওয়া যায় ডাইনীর কাছ থেকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর কথা শেষ হতে না হতে জালের মত বিদ্যুচ্চমক মিলিয়ে গেল। চারপাশে রইল শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেক উপর থেকে আবার শুরু হলো তুমুল হাওয়ার মাতম।

মাথার উপর ঝলসে উঠল বিশাল বজ্র। আয়েশাকে দেখলাম বন্দিদের সামনে আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে আছে। একবার আঙুল তুলল নীল ঝিলিকের উদ্দেশে, তারপর তাক করল লোকগুলোর দিকে। দপ করে নিভে গেল আলো। পরক্ষণে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। মনে হলো আগুন ধরে গেছে আকাশে, পরক্ষণে নীচে নামল বিদ্যুৎ-শিখা। যেন পড়বে আয়েশার উপর।

বজ্রপাতের ভিতর দেখতে পেলাম আয়েশা ও নরখাদকদের। লোকগুলো ভীষণ ভয়ে চিত হয়ে পড়ল। দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আয়েশা। পরক্ষণে ঘুটঘুটে অন্ধকার নামল। তবে তা এক মুহূর্তের জন্য, তারপর একের পর এক বাজ পড়তে লাগল। আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর বজ্রপাত শুনিনি। ভীষণ ভয় পেল জুলুরা, উপুড় হয়ে পড়ল মাটির উপর। শুধু আমস্লোপোগাস ও গোরোকো মান হারাতে চাইল না, দাঁড়িয়ে থাকল।

যে-কোনও সময়ে বাজ পড়তে পারে, ভীষণ ইচ্ছে হলো শুয়ে পড়ি। তবে তা করলাম না।

তারপর অদ্ভুত ভাবে থেমে গেল সব আওয়াজ। হঠাৎ হারিয়ে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক। একপলকে থেমে গেছে ঝড়। এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। আগে কখনও এমন চোখে পড়েনি। হঠাৎ নেমে এসেছে থমথমে নীরবতা। তারপর সরে যেতে লাগল আঁধার, পশ্চিমাকাশে দেখা দিল সূর্য। আমাহ্যাগার বাহিনী যেখানে ছিল, সেখানে এসে পড়েছে আলো। তবে কাউকে দেখতে পেলাম না।

সবাই চলে গেছে, এমনকী আয়েশাও! বুঝলাম না এত দ্রুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কীভাবে অদৃশ্য হলো। মন বলল, এতক্ষণ যা দেখেছি, সব চোখের ভুল। কিন্তু ওখানে পড়ে আছে কিছু লাশ। এত দূর থেকে মনে হলো, কালো রঙের ফোঁটা।

পরস্পরের দিকে চাইলাম আমরা। গোরোকো বলল, সে ওই দেহগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চায়। ওর কৌতূহল, ওই লোকগুলো আর সব জায়গার মত বজ্রপাতে একসঙ্গে মরল, না এক এক করে সবাইকে মারা হয়েছে।

দেখতে যেতে রাজি হয়ে গেলাম। পরিখা পেরিয়ে যাওয়া কষ্টদায়ক, কাজেই আহতদের সঙ্গে নিলাম না। আমরা ভাঙা দেয়ালের স্তূপ ডিঙিয়ে পরিখার ভিতর নামল, ওপাশের ঢাল বেয়ে পৌঁছে গেলাম ফাঁকা জমিতে। চারপাশে কাউকে দেখলাম না।

পড়ে আছে লাশ। এগারো জন। লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন চিত হয়ে পড়ে আছে। প্রত্যেকের চোখ বিস্ফারিত, চাহনির ভিতর ভীষণ ভয়ের ছাপ। এদের ক'জনকে চিনল আমস্লোপোগাস ও হ্যান্স। আমিও। এরা আমার অধীনে রেযুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিল। পরে যখন টিলা থেকে নামছি, তখন আর এদের আশপাশে দেখিনি।

'বাস, এরা বিশ্বাসঘাতক,' বলল হ্যান্স। 'এই কাপুরুষরা যুদ্ধ করেনি। পরে এদের ব্যাপারে আলাপ করেছে আমাহ্যাগাররা, আমি শুনেছি।'

'তা হলে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে,' বললাম।

এক এক করে লাশ দেখছে গোরোকো। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'এরা বজ্রপাতে মরেনি, এদের শেষ করা হয়েছে জাদু দিয়ে। কারও গায়ে বা কাপড়ে পোড়া দাগ নেই।'

কয়েকটা লাশ দেখে মেনে নিতে হলো, কথা সত্যি। দেহে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও পোড়া চিহ্ন নেই। চোখে ভীষণ ভয়ের ছাপ, নইলে বলা যেত ঘুমের ভিতর চলে গেছে।

'বজ্রপাতে সবসময়ে পোড়া দাগ থাকে?' গোরোকোর কাছে জানতে চাইলাম।

'সব সময়, মাকুমাযান। গায়ের কাপড় দেখছেন। পোড়েনি। তা ছাড়া, কোমরে ছোরা। বাজ পড়লে এগুলো গলে যেত। খাপগুলো পুড়ে খসে পড়ত। ছোরাগুলো দেখলে মনে হয় এইমাত্র কামারের দোকান থেকে এসেছে।' কয়েকটা ছোরা বের করে দেখাল গোরোকো।

ঠিকই বলেছে জাদুকর। বজ্রপাতের কোনও আলামত নেই।

'ও-ও,' বলল আমস্লোপোগাস। 'এখানে এদের জাদু দিয়ে মেরেছে। চলুন, এখান থেকে সরে যাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক নই, কিন্তু বিজলি এসে পড়তে পারে।'

'ভয় পাওয়ার কী?' জোর দিয়ে বলল হ্যান্স। 'আমাদের সঙ্গে যিকালির মাদুলি আছে। ওটা ঠেকিয়ে দেবে বিপদ।'

বলল বটে, কিন্তু সবার আগে দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল। ভুলেও হাঁটার গতি কমাল না। এরপর আবার ফিরলাম অতিথিশালায়। ফিরবার পথে কেউ কোনও কথা বলল না। ভয় পেয়েছে জুলুরা। আমি নিজে ভেবে পেলাম না কীভাবে লোকগুলো মরল। তবে মন বলল, খুব সহজ কোনও ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য।

তা থাকুক, তবে এই শহর, এর আমাহ্যাগার এবং তাদের রানি খুবই রহস্যময়। মানতে ইচ্ছে হলো না, তবে স্বীকার করতে হলো, এমন কোনও ক্ষমতা থাকতে পারে, যেটা আমি বুঝি না।

এদিকে দু'ঘণ্টা পর আমস্লোপোগাস ও আমাকে ডেকেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আয়েশা। তখন তার আধিভৌতিক ক্ষমতা দেখাবে। এখন আফসোস হলো. কেন ওকে ঘাঁটাতে গেছি! ওর ভিতর সত্যিই অস্বাভাবিক কোনও শক্তি থাকতে পারে!

বারবার মনে হলো, ভুল করেছি ঠিক করে ফেললাম, আয়েশা যদি আমাদের না ডেকে নেয়, ভুলে যাব তার ওখানে যাওয়ার কথা। আমার কপাল ভাল, আমস্লোপোগাস বিকেলের নাস্তা খেতে বসে পড়ল। আমি ঠিক করলাম, ওকে মনে করিয়ে দেব না। একবার গিয়ে ঘুমন্ত ইনেযকে দেখে এলাম, তারপর খেতে বসে পড়লাম। নষ্ট হয়ে গেছে খিদে।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে না হতে ঝকঝকে আকাশে ডুবতে লাগল সূর্য। এখন পর্যন্ত কোনও বার্তাবাহক আসেনি। ভাবলাম, আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। হ্যান্সকে জানিয়ে দিলাম, শুয়ে পড়ছি, কেউ যেন ভুলেও না ডাকে। মাত্র এসব বলে ঘরে ফিরেছি, এমন সময় আমার কপাল পুড়ল। মাত্র কোট খুলেছি, হ্যান্স এসে বলল, বুড়ো বিলালি এসেছে। আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে।

আর কী করতে পারি? আবার কোট পরতে শুরু করলাম। এমন সময় তাড়াহুড়ো করে এসে ঢুকল বিলালি, মনে হলো ভয় পেয়েছে। কী হয়েছে, জানতে চাইলাম। জবাবে বলল, রেযুর হত্যাকারী এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। হাতে ভয়ঙ্কর কুঠার।

'ওটা সবসময় ওর সঙ্গে থাকে,' বললাম। এরপর মনে পড়ল বিলালি কেন ভয় পেয়েছে। তাকে বললাম, আমস্লোপোগাস দুটো কথা বলেছে বলেই ভাবা ঠিক নয় যে তাকে মেরে ফেলবে। এ কথায় কুর্নিশ করল বিলালি। বার কয়েক দাড়ি হাতড়ে নিল। তবে কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম, আমস্লোপোগাস আশপাশে থাকলে আমাকে প্রায় জাপটে ধরতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চায়; ভাবছে যে-কোনও সময়ে হামলার মুখে পড়বে।

আমস্লোপোগাসকে দেখলাম আকাশের দিকে চেয়ে কুঠারের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ রক্তিম আলো তখন মিলিয়ে গেছে। 'সূর্য ডুবল, মাকুমাযান,' আমাকে বলল। 'সাদা রানির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন, দেখা যাক উনি নীচের জগতে মানুষদের কাছে নিতে পারেন কি না।'

দুঃখ নিয়ে ভাবলাম, জুলু সর্দার ভোলেনি। আমার মনের ভিতর দ্বিধা, কিন্তু নকল আত্মবিশ্বাস ও খুশি খুশি ভঙ্গি নিয়ে বললাম, 'তুমি মাটির নীচে মরা জগতে যাওয়ার জন্য তৈরি?'

'আমার ভয় কীসের, সবাইকে ওখানে যেতে হয়। ওই দরজার উপর প্রতি দিন টোকা দিই। বিশেষ করে আমরা যারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করি, তাই না, মাকুমাযান?' আমস্লোপোগাস এমন সম্মান নিয়ে কথাগুলো বলল, আমি রীতিমত লজ্জিত হলাম।

'তা তো বটেই,' জবাবে বললাম। গোপনে ভাবছি, মাটির নীচে না গিয়ে অন্য কোনও পথ দিয়ে গেলে বাঁচি।

এরপর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। ওই সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত করে নিলাম মনকে। আসলে আয়েশার কোনও ক্ষমতা নেই, নিজেকে বুঝ দিলাম। খামোকা সময় নষ্ট করতে চলেছি। আমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

কিছুক্ষণ পর ভাঙাচোরা আর্চওয়ে পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম আয়েশার মন্দিরে। বরাবরের মত বাইরে রয়ে গেল বিলালি। আমাদের পিছনে পর্দা টেনে দেয়া হলো। একবার ফিরে অবাক হলাম, কখন যেন পিছু নিয়েছে হ্যান্স। সে-ও ঢুকে পড়েছে এই ঘরে। মেয়েগুলো থেকে একটু দূরে পর্দার আড়ালে মেঝের উপর বসেছে। বোধহয় ভেবেছে, কেউ ওকে দেখবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরে বুঝেছি, হ্যান্স টের পেয়েছে কেন এসেছি এ অভিযানে। সাদা ডাইনীর বিষয়ে ভীষণ ভয়কে ছাপিয়ে গেছে ওর কৌতূহল। অথবা ভেবেছে, সাদা ডাইনী অত খারাপ দেখতে না-ও হতে পারে। এ সুযোগে দেখবে। যে কারণে হোক, হাজির হয়েছে হ্যান্স। এবং ওকে খেয়াল করেছে আয়েশা, মাথা কাত করে ওর দিকে চাইল। তবে কোনও মন্তব্য করল না।

বেশ কিছুক্ষণ সিংহাসনে স্থির থেকে আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, 'তোমাদের আসতে দেরি হলো কেন? যারা হারিয়ে ফেলা প্রিয় মানুষকে খোঁজে, তাদের তো দৌড়ে আসার কথা।'

বিড়বিড় করে অজুহাত তৈরি করলাম, তবে মনে হলো না কিছু শুনতে পেয়েছে। বলতে লাগল, 'অ্যালান, আমার ধারণা তোমার বুকে ভয় ঢুকেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি তো মৃত্যুর দরজা পেরুতে চেয়েছ। বহু মানুষ ওই দরজাকে ভীষণ অপছন্দ করে। এমনকী আমিও। কে জানে, ওপাশে কী অপেক্ষা করছে! অ্যালান, কুঠারের মালিকের কাছে জানতে চাও, সে ভয় পেয়েছে কি না।'

নির্দেশ পালন করলাম, খুলে বললাম আমস্লোপোগাসকে। জবাবে সে বলল, 'রানিকে বলুন, মাকুমাযান, আমি মেয়েমানুষের ধারালো জিভ ছাড়া আর কিছুকে ভয় পাই না। আমি মরণ-দরজা পেরুতে তৈরি। আর যদি ফিরতে না পারি, তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। সাদা-মানুষরা অশুভ কালো অক্ষর পড়ে বা যাজকের কাছ থেকে যে ভয়ের কথা শোনে; কিন্তু আমাদের মত কালো-মানুষের ওরকম ভয় নেই। অবশ্য ভূত আর আত্মা আমরা বিশ্বাস করি। ক্ষয় নেই আমাদের বাবা-দাদার আত্মার। আর তাই যদি হয়, দেখা হতে পারে এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশেষ আত্মার সঙ্গে। আমি এই দূর দেশে এসেছি শুধু তার দেখা পেতে।

'এ কথাগুলো সাদা রানিকে বলুন, মাকুমাযান। যেখান থেকে কখনও ফেরা যায় না, আমাকে যদি সেখানে পাঠাতে চান, আমি আপত্তি তুলব না। এ পৃথিবীকে আমি ভালবাসি না। তবে সবসময় চেয়েছি লড়াই করে মরতে। আমার আর কিছু বলার নেই।'

এসব জানিয়ে দিলাম আয়েশাকে। জবাবে সে বলল, 'এই কালো সর্দারের আত্মা তার দেহের মতই বড়। তবে, অ্যালান, তোমার আত্মার অবস্থা কী? এত ঝুঁকি নেবে? জেনে নাও, আমি কিন্তু তোমাকে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না। সে-সময় তোমার জীবিত দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে আত্মা, পৌঁছে যাবে তুমি মৃত্যুর দেশে। হয়তো তোমাকে পৌঁছে দিতে পারব মৃত্যু দরজার ওপাশে। কিন্তু ওখানে আমার হাতের চেয়ে শক্তিশালী কোনও হাত পিছন থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার কিছুই করার থাকবে না। আমি এ-ও জানি না ওখানে কী পাবে। তবে মনে রেখো, ওখানে প্রতিটা মানুষের জন্য রয়েছে নিজস্ব স্বর্গ বা নরক। বা দুটোই একসঙ্গে। আগে হোক বা পরে, ওই পথে যেতে হবে সবাইকে। বলো, অ্যালান, তুমি এগিয়ে যেতে যাও, না পিছিয়ে যেতে? এখনও মানা করে দেয়ার সময় আছে।'

এসব শুনে বুকের ভিতর কাঁপুনি টের পেলাম। মনে হলো আমি আগুনে পোড়া কোনও শুকনো পাতা। শিরার ভিতর হিম ঠাণ্ডা হয়ে গেল রক্ত। নিজেকে দোষ দিলাম, তুই বাড়তি কৌতূহল দেখাতে গেলি কেন! যা বুঝিস না তা নিয়ে ভাবতে গেলি! মনে হলো কোনও খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েছি। চট্ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুদ্ধি এল মনে. জানতে চাইলাম, এ অভিযানে আমাদের সঙ্গে আয়েশা যাবে কি না।

হেসে ফেলে বলল সে, 'একটু ভেবে দেখো, অ্যালান. আমার যাওয়া উচিত? তুমি তো যাবে তোমার প্রেয়সীদের সঙ্গে দেখা করতে। ওরা যদি দেখে আমার হাতে হাত রেখে ওখানে গেছ, কী বলবে, বা কী ভাববে?'

'জানি না কী ভাববে, আর তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। 'এ অভিযানে অবশ্যই পথ-প্রদর্শক লাগবে। আমরা তো সে-পথ মোটে চিনি না। ...ঠিক আছে, আমস্লোপোগাস আগে যাক, ঘুরে এসে বলুক কী ঘটেছে।'

'তুমি না সাহসী সাদা-মানুষ, তা হলে নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে বিপদে ফেলবে? দেখতে চাইছ নরকের আগুনে পুড়ে শেষ হয়, না আবারও ফেরে? অথচ একবার গেলে হয়তো ফেরা যায় না। ওই কালো-মানুষকে জানাও এসব। সে যদি তোমার খাতিরে একা যেতে চায়... বা তোমার ওই হলদে বাঁদর...' থেমে গেল সে।

হ্যান্স আরবী ভাষার বক্তব্য খানিক বুঝতে পেরেছে, আর দেরি না করে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিল, 'না, বাস্! আমি যেতে রাজি নই। ওই জাদুর পথের সামনে কোনও পায়ের চিহ্ন থাকে না, শুধু পিছনে থাকে। তা ছাড়া, ওখানে অনেক আত্মা অপেক্ষা করছে আমাকে ধরার জন্য। নিজে ভূত না হওয়া পর্যন্ত যেতে চাই না। তাও যাব, যদি লড়াই করার কৌশল পাই। এবার ভাবুন, আপনি যদি মরে যান, আত্মাও চলে গেল, কে সুন্দর করে আপনার কবর দেবে? এই আমিই তো!'

'একদম চুপ্!' সবচেয়ে কঠোর ভঙ্গিতে বললাম। আয়েশার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসহ্য বিদ্রূপ আর সইতে চাইলাম না. নিজের অবশিষ্ট সম্মান বজায় রেখে বললাম, 'আমি রওনা হতে তৈরি। হ্যাঁ, যদি দেখাতে পারো পথ, আমি যাব মৃত্যু-দরজার ওপাশে। কোর শহরে এসেছি মৃত মানুষগুলো কোথায় গেছে, তা জানতে। ঠিক আছে, এবার বলো আমাকে কী করতে হবে।'

একুশ

'অ্যালান, মনে গেঁথে নাও, বিদেহী আত্মার খোঁজে কোর শহরে আসোনি,' মৃদু হেসে ফেলল আয়েশা। 'তোমার আসতে হয়েছে কারণ আমি ডেকেছি।'

রাগ চেপে বললাম, 'তুমি আবার ডাকবে কীভাবে?' উত্তেজিত হয়ে উঠছে স্নায়ু।

'তোমার লোহার বাক্সে রাখা হৃদয় অজ্ঞতা ও গর্ব দিয়ে ভরা। আগামী বহু কাল ভাববে তোমাকে টেনে এনেছি কি না। এসব বুঝতে তোমার অনেক সময় লাগবে। ...যেমন ধরো বিকেলের কথা—ভেবেছ কীভাবে লোকগুলো বাজ পড়ে মরল। লাশগুলো পরীক্ষা করে দেখেছ। তোমাকে বলছি: ওই এগারোজন বজ্রপাতে মরেনি। ওদের মেরেছি জাদু দিয়ে। চাইলে এক পলকে তোমাকে শেষ করতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে।'

'আয়েশা, দেখো...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা হলে আর বিরক্ত কোরো না। তোমার অস্থির মন ভালর তুলনায় খারাপ চিন্তা বেশি করে। ওই মনের কারণে আমার নিজের অন্তর অনিশ্চিত হয়, হ্রাস পায় দক্ষতা। এবার শোনো, এখন আর পালাতে পারবে না। তোমার উপর মায়াজাল ফেলেছি। ইচ্ছে হলো আর নড়বে, তা হবে না। ভাবতে পারো তুমি একটা সোনালী বোলতা, জড়িয়ে গেছ মাকড়সার জালে।'

কথা ঠিকই বলেছে। চেষ্টা করে দেখলাম, এক তিল সরতে পারলাম না। চোখের পাতা ফেলতে পারছি না। কপালের দোষ দিলাম, কেন যে মরতে এসেছি! স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছি।

একটানা কথা বলে চলেছে আয়েশা। কিন্তু বুঝছি না কিছুই। অবশ লাগছে। তারপর হঠাৎ আয়েশাকে দেখতে পেলাম। একটা মন্দিরের ভিতর। দু'পাশে উঁচু কলাম। পিছনে বেদির উপর জ্বলছে আগুন। আয়েশার চারপাশে নেকাব পরা সাপ। ওর কোমরে এমন কোমরবন্ধ দেখেছি, তবে সেটা ছিল সোনার তৈরি। সাপগুলোর জন্য গান গেয়ে চলেছে আয়েশা। বদলে নেচে চলেছে ওগুলো। হ্যাঁ, লকলক করে বেরিয়ে আসছে টুকটুকে জিভ, ওরা নাচছে লেজের উপর ভর করে! বুঝলাম না এ দৃশ্য কী কারণে দেখছি, হয়তো আয়েশার কোনও উদ্দেশ্য আছে।

হঠাৎ দৃশ্যপট হারিয়ে গেল। শুনতে পেলাম আয়েশার কণ্ঠ। যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল। তারপর নেকাবের ভিতর দিয়ে দেখলাম ওর অপূর্ব মুখ। কেন যেন মনে হলো, আমি পার্থিব জগতের ওপাশে সব দেখব। মন বলল, এখন যদি মরে যাই, তার আগে আরেকবার দেখতে চাই ওই অপরূপ মুখ। কিন্তু চোখের কোণে ফুটে উঠল অন্য দৃশ্য। বসা অবস্থা থেকে শুয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ল আমস্ট্রোপোগাস. যেন মৃত্যু হয়েছে ওর। এখনও মাথার উপর শক্ত করে ধরা কুঠার। ওই হাত বরফের মত শীতল।

এরপর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির ভিতর বুঝলাম, মারা পড়ছি। পাতার মত উড়িয়ে নিতে চাইছে তুমুল হাওয়া। চারপাশ থেকে চেপে ধরল অন্ধকার। তার ভিতর জ্বলজ্বলে আলো. যেন বিজলি ঝলসে উঠছে। একটা খাদের কিনারা থেকে পড়ে গেলাম। নীচে পড়তেই প্রচণ্ড শক্তিতে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো।

আকাশ থেকে আমাকে নীচে ফেলে দেয়া হলো। চারপাশে কুচকুচে অন্ধকার। তার ভিতর ঘুরপাক খেলাম। এমন ঘটল বোধহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনের ভিতর থাকল শুধু চরম একাকীত্ব। অন্তর বলে চলেছে, কোথাও কেউ নেই। এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ ফাঁকা, শুধু আমি। আর কখনও জীবিত কাউকে দেখব না। বছরের পর বছর ছুটলাম মহাকাশে, খুঁজতে চাইলাম কোনও সঙ্গীকে। কিন্তু কেউ নেই!

তারপর হঠাৎ একসময় কী যেন আমার গলা চিপে ধরল। তখনই বুঝলাম, মারা গেছি। আমার নীচ থেকে ভেসে গেল পৃথিবী।

সমস্ত অনুভূতি বিদায় নিল। বদলে আত্মার ভিতর হলো এক ধরনের আতঙ্ক। আমার এই দেহহীন চিন্তাশক্তি বিচারের মুখে পড়ল। ভয়ঙ্কর ভয় ধরে বসল। আমি নিজে নিজেকে বিচারের মুখে ফেলেছি। ওই বিচারে আমার আত্মা ঝকমকিয়ে উঠল। ওটা বসল একটা সিংহাসনে, নিজের প্রতিটা ভুল খুঁজতে লাগল। মনে হলো আমার ভিতর আজও রয়েছে জীবন। আমার দুই চোখ, মুখ ও হাতদুটো দেখতে পেলাম। আর কিছু নেই। দেখতে অদ্ভুত লাগল। দুই চোখ থেকে দরদর করে পড়তে লাগল অশ্রু। মুখ থেকে বেরুতে লাগল অজস্র কথা। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কঠোর আত্মার সামনে প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে স্থির হলো দু'হাত : ওই আত্মা আসলে আমি!

বোধহয় ওই আত্মা জানতে চাইল নশ্বর দেহ কেমন ভাবে ব্যবহার করেছি। জবাবে যেসব কথা বলতে হলো, প্রতিটা বুকে এসে বিঁধতে লাগল। বুঝলাম, কত পাপ করেছি! একের পর এক দোষ করেছি। ভুল করেছি হাজারে হাজারে। আগে কিছুই বুঝিনি। টের পেলাম আমার জীবনের খাতা ভরে উঠবে লাল কালিতে। মনে করতে চাইলাম এমন কিছু ঘটনা, যেখানে ভাল কিছু করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার আত্মা আমাকে মুক্তি দিল না। মনে হলো যা ভাল করেছি, তার সবই ওর জানা। আর যা খারাপ করেছি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করছে।

মনে পড়ল আয়েশার কথা, সে বলেছিল দেহ থাকে আত্মার মন্দিরের ভিতর। এতকাল ভুল ভেবেছি, আত্মা দেহের ভিতর থাকে না, বরং উল্টো!

আমি আমার জীবনের কাহিনি শুনতে লাগলাম আত্মার কাছ থেকে। কান পেতে অপেক্ষা করলাম বিচার শেষে রায় পাওয়ার জন্য। তবে তেমন কোনও রায় এল না। এদিক বা ওদিক দুলতে লাগল তুলাদণ্ড। তারপর আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বহু দূরে।

এভাবে ভেসে গেলাম অনাদি কাল ধরে। সে গতি আলোর চেয়ে বেশি। যেন প্রথমবারের মত বুঝলাম, প্রতিটা মানুষকে তার নিজের মুখোমুখি হতে হবে। বা তার ভিতরের স্বর্গীয় অংশ বিচার করবে। প্রতিটা মানুষ প্রতি পা ফেলতে গিয়ে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে উপরে ওঠে, বা নীচের দিকে নামতে থাকে। যে যা করবে, সে চিরকাল তা-ই ধারণ করবে।

আমি দেখলাম বিশাল অবিনশ্বরতা, সৌন্দর্য, তার উল্টো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে ভয়াবহতা। ওই ভয়ঙ্করতা আমাকে বুকে জাপটে ধরল, তারই ভিতর বুঝলাম এই আমার কোনও শুরু বা শেষ নেই। সবই যেন রহস্যময়তার ভিতর।

ছুটতে ছুটতে আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হলো, তাদের পেরিয়ে আরও বহু দূরে ভেসে চলেছি। রবার্টসন আমার পাশ দিয়ে গেল। কী যেন বলল, কিন্তু ওর ভাষা বুঝলাম না। খেয়াল করে দেখেছি, ওর চোখে সেই পাগলামি নেই। খুব শান্ত মনে হলো। যেন ধ্যানের ভিতর মগ্ন। আরও অনেকে পিছনে চলে গেল, তাদের আমি চিনি না।

এরপর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া এক এলাকা দিয়ে চলেছি, মন বলে দিল, আমাকে পৌঁছতে হবে সূর্যে। তবে সেই সূর্যের কোনও তাপ নেই। জ্বলজ্বল করা এক উপত্যকায় পৌঁছে দেখি খানিক দূরে জ্বলন্ত পাহাড়। উপত্যকায় বিশাল সব গাছ, সোনার মত। সেগুলোর ফুল-ফল নানা রঙের আগুন দিয়ে তৈরি।

এ এলাকা এতই সুন্দর যে তার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। আগে কখনও এমন দেখিনি। রুবির মত জ্বলন্ত এক পাথরে বসলাম। জানি না ওটার তাপ বা রং কেমন, সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে আগুন দিয়ে তৈরি ঝর্না। সেখান থেকে আসছে মিষ্টি বাজনা। উবু হয়ে পান করলাম ওই জ্বলন্ত জল। তার স্বাদ-সুবাস দুনিয়ার সেরা ওয়াইনকে হারিয়ে দিতে পারে।

একটা অগ্নি-গাছের নীচে বসে চারপাশের অদ্ভুত সুন্দর ফুল দেখছি। এসব ফুল অত্যন্ত দামি পাথরের মত নানা রঙের। সেসব সৌরভ অচিন্ত্যনীয়। প্রচুর পাখি, তাদের পালক স্যাফায়ার, রুবি বা অ্যামেথিস্টের মত। পাখিদল অপূর্ব স্বর্গীয় সুরে গেয়ে চলেছে। মন চাইল খুশিতে কেঁদে ফেলি। চারপাশের অসাধারণ প্রকৃতি দেখে ভরে গেল চোখ। এমন স্বর্গের কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে শুনেছি, যেখানে কোনও রাত নেই।

একদল মানুষকে দেখলাম। পুরুষ-নারী ও শিশু, বুঝলাম না কোথা থেকে এল। উড়ছে না, আবার হাঁটছে না। যেন ভেসে আসছে আমার দিকে। দড়ি ছেঁড়া নৌকা এভাবে স্রোতে অলস ভঙ্গিতে আসে। প্রত্যেকে দেখতে অপরূপ, তবে সেই সৌন্দর্য কোনও মানুষের হয় না। এদের মন ও রূপ উদ্ভাসিত করা হয়েছে স্বর্গ থেকে। বুড়ো বলে কেউ নেই, শিশু ছাড়া সবাই যুবা।

খুব অবাক হয়ে ভাবলাম, আমি কি চিনি এই অসংখ্য মানুষকে? অথচ আগে বেশিরভাগকে দেখিনি। অন্তর বলে দিল, গত বহু জীবনে এদের সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠ ছিলে। বুঝলাম, আমার অবচেতন মন এদের সবাইকে ডেকে এনেছে। সে ডাক তারা দেখেনি, বা শোনেনি, তবে চলে এসেছে সহানুভূতি নিয়ে। কেনই বা আসতে হবে, তা-ও জানে না। তারা বোধ করি আমাকে দেখেইনি, আমিও তাদের কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু নিজ অস্তিত্ব বোঝাতে পারলাম না।

অবশ্য টের পেয়েছি, এদের অনেকে গত জীবনে বিদায় নিয়েছে। এই পুরুষ-নারী ও শিশুদের জন্য আমার হৃদয়ে ছিল কোমল অনুভূতি। কারও সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব, কোনও নারীকে ভালবেসেছি, স্নেহ করেছি কাউকে। এদের কাউকে অপছন্দ করি না। এখানে এমন কেউ নেই যাকে দেখতে চাইনি। তবে তাদের কারও কথা শুনছি না। অথচ সবার চিন্তা আলাদা ভাবে বুঝতে পারছি।

এদের অনেকে অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ। তাঁদের সুউচ্চ ভাবনা বুঝতে পারলাম না। আবার অনেকের চিন্তা খুব সাধারণ। ভাবছে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, শিক্ষা, শিল্প, বই বা অভিযান নিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্য নিয়ে মগ্ন কেউ।

প্রতিটি ভাবনা যেন একটা করে প্রার্থনা, একেকটা ফুল। আর সেগুলো দূর করে দিয়েছে বাজে ভাবনাকে। প্রতিটি সাধারণ চিন্তা সুন্দর ও পবিত্র। কারও হৃদয়ে সামান্যতম হিংসা বা অপবিত্র ভাবনা নেই। খাঁটি অন্তরগুলো যেন ভালবাসা দিয়ে ভরা।

পৃথিবী নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। অতীত তাদের কাছে মৃত। ভাবতে গিয়ে কেমন যেন শিউরে উঠলাম, কোনও একসময় এই এত মানুষকে আমি চিনতাম!

কিন্তু এসব মানুষ ও আমার মাঝে তৈরি হয়েছে বিশাল এক সাগর, আমি রয়েছি মস্ত এক প্রাচীরের এপাশে!

ওই যে! তারার মত ঝিকমিকে একজন এল! অন্য আরেকজন এল, চোখ তার ঘুঘু পাখির মত সুন্দর। এত রূপ যে বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। এই কুমারীর চোখদুটো দেখে অন্তর বলল, ওর চোখ যেন ওর মায়ের মত।

ওদের দু'জনকে ভাল করেই চিনতাম। এখানে এসেছি তো ওদের খুঁজতেই! রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল হৃদয়। নিশ্চয়ই ওরা আমার উপস্থিতি বুঝবে, আমার সঙ্গে কথা বলবে?

আমি যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছি, তার মাত্র দুই ফুট দূরে ওরা। কিন্তু তারপরও যেন বহু দূরে! ওরা যেন চুমু দিল, অনেক কথা বলল মুহূর্তে। সে পবিত্র ভাবনা আমি এখানে লিখছি না। জানিয়ে দিল অনেক সাধারণ বিষয়। ওদের আলখেল্লা জ্বলজ্বল করছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে যেতে চেয়েও পারলাম না। মন থেকে কোনও কথা এল না। পারলাম না নিজ চিন্তাগুলো ওদের অন্তরে পৌঁছে দিতে। এসব কথা যেন নিজের মাথার উপর আছড়ে পড়ল। যেন আকাশের দিকে ছুঁড়েছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই মানুষগুলো আমার কাছ থেকে অনেক দূরে! অনেক, অনেক! তিক্ত মনে কাঁদছি। আমি এত কাছে পৌঁচেছি, অথচ রয়ে গেলাম এত দূরে! ভোঁতা ধরনের একটা হিংসা জেগে উঠল মনে। ওরা যেন তা টের পেল! অথবা কল্পনা করছি। যাই হোক, সবাই নীরবে সরে যেতে লাগল। মনে হলো হৃদয়ে আঘাত পেয়েছে। আমার অন্তরের এত ভালবাসা ওদের পবিত্র হৃদয়ে পৌঁছল না! আমার ক্রোধ ওদের আহত করল?

দিশেহারা হয়ে বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ দেখলাম এক অভিজাত মানুষ আসছেন। চিনে ফেলে অবাক হলাম। তাঁর মুখ ঝলমল করছে খুশিতে। আমার বাবা কীভাবে যেন নতুন করে তরুণ হয়ে গেছেন। তারপরও উনি আমার বাবা। তাঁর সঙ্গে এল কেউ কেউ। তারা আমার ভাই-বোন, মারা গেছে কৈশোরে। খুশিতে ভরে উঠল হৃদয়। মনে হলো ওরা আমাকে চিনবে, আমাকে গ্রহণ করবে। ঠিক আছে, এই অদ্ভুত দেশে দেহ-কেন্দ্রীক ভালবাসা নেই, কিন্তু আমার আত্মীয় তো একই রক্তের মানুষ!

কিন্তু তা হলো না। ওরা নিজেদের ভিতর কথা বলছে, বা ভাবনা বদলা-বদলি করছে, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়। বাবার কাছে শেখা শ্লোক বললাম। জবাবে বাবা বললেন, উনি নতুন অভিযাত্রীকে দেখছেন না। ওই শ্লোক অভ্যর্থনা দেয়ার। এ কাজ ছিল তাঁর।

তারপর হঠাৎ এ এলাকা ফাঁকা হয়ে গেল। কোনও মানুষ থাকল না। আমি চুপ করে বসে থাকলাম রুবি রঙের পাথরে। হু-হু করে কাঁদছি লজ্জা ও ব্যর্থতায়, চোখ থেকে টপটপ করে পড়তে লাগল রক্ত।

এরপর বহু সময় পেরুল। অনেক পরে নতুন কারও উপস্থিতি টের পেলাম। তার পরনে কালচে, কিন্তু সুন্দর রংচঙা আলখেল্লা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই মেয়ে সোজা আমার দিকে এল, যেন ছিটকে আসা বর্শা। বন্য সে মেয়েকে পৃথিবীতে চিনতাম মামীনা নামে। স্বর্গীয় অনুভূতি হলো আমার। তবে আমাকে দেখতে পেল না সে।

'রাতের অতন্দ্র প্রহরী, ওই আলোর ভিতর কি তুমি?' বলল বা ভাবল সে। আসলে কী, আমি জানি না। তবে কথা এল জুলু ভাষায়। আবারও বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি ওখানে আছ। দশ হাজার লীগ দূর থেকে তোমার উপস্থিতি টের পেয়েছি। আর তাই নিজ এলাকা থেকে ছুটে এসেছি স্বাগত জানাতে। আর এসেছি বলে শাস্তি পেতে হবে। তপ্ত শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে আমাকে। তুমি যাদের দেখতে এলে তারা তোমাকে কেমন অভ্যর্থনা দিল? তারা কি বুকে টেনে নিল, ভুরুতে চুমু দিল? তোমার হাত ও ঠোঁটে পৃথিবীর গন্ধ পেয়ে ছিটকে সরে গেল?'

মনে হলো জবাব দিলাম, 'ওরা যেন জানে না আমি এসেছি।'

'হ্যাঁ, ওরা জানে না, কারণ ওদের ভালবাসা যথেষ্ট জোরালো নয়। ভালবাসবার তুলনায় ওরা অনেক পবিত্র। কিন্তু এই আমি পাপিষ্ঠা, আমি ভালবাসতে জানি, তোমার জন্য শাস্তি পেতে তৈরি। আমার এই ঝোড়ো অন্তরে তোমার জন্য রেখেছি অনেক ভালবাসা। ওদের কথা ভুলে যাও, চলো আমার বাড়িতে। এখনও সেখানে রানির মত থাকি। তুমি থাকবে আমার রাজার মত।'

আমি কোনও জবাব দেয়ার আগেই কোনও শক্তি ওকে প্রচণ্ড ঘোরাতে শুরু করল। মুহূর্তে উধাও হলো মামীনা। ওর মন থেকে ভেসে এল, 'কিছুক্ষণের জন্য অভ্যর্থনা দিয়েছি, তবে সবসময় মনে রেখো, আমি মামীনা পাপিষ্ঠার অন্তরে তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া ভরা ভালবাসা—আর সবই তো ভুলেছি। রাতে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, রাতের অতন্দ্র প্রহরী। বারবার রাতে খুঁজে পাবে আমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে গেছে মামীনা। একাকী বসে রইলাম ওই লাল পাথরের উপর। দেখছি মূল্যবান রত্নের মত ফুলগুলো। জ্বলজ্বল করছে গাছ ও ঝর্নার পানি। ভেবে চলেছি, এসবের অর্থ কী? ওই বুনো মেয়ে ছাড়া কেউ বুঝল না এখানে এসেছি? এ কী করে সম্ভব? মামীনার এত ক্ষমতা আমাকে খুঁজে বের করল? আর কেউ তো পারল না! তবে একটা উত্তর দিয়ে গেছে মামীনা—সে পাপী মেয়েমানুষ। ওর আছে ভালবাসা। সে ভালবাসা জাগতিক। অন্যদের তা নেই। এটা বুঝলাম, পার্থিব কোনও মানুষ স্বর্গের কারও প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলে, তা গ্রহণ করা হয় না। অথবা যারা অত্যন্ত পবিত্র, তারা আত্মা ও দেহ সহ মিশতে পারে এদের সঙ্গে।

জ্বলন্ত অথচ সুন্দর এ জগতে ভাবনার ভিতর ডুবলাম। বুঝতে পারছি, অচেনা এখানে আমি অনাহূত, কেউ আমাকে চায় না। এসব ভাবছি, হঠাৎ চমকে দেখলাম অগ্নি-ঝর্নার জলে কী যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

হ্যাঁ, একটা কুকুর, সাঁতরে আসছে। ওকে আমি চিনতে পেরেছি। গত ক'দশকে ওকে দেখিনি। একটা মংগ্রেল, অর্ধেক স্প্যানিয়েল অর্ধেক বুল-টেরিয়ার। কৈশোরে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একটা ওয়াইল্ডারবিস্টের শিঙের আঘাতে মারা পড়ে। আমি ঘোড়া থেকে পড়লে আমাকে আক্রমণ করে ওই জন্তু, আর তখন অসীম সাহস নিয়ে তাকে ঠেকাতে চেয়েছে মংগ্রেল। সেই সুযোগে উঠে দাঁড়াতে পারি, স্যাডল থেকে রাইফেল নিয়ে খতম করি ওয়াইল্ডারবিস্টকে। কিন্তু ততক্ষণে ভয়ঙ্কর আহত হয়েছে প্রিয় মংগ্রেল। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে জান দিতেও দ্বিধা ছিল না ওর। নাম ছিল স্মাট। এ মুহূর্তে আগুনে-ঝর্না সাঁতরে এগিয়ে আসছে। দেখতে না দেখতে এদিকের তীরে উঠে এল, বার কয়েক মাটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুঁকল, তারপর দৌড়ে চলে এল রুবি রঙা পাথরের কাছে। বারবার বাতাস শুঁকছে, বোধহয় কুঁই-কুঁই করে খুশির আওয়াজ করছে।

তারপর মনে হলো আমাকে দেখতে বা ঠাওর করতে পারল। পিছনের দু'পায়ে ভর করে উঠে জিভ দিয়ে চাটতে লাগল আমার মুখ। খুশিতে পাগল হয়ে উঠেছে। ওকে পরিষ্কার দেখছি, কিন্তু ওর শব্দ শুনছি না। ততক্ষণে জোর আবেগে কাঁদতে শুরু করেছি। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে চেয়ে পারলাম না। আমি নিজে তো ওরই মত ছায়া!

এমন সময় হঠাৎ করে চারপাশে হাজারো রঙের শিখা বিস্ফোরিত হলো। পরক্ষণে তলিয়ে গেলাম অসীম কালো গহ্বরে।

কোনও সন্দেহ নেই আমার সঙ্গে কথা বলছিল আয়েশা! কী বলেছে? কী বলার ছিল তার? কোনও বাক্য শুনিনি, তবে শুনলাম হাসি। অন্তরে টের পেলাম, হাসছে ব্যঙ্গ করে। আমার চোখের পাতা ভারী, যেন গভীর ঘুম এসেছে। জোর করে চোখ খুলে দেখলাম নিজ সিংহাসনে বসেছে আয়েশা। চট্ করে খেয়াল করলাম, ওর মুখে নেকাব নেই। আমস্লোপোগাস ও হ্যান্সকে দেখার জন্য ঘুরে চাইলাম। তারা নেই। ধারণা করলাম, আগেই চলে গেছে। নইলে নেকাব পরে থাকত আয়েশা। ঘরে আমরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই। মোহনীয় এবং উষ্ণ স্বরে বলতে লাগল সে। কণ্ঠে আগে যে টিটকারি ছিল, তা মিলিয়ে গেছে।

'তুমি তোমার অভিযান শেষ করেছ, অ্যালান,' বলল। 'এবার আমাকে খুলে বলো কী দেখলে। তোমার মানসিকতা থেকে বুঝছি, তুমি রক্ত-মাংসের মানুষ দেখে খুশি। আত্মার সঙ্গে সময় কাটিয়ে শেষে এক সাধারণ মেয়েকে খুঁজে পেয়েছ। এসো, আমার পাশে বসে তোমার কাহিনি বলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অন্যরা কোথায়?' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। বড় দুর্বল লাগল, ঘুরছে মাথা। টলমল করছে পা।

'কালো-যোদ্ধা যথেষ্ট ভূত দেখেছে। বোধহয় তুমিও। এটা পান করো, ফিরবে পুরুষালী শক্তি। তোমার বোধহয় উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেয়া। আমার দক্ষতা-ক্ষমতা তোমাদের ওখান থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছে। জীবিত কারও ওখানে যাওয়ার কথা নয়।' পাশের টুল থেকে অদ্ভুত কাপ নিল সে, বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

কাপ নিয়ে পান করলাম। জানতে চাই না ওটা ওয়াইন, না বিষ। ব্যর্থ এই অন্তর গনগনে আগুনে পুড়ছে। নিজ আত্মা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কাপের তরল শিরার ভিতর জ্বেলে দিয়েছে আগুন। তবে ওটার কারণে ফিরল সাহস। মনে হলো, বেঁচে থাকা খুব খারাপ নয়।

সিংহাসনে উঠে বসলাম। ওটার মস্ত পিঠে হেলান দিতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম দু'জন। আমার দিকে চেয়ে আছে সে। খুব কাছ থেকে দেখছি অপূর্ব রূপ। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না, শুধু চেয়ে রইল আমার চোখে। মৃদু হাসছে। মনে হলো, যেন অপেক্ষা করছে আমার উপর কাজ শুরু করবে ওয়াইন।

'আবার পুরুষ হয়ে গেছ, অ্যালান। এবার বলো, ওখানে কী দেখলে?'

কাজেই প্রথম থেকে ওকে সব খুলে বললাম। বোধহয় ওর কোনও শক্তি বাধ্য করল আমাকে সত্য বলতে। আমার কাহিনি শুনে মোটেও বিস্মিত হলো না।

'তোমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে,' থেমে যাওয়ায় বলল। 'তার ভিতর রয়েছে একটা শিক্ষা।'

'তা হলে আমি স্বপ্ন দেখেছি?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সবই স্বপ্ন, এমনকী যে-কারও জীবন, তা-ই নয়, অ্যালান? তুমি তা-ই দেখেছ। একটা স্বপ্নের ভিতর আরেকটা স্বপ্ন। অনেক আগে হাতির দাঁতের কারুকাজ করত একদল কর্মকার। তারা গোলকের ভিতর আরেকটা করে গোলক রাখত। এভাবে ছোট হতে থাকত গোলক। শেষে ভিতরে থাকত এক দানা সোনা বা মণিমুক্তা। ওসব গোলক না ভেঙে খুলতে হতো। শেষ গোলক যে খুলত, সে পেত পুরস্কার। সাবধানে বের করতে হতো গোলক, খুব কম সময় বেরুত রত্ন। অনেকে বলত গোলকের ভিতর কিছু নেই। তবে যে তৈরি করত, সে জানত ভিতরে কী রেখেছে। আমি এক লোককে দেখেছি, সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে একদিন মরে গেল, উন্মোচন হলো না রহস্য। স্বপ্ন থেকে সত্যকে বের করে আনা তার চেয়ে ঢের কঠিন।'

'ওটা যদি সত্যি কোনও স্বপ্ন হয়, তার ভিতর কীসের শিক্ষা?' চাইলাম কোনও রূপক দিয়ে যেন না ভোলাতে পারে।

'জানি, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব পেয়েছ, অ্যালান। ওটা ছিল স্বপ্ন। মনে রেখো স্বপ্নের এ বিশাল গোলক কিন্তু আমি তৈরি করিনি। ওটার ভিতরের অকল্পনীয় রত্ন আমি দেখিনি। এসব দেখবে শুধু কোনও দেবতা।'

'কিন্তু স্বপ্নের সত্য বা সে শিক্ষা আসলে কী?'

'স্বপ্নের কথা তুমি বলেছ। তখন তুমি একটা সিংহাসনে বসো, নিজের বিচার করো। ওটাই চরম সত্য। তুমি বড় সাধারণ, অ্যালান। তবুও কীভাবে সিংহাসনে পৌঁছলে, এতে অবাক হয়েছি। এতকাল ভেবেছি, পৌঁছতে পেরেছি শুধু আমি।'

ভাবলাম, আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি ওই কল্পনা কোথা থেকে এসেছে! সম্মোহনের ভিতর ওর নিজস্ব ধারণা আমার উপর প্রভাব ফেলেছে। তবে এ ব্যাপারে কোনও কথা বললাম না। ঢের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেলাম, এবার মন পড়তে পারেনি। এর কারণ বোধহয়, শব্দের জাল তৈরি করতে গিয়ে মহা ব্যস্ত।

'প্রতিটি পুরুষ নিজ ঈশ্বরকে পূজা দেয়,' বলল সে। 'অথচ বোঝে না অন্তরের ভিতর থাকেন ঈশ্বর। তিনি বাহকের অন্তরের অংশ। তাঁকে দলিত-মথিত করে পুরুষ, নিজ পছন্দ মত নানা রূপ দেয় তাঁকে। যেমন কুমার কাদা দিয়ে তৈরি করে বহু কিছু। কিন্তু ঈশ্বরকে সত্যি বদলে দেয়া যায় না। তাঁর শুরু বা শেষ নেই। সব কিছুই তিনি এবং তাঁর, এর বাইরে কিছু নেই। তিনি মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীর জীবন-যাত্রা নির্ধারিত করেছেন। জীবন শেষে সবাইকে তুলে নেয়া হবে স্বর্গে, অথবা ছুঁড়ে ফেলা হবে নরকে।'

'তুমি বোধহয় বিবেকের কথা বলছ?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, বিবেক। তা বললে তুমি বুঝবে। সে বিবেকের ভিতর হরেক যুক্তি থাকে। তোমার এক যুক্তি, আমার আবার আরেক ধরনের। সবার যুক্তি আলাদা। প্রতিটা জীবিত প্রাণীর তাই থাকে। এমনকী সুন্দর বিবেক থাকতে পারে কুকুরের। শেষ সময়ে তুমি, আমি বা যে-কেউ বিচারের মুখোমুখি হব। ওটা আসে আকাশ থেকে। যেমন আমার হৃদয়ে জ্বলছে বিশাল আগুন কুণ্ড। তার ভিতর পুড়ছে সবুজ এক খণ্ড কাঠ।'

আর না পেরে বলে উঠলাম, 'হয়তো নিজ বিচার দিনে স্মরণ করবে তোমার ভিতরের দুর্বলতা ঝিকমিক করছে না।'

সত্যি ঝলসে উঠে হাসল আয়েশা। মাত্র দু'তিনবার ওকে হাসতে দেখেছি। সেসব ছিল মেঘলা আকাশ চিরে দেয়া অতি উজ্জ্বল বিজলি। হাসল বটে, এরপর গম্ভীর হয়ে গেল।

'ভালই বলেছ। শান্ত ষাঁড়কে লাঠি দিয়ে খোঁচাতে থাকো, সে রেগে উঠে মাটি খুঁড়বে। ...দুর্বলতা! আমার ভিতর, অ্যালান?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাধারণ মানুষের অন্তরে ওসব থাকে। আর যারা আমার মত শাসন করে, তাদের থাকে উদ্ভাসিত অন্তরে বিপুল গর্ব। আমার মত খুব কম মানুষ এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। স্বপ্নের ভিতর কী সত্য ছিল, তুমি জেনেছ। এবার জানতে চাও কীসের শিক্ষা।'

'হ্যাঁ, জানতে চাই। বলে ফেলো। সন্দেহ নেই আমার জ্ঞান বাড়বে।'

'শিক্ষা হচ্ছে, তুমি অতি নগণ্য ও দুর্বল। তুমি বোকা, ফলে পছন্দের মানুষকে খুঁজতে গেছ ভিন জগতে। জানতে চেয়েছ তারা মৃত্যু-দরজার ওপাশে কী করছে। তারপর জানতে পেরেছ ওরা নিজ স্বর্গে আনন্দিত। এতে তুমি কষ্ট পেয়েছ। তবে ওদের চেয়ে পৃথিবীর অনেককে ঢের বেশি চেয়েছ।'

'কক্ষনো না!' জোর দিয়ে বললাম। 'এটা ভুল কথা!'

'দুঃখিত, অ্যালান, তবে বহু মেয়ের দিকে ঘুরে চেয়েছ। পুরুষ এমনই হয়। তুমি কি মৃতদের বিষয় বুঝতে পেরেছ, অ্যালান?'

'বোধহয় বোঝাতে চাইছ স্বর্গবাসীরা পৃথিবীবাসীকে ভুলে যায়। নতুন করে বিয়ে করে। পড়ে থাকে অতীত স্মৃতি।'

'তা-ই তো করবে। পৃথিবীবাসী মানুষ ওই একই কাজ করে না? অবশ্য আমি যখন লোকালয়ে ছিলাম, দ্বিতীয়বার বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল।'

'এখন যে-কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে।'

'একজনকে নিয়েই বা কেন পড়ে থাকতে হবে?'

বোধহয় আমার চরিত্র নিয়ে কিছু বলতে চাইছে। রেগে যেতে গিয়ে পরক্ষণে মনে মনে হেসে ফেললাম। বোধহয় অন্য কথা বলেছে। স্বর্গবাসী পৃথিবীর সেই একই সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে বাস করবে কেন! তাদের কেউ আমাকে গ্রহণ করবে, তা না-ও হতে পারে। আমার চেয়ে ঢের ভাল কাউকে বেছে নিতে দোষ কোথায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবতে গিয়ে ভাল লাগল না, তবে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম এসব। ভাবলাম. এ আমার দেখা সেরা মায়াজালকারিণী মেয়ে!

'আমার কথা বুঝেছ, অ্যালান,' বলে গেল সে। ততক্ষণে টের পেয়েছি, বক্তব্য শেষ না করে থামবে না। 'তোমার কথা অনুযায়ী. সূর্য বা ভিন-গ্রহের মানুষ তোমাকে দেখতে পায়নি, জানতে পারেনি তুমি গেছ। হয়তো তোমার কথা তাদের মনে নেই। অথচ অন্যরা তোমার স্বপ্ন দেখেছে। আবার এমনও হতে পারে ওরা কখনও তোমার স্বপ্ন দেখেই না।'

'অন্তত একজন মনে রেখেছে,' মুখ ফস্কে বললাম, 'সে আর একটা কুকুর।' পরক্ষণে বুঝলাম বিদ্রূপের মুখে পড়ছি।

'হ্যাঁ, এক অসভ্য জংলি মেয়ে, যে নিজ পাপে আত্মহত্যা করে বিদায় নিয়েছিল।'

বুঝলাম না, কী করে জানল।

আবার শুরু করল, 'ও পবিত্র হয়নি। আর তাই তোমাকে মনে রেখেছে। তবে সাদা মনের কারও বদলে ওকে কাছে টেনে নিতে চাওনি। আর মনে পড়ছে ওই কুকুর তোমাকে খুঁজে বের করে। সে ছিল বিশ্বস্ত, তার অন্তর বহু মানুষের চেয়ে খাঁটি। ওর কাছ থেকে শিক্ষা নাও, বিনীত হতে শেখো। ভাবতে যেয়ো না দুনিয়ার ভরা মেয়ে তোমার হৃদয় নিতে ব্যস্ত। কেউ তোমাকে ভালবাসতে পারে, তবে তা ক্ষণিকের জন্য।'

'বুঝলাম!' ততক্ষণে রাগে গা কাঁপছে আমার, প্রায় লাফ দিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে পড়লাম। 'তোমার কথা অনুযায়ী, আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে! এখন বিদায় নিতে চাই। আর কেন যেন মনে হচ্ছে তুমিও ভাল শিক্ষা পাবে। আমার যেমন লাগছে, তখন তার চেয়ে বেশি ফুর্তি মিলবে তোমার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইশ

তুঙ্গে উঠেছে মেজাজ, তখনও ভেবে চলেছি সে-স্বপ্ন নিয়ে। ওটা স্বপ্ন বা কল্পনা, সব এসেছে বোধহয় আয়েশার তরফ থেকে! এরইমধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে মনে।

সন্দেহ নেই আয়েশা বড় মাপের হিপনোটিস্ট। মায়াজাল ফেলেছে শিকারের উপর। নিজ ভাবনা চাপিয়ে দিয়েছে বিমোহিত মানুষের উপর। এসব বুঝেছি, কিন্তু দুটো বিষয় পরিষ্কার হলো না। প্রথম কথা: আচ্ছন্ন মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে জানে? যেভাবে হোক, ওর যোগাযোগ হয়েছে যিকালির সঙ্গে। কিন্তু এমনকী যিকালি জানত না আমার অতীত। এ জানে না হ্যান্সও। অথচ নিখুঁত ভাবে জেনে নিয়েছে আয়েশা!

ধারণা করছি, সব টের পেয়েছে রহস্যজনক কোনও উপায়ে। আমার নিজ মন বা স্মৃতিকে উত্তেজিত করেছে, ফলে দেখেছি নানান দৃশ্য। অস্বাভাবিক বুদ্ধি করে পটভূমি তৈরি করেছে। তার ভিতর রেখেছে প্রাচীন গ্রিক বা মিশরীয় পরিবেশ। সব ওর মনের ভিতর ছায়ার মত ছিল। প্রয়োজনে ঘটনার উপর চাপিয়ে দিয়েছে রং। যে-লোকের উপর সম্মোহন প্রয়োগ করেছে, সে স্বপ্নের মত দেখেছে সেসব দৃশ্য। আমি এমন কোনও দৃশ্য বা কথা শুনিনি, যা সে তৈরি করেনি। সোজা কথায়, আমি নিজে যোগান দিয়েছি কাদা, আর তা দিয়ে অন্য কিছু তৈরি করেছে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবতে লাগলাম দ্বিতীয় বিষয়ে: এই তিক্ত পরিস্থিতি কেন তৈরি করল? কারণ বোধহয় বুঝতে পারছি। প্রথম কথা, নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছে। আমাকে বোঝাতে চেয়েছে ওর আছে আধিভৌতিক শক্তি। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের কারণে ঋণী ছিল, কাজেই চেয়েছে সে ঋণ শোধ করতে। তৃতীয়ত, যেভাবেই হোক, আমি ওকে আহত করেছি। এরপর সুযোগ পেতে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। চতুর্থ আরেকটা কারণ থাকতে পারে—হয়তো সত্যি ভেবেছে ওর নৈতিক কর্তব্য আমাকে শিক্ষা দেয়া। আমাকে বোঝাতে চেয়েছে মানুষের আশা কত অযৌক্তিক। নিজেকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবার কোনও কারণ নেই।

স্বীকার করতে দোষ নেই, আয়েশার সামনে কিছুই ভাবতে পারিনি। তখন ছিলাম বিহ্বল। পরে ভেবে বের করেছি যুক্তি। এসব পরে ভুল বলে মনে হয়নি।

তা ছাড়া, সাক্ষাৎকারের শেষে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। আর সে কারণে আহত করতে চেয়েছি আয়েশাকে। হতে পারে মৃতপ্রায় রেযুর কথা শুনে মনের ভিতর তৈরি হয় ওই বিষ-মাখা তীর। হতে পারে আয়েশার করুণ পরিণতির ছাপ পড়েছিল আমার মনে।

যেভাবে হোক, আমি ওকে কষ্ট দিতে পেরেছি। ওর অন্তরে ঢুকেছে আমার কথা। সুন্দর ওই গাল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হলো, বড় চোখদুটোর ভিতর ফুটল ভয়। চুপসে গেল মুখ। সে-সময় খানিকের জন্য ওকে বুড়ির মত লাগল। কাঁদতে শুরু করল। আমি ওর পোশাকে দু'ফোঁটা অশ্রু পড়তে দেখেছি। এতে আমি ঘাবড়ে গেলাম।

'তোমার কী হয়েছে?' জানতে চাইলাম।

'কিছু না,' জবাবে বলল আয়েশা। 'তবে তুমি আমাকে আহত করেছ। তুমি জানো না, অ্যালান, কাউকে অভিশাপ দেয়া খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত্যাচারীর কাজ। এসব কথা আসে ভবিষ্যতের পালক থেকে। ওই পালকে মেশানো থাকে বিষ। আর সত্যি পরে নিজের কাজ শেষ করে। আরও খারাপ লাগে যাকে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা দিয়েছি. সে নিষ্ঠুর আচরণ করল।'

মনে মনে বললাম, তুমি কোথায় আমার বন্ধু? তুমি বন্ধুত্বের নামে অপমান করেছ যখন খুশি। ওর কাছে জানতে চাইলাম, 'ভীত হওয়ার কী আছে? তোমার তো অনেক ক্ষমতা। কোনও ভয় পাওয়ার কথা নয়।'

'ভয়? তোমাকে তো আগেও বলেছি, কখনও নিয়তি ফেরানো যায় না। কেন জানি না, তোমার কাছ থেকে ওসব শুনে কেমন যেন লেগেছে। রেযুর কথাই ধরো, সে নিজেকে অজয় ভাবত, আজ সে কোথায়? আমারও তেমন হতে পারে। দেবী আমাকে অভিশাপ দিয়েছে। তারই এক পুরোহিতকে ভালবেসে কেড়ে নিয়েছি। জানি না, কখন কোন সময়ে নেমে আসবে শাস্তি। আর সত্যি বলতে আমার উপর শাস্তি নেমে এসেছে। শত বছর ধরে রয়েছি অসভ্যদের ভিতর, অপেক্ষা করছি বিধবার মত—আমার প্রেমিক ফিরবে। শুধু তা-ই নয়, তার চেয়ে বড় শাস্তি মিলে গেছে। থাক, আমি এ নিয়ে কিছু বলতে চাই না।'

হু-হু করে কাঁদতে লাগল আয়েশা। প্রথমবারের মত আমার মনে হলো, এই অপরূপা মেয়ের ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু মানসিক ভাবে সে অত্যন্ত একাকী। নিঃসঙ্গতা ওর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এদিক থেকে সে অতি সাধারণ। আমি বিশ্বাস করি না অমৃত পান করেছে, যদি ধরি তা পেয়েছে, বদলে হারাতে হয়েছে ওর মনের সব সুখ।

কিছুক্ষণ পর কান্না কমে এল, ফোঁপাতে লাগল। একটু আগে মিলিয়ে যাওয়া রূপ আবার ওর ভিতর ফিরছে। মনে হলো কালো-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধূসর আকাশে আবারও ফুটছে আলো। কাউকে বোঝাতে পারব না আয়েশা দেখতে কত অসাধারণ। দীর্ঘ কেশ এসে পড়েছে অশ্রু ভেজা কপোলে। ওর সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে ভিজে গেল আমার অন্তর, অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ওই অদ্ভুত রূপ।

'দয়া করে কেঁদো না,' নরম স্বরে বললাম। 'তুমি এমন করে কাঁদলে আমার মন ছোট হয়। যদি কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি, আমি ভুল করেছি।'

মাথা দোলাল আয়েশা, ছড়িয়ে পড়ল এলো চুল। আগেই মুখ ঢেকে গেছে। এখনও কেঁদে চলেছে।

'একটু ভেবে দেখো, আয়েশা,' বললাম, 'তুমি তো নিজের তিক্ততা থেকে আমাকে অনেক রূঢ় কথা বলেছ। শেষে আমিও বাধ্য হয়ে তিক্ত কথা বলেছি।'

'আর সে রূঢ় কথা তোমার প্রাপ্য নয়, অ্যালান?' প্রায় ফিসফিস করে বলল। একটু ভেঙে গেল কণ্ঠ। মিষ্টি সুবাস আসছে ওর চুল থেকে।

'কেন?' জানতে চাইলাম।

'কারণ তুমি প্রথম থেকে আমাকে অপমান করছ। ভেবেছ আমি একটা মিথ্যুক। তোমার মনে হয়েছে আমি তোমার উপযুক্ত নই। অপমানের পর অপমান করেছ। আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। তারপরও, হয়তো অজান্তে আহত করেছি। কিন্তু আমি প্রথম থেকে তোমাকে পছন্দ করি।'

আবার ফোঁপাতে লাগল আয়েশা। একটু একটু করে দুলছে নিজের দুঃখের ভিতর।

কেমন যেন লাগল আমার মন। জানি না কীভাবে সান্ত্বনা দেব। তারপর পাশে রাখা দুধ-সাদা হাতে আলতো চাপড় দিলাম। তাতে কোনও লাভ হলো না। এবার আস্তে করে ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত তুলে চুমু দিলাম, বিরক্ত হলো না। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, আস্তে করে নামিয়ে দিলাম হাত।

সামান্য ঝাঁকিতে মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে দিল সে, অদ্ভুত সুন্দর দু'চোখ ফেলল আমার চোখে। তারপর নিজের হাতের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি এ কী করলে, অ্যালান?'

'কিছুই নয়,' বললাম। 'তবে মনে পড়েছে তুমি ক্যালিক্রেটের বাগদত্তা।'

ভুরু কুঁচকাল আয়েশা। 'আর সেই ক্যালিক্রেট, অ্যালান? আমি তার জন্য পাপ করেছি, আজও কেঁদে চলেছি একাকীত্বের প্রহরে। ওর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে এতগুলো শতাব্দী ধরে? আমার পা বাঁধা থাকবে ওই ক্যালিক্রেটের শিকলে? সে আমার কাছে নানা ভাবে ঋণী। আর এখন সে আমার থেকে অনেক দূরে। অ্যালান, তুমি কি বলতে পারো স্বর্গে ওকে দেখেছ? হয়তো সেখানে আছে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। ভেবে চলেছি কীভাবে ওকে শান্ত করি। এদিকে বুঝতে পারছি ওই মায়াবী চোখ কেড়ে নিচ্ছে আমার অন্তর। মনে হলো আমার দিকে ঝুঁকে এসেছে, মুখ তুলে চাইল। একটু ফাঁক হলো দুই ঠোঁট। এরপর নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না, আমিও ঝুঁকে গেলাম। হ্যাঁ, পাগল হলাম। আমার পৃথিবীতে থাকল শুধু সে। আর সব হারিয়ে গেল।

চট্ করে আমার হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রেখে বলল আয়েশা, 'থামো! কী করতে চলেছ? তুমি কি আমাকে ভালবাসো, অ্যালান?'

'মনে হয়...তাই। হ্যাঁ!'

সিংহাসনে আমার কাছ থেকে দূরে সরে বসল সে, মৃদু হাসতে শুরু করল। 'এসব কথা বড় সহজে বেরিয়ে এল তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠোঁট দিয়ে। বোধহয় বহুবার বলেছ? ওহ্, অ্যালান, আমি হতবাক হয়েছি। তুমিই না সে পুরুষ, মাত্র কিছুক্ষণ আগে গর্ব করে বলেছ: "আর কাউকে এমন ভালবাসি না?" আর এখন? তুমি কী বলতে চাও...'

লজ্জায় লাল হয়ে গেছি, বিড়বিড় করে বললাম, 'এবার আমাকে যেতে দাও।'

'না, অ্যালান, তোমার যেতে হবে কেন? আমি তো এখানে কোনও দাগ দেখছি না।' মনোযোগ দিয়ে হাত তুলে দেখল। 'তবে তোমার নারী বিষয়ে দক্ষতা আরেকটু বেড়েছে।' এবার শুনলাম কণ্ঠে অশুভ সুর, 'আমি তোমার উপর রাগ করিনি, আমাকে দুর্ভাগ্য থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করোনি। তা করলে তোমাকে ঘৃণা করতাম। যা হয়েছে, তা ভুলে যাও। অথবা পরে এ নিয়ে ভাববে। আর ক্যালিক্রেটের বিষয়ে যা বলেছ, তার জবাবে বলব: তোমার কাহিনির সে প্রেয়সীরা তো আলোর দেশে? তোমার মনে হয়েছে ওরা অবিশ্বাসী, তা হলে নিজে তুমি অমন করতে গেলে কেন? এ বিষয়ে কী বলতে চাও? আমি তো বলব, হাজারো বার লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার, অ্যালান!'

থেমে গেল সে, অপেক্ষা করছে আমার জবাব শুনবার জন্য।

আমি লজ্জিত এবং অপমানিত। কোনও কথা বলছি না। সত্যি কিছু বলার নেই।

'অ্যালান, তুমি ভাবো তোমার উপর মায়াজাল ফেলেছি, এবং এ কথা সত্যি। এ থেকে জ্ঞান নাও। আর কখনও কোনও মেয়েকে অবহেলা কোরো না। যদি সে মেয়ে সৎ থাকে, সে হবে তোমার চেয়ে দৃঢ় মনের। প্রকৃতি নিজ কারণে মেয়েদের ওভাবে তৈরি করেছে। আর সেজন্য তোমার মত পুরুষ সুবিধা পায়।'

কখন যেন আসন থেকে নেমে পড়েছি, বিড়বিড় করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইংরেজিতে গালি দিলাম। মনে আছে আয়েশা এ ভাষা জানে না। কিন্তু আবারও হাতের ইশারা করল, পাশে বসতে বলছে।

'এখনই চলে যেয়ো না। তোমার মনের সেই ক্ষুধার্ত পুরুষ বিদায় নিয়েছে। বোসো, তোমার সঙ্গে কাজ আছে। শুধু নিজের কথা ভাবছ তুমি। তোমার ঋণ আমি শোধ করেছি, কিন্তু বুড়ো জাদুকরেরটা নয়। সে-ই পাঠিয়েছে তোমাকে কোর শহরে। এবং গত এক ঘণ্টার ভিতর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

ব্যক্তিগত কষ্টের ভিতর এই অবিশ্বাস্য কথা শুনে ফাঁকা চোখে চাইলাম ওর দিকে।

'আবার অবিশ্বাস করলে আমাকে,' পা ঠুকল সে। 'আরেকবার এমন করো, অ্যালান, চুমু দিতে হবে আমার পায়ে। সেক্ষেত্রে লজ্জা ভুলে শপথ করবে, কখনও কোনও মেয়েকে বোকার মত উল্টোপাল্টা কথা শোনাতে যাবে না।'

'না-না, আসলে ভুল ভেবেছ,' তাড়াতাড়ি করে বললাম। 'তোমার প্রতিটা কথা বিশ্বাস করি। একদম সত্যি কথা।'

'আবার মিথ্যা শুরু করেছ। তবে একগাদা মিথ্যার ভিতর একটা বাড়লে ক্ষতি কী? বাদ দিই।'

'যিকালির ব্যাপারে কী যেন বললে?' জানতে চাইলাম।

'আমার মনে পড়েছে সে একটা বিষয় জানতে চেয়েছে। তার জানতে হবে সে সফল হবে, না বিফল। তোমাকে যা বলেছে তা জানাও আমাকে।'

বিপজ্জনক প্রসঙ্গ থেকে সরতে পেরে খুশি হলাম। সংক্ষেপে খুলে বললাম ওকে। জুলু-ল্যাণ্ডের রাজবাড়ির সঙ্গে মানসিক লড়াই চলছে বুড়ো জাদুকরের।

চুপচাপ শুনল আয়েশা, তারপর বলল, 'সে জানে না এ লড়াইয়ে জিতবে, না হারবে। এ কারণে তোমাকে পাঠিয়েছে, বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবেছে তা-ই করেছে। আসলে তোমার নিজ কোনও কারণে পাঠায়নি। এবার শোনো, আমি জানি না এ সামান্য কারণে আমাকে কেন জড়াতে চেয়েছে। ওর ধারণা ওই লড়াই বিশাল কিছু। ঠিক আছে, আমি তার কাছে ঋণী। কাজেই জবাব দেবার চেষ্টা করব। ওই গামলা আমার সামনে এনে রাখো, অ্যালান।' মার্বেলের তেপায়ার উপর রাখা পানিতে আধ ভরা ক্রিস্টাল গামলা, ওটার দিকে আঙুল তাক করল সে। 'ওটা এনে আমার পাশে বসো। ওটার ভিতর চেয়ে থেকো।'

কথা অনুযায়ী তেপায়া এনে বসে পড়লাম ওটার সামনে। ঝুঁকে পড়েছি, শ্যামপু করার সময় এমন করে মানুষ।

'এসব বোকামি মনে হচ্ছে,' বিরক্তি চেপে রাখলাম না। 'আমার কী করতে হবে? কিছুই তো দেখছি না।'

'আবারও দেখো,' বলল। ওর কথা শেষ হতে না হতে পানি মেঘের মত ঘোলাটে হয়ে গেল। তার ভিতর ফুটে উঠল একটা ছবি। কোনও কাফ্রি কুঁড়ে ঘরের ভিতর অংশ। একটা মোমবাতি জ্বলছে বোতলের মুখ থেকে। ঘরের দরজার বামে একটা বিছানা। তার উপর শুয়ে আছে ক্লিষ্ট এক মৃত্যু-পথযাত্রী। হতবাক হয়ে দেখলাম সে অন্য কেউ নয়, জুলুদের রাজা কেটেওয়্যায়ো। বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে এক লোক। সে-লোক এই আমি! বয়স বেড়ে গেছে। উবু হয়ে রাজার কানে ফিসফিস করে কী যেন বলছে বদখত এক বিকৃত লোক। পরিষ্কার চিনলাম যিকালিকে। খুশিতে চকচক করছে তার চোখ। কেটেওয়্যায়ো অত্যাচারিত এবং ভীত। পরবর্তীতে এসব ঘটেছে। সে কাহিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিখেছি আমি *সমাপ্তি** বইয়ে।

আয়েশাকে জানালাম কী দেখছি। কথা বলতে বলতে খেয়াল করলাম মিলিয়ে গেল ছবি। ওখানে থাকল শুধু পরিষ্কার পানি। মনে হলো না যিকালির এই কাহিনি আয়েশাকে আগ্রহী করল। ছোট্ট একটা হাই তুলে পিছিয়ে বসল।

'ভাল দৃশ্য দেখেছ, অ্যালান,' নির্বিকার স্বরে বলল। 'তবে অসভ্যদের ওই ঘটনার সঙ্গে আমি কোনও ভাবে জড়িত নই। কাজেই কোনও আগ্রহ নেই। এটুকু বলতে পারি, তোমার বন্ধু বুড়ো জাদুকর তার পছন্দের উত্তর পেয়েছে। ওই ছবিতে দেখেছ যিকালি রাজাকে ঘৃণা করে, তার কানে হিসহিস করছে। এবং শেষ সময়টা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি। জাদুকর আর কী চায়? আবার যখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তাকে বলে দিয়ো আমাকে যেন কম বিরক্ত করে। আমি ঘুম থেকে উঠে ওর আধো বুলি শুনতে চাই না। সবসময় অতিরিক্ত আশা করে। ...এখন ওকে নিয়ে ভাবতে চাই না, দূর হোক ওর নোংরা ষড়যন্ত্র নিয়ে। তোমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণ করেছি, কাজেই এখন আর কারও কাছে ঋণী নই।'

'বাড়তি দিয়েছ বোধহয়,' শ্বাস ফেললাম।

'অ্যালান, আমার মনে হয় শিক্ষা থেকে মোটেও আনন্দ পাওনি? ওই আনন্দ ছিল আমাদের দু'জনের। কাউকে পাওয়ার আশা করে ব্যর্থ হলে খারাপ লাগে, তবে তার চেয়ে খারাপ লাগে বোধহয় ইচ্ছাপূরণ হলে। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তবে মনে রেখো: পুরুষ সেদিন খুশি হবে, যেদিন পৌঁছবে চাহিদাহীন

---

* ফিনিশ্‌ড্‌।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশে।'

'বুদ্ধ এ কথাই প্রচার করেছিলেন, আয়েশা।'

'হ্যাঁ। মনে পড়ে ওই জ্ঞানী কী প্রচার করেন। কোনও সন্দেহ নেই তিনি সত্য-পথের দরজার একটা চাবি পান। কিন্তু এমন চাবি আরও আছে। তবে পুরুষের চাহিদা থাকতেই হবে, নইলে এগিয়ে যাওয়ার সাধ ও সাধ্য, আশা বা ভয়, কিছুই থাকবে না। সেক্ষেত্রে শেষ হবে মানবজাতি। জীবনের ঈশ্বর এ চান না, তাঁর ইচ্ছে দাসের মনে জেগে থাকুক এসব অনুভূতি। কাজেই অ্যালান, আমরা যদি জ্ঞানী হই, আমাদের উচিত তিক্ততা ভুলে চোখের অশ্রু মুছে ফেলা।'

'এই একই কথা ভাবি আমি,' বললাম।

'কোনও সন্দেহ নেই, আমি বিদ্রূপ করলেও, জানি আজ থেকে ক'বছরের ভিতর তুমি অনেক জ্ঞান অর্জন করবে। এ-ও জানি, তোমার আশাবাদী অন্তর আসলে ভাল, আর তাই তোমাকে নিজ বন্ধু ভেবেছি। হ্যাঁ, তোমাকে প্রেমিক মনে করিনি, সত্যিই ভাল একজন বন্ধু মনে করেছি। আর বন্ধুত্ব দেহের প্রেমের চেয়ে ঢের উঁচু পর্যায়ের জিনিস। প্রেমের মৃত্যু হয় দেহের সঙ্গে, কিন্তু বন্ধুত্ব রয়ে যায়। আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।'

থেমে গেল আয়েশা, থুতনির নীচে দু'হাত রেখে কী যেন ভাবছে। যেন বহু দূরে চেয়ে। ওকে আগে কখনও এমন দেখিনি। এখন সে অ্যাফ্রোডাইট বা হেরার রানির মত সুন্দর নয়, মনে হলো অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মহিলা। যেন অভিজ্ঞতা ও দূর-দৃষ্টির শেষ নেই তার। জানি না কেন, প্রায় ভীত হয়ে উঠলাম।

ভাবতে শুরু করেছি, এই মেয়ের সত্যি কাহিনি আসলে কী? আসলে কে সে! কোথা থেকে পেল এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা? হয়তো অদ্ভুত কোনও কারণে আচমকা মন পড়তে পারে। চোখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলে আমার দিকে চাইল সে। অন্তর বলল, আবারও সে মন পড়তে পেরেছে।

'এ জীবনে আর কখনও আমাদের দেখা হবে না, বন্ধু,' নরম স্বরে বলল। 'তবে প্রায়শ আমার কথা চিন্তা করবে। তোমার ওই অন্তর জানতে চাইবে, কে ছিল সেই নারী। হয়তো আমাকে ভুল ভাববে। আমি তো পাপ করে দুনিয়া থেকে ছিটকে পড়া একজন। আমাকে থাকতে হবে এ অসভ্যদের ভিতর, বলতে হবে তোমার মত কাউকে অদ্ভুত কাহিনি। সত্যিই হয়তো এমন নাটকের চরিত্রে আগেও বহু অভিনয় করেছি। আর তাই যদি করে থাকি, হয়তো তাও ভুল বুঝবে না আমাকে।

'অ্যালান, বহু কাল আগে উত্তর-সাগরের নাবিকরা আমাকে বলে, ওদিকে রয়েছে শিশির-ঝড়ের ভিতর ভাসমান বরফের পাহাড়, সে অন্ধকারের দেশে রয়েছে কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়, সেখানে কোনও সূর্য নেই। আরও বলে, সাগরের বুকে সেখানে রয়েছে নীল ও ঝলঝলে অংশ—তার নীচে জমাট বরফ বাঁধা দ্বীপ, মানুষ সেই দ্বীপ কখনও দেখেনি।

'অ্যালান, আমি সেই দ্বীপের মত। তুমি শুধু দেখেছ আমার চূড়ার ঝিকমিকে আলো বা ঝড়। অনেক নীচে রয়েছে বিশাল সাদা ভিত্তি। কিন্তু সেই ভিত্তি খুবলে নিয়ে সাগর তৈরি করেছে গুহা। সেখানে বাস করে আমার অন্তর। তুমি দেখো আমি জ্ঞানী, সাদা ও সুন্দর, কিন্তু চেনো না আমার অন্তর। তোমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, যেন দেখতে পাও অদ্ভুত সুন্দর এই হৃদয়।

'যদি আমার অন্তরের রহস্য তোমাকে জানাই, বহু কিছু বুঝবে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। তুমি তো মন্দির দেখেছ, ওটার জন্য লাগে দুটো জিনিস: প্রার্থনা ও বিশ্বাস। এ দুটো না থাকলে কিছুই হয় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর আমি আয়েশা যেন মন্দির। আর এ মন্দিরে তুমি প্রার্থনা করোনি। মেয়েদের কৌশল দিয়ে তোমাকে বোকা করেছি। তোমার কোনও বিশ্বাস নেই আমার উপর। কাজেই নিজ ক্ষমতা দিয়ে তোমাকে উত্তরণ করিয়ে দেব না। তবে কখনও তোমাকে দোষ দেব না, এ কঠিন দুনিয়া তোমাকে এভাবে তৈরি করেছে।

'কাজেই আমরা ভিন পথে চলব। তবে আমাকে না দেখতে পেয়ে ভেবো না তোমার কাছ থেকে দূরে গেছি। মনে রেখো এ দুনিয়ায় আমি আইসিসের প্রতিভূ। আর তাই মিশে রয়েছি পৃথিবীর সবকিছুর ভিতর। আমি একজন নই, অসংখ্য রূপ আমার। তুমি যখন রাতের তারার নীচে, ভেবো আমি চেয়ে রয়েছি তোমার দিকে। যখন নরম হাওয়া বইবে, মুখ স্পর্শ করবে, বা গর্জে উঠবে বজ্রপাত, ভেবো ওই আলোর ভিতর ঝলসে উঠছি। তীব্র ঝোড়ো হাওয়ায় পাবে আমাকে।'

'তুমি কি বলতে চাও আসলে তুমিই দেবী আইসিস?' বিস্মিত হয়ে বললাম। 'তুমি তো বলেছিলে তুমি আসলে উপাসিকা।'

'যা তুমি ভাবো, ভেবে নিতে পারো, অ্যালান। আমার কানে সব কথা আসে না। দেখতে পাই না সব দৃশ্য। কাজেই বলতে পারো আমার কান ও চোখ অর্ধেক বন্ধ। হয়তো এতদিনে দেবীর মন্দির মিশে গেছে ধুলোর সঙ্গে; কেউ উপাসনা করে না, তাকে ভুলে গেছে মানুষ। তবে আজও জেগে আছে চাঁদের ওই দেবী। তার রথ আজও চলছে। দেবীর আরেক নাম: প্রকৃতি। সে আমার মা এবং আমি তার সন্তান। তুমি হয়তো বুঝবে পৃথিবীর অন্তর আছে, আর সে অন্তরের অংশ তুমি বা আমি। আজও সে পবিত্র আত্মাকে পূজা দেয় পূজারিরা।'

আমার ঠোঁটে চলে এল, 'হ্যাঁ, পূজারি যদি হয় ছেলেমানুষ, বা নিজেকে ঠকাতে চায়, করতে পারে—তবে আমি তা করি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার এ বিদায় শুভ হোক, অ্যালান। তোমার ও তোমার সঙ্গীদের জন্য এখান থেকে সে গন্তব্য পর্যন্ত পথ নিরাপদ করা হয়েছে। বহু বছর বাঁচবে তুমি, এবং শেষে হয়তো পাবে সেসব মানুষকে। আজ রাতে তুমি দেখেছ তাদের।'

চুপ হয়ে গেল আয়েশা, তারপর আবার বলল, 'আমার এ শেষ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। আজ যা বলেছি, তার সব তুমি দু'ভাবে গ্রহণ করতে পারো। তবে একটা কথা: যা বলেছি, সব সত্য। ...আমি এক পুরুষকে ভালবাসি, অতীত কালে তার নাম ছিল ক্যালিক্রেট। দেবীর ইচ্ছায় আমাকে দেয়া হয়েছে ওর জন্য। আর তাই এখানে অপেক্ষা করতে হবে। তুমি যদি বাইরের জগতে গিয়ে ওর দেখা পাও, তাকে বোলো এই আয়েশা আজও ওর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু থাক্, তোমাকে বলেই বা কী হবে? তুমি ওকে দেখবে না। আবার যদি জন্মে থাকে, তাকে চিনবে কী করে? যাই হোক, তোমাকে একটা অনুরোধ বা নির্দেশ: আমার এ রহস্যময় জীবনের বিষয়ে কাউকে কিছু বোলো না। তা যদি না মানো, তোমার উপর পড়বে আমার অভিশাপ। যতদিন বেঁচে থাকবে, কাউকে বলতে যেয়ো না আমার কথা। এবার বলো, অ্যালান, আমার কথা রাখবে?'

'রাখব, আয়েশা।'

'সেজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, অ্যালান।' কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল, লাগছে রাজকীয়। কাছে যাওয়ার জন্য হাতের ইশারা করল। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

আমার দেহে হাত বুলাতে লাগল সে। মনে হলো আশীর্বাদ করছে। তারপর পর্দার দিকে হাত তুলল। ঠিক তখন সরে গেল পর্দা। কে সরিয়ে দিল, বুঝলাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে গেলাম পর্দার কাছে. ওখান থেকে একবার চাইলাম আয়েশার দিকে। যেখানে ছিল ঠিক সেখানে দাঁড়িয়েছে. তবে চোখদুটো এখন মেঝের দিকে। আনমনে কী যেন ভাবছে। আগে কখনও কোনও মেয়ের মুখে এত কষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখিনি। মনে হলো এরইমধ্যে আমার কথা ভুলে গেছে। মনেই নেই গত এক ঘণ্টার কথা।

তেইশ

বাইরের করিডোরে বেরিয়ে এলাম। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীরা। একেকজন যেন মূর্তি। আর্চওয়ে পেরিয়ে মন শান্ত করতে কিছুক্ষণের জন্য থামলাম। চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেব। ঠিক তখন মনে হলো অন্ধকারের ভিতর কেউ আসছে। মনে পড়ল এখানে আমার অনেক শত্রু। আক্রমণ ঠেকানোর জন্য তৈরি হয়ে গেলাম।

ক'মুহূর্ত পর বুঝলাম কেউ আচমকা হামলা করবে না, আর কেউ নয়, আমার পাশে চলে এসেছে হ্যান্স। এতক্ষণ আশপাশে লুকিয়ে ছিল। খুব চিন্তিত ও ভীত মনে হলো।

নিচু কাঁপা স্বরে বলল, 'বাস্, আবার আপনাকে দেখতে পেয়ে ভাল লাগছে। খুশি লাগছে যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তো ভেবেছি...'

'তেমন কিছু ভাবলে কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কারণ, বাস্, ওই মহিলার বাসায় যা ঘটল! আমার তো মনে হলো তার দাঁতের ব্যথা শুরু হয়েছে। জালের ভিতর বসে আছে মাকড়সার মত।'

'খুলে বলো তো হ্যান্স, কী ঘটে?' আমার পাশে হাঁটতে শুরু করল হ্যান্স।

'কী হয়নি, বাস্! আপনি আর আমস্লোপোগাসের সঙ্গে কথা বলতে লাগল সাদা ডাইনী। দেখার মত হলো আপনার চেহারা। মনে হলো আধ ফ্লাস্ক সেরা জিন গিলে ফেলেছেন। আজ রাতে ওই জিনিস পেলে আমি বেঁচে যেতাম। একইসঙ্গে হয়ে উঠতাম জ্ঞানী আর বোকা। বাস, আমার মাথা ভরে গেছে, আবার একইসঙ্গে ফাঁকা হয়ে গেছে মগজ। আপনারা দু'জন গড়িয়ে পড়লেন, বাস। ভাবতে শুরু করলাম মরে গেছেন। ভাবতে লাগলাম এবার কী করি—কীভাবে লাশ নিয়ে কবর দেব! আর তখনই মঞ্চ থেকে নেমে এল ডাইনী, প্রথমে উবু হলো আপনার উপর, তারপর আমস্লোপোগাসের উপর। কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগল। তারপর একটা সাপ বের করল। দেখে মনে হলো সোনার তৈরি, চোখদুটো সবুজ। ওই জিনিস ছিল ডাইনীর কোমরে। প্রথমে ওটা আপনার ঠোঁটে ছোঁয়াল, তারপর আমস্লোপোগাসের ঠোঁটে।'

'তারপর কী, হ্যান্স?'

'তারপর অনেক কিছু হলো, বাস্। আমার মনে হলো পুরো বাড়ি বাতাসে ভেসে ছুটতে লাগল। গতি হলো কমপক্ষে বুলেটের দ্বিগুণ। হঠাৎ ঘর ভরে গেল আগুনে। এত গরম, শরীরে ছ্যাঁকা লাগল। চারপাশে এত আলো, চোখ থেকে দরদর করে পড়তে লাগল পানি। তবে সেই আলোর ভিতর চোখ চলে। সে আগুনের ভিতর অনেক ভূত হাজির হলো। হ্যাঁ, তাদের কয়েকজনকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখলাম, আপনার মাথা আর পেটের কাছে। আমস্লোপোগাসের একই অবস্থা। আমি চুপচাপ দেখতে লাগলাম। কিছু ভূত কথা বলতে লাগল সাদা ডাইনীর সঙ্গে। কথা স্বাভাবিক ভাবে বলছে, যেন চেনা মেয়ের কাছে ডিম বা মাখন বিক্রি করছে। তারপর বাস্, হঠাৎ আপনার যাজক বাবাকে দেখতে পেলাম। মনে হলো আগুনের ভিতর টকটকে লাল হয়ে গেছেন। কোনও সন্দেহ থাকল না, তিনি আগুনের দেশে থাকেন। মনে হলো আমার কাছে এসে বললেন, "হ্যান্স, এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এ জায়গা তোমার মত ভাল হটেনটটের জন্য না। এত গরমে এখানে থাকতে পারে শুধু খ্রিস্টান।"

'তাতেই ভয় হলো, বাস্। আমি জবাবে বললাম, "বাসকে রেখে যাচ্ছি আপনার হাতে। খেয়াল রাখুন, নইলে বাস্ গরমে পুড়ে যেতে পারে। যা খুশি হোক আমস্লোপোগাসের।" তারপর আর দেরি করলাম না, চোখ বন্ধ করে নাকের উপর জিভ রেখে পালাতে চাইলাম। ওই পর্দার তলা দিয়ে সাপের মত বেরিয়ে এলাম। ওখান থেকে দৌড়ে বাড়ির উঠানে। সেখান থেকে বেরিয়ে রাতের ভিতর ছুটছি। কিছু দূর গিয়ে বসে পড়লাম, শরীর ঠাণ্ডা করতে হবে। বাস, তারপর থেকে অপেক্ষা করছি কখন আপনার লাশ আসবে। আর এখন দেখছি আপনি জান নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যিকালির মাদুলি কত কাজের জিনিস। বুঝতে পারছেন, বাস, আর কিছু ওই আগুন থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারত না। এমনকী আপনার যাজক বাবাও বাঁচাতে পারতেন না।'

ওর কথা শেষে বললাম, 'হ্যান্স, তুমি দারুণ এক লোক, মদ না খেলেও নেশা হয়। এ কথা মাথার ভিতর গেঁথে নাও, আজ তুমি মাতাল ছিলে। খুব বেশি মাতাল। একটু আগে যা দেখেছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে ভাবছ, তা নিয়ে আর কখনও কোনও কথা বলবে না।'

'ঠিক আছে, বাস, কথা বুঝতে পেরেছি। আমি মাতাল ছিলাম, আর এতক্ষণে সব ভুলে গেছি। কিন্তু বাস, একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল এখনও আমাদের হাতে। যদি ওটা থেকে দু'ঢোক গিলতে পারতাম, আরও বেশি ভুলে যেতাম।'

আমাদের অতিথিশালায় পৌঁছে দেখলাম দরজার সামনে বসে আছে আমস্লোপোগাস, চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

'কোনও কাজে এসেছ, আমস্লোপোগাস?' স্বাভাবিক স্বরে জানতে চাইলাম। অপেক্ষা করছি কী বলে।

'রাতের অতন্দ্র প্রহরী, ভেবেছি আপনি রাতের আঁধারে হারিয়ে গেছেন। দুনিয়ার রাতের চেয়ে অনেক কম যে-কোনও প্রহরীর জীবন।'

কোনও জবাব দিলাম না, চুপ রইলাম। আমস্লোপোগাস জাতিতে জুলু, ওদের ধৈর্য কম, হঠাৎ জানতে চাইল, 'মাকুমাযান, আজ সন্ধ্যার ওই অভিযানে গিয়েছিলেন? যদি গিয়ে থাকেন, কী দেখলেন?'

জবাব না দিয়ে জানতে চাইলাম, 'সন্ধ্যার পর স্বপ্ন দেখেছ, আমস্লোপোগাস? যদি দেখে থাকো, সে স্বপ্ন কী বিষয়ে? মনে হলো সাদা রানির বাড়িতে চোখ বুজলে। বোধহয় কিছু বুঝতে পারোনি, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো ভিনদেশি কথা শুনে।'

'হতে পারে, মাকুমাযান। ঘুমিয়ে পড়তে লাগলাম। সাদা ডাইনী বাজনার মত মিষ্টি সুরে কথা বলতে থাকল। তারপর স্বপ্নের ভিতর হারিয়ে গেলাম। স্বপ্নের ভিতর কী ছিল, তা বড় কথা নয়—হঠাৎ আমার মনে হলো আমাকে পাথরের টুকরোর মত ছুঁড়ে দেয়া হলো। পাথর ছুঁড়লে কতই বা দূরে যায়, তার চেয়ে অনেক দূরে চলে গেলাম। পৌঁছলাম একটা তারার ওপাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর দেখলাম সুন্দর একটা জায়গা। তেমন বর্ণনা দিতে পারব না, এতক্ষণে অনেকটা ভুলেও গেছি, তবে ওখানে আমার পরিচিত সবার সঙ্গে দেখা হলো। ছিলেন জুলুদের সিংহ, দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়া রাজা। পাশেই ছিল তাঁর বউ, একজন বোন, বালেকা।' গলা নামিয়ে ফেলেছে আমস্লোপোগাস, চারপাশ দেখে নিল। 'তাদের ছিল এক ছেলে। সে ছেলেকে পালন করে মোপো নামের এক লোক। আর এই লোক পরে সিংহের মত রাজাকে খুন করে। কাজেই ওই লোকের রক্ত আমার মত লাল হলেও, তাকে খুন করতে হবে। স্বপ্নে দেখলাম, আমি চলে গেছি তার সামনে, চুলের মুঠি ধরে থুতু দিলাম মুখের উপর, বললাম আমার সঙ্গে লড়তে হবে। মুখোমুখি হলাম আমরা।'

জুলু যোদ্ধা থেমে যেতে জানতে চাইলাম, 'তারপর কী হলো, আমস্লোপোগাস?'

'তারপর কিছুই হলো না, মাকুমাযান। মনে হলো তার মাথার পালক আর খুলি ভেদ করল আমার হাত। কিন্তু ব্যথা পেল না, তখনও কার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। ওই সর্দারকে চিনলাম। নাম ফাকু। পরে রাজার ভাই ডিনগানের শাসনকালে তাকে হত্যা করি আমি ভূতের পাহাড়ে।

'হ্যাঁ, মাকুমাযান, ওই ফাকু গল্প করছিল কীভাবে তাকে খুন করেছি। এই লোকগুলোর কথা শুনছি, কিন্তু আমার কথা ওরা শুনতে পেল না। আমি যেন হালকা বাতাস। এরা ভাসতে ভাসতে চলে গেল। বদলে অন্যরা এল। তাদের ভিতর ছিল ডিনগান। কথা বলতে চাইতে সেই একই ঘটনা। কেউ শুনতে পেল না কোনও কথা। ওই কাপুরুষ ডিনগান তার ভাইকে খুন করে। রাজার পিঠে গেঁথে দেয় লাল রঙের ছোট বর্শা। তারপর লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। ওই স্বপ্নের দেশে গিয়ে আমার মনে হলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখনও সে ভয় পায় রাজা চাকাকে।

'ওখানে একের পর এক মানুষের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। যাদের কথা ভুলেই গেছি। কত আগে লড়াই করেছি। তাদের ভিতর ছিল জিকিয়া। আমার আগে কুঠার জাতির সর্দার ছিল। তারই কুঠার দিয়ে তাকে খুন করি। জিকিয়াকে দেখে আবারও কুঠার তুললাম লড়াই করতে, তবে কেউ টের পেল না আমি ওখানে আছি। চারপাশে হাঁটছে, বসে বিয়ার খাচ্ছে, নস্যি নিচ্ছি, কিন্তু কেউ তারা আমাকে বিয়ার বা নস্যি সাধল না। এমনকী যাদের খুন করিনি, তারাও না। কাজেই আর ওখানে থাকলাম না, হাঁটতে শুরু করলাম। খুঁজতে লাগলাম আমার পালক বাবা মোপোকে। আরেকজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে আমার রক্তের ভাই। তাকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতাম। এই দু'জন তো আছেই মনে, কিন্তু আরেকজনকে খুঁজতে লাগল মন।'

'তাদের খুঁজে পাওনি?' জানতে চাইলাম।

'মোপোকে পেলাম না। এরপর মনে হলো, আপনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন, মোপো বোধহয় এখনও বেঁচে আছে। তবে অন্যাদের পেলাম...' থেমে গেল আমস্লোপোগাস, কী যেন ভাবতে শুরু করল।

ওর ইতিহাস আমার জানা। আমস্লোপোগাস ওর জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসত ওই মেয়ে আর এক বন্ধুকে। এদের সঙ্গে ওর রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু জান দিতে তৈরি ছিল। নিজ দেহ থেকে রক্ত বের করে বাঁধন তৈরি করে সেই বন্ধুর সঙ্গে। শোনা যায় তারা একদল হায়েনাকে নিয়ে শিকার করতে বেরুত। ভয়ঙ্কর লড়াই হয় ওদের সঙ্গে একদল সৈনিকের। ওদের খুন করতে পাঠায় রাজা ডিনগান। সে দলের সর্দার ছিল ফাকু। ওই লোক যুদ্ধে মারা পড়ে আমস্লোপোগাসের হাতে। কিন্তু সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লড়াইয়ে মারা পড়ে ওর বন্ধু বা সেই ভাই। আরও শুনেছি শাপলা-ফুল নাডার কথা। আজও তার রূপের কথা বলে অনেকে। সে মেয়ে অদ্ভুত পরিবেশে মারা পড়ে।

আয়েশার তৈরি স্বপ্নের কথা মনে আছে আমার। কাজেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমস্লোপোগাসের স্বপ্নের বিষয়ে। জানতে ইচ্ছে হলো নাডা বা আমস্লোপোগাসের বন্ধু ওকে চিনল কি না।

'ওরা তোমাকে কী বলল?' জানতে চাইলাম।

'মাকুমাযান, ওরা কিছুই বলেনি। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল, কখনও এদিকে-ওদিকে গেছে। আমার ভাই আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। সে আগেও একা নদীর ঘাট শত্রুমুক্ত রাখতে পারত। দেখলাম, পরনে নেকড়ের ছাল, কাঁধের উপর সেই বিরাট গদা। আর নাডা আগের চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছে। মোটে বুড়িয়ে যায়নি। মাকুমাযান, ওকে দেখে, ওর রূপ দেখে শ্বাস আটকে গেল আমার। হ্যাঁ, মাকুমাযান, ওরা দাঁড়িয়ে ছিল, কখনও হেঁটেছে দু'জন দু'জনের হাত ধরে। ওরা যেন একে অন্যের প্রেমিক-প্রেমিকা। চোখে চোখ রেখে গল্প করছিল। বলছিল দুনিয়ায় কীভাবে ওদের পরিচয় হয়। ওদের প্রতিটা কথা বুঝতে পেরেছি। ওদের অন্তরের কথাও। ওরা ভাবছিল কতই না ভাল লাগে ওরা ওখানে আছে, পাশাপাশি থাকতে পারে।'

'আমস্লোপোগাস, তুমি জানো ওরা 'পুরনো বন্ধু,' বললাম।

'হ্যাঁ, মাকুমাযান, তখন মনে পড়ল ওরা তো বহু পুরনো বন্ধু। ওরা এতই পুরনো বন্ধু যে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। অথচ আমার ভাই ঘৃণা করত মেয়েদের, প্রতিজ্ঞা করে শুধু আমাকে আর নেকড়েদের ভালবাসবে, আর কাউকে না। আর সে মানুষ আমারই বউ নাডার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসছিল। কিন্তু হাসেনি আমার দিকে চেয়ে। কথায় কথায় হাসছিল নাডা, বলছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার বন্ধু বিরাট যোদ্ধা। ফিরেও তাকায়নি নাড়া, একটা কথাও বলেনি আমার সঙ্গে কোনও প্রশংসা ছিল না, অথচ এই আমি হালাকাযি গুহা থেকে ওকে উদ্ধার করি, রক্ষা করি ডিনগানের হাত থেকে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওখানে ওদের সামনে, চেয়ে ছিলাম ওদের দিকে, কিন্তু একটা কথাও বলেনি ওরা।'

'হতে পারে তোমাকে দেখতে পায়নি, আমস্লোপোগাস।'

'বোধহয় তাই, মাকুমাযান। ওরা দেখতে পায়নি আমাকে, না হলে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করত না। কিন্তু আমি ওদের ভাল করেই দেখেছি। চিৎকার করে কথা বললাম, কিন্তু যেন শুনতে পেল না। দৌড়ে গেলাম আমার বন্ধুর দিকে, পারলে ওর গদা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করুক। তারপরও খেয়াল করল না, এরপর মাথার উপর কুঠার তুলে গায়ের জোরে কোপ দিলাম।'

'তারপর কী হলো, আমস্লোপোগাস?'

'কিছুই হলো না, মাকুমাযান। ওই বন্ধুর মুকুটের ভিতর দিয়ে পেরুল আমার কুঠার, মাথা থেকে শুরু করে দু'টুকরো করে দিলাম তাকে। তখনও কথা বলতে লাগল! আরও বেশি কিছু করল, উবু হয়ে বাগান থেকে সাদা শাপলা ফুল তুলল, এগিয়ে দিল নাড়ার দিকে! বদলে নাড়া মিষ্টি করে হেসে ধন্যবাদ দিল! চুলে গেঁথে নিল ফুল! সর্বক্ষণ ধন্যবাদ দিল, মাকুমাযান! নিজের চোখে এই দেখতে হলো!'

ভেঙে গেল আমস্লোপোগাসের কণ্ঠ। মনে হলো নীরবে কাঁদছে। আবছা আঁধারে দেখলাম মুছল চোখ দুটো। ওকে আর কষ্ট দিতে চাইলাম না, একটু সরে দাঁড়িয়ে আগুন দিলাম পাইপে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মাকুমাযান, মনে হয় এরপর বহুক্ষণের জন্য পাগল ছিলাম। যত গালি জানি, দিতে লাগলাম। ইস্পাত যেখানে কাজ করল না, সেখানে যদি কথা দিয়ে কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়—এই ভাবছি তখন। কিন্তু ওসব কথা বলতে শুরু করার পর আবছা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল ওরা। তখনও হাসছে, গল্প করে চলেছে। লিলি ফুলগুলোর ডাঁটি বড় হতে থাকল, আর তার ভিতরে হারিয়ে গেল নাডা। ওর পিছন পিছন ছুটে গেলাম, তারপর হঠাৎ দেখলাম ওখানে হাজির হয়েছে অসভ্য রাজা রেযু। মাত্র দু'এক দিন আগে ওকে হত্যা করেছি। কুঠার নিয়ে ওর দিকে তেড়ে গেলাম, ভাবছি এবার আগের চেয়ে ভাল লড়বে।'

'ও তা-ই করল, আমস্লোপোগাস?'

'না, তা করল না। তবে মনে হলো কোনওভাবে টের পেয়েছে আমি গেছি। ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাতে লাগল। পিছু নিতে চাই, কিন্তু ওকে আর খুঁজে পেলাম না। তার বদলে দেখি চাকার বোন বালেকাকে। আর কখনও বলবেন না, মাকুমাযান, তবে শুনুন, তিনি আমার মা। তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। হ্যাঁ, আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম, তখন শেষবার আমাকে দেখেন তিনি। এখন আমার বয়স অনেক, মস্ত বড় হয়ে গেছি, তারপরও মনে হলো তিনি আমাকে ভাল করেই চেনেন। আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, চুমু দিলেন কপালে। তবে চুমুর অনুভূতি পেলাম না । মনে হলো আমার মনের তিক্ততা টের পেলেন। তারপর তিনিও মিলিয়ে গেলেন। এরপর হঠাৎ বিরাট এক গর্তের ভিতর পড়লাম, বোধহয় পা পিছলেই। অথবা ওটা ছিল গভীর কোনও কূপ।

'তারপর হঠাৎ বুঝলাম, আমি আছি সাদা ডাইনীর বাড়িতে। সচেতন হয়ে দেখি আপনি ওখানে ঘুমিয়ে আছেন। গদির উপর আয়েস করে বসেছে সাদা ডাইনী, পাতলা কাপড়ের ওপাশ থেকে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। চিকচিক করছে চোখ দুটো।

'সাদা ডাইনী স্বপ্নের ওই দৃশ্য দেখিয়েছে বলে ভীষণ রেগে গেলাম। অন্তরটা বলল, ওই মেয়েলোককে খুন করা উচিত। এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদি করি, শেষ হবে তার অশুভ জাদু, আর কখনও পুরুষমানুষকে মিথ্যা বলবে না। কাজেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, মাথার উপর কুঠার তুলে সামনে বেড়েছি, তখন দেখলাম হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে, জোরে জোরে হাসতে শুরু করল। তারপর ভিন ভাষায় কী যেন বলল, বুঝলাম না। আঙুল তাক করল আমার দিকে। তারপর... হঠাৎ মনে হলো কোনও দৈত্য আমাকে খপ করে ধরেছে, ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে চলল। আর শ্বাস নিতে পারলাম না। ওই দৈত্য আমাকে আঙ্গিনা পার করিয়ে দিল, তবে কোনও ক্ষতি করল না। এখন কথা হচ্ছে, মাকুমাযান, এই যে এত কিছু ঘটল, এসবের মানে কী?'

'যা বুঝেছি আমস্লোপোগাস, ওই রানির ক্ষমতা যিকালির চেয়ে অনেক বেশি। চাইলে মুহূর্তে যে-কারও চোখের সামনে দৃশ্য ফোটাতে পারে। এটা জানি, আমরা যাদের ভালবাসতাম, তাদের কিছুই যায়-আসে না আমাদের কিছু হলে। ওরা নিজেরা ভাল আছে। আমি যখন ঘুম থেকে উঠে রানিকে এসব বললাম, সে আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। আমাকে বলেছে, ওই স্বপ্ন ছিল ভাল শিক্ষা। আমার বুকের ভিতর অনেক গর্ব হয়েছে, কিন্তু কেন ভাবতে গেছি মৃত মানুষরা ভাববে জীবিতদের জন্য। সাদা রানি মনে হয় বোঝাতে চেয়েছে, আমাদের উচিত বিনীত হওয়া। আমস্লোপোগাস, আমার এ-ও মনে হয়েছে সে নিজে তৈরি করেছে ওই দৃশ্যগুলো।'

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে, মাকুমাযান। কিন্তু আমাদের জীবনের ঘটনা জানল কীভাবে? এ বুঝতে পারিনি। এমন হতে পারে যিকালি তাকে বলেছে। রাতের আঁধারে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারে জাদুকররা।'

'আমার তা মনে হয় না, আমস্লোপোগাস। ওই মেয়ে জাদু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে আমাদের জীবনের কাহিনি খুঁড়ে নিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, আমাদের মনে হয়েছে সব সত্যি ঘটছে। এসব স্বপ্নের ভিতর নিজে সে নানান রং চড়িয়ে নিয়েছে। মনে হয় হ্যান্স, গোরোকো বা জুলু যোদ্ধাদের বেলায় ঠিক ওই একই কাজ করেছে। আমরা ওর উপকার করেছি, কাজেই এভাবে আমাদের ঋণ শোধ করতে চেয়েছে। বোধহয় বুঝতে পারছ, ও আসলে ফুসফুসে অসুখ হওয়া ষাঁড় আর বন্ধ্যা গরু দিয়েছে, ভাল গরু নয়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল আমস্লোপোগাস, তারপর বলল, 'জানি ওই মেয়েমানুষ মিথ্যুক, তারপরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে পাগল হয়ে গেছি। আমাকে যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে গেছে। কখনও বিশ্বাস করব না আমার ভাই নাডাকে ভালবেসেছে। সবসময় মেয়েদের ঘৃণা করত সে। পাতালের নীচে গিয়ে কখনও আমাকে ভুলে যেতে পারে না। মোট কথা, মাকুমাযান, আপনি আর আমি বোকার মত একটা ফালতু পুরস্কার পেয়েছি।

'আমরা ভুল করে কবরের ভিতর খুঁজতে গেছি। অথচ বিশাল এ আকাশের উপরের স্বর্গ চায় না কোনও মানুষ ওদিকে চাইবে। এসব দেখতে চেয়ে আগের চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি। ওই স্বপ্ন দেখে পুড়েছে অন্তর।

'আমি আপনার জন্য বলব, "রাতের অতন্দ্র প্রহরী, সামনে চেয়ে তৃপ্ত থাকুন। অপেক্ষা করুন কী খ্যাতি ও ধন মেলে।" আর আমার নিজের জন্য বলব, "কুঠারের মালিক, এই কুঠার নিয়ে তৃপ্ত থাকো। অপেক্ষা করো, তুমি হয়তো পাবে ভাল লড়াই আর খ্যাতি।" কাজেই আমাদের দু'জনের জন্য বলব, "আমরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকুক মৃতরা। আজ হোক বা কাল, আমাদের ওখানে যেতে হবে।" '

'ভাল বলেছ, আমস্লোপোগাস। তবে এ অভিযানে বেরুনোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগেই তোমার মুখ থেকে ওই কথাগুলো বেরুলে ভাল হতো।'

'তা নয়, মাকুমাযান, এ নিয়তি ছিল যে ওদিকের বাড়ির মিথ্যুক মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা হবে। ভাগ্য যে বিষাদ চোখের সঙ্গে পরিচিত হবো। এসব হওয়ারই ছিল। তা ছাড়া যিকালি তা-ই চেয়েছে। কে যিকালির ইচ্ছেকে ঠেকাবে? কাজেই আমরা রওনা হয়েছি, দেখেছি বহু ঘটনা। অনেক খ্যাতি পেয়েছি, আবার জানতে পেরেছি আমরা কত বোকা হতে পারি। আমরা এতই বোকা যে খুঁজতে গেছি মৃত্যুর রহস্যের ওপাশে। এ কাজ করতে গিয়ে পেয়েছি ডাইনীর মন ভরা বিষ। এখন মনে হচ্ছে ওটা বিষ না হয়ে পানিও হতে পারে। এত কিছু দেখে-বুঝে মনে হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব এই ভুতুড়ে দেশ থেকে চলে যাওয়া উচিত। ...আমরা কবে রওনা হবো, মাকুমাযান?'

'সাদা ডাইনী বলেছে বিষাদ চোখ আর যোদ্ধারা সুস্থ হয়ে উঠবে। তা যদি হয়, আগামীকাল সকালে রওনা হবো।'

'ভাল। তা হলে গিয়ে শুয়ে পড়ি। খুব ক্লান্তি লাগছে। রেযুকে হত্যা করার পরও এত ক্লান্তি আসেনি।'

'তাই বোধহয়,' জবাবে বললাম। 'পুরুষের সঙ্গে লড়াইয়ের চেয়ে স্বপ্ন ও ভূতের সঙ্গে লড়াই কঠিন। ঠিক আছে, আমস্লোপোগাস, গিয়ে শুয়ে পড়ো। একটু পর আমিও শুয়ে পড়ব।'

জুলু যোদ্ধা বিদায় নেয়ার পর ইনেয কেমন আছে দেখতে ওর বাড়িতে গেলাম। ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি। কিন্তু সে ঘুম অন্যরকম। মনে হলো আয়েশার প্রভাব কেটে গেছে। বিছানার উপর নিশ্চিন্তে এলিয়ে আছে। সুস্থ ও তরতাজা কচি তরুণী মনে হলো। মাসীরা বলল, যিনি নির্দেশ দেন তাঁর কথা মত ঠিক সময়ে জেগে উঠেছে ইনেয, তারপর পেট ভরে খেয়েছে। অবাক হয়ে চারপাশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখছিল, হাঁটু গেড়ে বসে গাইছিল অদ্ভুত এক গান। ওটা বোধহয় কোনও প্রার্থনা সঙ্গীত। বুকের কাছে হাত নেড়েছে।

দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার পর আবার নিজ বাড়ি ফিরলাম। তখনই ইচ্ছে হলো না শুয়ে পড়তে, কাজেই বিছানায় না গিয়ে দরজার সামনে বসে চেয়ে রইলাম অদ্ভুত সুন্দর রাতের দিকে। ধুলোর সঙ্গে মিশে ঝিকমিক করছে হাজারো জোনাকী, একেকটা যেন জ্বলন্ত সোনা-রুপোর টুকরো। অন্ধকারে শিকার ধরছে বড় সব পেঁচা। এরা দিনের বেলায় ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর ভিতর লুকিয়ে থাকে। যেন আলো-আঁধারিতে সাদা ডানওয়ালা আত্মা।

চুপচাপ ভাবছি, গত ক'দিনে অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। অন্য কেউ এসবের ভিতর দিয়ে গেছে? সব মিলে এর মানে কী? আসলে কে ওই অপরূপা আয়েশা? সত্যিই কি সে প্রকৃতির প্রতিভূ? হয়তো ওরকম ক্ষমতা কমবেশি সব মেয়ের ভিতর থাকে? আসলে সে বর্তমান যুগের মানুষ, না অতীতের বিশ্বাস ও প্রাচীন সভ্যতার কেউ? আজও খুঁজে চলেছে নিজ অতীতের সেই রাজ্য? সেখানে ছিল সে রানি? নিজের কাছেই বিদঘুটে লাগল কথাগুলো। জগতে অমন কেউ থাকতে পারে না। তবে কোনও সন্দেহ নেই আয়েশার ভিতর অস্বাভাবিক কোনও ক্ষমতা আছে। শুধু তাই নয়, ওর আছে অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য। নিজের দিকে মুহূর্তে টেনে নিতে পারে যে-কাউকে। আগে কখনও কোনও মেয়ের ভিতর এত শক্তি দেখিনি।

একটা ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত, আমি ওর তৈরি করে দেয়া কল্পনার ভিতর ছিলাম। ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেসব সৃষ্টি করেছে। আমস্লোপোগাস একটা কথা ঠিক বলেছে, আমরা কোনও মৃত মানুষকে দেখিনি, যা দেখেছি তা ছবি বা দৃশ্য—এসব এসেছে আমাদের নিজেদের মগজ থেকে। আয়েশা শুধু খুঁটে খুঁটে বের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে নিয়েছে।

জানি না কেন এসব করতে গেল : হয়তো যে ক্ষমতা নেই তা দেখাতে গেছে স্বপ্নের ভিতর, বা স্রেফ শয়তানি। হয়তো বোঝাতে চেয়েছে আমাদের উচিত বিনীত হওয়া। ঘটনা যা-ই হোক, সে সফল হয়েছে। জীবনে কখনও কোনও মেয়ের কাছ থেকে এত ধাক্কা খাইনি।

আমি যেন মৃত্যু-দেবতার দেশে গেছি। আর সেখানে এমন কিছু দেখিনি যা আমাকে খুশি করেছে। শুধু অন্তরের পুরনো ক্ষত নতুন করে খুলে গেছে, রক্ত ঝরেছে। জেগে উঠবার পর বুঝতে পেরেছি আমার উপর জাদুটোনা করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওসব দৃশ্যে দেখেছি মৃত কিন্তু প্রিয় মানুষগুলোকে। মায়াজাল ছড়িয়েছে অদ্ভুত সুন্দর ওই মেয়ে, আমাকে মুগ্ধ করে ভুল বুঝিয়েছে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ফিরতে হয়েছে বাস্তবে। একের পর এক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। হ্যাঁ, তাই অন্তরের ভিতর ক্ষুদ্র হয়েছি। আশ্চর্য যে তারপরও ওই মেয়ের উপর রাগ করতে পারিনি। তারচেয়ে বড় কথা, হয়তো অসহায়তা থেকে আমি চোখ বুজে বিশ্বাস করেছি, ওর পেশায় ওই আচরণ ওর বন্ধুত্বের পরিচয়।

যাই হোক, এখন বড় কথা, আমস্লোপোগাসের মত আমিও চলে যেতে চাই এই ভূতুড়ে শহর থেকে। ভুলে যেতে চাই গত ক'দিনের স্মৃতি। তবে পরে, অনেক পরে মনে হয়েছে, ভাগ্যিস গেছি ওই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আগেই আকাশে জেগেছে সূর্য। প্রাচীন সুইমিংপুলে স্নান করে নিলাম, কাপড় পাল্টে গেলাম ইনেযের ওখানে। গিয়ে দেখি দরজার কাছে বসে আছে, চমৎকার দেখাল ওকে। ঝলমল করছে চেহারা। ছোট কিছু নীল ফুল দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মালা গাঁথছে। সুতোর বদলে ব্যবহার করছে শুকনো ঘাস।

এইমাত্র মালা তৈরি শেষ হয়েছে, সাদা আলখেল্লার উপর পরে নিল। এই পোশাকে ওকে দেখতে লাগল আরব মহিলাদের মত। তবে নেকাব নেই। আড়াল থেকে ওকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে কথা বলে উঠলাম। হঠাৎ আমাকে দেখে একটু চমকে গেল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল। চট্ করে সুন্দর একটা ফুল বেছে নিয়ে উপহার দিল।

এক পলকে বুঝলাম আমাকে মোটেও চেনেনি। আমি যেন অচেনা কেউ! সংক্ষেপে বললে, আসলে ওর মনে কিছুই নেই! আয়েশা এ কথাই বলেছিল। নতুন পরিচিত হয়েছি, এমন ভঙ্গিতে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়লাম। জানতে চাইলাম কেমন বোধ করছে। জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, ভাল। আগে কখনও এত ভাল থাকিনি।' ক'মুহূর্ত পর বলল, 'আমার বাবা গেছেন দীর্ঘ যাত্রায়, ফিরতে লাগবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ।'

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা এল মনে, কাজেই বললাম, 'এ কথা ঠিক, ইনেয; আর আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, তোমাকে নিয়ে নির্দিষ্ট এক জায়গায় চলে যেতে। আমরা ওখানে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তবে সেজন্য বহু দূর যেতে হবে।'

'তাতে কোনও সমস্যা নেই,' ওর দু'হাতের আঙুলগুলো শক্ত করে ধরল পরস্পরকে, 'বেড়াতে ভাল লাগে আমার। বিশেষ করে আরও ভাল লাগবে, বাবার সঙ্গে দেখা হবে। আমার ভাল পোশাকগুলো রয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে। এখন যা পোশাক পরেছি আরামদায়ক, সুন্দর; কিন্তু আগে সবসময় অন্য পোশাক পরেছি। ...কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি খুব ভদ্রলোক, আমরা বোধহয় ভাল বন্ধু হতে পারি? যদি হই, খুব খুশি হবো। আমার মা স্বর্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে যাওয়ার পর বড় একা হয়ে গেছি। আসলে আমার বাবা এত ব্যস্ত থাকেন, তা ছাড়া ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হয়—অনেক সময় দেখা পাই না।'

হঠাৎ করে যেন ভদ্রমহিলা থেকে বদলে গিয়ে বাচ্চা মেয়ে হয়ে গেছে ইনেয। কথাগুলো বলল শিশুদের মত করে। খুব কষ্ট লাগল ওর জন্য। জানি, বেচারি কীসের ভিতর দিয়ে গেছে। মনে পড়ল আয়েশা কী বলেছে। ইনেযের সবই ফিরবে সঠিক সময়ে। এতে খানিক স্বস্তি ফিরল মনে।

ওকে রেখে আহত দুই জুলু যোদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওখানে গিয়ে খুশি হয়ে উঠলাম, ওরা সুস্থ হয়ে গেছে। আমরা যে-কোনও সময় রওনা হতে পারি। আয়েশার বক্তব্য ফলে গেছে। অন্যরা পুরোপুরি বিশ্রাম শেষে ব্যস্ত হয়ে আছে ফিরতে। আমস্লোপোগাস ও আমিও যত দ্রুত সম্ভব ফিরতে চাই।

বাড়ি ফিরে নাস্তার সময় হ্যান্স ঘোষণা দিল, হাজির হয়েছে বিলালি। হ্যান্সের পর পর ঢুকল সে, বার কয়েক কুর্নিশ করল, তারপর জানতে চাইল ঠিক কখন রওনা হবো। তাকে আগে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কাজেই প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। লোকটাকে জানিয়ে দিলাম, এক ঘণ্টা পর যাত্রা করব। এ কথা শুনে তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিল সে।

এরপর পৌনে একঘণ্টা পর আবার ফিরল, সঙ্গে পালকি ও বাহক। এ ছাড়া সঙ্গে পঁচিশজন দেহরক্ষী। এদের চিনলাম, প্রত্যেকে সাহসী, আমাদের পাশে যুদ্ধ করেছে। পালকি বাহক ও দেহরক্ষীদের জন্য বক্তৃতা দিল বিলালি। জানিয়ে দিল তাদের দায়িত্ব আমাদের পথ দেখানো, মালপত্র বহন করা এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারা আমাদের পার করিয়ে দেবে জলাভূমি। আমরা চাইলে যত দূর হোক, আমাদের সঙ্গে যাবে। এটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিলালির কথা নয়, যিনি সবসময় শাসন করেন এটা তাঁর নির্দেশ। আমাদের যেন সামান্যতম ক্ষতি না হয়, সেটা তাদের দেখতে হবে। যদি ভুল করে দুর্ঘটনার ভিতর পড়ি, ওই লোকগুলোকে আগুনে তপ্ত গামলার ভিতর মরতে হবে। সেটা কী, ঠিক বুঝলাম না, তবে লোকগুলোর মুখ দেখে টের পেলাম সেই মৃত্যু ভয়ঙ্কর। শেষে বিলালি জানতে চাইল, ওরা ভালমত বুঝতে পেরেছে কি না। আমাদের পথ দেখাতে হবে, পাহারা দিতে হবে। তা এমন ভাবেই, যেন আমরা তাদের আপন মা।

সত্যিই, পরে তারা নজর রেখেছে আমাদের উপর। আয়েশার নির্দেশ না থাকলেও সর্বক্ষণ ব্যস্ত ছিল। আমস্লোপোগাস ও আমি যেন ওদের কাছে ঈশ্বরের মত। ভাব দেখে মনে হয়েছে, আমরা চাইলে ধ্বংস করে দিতে পারি তাদের। আমরা যা চাই তা-ই করতে পারি, নইলে রেযুকে শেষ করলাম কীভাবে?

বিলালির কাছে জানতে চাইলাম আমাদের সঙ্গে আসবে কি না। জবাবে বলল, না, সে যাবে না। যিনি সবসময় শাসন করেন তিনি শীঘ্রি নিজ বাড়িতে ফিরবেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে যেতে হবে তাকে। জানতে চাইলাম হিয়ার সত্যিকারের বাড়ি কোথায়। জবাবে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। একবার আকাশ আবারও মাটি দেখিয়ে দিল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো বলতে চায়, তিনি তো সবখানে থাকেন। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, তাঁর বাড়ি গুহার ভিতর। এর বেশি কিছু তার পেট থেকে আদায় করা গেল না। আমিও জোরাজুরি করতে গেলাম না। এরপর বিলালি বলল, আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হয়েছে সে। আমস্লোপোগাস যেভাবে রেযুকে খতম করে তা ছিল দেখবার মত। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওই দৃশ্য মনে রাখবে। আমার কাছে একটা উপহার চেয়ে বসল। কাজেই দ্বিধা না করে জার্মানির তৈরি ছোট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুপালি কেস খুললাম, ওটার ভিতর থেকে বের করে দিলাম বাড়তি পেন্সিলটা। এত খুশি হলো যে ঝলমল করে উঠল চেহারা। এরপর বুড়ো বিলালির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আজও মানুষটার কথা মনে পড়ে। এত ভদ্র মানুষ কম দেখেছি।

রওনা হওয়ার সময় দেখলাম আমস্লোপোগাসের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বিলালি। ওর মনে আছে আমস্লোপোগাস খুনের হুমকি দিয়েছিল। কজেই বিদায় দিতে গিয়ে মরতে রাজি নয়।

চব্বিশ

কিছুক্ষণ পর রওনা হয়ে গেলাম আমরা। কেউ কেউ পালকিতে, অন্যরা হাঁটছে। আমি বলে দিয়েছি, আহত জুলুরা আগামী দু'এক দিন পালকিতে চলবে। চোখে চোখে রাখবার জন্য আমার সামনে রেখেছি ইনেযকে। ওর পরিচর্যার জন্য দিয়েছি হ্যান্সকে। খুব দ্রুত ওকে পছন্দ করে ফেলল ইনেয। হয়তো অবচেতন মনে বুঝতে পেরেছে মানুষটা ওকে স্নেহ করে। অবশ্য দীর্ঘ ঘুম থেকে উঠে আমাকে চিনতে পারেনি।

মুহূর্তে বন্ধুত্ব হয়ে গেল হ্যান্স ও ইনেযের। দু'দিন পেরুনোর আগেই ওর মন জয় করে নিল খুদে হটেনটট, হয়ে উঠল মায়ের মত। কী করে পারল, তা জানি না। ইনেযের প্রতিটি চাওয়া কী করে যেন বুঝল, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা পূরণ করল। দাসদের মত কর্তব্যবোধ ওর। খেয়াল করলাম পুরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইনেয় : হ্যান্সের নাম দিল: আমার প্রিয় বাঁদর।

একবার ঝামেলার ভিতর পড়লাম। ঝগড়ার আওয়াজ শুনে ফিরে দেখি রাগে গনগন করছে হ্যান্স, রাইফেল তুলেছে এক জুলুর বুকে। ওই যোদ্ধা ভুল করে, বা ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছে ইনেজের পালকিতে। আরেকটু হলে মাটিতে গিয়ে পড়ত ইনেয়। ওই সামান্য বিরোধ ছাড়া বাকি সময় খুশিতে থাকল মেয়েটি। ওর নাম বিষাদ চোখ না দিয়ে আনন্দিত চোখ দেয়া যেত। ফূর্তি করছে, হাসছে, গাইছে, হৈ-হৈ করে উঠছে। যেন নতুন করে শৈশব ফিরে পেয়েছে।

মাত্র একবার দেখলাম বেদনাতুর, তখন হু-হু করে কাঁদল। আসার সময় একটা বেড়াল ছানা এনেছিল। কিন্তু ঝোপঝাড়ের ভিতর নেমে পড়ল ওটা, অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। তবে এর পরপর চোখ মুছে ফেলল ইনেয়। বিশ্রী ইংরেজি ও তার চেয়ে খারাপ পর্তুগিজ ভাষায় হ্যান্স ব্যাখ্যা দিল: ওই বেড়াল ছানা পালিয়েছে শুধু মায়ের কাছে ফিরবে বলে। মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে তা হতো খুব নিষ্ঠুরের কাজ।

দ্রুত এগুতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিন দুপুরের পর পৌঁছে গেলাম আগ্নেয়গিরির চূড়ার কাছে। এখানে রাতের জন্য ক্যাম্প ফেলা হলো। অনেক নীচে দেখলাম প্রাচীন সেই কোর শহর।

আমরা যেখানে থেমেছি, সেখান থেকে কাছে অস্বাভাবিক উঁচু একটা চূড়া। আগেই বলেছি ওটার কথা। আশপাশের এলাকা থেকে ওই চূড়ার পাথর ভিন্ন এবং অনেক বেশি কঠিন। চারদিকের লাভা পাথর ক্ষয় হয়েছে, বৃষ্টিতে ভেসে গেছে, কিন্তু ওটা আছে শত হাজার বছর, বা মিলিয়ন বছর ধরে। এ পাথরের স্তম্ভ বোধহয় উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটের বেশি হবে। এতই মসৃণ যে মনে হয় ঘসে তৈরি করেছে মানুষ। মনে পড়ে, এখানে আসার সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমস্লোপোগাস বা হ্যান্সকে বলেছিলাম, কোনও বাঁদর ওই পাথুরে স্তম্ভ বেয়ে উঠতে পারবে না।

দ্বিতীয়বার ওটা পেরুনোর সময় পশ্চিমের টিলার ওপাশে চলে গেল সূর্য। তবে ডুবে যাওয়ার আগে তীব্র আলো ফেলল ঝোড়ো মেঘের উপর। ধারণা করলাম যে-কোনও সময়ে শুরু হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। ঘন মেঘ ভেদ করে ওই স্তম্ভের বুকে পড়ল রক্তিম আলো।

পালকি থেকে নেমে হাঁটছি আমস্লোপোগাসের পাশে। খোঁজ নিলাম দলের কেউ পিছনে পড়ে গেল কি না। দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার। ওই পাথুরে স্তম্ভ থেকে পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে চলেছি, এমন সময় কেন যেন হঠাৎ ঘুরে চাইল আমস্লোপোগাস। বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠল। আমিও চট্ করে ওদিকে চাইলাম। দেখলাম ওই পাথুরে চূড়ার উপর অপূর্ব এক দৃশ্য। সূর্যের লাল রশ্মি যেন আগুন হয়ে উঠেছে, তার ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং আয়েশা!

বড় অদ্ভুত ও দুর্দান্ত দৃশ্য, যেন স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝে বিচরণ করছে সে! ওকে কোনও নারীর বদলে লাগল জ্বলন্ত পরীর মত। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেষ রশ্মি সরে গেল পাথরের স্তম্ভ থেকে। আর ঠিক তখন তীব্র এবং সোনালী আলো গিয়ে পড়ল আয়েশার উপর। ওকে পরিষ্কার দেখলাম—মুখ থেকে শুরু করে দেহ সব জ্বলজ্বল করছে। এখন ওর মুখে নেকাব নেই, অবাক লাগল ওর বিশাল মায়াভরা দুই চোখ, ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। এত দূর থেকে চোখ দুটো খুব মায়াময় লাগল। দেখলাম ওর কোমর ও স্যাণ্ডেলে ঝিকঝিক করছে সোনার স্টাড।

হতবাক চেয়ে রইলাম, তারপর বলে উঠলাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমস্লোপোগাস, দেখেছ কী মিথ্যুক ওই বুড়ো বিলালি? আমাকে বলেছে সাদা রানি কোর ছেড়ে রওনা হয়েছে নিজ বাড়ির উদ্দেশে।'

'মাকুমাযান, ডাইনী যদি ওখানে থেকে থাকে, হয়তো তার বাড়ি ওই পাথরের উপর।'

'যদি ওখানে থেকে থাকে,' খানিক রেগে গিয়ে বললাম। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছে স্নায়ু! 'ফালতু কথা বোলো না, আমস্লোপোগাস, নিজ চোখে দেখছি সে ওখানে!'

'আমি কী করে বুঝব? ডাইনীরা অনেক কিছু করতে পারে, এখানে-ওখানে যায় বাতাসের সঙ্গে; যা খুশি করে। ...কোনও মেয়ে ওই পাথর বেয়ে গিরগিটির মত উঠতে পারে, মাকুমাযান?'

'কোনও সন্দেহ নেই...' ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেও ভুলে গেলাম। মনে হলো ভেসে আসা কোনও মেঘ, বা ওই ধরনের কিছু ঢেকে দিল পাথুরে স্তম্ভ আর আয়েশাকে। একমিনিট পর সামান্য আলো ফিরল, সে আবছা অন্ধকারে দেখলাম ওই চূড়ার মাথা পিনের মত চোখা। উপরে কেউ নেই। ওখানে বসতে পারে শুধু পাখি। মন বলল, পৃথিবীর শুরু থেকে আছে ওই পাথরের পিলার।

আমস্লোপোগাস চুপ হয়ে গেছে। আস্তে করে মাথা নেড়ে আবারও রওনা হয়ে গেলাম আমরা, কেউ কোনও কথা বললাম না।

যদি আয়েশাকে দেখে থাকি বা ওর ভূতকে, ওই শেষবার দেখি আমি ওই মহিয়সী রানিকে। এ সত্যি, অভিযানের প্রথম দিকে, অর্থাৎ জলাভূমি পেরুনোর পর্যন্ত বারবার সচেতন হয়েছি, বা কল্পনা করেছি—আমার সঙ্গে রয়েছে আয়েশা। শুধু আ-ই নয়, একবার সবাই দেখে ওকে। অথবা ওর মত কাউকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা তখন ছিলাম বিশাল জলাভূমির ঠিক মাঝখানে, সামনে সামনে চলেছে প্রশিক্ষিত পথ-প্রদর্শক। কিন্তু একটা মোড়ে পৌঁছে অনিশ্চিত হয়ে গেল তারা। বুঝে পেল না কোন পথে যেতে হবে। শেষে ওরা ঠিক করল ডানদিকের পথ ধরবে। রওনা হয়ে গেল, তাদের পিছনে চলেছে ইনেযের পালকি। বরাবরের মত পাশে হাঁটছে হ্যান্স।

ঠিক তখন, হ্যান্সের বক্তব্য অনুযায়ী, পথ-প্রদর্শকরা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল পথের উপর। ওদের সামনে হাজির হয়েছে সাদা নেকাব পরনে কে যেন! আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল বামদিকের পথ, তারপর বাতাসে ভাসমান ঘন জলবিন্দুর ভিতর হারিয়ে গেল। এরপর পালকি থামিয়ে দিল হ্যান্স, অপেক্ষা করল আমার জন্য, খুলে বলল কী ঘটেছে। ইনেয বাচ্চাদের মত বলতে শুরু করল, এক সাদা মহিলাকে দেখতে পেয়েছে।

আমার কৌতূহল হলো, ডানদিকের পথে খানিক যেতেই কাদার ভিতর ডুবে যেতে লাগলাম। বহু কষ্টে উঠে এলাম। লাঠি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি ওখানে নলখাগড়ার নীচে পানি ও কাদা অনেক বেশি গভীর। সেদিন রাতে পথ-প্রদর্শকদের কাছে জানতে চাইলাম, আসলে কী ঘটেছিল। তবে ওরা কোনও জবাব দিল না। এমন ভাব, যেন কিছু দেখেনি। এসব অস্বাভাবিক ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। শুধু বলতে পারি, আমরা বোধহয় একের পর এক দৃষ্টিভ্রমের কবলে পড়েছি।

জরুরি নয় যে ফিরবার পথে বিস্তারিত বর্ণনা দেব। শুধু বলব, জলাভূমি পেরিয়ে উঁচু জমিতে পৌঁছে বিদায় করে দিলাম পথ-প্রদর্শক, পালকি-বাহক ও প্রহরীদের। সঙ্গে রাখলাম মাত্র একটি পালকি। সেটা বহন করল জুলুরা। ইনেয হাঁপিয়ে গেলে বসল। নিরাপদে পেরুলাম যামবেজি নদী। তারপর একদিন বিকেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৌঁছে গেলাম রবার্টসনের বাড়িতে।

খোঁজ নিয়ে দেখলাম আমার ওয়্যাগন ও ষাঁড়গুলো ঠিক আছে। খুশিতে নাচতে লাগল জুলু ড্রাইভার ও কিশোর পশুচারক। ওদের ধারণা হয় আমরা মারা গেছি, কাজেই ঠিক করে বাড়ির দিকে রওনা হবে। অভ্যর্থনা জানাতে এল টমাসো, তবে আমার মনে হলো জুলুদের মত সে-ও চমকে গেছে এই নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে। এতে খুব খুশি মনে হলো না ওকে। তাকে বললাম, একটা লড়াইয়ে মারা গেছে ক্যাপ্টেন রবার্টসন, তবে তার মেয়েকে উদ্ধার করে এনেছি নরখাদকদের হাত থেকে। টমাসোকে জানিয়ে দিলাম, ভুলেও যেন এই কথা প্রচার না করে।

আমস্লোপোগাস ও গোরোকোর মাধ্যমে জুলুদের একই কথা জানালাম। বলে দিলাম এ অভিযানের ব্যাপারে কাউকে যেন কিছু না জানায়, নইলে ওদের উপর পড়বে সাদা ডাইনীর অভিশাপ। এবং তার প্রতিফল ভয়ঙ্কর মৃত্যু। আয়েশা ও তার সংযুক্ত সমস্ত কিছু মনের ভিতর তালা-চাবি দিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে, নইলে ধ্বংস হবে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে। এ সমস্ত বিষয় ঠিক মৃত জুলু রাজাদের নাম উচ্চারণের মত। ওদের উচিত হবে না কিছু বলা, বা গল্প করা। এবং এরপর থেকে কখনও তারা একটা কথাও বলেনি। এর মূল কারণ ছিল আয়েশা। জুলুরা বুঝে নিয়েছিল আসলে দুনিয়ার সেরা ডাইনী ওই সাদা রানি। দ্বিতীয় কারণ ছিল, আমস্লোপোগাসের কুঠার। কেউ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তাকে মরতে হতো।

সে-রাতে শুয়ে পড়ল ইনেয, কিন্তু নিজ বাড়ি চিনতে পারল না। কোর শহরে ফেরার পর যেন হয়ে ওঠে শিশুর মত। তবে পরদিন সকালে ছুটতে ছুটতে এল হ্যান্স, বলল একদম বদলে গেছে ইনেয—আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। একটু সন্দেহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি বসবার ঘরে, পরনে ইউরোপিয়ান পোশাক। শুধু যে ওয়ারড্রোব থেকে পোশাক নিয়ে পরেছে, তা-ই নয়, ওই একই ঘুমে আবার যৌক্তিক ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছে।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' আমাকে বলল। 'আমি বোধহয় অসুস্থ ছিলাম? শেষ মনে পড়ে আপনারা জলহস্তি শিকার করতে যাওয়ার পর সেরাতে ঘুমাতে যাই। ...আমার বাবা কোথায়? শিকার করার সময় কোনও বিপদে পড়েনি তো?'

'আমি সত্যি দুঃখিত,' মিথ্যা বললাম। মনের ভিতর ভয়, আবারও না স্মৃতি হারায়। 'হ্যাঁ, খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গেছে। একটা মর্দা জলহস্তি তাঁকে মাড়িয়ে যায়। ওটা তেড়ে এসেছিল। তোমার বাবা মারা যান। বাধ্য হয়ে ওখানে কবর দিই।'

কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে নিল ইনেয, ওর বাবার আত্মা মুক্তি লাভ করুক, সেজন্য বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'মিস্টার কোয়াটারমেইন, কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি পুরো ঘটনা বলেননি। বোধহয় চাইছেন না বিস্তারিত বর্ণনা দিতে।'

'হ্যাঁ, তা-ই,' বললাম। 'তুমি বেশ কিছু দিন অসুস্থ ছিলে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ সহ্য করতে পারোনি, ভেঙে পড়ো মানসিক ভাবে। তবে আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো, যদি কিছু লুকিয়ে থাকি, তা তোমার বর্তমান সুস্থতার জন্য।'

'আমি আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি,' জবাবে বলল ইনেয। 'এবার আমাকে একটু একা থাকতে দিন, তবে তার আগে বলুন, সেসব মেয়েমানুষ আর তাদের বাচ্চারা কোথায়?'

'তোমার বাবার মৃত্যুর পর ওরা চলে যায়,' আবারও মিথ্যা বললাম।

আমার দিকে চাইল, তবে কোনও মন্তব্য করল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম পরে ওই অভিযানের কতটা মনে রাখতে পেরেছে ইনেয, তা আমি জানি না। তবে ধারণা করি, খুব কম। টমাসো থেকে শুরু করে প্রত্যেককে হুমকি দেয়া হয়েছিল, ওই বিষয়ে একটা কথা বললে তার ফল হবে কঠিন মৃত্যু। তা ছাড়া, ইনেয বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝে নিয়েছিল কিছু বিষয় থাকে যেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। তা ছাড়া জানত, ওর বাবা মারা যাওয়ার পর অদ্ভুত কিছু ঘটে, ফলে সে অচেতন রোগে আক্রান্ত হয় বা পাগলামি ধরে বসে। কাজেই এসব নিয়ে আর ভাবতে চায়নি। আজও আমি খুশি যে আর কখনও ওই প্রসঙ্গ তোলেনি। নইলে কীভাবে ইনেযকে বোঝাতাম ওর ব্যাপারে প্রতিটা ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক দিয়েছে আয়েশা? কেন শিশুসুলভ হলো ইনেয, আবার বাড়ি ফিরে সুস্থ হলো? আমার কাছে কী ব্যাখ্যা ছিল?

অবশ্য ইনেয জানতে চেয়েছিল কোথায় গেছে জেনি। জবাবে জানিয়েছি, সে যখন অসুস্থ ছিল সে-সময় মারা যায় মেয়েটা। আমাকে আবারও মিথ্যা বলতে হয়েছে, তবে কখনও কখনও সত্য বলার চেয়ে মিথ্যা বললে অনেক সঠিক বিচার হয়। তা ছাড়া, এসব মিথ্যা বলার পর বিবেকের দংশন হয়নি।

যাই হোক, এবার শেষ করি ইনেযের কাহিনি। সুস্থ হওয়ার পর ওকে দেখেছি আমি দুঃখী ও ধার্মিক মেয়ে হিসাবে। প্রায় প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করত। ওই অভ্যেস বোধহয় পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। রবার্টসন বদলে যাওয়ার পর অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তার মেয়েও অনুসরণ করেছে ওই পথ।

আমরা সভ্য-জগতে ফিরবার সময়, প্রথম যে-লোকের সঙ্গে দেখা হলো, তিনি চিন্তাশীল ভাল এক বুড়ো যাজক। তিনি এবং ইনেয খ্রিস্টান ধর্মের একই পথের অনুসারী। অতি অল্প সময়ে দু'জনের ভিতর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হলো। শুরুতে আমি বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারি, এমন হতে পারে। ক'দিন যেতে না যেতেই ইনেয ঠিক করে ফেলল সে সভ্য-জগতে ফিরতে আগ্রহী নয়। তা ছাড়া, সেখানে কী-ই বা টানত ওকে? এই যাজকের অনুসারী হয়ে সিস্টারহুড গ্রহণ করল. পরবর্তীতে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম মেনে চালিয়েছে নাটালের আশ্রম। নানা ধরনের গুণ এবং পৈত্রিক বিশাল সম্পত্তির কারণে ওকে দ্রুত গ্রহণ করে সবাই।

এর বেশ ক' বছর পর ওকে দেখি, তখন হতে চলেছে আশ্রমের মাদার-সুপিরিয়র। খুব হাসিখুশি ছিল, আমাকে বলে সে সম্পূর্ণ আনন্দ খুঁজে পেয়েছে ধর্মের পথে। তখনও জানতে চায়নি অসুস্থ সময়ে কী ঘটেছে। অবশ্য বলে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটে। তবে পার্থিব জীবনে ওর কোনও কৌতূহল নেই। বিস্তারিত কিছু জানার আগ্রহ নেই তার। এতে স্বস্তি পেয়েছি, সত্যিকারের ঘটনা কীভাবে বলতাম? বিশ্বাস করত আত্মবিশ্বাসী নান?

আবার ফিরি রবার্টসনের বাড়িতে। ঠিক করলাম ওখানে দু'এক দিন থামব, বিশ্রাম নিলে পরিষ্কার ভাবে পরিস্থিতি বুঝতে পারবে ইনেয। ওকে বললাম, আমার ফিরতে হবে নাটালে। জানতে চাইলাম, সে কী ভাবছে। এক মুহূর্ত না ভেবে বলল, আমার সঙ্গে রওনা হবে। বাবা যখন নেই, তো এখানে বান্ধবহীন থেকে ধর্মের পথ থেকে দূরে থাকবে না।

এরপর আমাকে দেখাল সিটিংরুমের মেঝের নীচে গোপন একটা জায়গা। ওর বাবা ওখানে লুকিয়ে রাখত মদ। এই গর্তের নীচে দেখলাম কিছু ইঁট। সেগুলো সরাতে বেরিয়ে এল বিপুল সোনার মোহর। রবার্টসন আগেই মেয়েকে জানিয়েছে তার খারাপ কিছু হলে ওগুলো যেন তুলে নেয়। মোহরের সঙ্গে পেলাম রবার্টসনের উইল, সিকিউরিটিজ, কৈশোরের কিছু অতীত স্মৃতি ও প্রেম-পত্র। সঙ্গে রয়েছে তার মা'র দেয়া প্রার্থনা বই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইনেয ছাড়া কেউ জানত না গোপন স্থানে এসব পাওয়া যাবে। সব তুলে নিলাম, তারপর তৈরি হতে লাগলাম যাত্রার জন্য। মোহর থেকে শুরু করে সবই তুলে দিলাম ওয়্যাগনে। ঠিক হলো সেরা গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বাড়ি এবং দোকান বুঝিয়ে দেয়া হলো টমাসোকে। চুক্তি করলাম, এখন থেকে অর্ধেক মুনাফা পাবে সে। উপকূলে এক ব্যাঙ্কে রয়েছে রবার্টসনের অ্যাকাউন্ট, কাজেই প্রতি ছ'মাসে একবার করে মুনাফার টাকা সেখানে পৌছে দেবে। পরবর্তীতে টাকা পৌছে দিয়েছে কি না, তা আমি বলতে পারি না। তবে দেখা গেল আমাদের কেউ ওই খামারে থাকতে রাজি নয়, তা ছাড়া ওটা কিনবার মত খদ্দের ছিল না, কাজেই যতটা যা করা গেল, তাই করলাম।

এরপর ঝলমলে একটা দিন দেখে রওনা হলাম আমরা, ইনেজের কাছে জানতে চাইলাম, এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে খারাপ লাগছে কি না।

'না,' খুশি মনে বলল। 'এখানে নরকে ছিলাম, আর কখনও ফিরতে চাই না।'

জুলু-ল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তে আবারও কাজে লাগল যিকালির কবচ। আমার ধারণা; ওটা যদি না থাকত, আমাদের সবাইকে মরতে হতো। যা ঘটে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেব না, তবে বিষয়টা ছিল দীর্ঘ এবং জটিল। শুধু এটা বলা যথেষ্ট, ওই ষড়যন্ত্র ছিল কেটেওয়্যায়োর বিরুদ্ধে আমস্লোপোগাসের। কিন্তু বিপদে পড়লাম আমরা সবাই। জানলাম, আমস্লোপোগাসের বউ মোনাযি এবং তার প্রেমিক লাউস্টা বিশ্বাস-ভঙ্গ করেছে। আমস্লোপোগাসকে পাওয়ার জন্য সীমান্ত এলাকায় চোখ রাখছিল রাজার লোক। ধারণা করা হয় আগে হোক পরে, আবার জুলু-ল্যাণ্ডে ফিরবে সে। আগেই খবর চাউর হয়ে যায় আমার সঙ্গে গেছে জুলু সর্দার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তচরদের মাধ্যমে দ্রুত প্রচার হয়ে গেল আমি জুলু-ল্যাণ্ডের দিকে ফিরছি, কাজেই রাজার পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক লোকের অধীনে জড় হলো একদল যোদ্ধা। সঠিক সময়ে আমাদের ঘিরে ফেলল তারা। তবে আক্রমণ করবার আগে ওই সর্দার কয়েকজন বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দিল। বলে দেয়া হলো: যদিও সঙ্গে রেখেছি সন্দেহজনক লোক, তারপরও আমার সঙ্গে রাজার শত্রুতা নেই। যদি রাজার সর্দারের হাতে তুলে দিই কুঠার জাতির সর্দার আমস্লোপোগাস ও তার লোকদেরকে, আমার কোনও ক্ষতি করা হবে না। বিনা বাধায় নিজ মালামাল নিয়ে চলে যেতে পারব। আর যদি এ নির্দেশ পালন না করি, দেরি না করে হামলা চলবে। ফলাফল: খুন হওয়া। বলে দেয়া হয়েছে, আমস্লোপোগাস ও তার পরিচিত কাউকে বাঁচতে দেয়া হবে না। রাখা হবে না কোনও সাক্ষী। এই চরম ঘোষণার পর বাড়তি কোনও কথা বলার সুযোগ থাকল না। বার্তাবাহকরা ফিরল রাজার সর্দারের কাছে। তার আগে বলল, আমার জবাব নেয়ার জন্য আধ ঘণ্টা পর ফিরবে।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর থমথম করতে লাগল চারপাশ। সবই শুনেছে আমস্লোপোগাস। যা ভেবেছি কী বলতে পারে, তাই বলল সে, 'মাকুমাযান, আমি পৌঁচেছি দুর্ভাগ্যজনক এক যাত্রার শেষে। হয়তো সেটা অশুভ নয়। গেছি মৃত-মানুষদেরকে খুঁজতে, বদলে পেয়েছি সাদা ডাইনীর টিটকারি আর কিছু ছায়াকে। আসলে মৃতদের পেতে চাইলে একমাত্র উপায় তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া।'

'এবার বোধহয় সবাইকে যেতে হবে, আমস্লোপোগাস।'

'তা নয়, মাকুমাযান। রাজার ছেলে আপনাকে যেতে দেবে। সে অন্য কারও নয়, আমার রক্ত চায়। ওই অধিকার তার আছে। সত্যি আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছি। এসবের সঙ্গে আপনি কোনও ভাবে জড়িত নন। আপনার অন্তর ওই সাদা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চামড়ার মতই ফর্সা, আর তাই ভাবছেন আমাকে ত্যাগ করবেন না। কিন্তু যদি লড়তেও চান, আপনার ভাবতে হবে ওয়্যাগনে বসা ওই বিষাদ চোখের কথা। তার জীবন নষ্ট করে দিতে পারেন না। নিজ হাতে আপনি তার দায়িত্ব নিয়েছেন, কাজেই যে করে হোক তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে।'

এ কথার বিপরীতে কোনও জবাব খুঁজে পেলাম না। জানি না কী করব। জানতে চাইলাম কী করতে চায় আমস্লোপোগাস। এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। চারপাশ থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।

'মাকুমাযান, আমি শেষ হবো বীরের মত লড়াই করে.' মৃদু হাসল সে। 'আমার সঙ্গে যারা এখনও রয়ে গেছে, তাদের নিয়ে লড়াই করব। আমার কপালে যা ঘটবে, তাই ঘটবে ওদেরও। একটু দূরের ওই টিবির উপর উঠব, পিঠে পিঠ দিয়ে লড়ব রাজার কুকুরগুলোর বিরুদ্ধে। একটু অপেক্ষা করুন, মাকুমাযান, দেখবেন কুঠারের মালিক আমস্লোপোগাস বা ওর যোদ্ধারা লড়ে মরতে জানে।'

নিশ্চুপ থাকলাম, জানি না কী বলব। সবাই থমথমে পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি তিল-তিল করে মুহূর্ত পেরিয়ে চলেছে। মাটিতে একটা বর্শা গেঁথে গেছে বার্তাবাহকরা, দীর্ঘ হয়ে উঠছে ওটার ছায়া। বর্শার সামনে একটা দাগ টেনে গেছে, যখন ওটাকে স্পর্শ করবে ছায়া, পেরুবে সময়। তখনই জবাব নেয়ার জন্য হাজির হবে তারা।

মৃত্যুর মত স্তব্ধতা চেপে ধরেছে আমাদের। তারই ভিতর কেউ সামান্য কেশে উঠল। কণ্ঠ শুনে বুঝলাম, ওটা হ্যান্স। ওর কোনও বক্তব্য আছে।

'কী?' বিরক্তি নিয়ে জানতে চাইলাম। মাটিতে বসে ছেঁড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাটের অবশিষ্ট দিয়ে নিজেকে বাতাস দিচ্ছে। ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

'তেমন কিছু না, বাস, শুধু এটা বলব: ওই জুলু হায়েনারা উত্তরের নরখাদকদের চেয়ে বেশি ভয় পায় যিকালির মাদুলিকে। তাদের খুব কাছে থাকে যিকালি। আপনার মনে পড়ে, বাস, আমরা যখন জুলু-ল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন বাধা দিতে এসেছিল? কিন্তু পরে মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'

'ঠিক কী বলতে চাও, হ্যান্স?' জানতে চাইলাম। 'ওদের কি যিকালির মাদুলি দেখাব?'

'দেখিয়ে লাভ কী, বাস, ওরা তো আগেই আপনাকে যেতে বলেছে। বিষাদ চোখ, আমি, গরু, ওয়্যাগনের চালক আর রাখাল, সঙ্গে সব মালামাল—সব নিতে পারেন আপনি। তা হলে মাদুলি দেখিয়ে আপনার লাভ কী? কিন্তু ওই মাদুলি যদি ঝুলতে থাকে আমস্লোপোগাসের গলা থেকে, আর সে যদি দেখায় ওদের? শুনেছি, যারা অনুমতি ছাড়া যিকালির মাদুলি স্পর্শ করে, তারা তিন চাঁদ পেরুনোর আগে মারা পড়ে। এখন কথা হচ্ছে, বাস, দেখুন না কী ঘটে?' আবারও আকাশের দিকে চেয়ে রইল হ্যান্স, বার কয়েক শুকনো কাশি দিল।

ডাচ ভাষায় হ্যান্স যা বলেছে, জুলুতে আমস্লোপোগাসকে জানালাম। জবাবে নিরাসক্ত স্বরে মন্তব্য করল, 'ওই বাঁটকু হলদে লোকটার নাম এমনিতে অন্ধকারের আলো দেয়া হয়নি। তাবিজ দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদি ব্যর্থ হই, মরতে দেরি হবে না।'

ভাবছি আনুষ্ঠানিকতা করব, এ প্রথম কবচ খুলছি। তারপর দ্বিধা না করে ওটা খুলে পরিয়ে দিলাম আমস্লোপোগাসকে। তালিসমান ঢাকা পড়ল ওর কম্বলের নীচে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এর কিছুক্ষণ পর ফিরল বার্তাবাহকরা। এবার তাদের সঙ্গে এল সর্দার নিজে। স্বাগত জানাল আমাকে। সামান্য চিনি তাকে, গরুর একটা পাল বিক্রি করার সময় একইসঙ্গে কাজ করেছিলাম। এর সঙ্গে টুকটাক আলাপ হলো, তারপর তুলল আমস্লোপোগাসের বিষয়ে। দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিল। বদলে বললাম, আমি তার বর্তমান অবস্থান বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যে-লোক জাদুকর যিকালির মাদুলি পরেছে, তাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। নিজে যিকালি পরিয়ে দিয়েছে তাকে। এ কথা শুনে চমকে গেল সর্দার, অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখদুটো।

'পথ উন্মুক্তকারীর মাদুলি!' বেসুরো স্বরে বলল। 'ওহ্, বুঝেছি কুঠার জাতির সর্দারকে কেন শেষ করা যায় না! কার সাধ্যি জাদুকরের বিরুদ্ধে কিছু করে।'

'তাই আসলে,' জবাবে বললাম। 'আর নিশ্চয়ই জানো, ওই মাদুলি আর ওটার বহনকারীর বিরুদ্ধে যারা লড়বে, তারা ভয়ঙ্কর ভাবে মরবে তিন চাঁদের ভিতর। শুধু তাই নয়, শেষ হবে তার বংশ।'

'এ কথা শুনেছি,' করুণ একটা হাসি দিল সে।

'আর এবার তুমি বুঝবে ওটা সত্যিই কাজ করে,' খুশি খুশি স্বরে বললাম।

এবার আমস্লোপোগাসকে সরিয়ে নিয়ে আলাপ করতে লাগল সে।

আমি তাদের কথা কান পেতে শুনতে গেলাম না। তবে কিছুক্ষণ পর ফিরল আমস্লোপোগাস, চড়া স্বরে বলতে শুরু করল। সবাই শুনতে পেল ওর কণ্ঠ। সে আমাকে কোনও ভাবে জড়াতে চায়নি, সঙ্গী যোদ্ধাদের নিয়ে যাবে রাজার বাড়িতে। কেউ যদি ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে থাকে, তার সঠিক বিচার হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে : রাজার সর্দার যিকালির তাবিজের শপথ করে বলেছে, সে এবং তার দল আমস্লোপোগাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কেউ ক্ষতি করতে চাইলে তা ঠেকানো হবে। আর যদি আমস্লোপোগাস বা ওর দলের কারও ক্ষতি হয়, ভয়ঙ্কর অভিশাপে পরদিন ভোর হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে রাজার সর্দার।

চড়া স্বরে রাজার সর্দারের কাছে জানতে চাইলাম সে এসব বলেছে কি না। জবাবে বলল, হ্যাঁ, তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় আমস্লোপোগাসকে জীবিত নিয়ে যেতে। সে যদি না যেতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে হবে।

এবার আমস্লোপোগাসকে ডেকে নিয়ে গেলাম ওয়্যাগনের কাছে, ভঙ্গি নিলাম কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি। নিচু স্বরে আলাপ করতে লাগলাম। জবাবে আমস্লোপোগাস জানাল, ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতের আঁধারে সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যাবে সে।

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, মাকুমাযান,' বলল আমস্লোপোগাস, 'আমি যদি পালাতে না পারি, ওই সর্দার বাঁচবে না। কথা হয়েছে তার পাশে হেঁটে যাব। যদি দেখি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চলেছে, কুঠার দিয়ে ফাঁক করে দেব তার মোটা মাথা।

'মাকুমাযান,' যোগ করল, 'আমরা একইসঙ্গে দীর্ঘ অভিযানে গেছি। অদ্ভুত বহু কিছু দেখেছি, যা জগতে দেখা যায় না। পাগলের মত লড়াই করেছি, হত্যা করেছি অসভ্য রাজা রেযুকে। এসব এক জীবনের জন্য যথেষ্ট। এই অভিযান সফল হলেও তা এখন শেষ হতে চলেছে। সব কিছুর শেষ বলে কথা থাকে, কাজেই এখন আমরা ভিন্ন পথে যাব। তবে মন বলছে আমাদের আবারও দেখা হবে। মনে করি না নতুন এই অভিযানে সর্দারের সঙ্গে মরব, তবে তার দলের সবাই মরতে চলেছে।'

তিক্ত স্বরে বলতে লাগল আমস্লোপোগাস, তবে তখন ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথার অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারিনি।

'মাকুমাযান, আমার মন বলছে আবার দেখা হবে। তখন মস্ত এক যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব আমরা। ওটা হবে আমাদের শেষ লড়াই। সাদা ডাইনী এ কথাই বলেছে। আমি যা বললাম, তা হয়তো এসেছে যিকালির তাবিজের কাছ থেকে। কোনটা ঠিক বলতে পারব না। তবে আশা করি আমার উপর ভর করেছিল সত্যিকারের আত্মা। আপনি সাদা আর আমি কালো, আপনি খুদে আর আমি বিরাট, আপনি ভদ্র এবং চতুর, তার বিপরীতে আমি হিংস্র এবং কুঠারের ফলার মত খোলা—তারপরও আমি আপনাকে ভালবাসি, মাকুমায়ান! আমরা যেন একই মায়ের পেটের ভাই, একই ক্রালে বড় হয়েছি। যা হোক, এখন অপেক্ষা করছে রাজার সর্দার, আমরা কথা বলছি, তাই সন্দেহ ঢুকে গেছে তার মনে। কাজেই আপাতত বিদায়, মাকুমাযান। যদি বেঁচে থাকি, পরে মাদুলি পৌঁছে দেব জাদুকর যিকালির কাছে। আর যদি মরি, তার কোনও আত্মা পাঠিয়ে দেবে আমার হাড়গোড় থেকে মাদুলি সরিয়ে নিতে।

'তোমাকেও বিদায়, হলদে মানুষ,' হ্যান্সের দিকে পা বাড়াল আমস্লোপোগাস। ঘুরঘুর করা কুকুরের মত হাজির হয়েছে হ্যান্স, যেন নিশ্চিত নয় ওকে স্বাগত জানানো হবে কি না। 'সবাই তোমাকে ভাল নাম দিয়েছে: অন্ধকারের আলো। আমি খুশি যে তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তুমি সাপের মত ছোবল দাও, ভাবো শেয়ালের মত, কেউ দাঁত খিঁচালে সরে যেতে পারো। হ্যাঁ, বিদায়, কারণ আমার মন বলছে, আর কখনও দেখা হবে না।'

এবার বিশাল ওই কুঠার কাঁধের উপর তুলে নিল আমস্লোপোগাস, আমাকে জুলু নিয়ম অনুযায়ী সালাম দিল: 'সর্দার, বাবা, বিশাল সর্দার, বাবা: আপনি অনেক অতীত হতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছেন!' এর মাধ্যমে আমাকে নিজের উপর স্থান দিল সে। এই একই কাজ করল গোরোকো ও অন্য জুলুরা। তার ভিতর থাকল প্রচুর প্রশংসা। পরের মিনিটে রাজার সর্দারের সঙ্গে চলে গেল আমস্লোপোগাস। খেয়াল করলাম ওর দীর্ঘ সরু আঙুলগুলো তবলা বাজিয়ে চলেছে কুঠারের হাতলে।

'ভাল লাগছে যে লোকটা ওর কুঠার নিয়ে বিদায় হয়েছে,' বড় করে শ্বাস ফেলল হ্যান্স। খানিক আনমনে বলল, 'পোষা সিংহের সঙ্গে একই ঘরে ঘুমানো ঠিক, তবে রাতের পর রাত পেরুলে ভাবতে হয়, কখন না জানি কম্বল সরিয়ে চুল আঁচড়ে দেবে থাবা দিয়ে! হ্যাঁ, সত্যিই আমি খুব খুশি, অর্ধেক পোষা সিংহ বিদায় নিয়েছে। আমার তো কখনও মনে হয়েছে ওকে বিষ দেয়া উচিত, নইলে ভাল ভাবে ঘুমাতে পারব না। শুনেছেন, বাস্, ও আমাকে সাপ বলে ডাকত? সাপের আর কী আছে বিষ ছাড়া! ...বাস, আমি কি ওয়্যাগনের সঙ্গে ষাঁড় জুড়ে দিতে বলব? আমাদের সঙ্গে এমনিতে জাদুকরের মাদুলি নেই, তার উপর মনে হচ্ছে রাজার সর্দারের কাছ থেকে যত দূরে সরব, ভাল হবে।'

'তুমিই তো ওকে মাদুলি দিতে বললে, হ্যান্স,' বললাম।

'হ্যাঁ, বাস, মনে হয়েছে আমস্লোপোগাস মাদুলি নিয়ে বিদায় হলেই ভাল। অনেক খারাপ হতো আপনার কাছে মাদুলি থাকলে কিন্তু রয়ে গেল আমস্লোপোগাস। বাস্, এ রাজ্যের রাজা চাইলে যে-কাউকে খুন করতে পারে। তার সঙ্গে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, তার সঙ্গে চললে আমাদেরও মরতে হতো। এই রাজা টুলের উপর বসে রাজকীয় সালাম নেয়। মরা রাজাকে কেউ সালাম দেয় না, বাস্। সেই রাজা আগে যত বড় মানুষ থাকুক। আর সবচেয়ে খারাপ সেই রাজা, যে ক্ষমতা পাওয়ার আগে ছিল নিজে বিশ্বাস-ঘাতক!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঁচিশ

ফিরে বুড়ো যিকালির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

'তা হলে দেখছি নিরাপদে ফিরেছেন, মাকুমাযান,' বলল সে। 'আমি আগেই বলেছি ঠিক ভাবে ফিরবেন। আপনার অভিযানে কী ঘটল জানতে চাইব না। বুড়ো হয়ে গেছি, লম্বা কাহিনি ক্লান্ত করে দেয়। তা ছাড়া, নিশ্চয়ই বিস্ময়কর কিছু ঘটেনি যে শুনতে হবে। আপনাকে যে কবচ দিই তা কোথায়? এবার ফিরিয়ে দিন, ওটা ওর কাজ শেষ করেছে।'

'ওটা নেই। দিয়েছি কুঠার জাতির আমস্লোপোগাসকে, নইলে ওকে মেরে ফেলত রাজার লোক।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো করেছেন। একদম ভুলেছি। এই যে ওটা।' আলখেল্লা সরিয়ে গলা দেখিয়ে দিল, কণ্ঠ থেকে ঝুলছে বিশ্রী লকেট। প্রায় আদর করে বলল, 'আপনি এটার একটা নকল চান, মাকুমাযান? স্মৃতি হিসাবে রেখে দেবেন? তাই যদি চান, খোদাই করে আরেকটা তৈরি করে দেব।'

'না,' সরাসরি মানা করে দিলাম। 'চাই না। আমস্লোপোগাস এসেছিল?'

'হ্যাঁ। দেখা করে গেছে। আর সেজন্য আপনার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার ওই অভিযানের কাহিনি শুনতে চাইনি।'

'কোথায় গেছে সে, কুঠার জাতির ওই শহরে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, মাকুমাযান, সে ওখান থেকে এসেছে, তবে মনে করি না আর কখনও ফিরবে।'

'কেন যাবে না, যিকালি?'

'কারণ ওর অভ্যেস ঝামেলা তৈরি করা। তাই পিছনে রেখে এসেছে লাশ। মারা পড়েছে লাউস্টা নামের এক লোক। আমস্লোপোগাস যাত্রা করার আগে নিজের বদলে তাকে সর্দারী দিয়েছিল। ওই লোকের সঙ্গে দায়িত্ব পায় এক মেয়েলোক। নাম ছিল তার মোনাযি। এই মেয়ে ছিল আমস্লোপোগাসের বউ। বা বলা যায় লাউস্টার। এটাও হতে পারে মেয়েটা একইসঙ্গে দু'জনের বউ ছিল। আসল যে কী, ঠিক মনে পড়ছে না। এই মেয়েলোকের ব্যাপারে অনেক কাহিনি শুনেছি। যাই হোক, আমস্লোপোগাস এক কোপে ওই মেয়েলোকের মাথা আলাদা করে দেয়, বাধ্য করে লাউস্টাকে লড়াই করতে। সে-লোক হাতে ঢাল তুলবার আগেই মারা পড়ে। তার বুদ্ধির কাজ হতো আমস্লোপোগাস মরলে পরে ওর বউকে নিজের রান্নার কাজ দেয়া।'

'আমস্লোপোগাস এখান থেকে কোথায় গেছে?' নতুন এসব তথ্য পেয়ে মোটেও বিস্মিত হইনি।

'জানি না, জানতেও চাই না, মাকুমাযান। ভবঘুরে হয়ে গেছে। আরও অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলে সবই শুনবেন। তার ধারণা আবারও আপনার সঙ্গে দেখা হবে। শুনে রাখুন, সিংহের ওই ছানা ঠিক সেই চাকার মত, কিন্তু বুদ্ধি কম। আমস্লোপোগাস সত্যিকারের লড়াকু। হাতদুটো লম্বা, চোখ বহু কিছু দেখে, দারুণ চালাতে পারে কুঠার—কিন্তু সে আমার কোনও কাজে আসবে না। এমন অনেক লড়াকু মানুষ দেখেছি। ওকে তিনবার মানুষ করতে চেয়েছি, দিতে চেয়েছি রাজকীয় আলখেল্লা, কিন্তু প্রতিবার চলে গেছে। কাজেই ওকে আর সুযোগ দেব না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দূরে যাক কাঠ-ঠোকরা আমস্লোপোগাস। আমি প্রায় ভাবতে শুরু করি, যদি মাদুলি না দিতেন তো ভালই হতো। তা হলে রাজার লোক শেষ করত ওকে। অনেক বেশি জানে আমস্লোপোগাস, আবারও কুঠার তুলে লড়তে গেলে বকবক শুরু করবে। মাকুমাযান, লড়তে পারলে অন্তরে সুখ পায় আমস্লোপোগাস, আর ওই লড়াই শেষ করবে ওকে—একদিন নিজ চোখে দেখবেন।'

'পথ উন্মুক্তকারী, তোমার বন্ধুর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, অথচ তোমাকে বিচলিত মনে হচ্ছে না,' বিদ্রূপের সুরে বললাম।

'সত্যিই বিচলিত নই, মাকুমাযান, আসলে আমার কোনও বন্ধু নেই। বুড়োদের কাজে যারা লাগে, সেসব যুবা সত্যিকারের বন্ধু। তারা যদি ব্যর্থ হয়, বুড়োরা বাধ্য হয়ে অন্য কাউকে খুঁজে নেয়।'

'বুঝলাম, যিকালি। বুঝতে পেরেছি তোমার কাছ থেকে কী আশা করা যায়।'

বিদঘুটে সুরে হেসে উঠল যিকালি, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এটা ভাল যে আপনি কিছু আশা করেন। মাকুমাযান, আপনি অতীতের মত ভবিষ্যতেও সাহসী থাকবেন, আমস্লোপোগাসের মত বোকামি করবেন না। আপনি জানেন না, দক্ষ কামারের মত জ্বলন্ত কুণ্ড থেকে বের করি আমি বর্শা, তুলে দিই আপনার হাতে। ওই বর্শা পোক্ত হয় মানুষের রক্ত মেখে। অথচ আপনার মনকে রাখি নিষ্পাপ, হাত থাকে পরিষ্কার। মাকুমাযান, আপনার মত বন্ধু খুব কাজে আসে, কাজেই পুরস্কার দিতে হয়।'

বুড়ো জাদুকর কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে থাকল, সে-সুযোগে তার কথাগুলো ভাবতে লাগলাম। দেখবার মত অনৈতিকতা ওর ভিতর। তারই উল্টো দিকে রয়েছে নৈতিকতা বা তার চেয়ে বেশি কিছু। হঠাৎ বিরাট মাথাটা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল যিকালি, 'কোথায় সাদা রানির বার্তা?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বলেছে রাতে স্বপ্নের ভিতর তুমি বড় বেশি জ্বালাতন করো, যিকালি।'

'কথা ঠিক। কিন্তু আমি যদি ওরকম না করি, সে কী জানতে চাইবে সব কীজন্য? আমি তো বাতাসে শুনতে পাই তার কথা, বা বাদুড়ের ঝাপটা-ঝাপ্টির ভিতর। আর যাই হোক, মাকুমাযান, সে মেয়েমানুষ; বছরের পর বছর চুপচাপ বসে থাকে, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া বাকি সময় ভাবতে থাকে অতীত, দেখতে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কোনও কাজ নেই, আর তাই একবার ভেবেছি আপনাকে ঠেলে দেব ওর জালের ভিতর। জানি না কীভাবে মন শক্ত করে ছেড়ে দিল, নইলে আপনার জীবন আর আত্মা শুষে নিত। ধারণা করি, সর্বক্ষণ আপনাকে টিটকারি দিত, তারপর সন্তুষ্ট হলে ফুরিয়ে যাওয়া ফলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিত। হয়তো আপনাকে নিজের পাশে রাখত, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি হয়ে উঠতেন তার পথের বাধা। তার স্বাভাবিক পথ বদলে যেত। বোধহয় এখন অন্য অভিযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের অভ্যর্থনা দেবে। একবারও বলবে না রাতের অতন্দ্র প্রহরী নামের একলোক ওর উপকার করেছে, তারপর রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেছে।

'আমি তো তার কষ্টকর ঘুমের ভিতর জ্বালাতন করি; কিন্তু এ গরীব বুড়ো অসভ্য ওঝার জন্য আর কী খবর দিয়েছে সে?'

এবার আয়েশার মন্দিরে সেই ছবির কথা তুললাম। গামলার পানির ভিতর ফুটে উঠেছে রাজার ক্রাল। সামনে দু'জন লোক দেখছে রাজার মৃত্যু।

কথাগুলো কান পেতে শুনল যিকালি, তারপর অশুভ সুরে হেসে উঠল।

'ওহো-হো! তা হলে সব ঠিক চলবে। তবে পথ অনেক লম্বা। সাদা রানি আপনাকে স্বর্গের আগুন দেখিয়েছে, কিন্তু এই মর্ত্যে কখনও পানির ভিতর সত্য ছাড়া অন্য কিছু দেখাতে পারবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না—যারা দেখতে পারে, তাদের এমনই নিয়ম মাকুমাযান, আপনি আমার হয়ে ভাল কাজ করেছেন। সেজন্য মজুরিও পেয়েছেন। জগতের কিছু না চেয়ে দেখতে চেয়েছেন মরা মানুষ, আর যত খুশি দেখতে পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তিক্ত ফল দিয়ে তৈরি জুস্ পেয়েছি,' ঝাল ঝাড়তে চাইলাম। 'ওটা খেয়ে গলা জ্বলেছে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। এখন পর্যন্ত ভারী হয়ে আছে পেট। যিকালি, ওই মেয়ে মিথ্যা দিয়ে ভরে দিয়েছে আমার মন।'

'এত সাহস করে বলা যায় না, মাকুমাযান, মোটেই বলা যায় না। তবে ওই মিথ্যাগুলো মিষ্টি ছিল, তাই না? এটা বুঝি, ওগুলোর ভিতর ছিল জ্ঞানের কথা। দশবছর পর ভেবে দেখবেন, অনেক সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে।

'ছিল শুধু মিথ্যা, মিথ্যা আর মিথ্যা! কিন্তু সেসব মিথ্যার আড়ালে ছিল সত্য। মাকুমাযান, সাদা ডাইনী ছিল নেকাবের আড়ালে, আপনি ওই নেকাব সরিয়ে দিয়েছেন; আর সেখানে যা দেখেছেন তাতে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছে আপনাকে। আপনি হঠাৎ করে সত্যের বিশাল সোনার পাহাড় দেখতে পেয়েছেন। সব পুরুষ ওটা খোঁজে, কিন্তু দেখা পায় খুব কম মানুষ।

'মিথ্যা, শুধু মিথ্যা, সবই মিথ্যা! তবে বলব, মাকুমাযান, ওসব মিথ্যার ওপাশে থাকে অপূর্ব এক চিরকালীন সত্য। ওহো-হো! ওহো-হো! ভাল থাকুন, রাতের অতন্দ্র প্রহরী, ভাল থাকুন। আপনি সবসময় সত্য খুঁজেছেন। রাতের পর আসে ভোর, আর মৃত্যুর পর আসে... মাকুমাযান, কী আসে? একদিন সবই বুঝবেন, কারণ সবসময় নেকাব ওঠে। ঠিক যেমন চাতুরি করে কথা বলেছে সে-দেশের সাদা ডাইনী, মাকুমাযান!'

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG